প্রকাশক :
শ্যামাপদ ভট্টাচার্য
সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮ বিধান সরণী, কলি-৭০০ ০০৬।

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৭

মুদ্রক :
সুরেশ দত্ত
মডার্ন প্রিন্টার্স ;
১২ উল্টাডাঙ্গা মেন রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৬৭।

মাতামহ ও মাতামহী

স্বর্গত পূর্ণচন্দ্র ও সরোজিনী চক্রবর্তীর

স্মৃতির উদ্দেশে—

প্রাক্-কথন

কাব্য-প্রকাশের সংস্করণের ক্ষেত্রে প্রথম প্রেরণা শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সুন্দর ইংরিজিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাশগুলিতে তিনি যখন সাহিত্যতত্ত্বের বক্তৃতা দিতেন, তখন আমি ছিলাম মুগ্ধ শ্রোতা। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য নন্দনতত্ত্বের নীতিগুলির তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বিষয়কে কতখানি আকর্ষণীয় করে তুলেছেন—বোঝা যেত, ক্লাশ শেষ হওয়ার মুহূর্ত-গুলিতে। একটি ক্লাশ মনে হত, একটি নিটোল 'রসানুভূতি'।

তখন থেকেই কাব্যপ্রকাশের প্রতি আকর্ষণ। এর পর 'আট বছর আগের একদিনে' কাব্যপ্রকাশের সংস্করণের প্রথম সূচনা। মাঝে মাঝে একাগ্রতার অভাবে কাজ বন্ধ।

কাব্য-প্রকাশের প্রকাশ-মুহূর্তে ডঃ মুখোপাধ্যায়কে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। আমি তাঁর কাছে অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী। প্রণাম জানাই অধ্যাপক স্বর্গত ডঃ প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী, অধ্যাপক সদাশিব চক্রবর্তী, অধ্যাপক ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য, অধ্যাপিকা বাসন্তী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুধীর ভট্টাচার্য, অধ্যাপক কালীশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক জটাধারী মালাকার-কে। এঁরা সকলেই উৎসাহ দিয়েছেন নানাভাবে।

উৎসাহ দিয়েছেন অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক সুরেন দেব ও অধ্যাপক অলকানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

এছাড়া চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকতে হবে, বন্ধু-অধ্যাপক রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সহকর্মী অধ্যাপক বিপদ্‌ভঞ্জন পাল, অভয়পদ ভট্টাচার্য, দেবিদাস চট্টরাজ, অমিতাভ গুপ্ত এবং সিরাজুল ইসলামের কাছে। এঁরা সকলেই নানাভাবে সাহায্য করেছেন প্রতিমুহূর্তে।

শ্রদ্ধেয় পিতৃদেবের কাছে কৃতজ্ঞতা-স্বীকার বাহুল্যমাত্র। তাঁর কাছেই আমার সংস্কৃত-শিক্ষা শুরু। এই সুযোগে তাঁকেও প্রণাম জানাই।

পরিশেষে, বলিষ্ঠ ও সাহসী প্রকাশক শ্রীযুত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য এবং নিঃস্বার্থ ও যত্নশীল মুদ্রণ-ব্যবসায়ী শ্রীযুত সুরেশ দত্তকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ। এঁদের অসীম সহযোগিতা ছাড়া কাব্যপ্রকাশের প্রকাশ হয়তো সম্ভব হতো না।

প্রকল্প-নীতি

১. যথাসম্ভব আধুনিক বাংলায় অনুবাদ করার চেষ্টা করেছি। যেখানে বাংলা-শব্দ বসানো সম্ভব হয় নি, সেখানে 'তৎসম' শব্দ বসাতে বাধ্য হয়েছি।

২. অনুবাদ আমার সামর্থ্যমত মূল-অনুসারী করার চেষ্টা করেছি। বাংলা এবং সংস্কৃতের বাক্য-গঠন-ভঙ্গী পৃথক্ বলে অনেক সময়েই কিছু নতুন শব্দ আমদানি করে অনুবাদের বাক্য সমাপ্ত করতে হয়েছে। আমদানি করা শব্দগুলিকে তৃতীয় বন্ধনীর '[ ]' মধ্যে রাখা হয়েছে। সমার্থক শব্দগুলিকে রাখা হয়েছে প্রথম বন্ধনীতে '( )'।

৩. মূলে উদ্ভট সন্ধিগুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

৪. মূলে যথাসম্ভব যতিচিহ্ন-ব্যবহার এবং অনুচ্ছেদ-বিভাগ করা হয়েছে।

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্য-মীমাংসার ক্ষেত্রে আচার্য মম্মটকৃত 'কাব্যপ্রকাশ' একটি বিশিষ্ট স্থান করিয়া আছে। ধ্বনিপ্রস্থানের প্রবর্ত্তয়িতা আচার্য আনন্দবর্ধন অনির্দিষ্ট কাব্য-সমালোচনার নীতিগুলি মুখ্যতঃ মানিয়া লইলেও মম্মটাচার্য তাঁহার 'কাব্যপ্রকাশে' নূতন চিন্তাধারার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন এবং পরস্পরবিরুদ্ধ সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আচার্য ভামহের 'শব্দার্থৌ সহিতৌ কাব্যম্—এই সংজ্ঞার সূত্র অবলম্বন করিয়া মম্মটাচার্য শব্দার্থের সাহিত্যকে কাব্য বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছেন এবং কাব্যের বৈশিষ্ট্যাধায়ক ধর্মরূপে গুণ, অলংকার ও দোষের অভাবকে মানিয়া লইয়াছেন। মম্মটের মতে গুণ, অলংকার ও দোষ কাব্যের বহিরঙ্গের ধর্ম নয় : ইহারা কাব্যান্তর্ভূত রসের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ। কাব্যের মুখ্য লক্ষ্য রস; শব্দ, বাচ্যার্থ, ছন্দ, অলংকার—ইহার রস-পরিবেশনের উপায়মাত্র। মম্মটাচার্য পরিদৃশ্যমান বহির্জগৎ হইতে কবিবাণী নির্মিত জগতের পার্থক্য নির্দেশ করিতে গিয়া কাব্য-কলার গভীর রহস্যটিকে উদ্ঘাটিত করিয়াছেন এবং বৈদিকবাক্য ও ইতিহাসের বাক্য হইতে কাব্যবাক্যের ভেদরেখাটিকে নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। 'কাব্য-প্রকাশে' প্রথম উল্লাসের 'তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি—এই সংজ্ঞাটিই সামগ্রিক আলোচনার সৌধের ভিত্তিভূমি। শব্দ ও অর্থের বৈচিত্র্য, শব্দের অর্থপ্রকাশনসামর্থ্যের বিচিত্র রূপ, রসচর্বণার প্রকারভেদ, ব্যঞ্জনার সর্বাতিশায়ী প্রাধান্য, দোষের আত্মপ্রকাশের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র, গুণ ও অলংকারের রসপরিবেশনে কার্য্যকারিতা—ইহাদের বিশ্লেষণাত্মক আলোচনার দ্বারা মম্মটাচার্য পাঠকের সপ্রশংস বিস্ময় উদ্রিক্ত করিয়াছেন। ন্যায়দর্শন, বেদান্তদর্শন, মীমাংসাদর্শন, ব্যাকরণপ্রস্থান এবং বৌদ্ধপ্রস্থানের সিদ্ধান্তের অবতারণা এবং সাহিত্য-মীমাংসার সূত্রগুলির সহিত উহাদের তুলনামূলক আলোচনা মম্মটাচার্যের গ্রন্থটিকে দুরূহ করিয়া তুলিয়াছে। এই দুর্বোধ্যতার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ইহার উপরে রচিত টীকার বাহুল্য। 'কাব্যপ্রকাশস্য কৃতা গৃহে গৃহে টীকা তথাপ্যেষ তথৈব দুর্গমঃ', অর্থাৎ গৃহে গৃহে কাব্যপ্রকাশের টীকা গ্রথিত হইয়াছে, তথাপি পূর্বের ন্যায়ই উহা সাধারণ পাঠকের নিকট আয়াসগম্য হইয়া আছে,—এই প্রবাদবাক্যে গ্রন্থটির যে মূল্যায়ন করা হইয়াছে তাহার যথার্থতাকে মানিয়া লইতেই হয়।

সাহিত্য-মীমাংসার কর্কশ নীতিগুলিকে তাঁহার নিকট প্রতিভাত করিয়া দিয়াছে। উহাদের সরস উপস্থাপনা এই সংস্করণটিকে বিশেষ মর্য্যাদায় অভিষিক্ত করিয়াছে। আমি সমালোচনা-সাহিত্যের সুসজ্জিত মণ্ডপে এই সংস্করণটিকে স্বাগত জানাই এবং ইহার বহুল প্রচার কামনা করি। ইতি—

গ্রন্থপরিচয়

ক. বিষয়বস্তু

গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় সাহিত্যতত্ত্ব। গ্রন্থ-কর্তার নাম মম্মট। গ্রন্থের অধ্যায়সংখ্যা দশ। অধ্যায়গুলির নাম উল্লাস। প্রথম ৫টি উল্লাসের বিষয়বস্তু সূচীপত্রে বিস্তৃত বলা হয়েছে। ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম অবধি বিষয়গুলি এ রকম :

৬ষ্ঠ—চিত্রকাব্য এবং তার দুটি ভেদ।

৭ম—দোষের লক্ষণ, শব্দ অর্থ এবং বাক্য-দোষ, দোষের গুণতা, রস-দোষ।

৮ম—গুণ ও অলংকারের লক্ষণ, গুণ সংখ্যা (৩, ১০ নয়), বর্ণ-সংঘটনায় গুণের উদ্ভব।

৯ম—শব্দালংকার (৬), রীতি (৩)।

১০ম—অর্থালংকার (৬২)।

এক কথায়, নাট্যতত্ত্ব ছাড়া অলংকারশাস্ত্রের সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন মম্মট।

খ. নামকরণ

অধ্যায়গুলির নাম উল্লাস। উল্লাসের অর্থ হল বিচ্ছুরণ, চমক অথবা চমকানি। 'উৎ—লস্' ধাতুর অর্থ দীপ্তি পাওয়া, দীপ্ত হওয়া। দশটি উল্লাস বলতে বোঝা যায় দশবার বিচ্ছুরণ। এই বিচ্ছুরণ হল কাব্য-চন্দ্রের আলোর। কাব্য এবং চন্দ্র—দুয়ে অভেদ-কল্পনা (রূপক) করে চন্দ্র-অংশটুকু লুপ্ত করা হয়েছে। আলোর প্রতিশব্দ 'প্রকাশ'।

কাব্যমেব চন্দ্রঃ, তস্য প্রকাশঃ কাব্যপ্রকাশঃ। তস্য উল্লাসাঃ।

অর্থাৎ প্রথম উল্লাস মানে হল কাব্য-রূপ চাঁদের আলোর প্রথম বিচ্ছুরণ। আলোর বিচ্ছুরণ (প্রকাশস্য উল্লাসঃ) যেমন প্রকট করে তোলে চাঁদকে, তেমনি গ্রন্থের এক একটি অধ্যায় (উল্লাস) স্বরূপ-উদ্‌ঘাটন করে কাব্যের (সাহিত্যের)।

নামকরণের ক্ষেত্রেও ধ্বন্যালোকের অনুসরণ স্পষ্ট। কেননা, কাব্য-প্রকাশের প্রতিশব্দ হল কাব্যালোক। আর 'ধ্বন্যালোক'কে কেউ কেউ বলেন কাব্যালোক।

মম্মটের ব্যক্তিপরিচয়

মম্মটের জন্ম কাশ্মীরের আনন্দপুরে*। খৃঃ একাদশ শতকের প্রথম-অর্ধে। বাবার নাম জৈয়ট। ছোট দুই ভাই-এর নাম—কৈয়ট এবং উবট। মম্মটের শিক্ষাদীক্ষা বারাণসীতে। কাব্যপ্রকাশ এখানে বসেই লেখা। অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি 'রাজানক' উপাধি পান। 'রাজানক' শব্দের অর্থ প্রায় রাজার মত (সার্বভৌম)।

ছোট ভাইয়েরা তাঁর কাছেই পড়াশুনো করেন। কৈয়ট বিশেষজ্ঞ ব্যাকরণে, উবট বেদে। কৈয়ট মহাভাষ্যের টীকা লিখেছেন। নাম প্রদীপ। উবট লিখেছেন শুক্লযজুর্বেদের ভাষ্য। উবট ভোজের রাজসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বাস করতেন অবন্তী অথবা উজ্জয়িনীতে।

মম্মট যে কাশ্মীরী, তার স্বপক্ষে যুক্তি তিনটি। (১) অল্লট, উদ্ভট, উবট, কৈয়ট, জৈয়ট, ভল্লট, রুদ্রট, লোল্লট—প্রভৃতির মত মম্মট কাশ্মীরী নাম। (২) মম্মট বলেছেন: চিক্কু শব্দটি অশ্লীল। আসলে চিক্কু শব্দটি কাশ্মীরী ভাষাতেই অশ্লীল। অতএব অনুমান করা চলে—মম্মটের মাতৃভাষা কাশ্মীরী, মম্মট কাশ্মীরের অধিবাসী। (৩) 'রাজানক' একটি কাশ্মীরী উপাধি। কাশ্মীরী পণ্ডিতদের মধ্যে এটি আজও প্রচলিত।

মম্মটের অন্যান্য গ্রন্থ

মম্মটের লেখা বই-এর সংখ্যা দুই—(১) কাব্যপ্রকাশ এবং (২) শব্দব্যাপার-বিচার। দ্বিতীয়টির আলোচ্যবিষয় শব্দের বৃত্তি। ঔফ্রেক্‌ট-এর মতে 'সংগীত-রত্নমালা'ও মম্মটের লেখা। বল্লভদেবের সুভাষিতাবলীতে আবার মম্মটের নামে একটি শ্লোক পাওয়া গেছে, যা উপরি-উক্ত বই তিনটিতে পাওয়া যায় না। তা থেকে অনেকে মনে করেন, মম্মটের বই-এর সংখ্যা চার।

মম্মটের কাল

অলংকারসর্বস্ব-কার রুয্যক মম্মটকে উদ্ধৃত করেছেন। অলংকারসর্বস্ব লেখা হয়েছে ১১৩৫ থেকে ১১৫৫ খৃঃ-এর মধ্যে। কাজেই মম্মট ১১৫৫ খৃঃ-এর পূর্ববর্তী।

---

* মম্মটের ব্যক্তিপরিচয় পাওয়া যায় সুধাসাগর বা সুধোদধি নামে কাব্যপ্রকাশের একটি টীকায়। টীকাটি শেষ হয় ১৭২০ খৃঃ এ। টীকাকারের নাম ভীমসেন দীক্ষিত। দীক্ষিতের মতে উবট মম্মটের ভাই। কিন্তু অনেকে এ তথ্য মানেন না। এঁরা বলেন—উবটের বাবার নাম বজ্রট, জৈয়ট নয়। অতএব উবট মম্মটের ভাই নন।

আবার মম্মট উদ্ধৃত করেছেন অভিনবগুপ্ত (যাঁর সাহিত্যতত্ত্ব সাধনা-কাল ৯৯০-১০২০ খৃঃ) এবং ভোজের (১০০৫-১০৫৪ খৃঃ) নাম। উদ্ধৃতি দিয়েছেন নবসাহসাঙ্কচরিত (আঃ ১০২০ খৃঃ) থেকে। অতএব মম্মটকে খৃঃ একাদশ শতকের প্রথমার্ধে জীবিত ছিলেন বললে ভুল হবে না।

মম্মটের পাণ্ডিত্য

অলংকারশাস্ত্র : মম্মট আলংকারিক। অলংকারশাস্ত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘনিষ্ঠ। তাঁর পূর্ববর্তী আলংকারিক ভরত, ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট, বামন, রুদ্রট, আনন্দবর্ধন, মুকুলভট্ট এবং অভিনবগুপ্তের গ্রন্থের সঙ্গে তিনি যথেষ্ট পরিচিত। এঁদের গ্রন্থ থেকে কখনও উদাহরণ, কখনও আবার অবিকল বাক্য বা বাক্যাংশ নিয়ে কারিকা এবং বৃত্তি লিখেছেন। নির্ভয়ে সমালোচনা করেছেন—উদ্ভট, বামন, রুদ্রট, আনন্দবর্ধন এবং মুকুলভট্টের।

সাহিত্য : সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে সাহিত্যতত্ত্ব বা অলংকারশাস্ত্রে গ্রন্থরচনা অসম্ভব। সেকালে প্রচলিত সব কাব্য নাটকের মর্ম উপলব্ধি করেছেন মম্মট। ৬০০ এর উপর উদাহরণ দিয়েছেন বিভিন্ন কাব্য নাটক থেকেই। কালিদাসের কাব্য-নাটক, ভবভূতি এবং শ্রীহর্ষের নাটক, বেণীসংহার এবং অমরুশতক থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন বেশী।

ব্যাকরণ : প্রাচীন ভারতবর্ষে ব্যাকরণ দিয়ে সুরু হত শিক্ষার্থীর পাঠ। মম্মট এর ব্যতিক্রম নন। সাধারণতঃ, আলংকারিকেরা বৈয়াকরণ-অনুসারী। অলংকারশাস্ত্রের অনেক তথ্য-তত্ত্ব ব্যাকরণ থেকে নেওয়া। মম্মটেরও ব্যাকরণপ্রিয়তা, ব্যাকরণ-জ্ঞান এবং বৈয়াকরণদের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতা কাব্যপ্রকাশ (কা.প্র.) এবং শব্দব্যাপারবিচারের (শ.বি.) যেখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে। নীচের তথ্যগুলি তার প্রমাণ।

১. ‘ধ্বনির্বুধৈঃ কথিতঃ (কারিকা ৪ য)’—অংশের বৃত্তিতে ‘বুধৈঃ’ বলতে বৈয়াকরণ এবং আলংকারিক—দুইকেই বুঝেছেন। যদিও কারিকার ‘বুধৈঃ’ = আলংকারিকৈঃ।

২. বৈয়াকরণদের মতে সংকেতিতার্থ চাররকম। মম্মট ও কা.প্র. এর কা. ৩ ক. খ. তে তাই বলেছেন। অবশ্য মীমাংসকমতেরও উল্লেখ করেছেন কারিকায়। কিন্তু শ.বি. তে জাতি-বাদ খণ্ডন করেছেন।

৩. বিরোধ-অলংকারের প্রসঙ্গে বলেছেন শব্দ চাররকম। বৈয়াকরণদের মতও তাই।

৪. বৈয়াকরণমতে ব্যস্ত (অ-সমাসবদ্ধ) এবং সমস্ত (সমাসবদ্ধ)—দুই-ই পদ। মম্মটের মতও তাই। সপ্তম উল্লাসে ক্লিষ্টপদের উদাহরণ দিতে গিয়ে একটি বিরাট্ সমাসবদ্ধ পদ উদ্ধৃত করেছেন। ন্যায়মতে কিন্তু সমাসে পদের শক্তি নেই।

৫. বৈয়াকরণমতে কারণ, হেতু এবং ক্রিয়া—সমার্থক। অর্থাৎ কারণ সব সময়ে ক্রিয়াপদার্থ। মম্মটও বিভাবনা অলংকারের লক্ষণে 'ক্রিয়া' শব্দটিকে কারণ অর্থে ব্যবহার করেছেন: 'ক্রিয়ায়াঃ প্রতিষেধেঽপি ফলব্যক্তির্বিভাবনা'।

৬. মম্মট যুক্তির সমর্থনে উদ্ধৃত করেছেন পতঞ্জলির মহাভাষ্য এবং ভর্তৃহরির বাক্যপদীয়।

পূর্বমীমাংসা: বাক্যার্থের প্রকৃতি বোঝাতে গিয়ে, অভিহিতান্বয়বাদী এবং অন্বিতাভিধানবাদী—দুদল মীমাংসকের কথা বলেছেন। উদ্ধৃত করেছেন মীমাংসার জাতিবাদ। উল্লেখ করেছেন অর্থাপত্তি প্রমাণের, দুটি বিভাগসহ। প্রতীতির ফল হিসেবে প্রকটতার কথাও এনেছেন। গৌণী লক্ষণার প্রবর্তনা প্রসঙ্গে তৃতীয় মতের কথা বলতে গিয়ে কুমারিলের উক্তিও উদ্ধৃত করেছেন। ব্যঞ্জনা-স্বীকার প্রসঙ্গে ৩.৩.১৪ সংখ্যক জৈমিনি সূত্রটিও উদ্ধৃত হয়েছে পঞ্চম উল্লাসে।

ন্যায়-বৈশেষিক: সৃষ্টি সম্পর্কে বৈশেষিকের পরমাণুবাদ, কার্যকারণবাদ এবং জাতিবাধক সঙ্করের কথা জানতেন মম্মট। ন্যায়মতে পদের অর্থ হল জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তি, প্রতীতির ফল হল সংবিত্তি। এগুলিও বলেছেন মম্মট।

সাংখ্য: সাংখ্যমতে সৃষ্টি হল সুখ-দুঃখ-মোহ-স্বরূপ। মম্মটও ব্রহ্মসৃষ্টিকে তাই বলেছেন।

বৌদ্ধ: বৌদ্ধদের অপোহবাদের উল্লেখ করেছেন মম্মট।

বেদান্ত: বেদান্ত সম্পর্কে সাধারণ পরিচয় যে মম্মটের ছিল, তা বোঝা যায় যখন তিনি রসাস্বাদকে ব্রহ্মাস্বাদের সঙ্গে তুলনা করেন।

সব মিলিয়ে মম্মটকে বলা হয়—'নিখিল-বিপশ্চিচ্চক্রবর্তিন্'।

কাব্যপ্রকাশ ও মম্মট

কারিকা, বৃত্তি এবং উদাহরণ—এই তিন নিয়ে কাব্যপ্রকাশ। উদাহরণগুলি মম্মট সংগ্রহ করেছেন অন্যদের লেখা থেকে। কিন্তু কারিকা এবং বৃত্তি—দুইই মম্মটের রচনা কিনা, তা নিয়ে গড়ে উঠেছে দুটি মতবাদ।

ক. প্রথমদল বলেন: কারিকাগুলি ভরতের রচনা। মম্মট কেবল বৃত্তি লিখেছেন।

খ. দ্বিতীয় দল বলেন: কারিকা এবং বৃত্তি—দুইই মম্মটের লেখা। কিন্তু দশম উল্লাসের পরিকর অলংকার অবধি। বাকী অংশটুকু অল্লটের লেখা।

ক. মম্মট ও ভরত

ক. মতবাদের প্রবর্তক বাংলাদেশের দুই টীকাকার—মহেশ্বর ন্যায়ালংকার (১৭শ শতক) ও বলদেব বিদ্যাভূষণ (১৮শ শতক)। মতের স্বপক্ষে মহেশ্বরের যুক্তি তিনটি:

১. কাব্যপ্রকাশের কয়েকটি কারিকা ভরতের নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায়। অতএব কা. প্র.-এর সব কারিকাই ভরতের।

২. বৃত্তির সুরুতে মম্মট বলছেন—গ্রন্থকৃৎ* পরামৃশতি। তিনি কারিকাকার হলে বলতেন—অহং পরামৃশামি।

৩. সমস্ত বস্তুবিষয় সাঙ্গ রূপকের লক্ষণ-নির্ণায়ক কারিকায় 'আরোপিত' পদটি বহুবচনে ব্যবহৃত হয়েছে। বৃত্তিতে মম্মট বললেন: কারিকায় বহুবচন অবিবক্ষিত (দ্বিবচন বিবক্ষিত)।
বৃত্তিকার যদি কারিকাকার হতেন, তাহলে তিনি পদটিকে দ্বিবচনে প্রয়োগ করতেন।

কিন্তু আসলে এই তিনটি যুক্তিই সহনীয় নয়। তিনটিকেই খণ্ডন করা যেতে পারে।

১. মোট ১৪২টি কারিকার মধ্যে ৪র্থ উল্লাসের মাত্র ৬টি কারিকা নাট্যশাস্ত্রে দেখা যায়। এর থেকে প্রমাণ করা যায় না যে—ভরত সব কারিকার রচয়িতা। বরং বলা যায়, এই কারিকাগুলি মম্মট নাট্যশাস্ত্র থেকে নিয়েছেন। বস্তুতঃ, রস-সম্পর্কিত এই কারিকাগুলি নাট্যশাস্ত্র থেকে হুবহু উদ্ধৃত করাই স্বাভাবিক। কারণ, ভরত রস-প্রস্থানের প্রবর্তক।
আর, কা. প্র. তে কেবল ভরতের কারিকাই দেখা যায় তা নয়; ভামহ, উদ্ভট, বামন, আনন্দবর্ধন—প্রভৃতি আলংকারিকেরও কারিকা বা কারিকা-অংশ হুবহু কা. প্র.-এ দেখা যাবে।

২. ভারতীয় গ্রন্থকারেরা বিনয়বশতঃ প্রায় কোন সময়েই উত্তম পুরুষ ব্যবহার

---

* =কারিকাকৃৎ

করেন না। মম্মটও এর ব্যতিক্রম করেন না। তাই বৃত্তিতে প্রথম পুরুষ ব্যবহার থেকে কারিকাকার ভিন্ন ব্যক্তি মনে করার কোন কারণ নেই।

৩. কারিকা এবং বৃত্তি—দুয়ের মধ্যে মত-বৈষম্য লক্ষ্য করলেই যে বলা যাবে না, কারিকাকার এবং বৃত্তিকার ভিন্ন। কারণ মম্মটের শৈলী খুব সংহত নয়। কারিকার বক্তব্যকে অনেক স্থলেই সংশোধন করেছেন তিনি ('অনলংকৃতী পুনঃ কাপি'র বৃত্তি)।

এছাড়াও মম্মট যে বৃত্তি এবং কারিকা—দুয়ের লেখক, তার স্বপক্ষে কয়েকটি স্বতন্ত্র যুক্তি আছে।

১. মম্মট বৃত্তিতে কোথাও বলেন নি—এই বৃত্তি ভরতের কারিকার উপর রচিত।

২. বৃত্তির শুরুতে কোন মঙ্গলশ্লোক নেই।

৩. চতুর্থ উল্লাসে ভরতের নাম করে উদ্ধৃতি দিয়েছেন মম্মট। বলেছেন: উক্তং হি ভরতেন 'বিভাবা……নিষ্পত্তিঃ' ইতি। যদি তিনি ভরতের কারিকার উপরেই বৃত্তি লিখতেন, তাহলে আর 'ভরত বলেছেন'—কথা বলতেন না।

৪. মালারূপকের লক্ষণে বলা হয়েছে—'মালা তু পূর্ববৎ' কা. ১০/৮। পূর্ববৎ বলতে 'মালোপমার মত' বোঝায়। মালোপমা কিন্তু বৃত্তিতেই উল্লিখিত হয়েছে। অতএব কারিকাকার যে বৃত্তি সম্বন্ধে সচেতন, তা বোঝা যায়।

৫. মাণিক্যচন্দ্র (১১৫৯-৬০ খৃঃ), সরস্বতীতীর্থ (১২৪২ খৃঃ), সোমেশ্বর (১৩শ শতক), জয়ন্ত (১২৯৪ খৃঃ)—প্রভৃতি প্রাচীন টীকাকারেরা কারিকাকার এবং বৃত্তিকার—দুই ব্যক্তি তা বলেন নি। কমলাকরভট্ট (১৬১২) বলেছেন: **স্বকৃতকারিকা** ব্যাচিখ্যাসুঃ আদ্যশ্লোকস্য অবতরিকামাহ।

তাই ভরতকে কারিকাকার বলা যেতে পারে না। মম্মটই কারিকাগুলির রচয়িতা।

খ. মত

খ. মতের স্বপক্ষে যুক্তি মূলতঃ চারটি।

১. কা.প্র.-এর টীকাকার রাজানক আনন্দ (১৬৬৫) বললেন: মম্মট পরিকর অবধি (বৃত্তি + কারিকা) লিখেছেন। শেষ করেছেন অল্লট। ইনিই এ মতের প্রবর্তক।

২. মাণিক্যচন্দ্র প্রভৃতি টীকাকারেরা সাধারণভাবে এ মতের কথা বলেছেন। একটি পাণ্ডুলিপিতে (১১৫৮) আছে : কৃতী রাজানকমম্মটালকয়োঃ।

৩. রুয্যকের কাব্যপ্রকাশসঙ্কেতের একটি পাণ্ডুলিপির এক জায়গায় (দশম উল্লাসের শেষে) কাব্যপ্রকাশকে বলা হয়েছে—মম্মট এবং অল্লট, দুয়ের রচনা।

৪. অর্জুনবর্মদেব (১৩শ শতক) মম্মট এবং অলককে ৭ম উল্লাস এবং সাধারণভাবে সমগ্র কাব্যপ্রকাশের যুগ্ম লেখক বলেছেন।

যুক্তিগুলিকে সহজেই অসার বলে প্রতিপন্ন করা যেতে পারে। বিপক্ষে যুক্তি :

১. অল্লট (বা অলক) রুয্যকের অলংকারসর্বস্বের (১১৫০) উপর একটি টীকা লিখেছেন। কাজেই অনুমান করা যেতে পারে—১২০০ সালের কাছাকাছি সময়ে তিনি জীবিত ছিলেন না। কাজেই মম্মটের সঙ্গে (১০৫০) তাঁর সাক্ষাৎকার সম্ভব নয়। আবার (১৫০) বছর পরে তিনি গ্রন্থটিকে শেষ করেন—একথাও সত্য নয়। কেননা, ইতিপূর্বে মাণিক্যচন্দ্র এবং রুয্যক (যাঁরা অল্লটের পূর্ববর্তী)—দুজনেই সমগ্র কাব্যপ্রকাশের উপর টীকা লিখেছেন।

২. কতদূর মম্মট লিখেছেন—এ নিয়ে টীকাকারদের মধ্যে কোন মতৈক্য নেই।

৩. অল্লটের ঘোষণা কোথাও নেই।

৪. কাব্যপ্রকাশের সুরু হতে শেষ—সর্বত্র রচনাশৈলী একরকম, কোন পার্থক্য নেই।

৫. গ্রন্থের পরিশিষ্টগুলি একেবারে বিশ্বাসযোগ্য নয়।

৬. ইত্যেষ মার্গো বিদুষাং বিভিন্নোঽ-
পাভিন্নরূপঃ প্রতিভাসতে যৎ।
ন তন্ন বিচিত্রং যদমুত্র সম্যগ্
বিনির্মিতা সংঘটনৈব হেতুঃ॥*—শ্লোকটির এষ মার্গঃ বিভিন্নোঽপি—অংশের ব্যাখ্যায় যে বলা হয়েছে 'অর্থালংকারপ্রতিপাদিত করার এই

* ভরত, উদ্ভট, আনন্দবর্ধন—প্রভৃতি আলংকারিকদের [গ্রন্থে বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনায়] এই পথ পৃথক্ পৃথক্ হলেও [কাব্যপ্রকাশে] যে একত্রিত বলে মনে হচ্ছে তাতে বিচিত্র কিছু নাই; যেহেতু এখানে কারণ হল সুপরিকল্পিত সংযোজন।

ক সুসংহত

পদ্ধতি দুরকম হলেও'—তা দুঃসহ; এই ব্যাখ্যা মাণিক্যচন্দ্র করেছেন এরকমও যথেষ্ট প্রমাণ নাই।

উপসংহার

সব মিলিয়ে দেখা যাবে, মম্মটই সমগ্র কাব্যপ্রকাশের (বৃত্তি এবং কারিকার) লেখক এবং সমস্ত উদাহরণের সংগ্রাহক।

মম্মট : দোষ-গুণ

গুণ :

ক. জনপ্রিয়তা

মম্মট জনপ্রিয় আলংকারিক। কাব্যপ্রকাশ আলোচিত হয়েছে সব মহলেই। রুয্যক-বিশ্বনাথের মত আলংকারিক; নাগোজি ভট্টের মত বৈয়াকরণ; জগদীশ, গদাধর, জয়রাম এবং নরসিংহ ঠক্কুরের মত নৈয়ায়িক; বাচস্পতি এবং কমলাকরভট্টের মত মীমাংসক; বলদেব বিদ্যাভূষণের মত বৈষ্ণব; সরস্বতীতীর্থের মত সন্ন্যাসী; গোকুলনাথের মত তান্ত্রিক; মাণিক্যচন্দ্রের মত জৈন—সকলেই কাব্যপ্রকাশের টীকা লিখেছেন। এঁরা সকলেই কেবল টীকাকার নন, বিভিন্ন মূল গ্রন্থেরও প্রণেতা। সব মিলিয়ে কাব্যপ্রকাশের টীকার সংখ্যা অসংখ্য—প্রায় ৭১।

জনপ্রিয়তার কারণ

(১) আলোচনার সংহতি

প্রশ্ন উঠবে : ইতিপূর্বে হাজার বছর ধরে আলোচিত হয়েছে অলংকারশাস্ত্র, তাহলে মম্মটই এত জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন কেমন করে? উত্তর সহজ। এর আগে অলংকার-শাস্ত্রে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মতবাদ, প্রচুর তত্ত্ব। জড়ো হয়েছে বিপুল তথ্য। অন্য আলংকারিকেরা এক একটি প্রকরণ নিয়ে (Topic) নিয়ে এক একটি বই লিখেছেন। মম্মটই প্রথম সমস্ত প্রকরণগুলিকে একত্রিত করে, সুসংহত ভঙ্গীতে একটি বই-এ আলোচনা করলেন। 'Text-book' এর পর্যায়ে এসে দাঁড়াল কাব্যপ্রকাশ; সঙ্গে সঙ্গে দারুণ জনপ্রিয় হল।

দ্বিতীয়তঃ, মম্মটের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বাস্তব। তত্ত্বসার কোন তথ্য তিনি পরিবেশন করতে চান নি। বিশ্বনাথ

(২) বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী

লক্ষণার প্রকার দেখিয়েছেন ৮০টি। কিন্তু এতগুলি প্রকার দেখানোর বোধহয় প্রয়োজন ছিল না। কারণ, এদের অনেকগুলিরই উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে, মম্মট লক্ষণাকে ভাগ করেছেন মাত্র ৬টি ভাগে। উদাহরণগুলিও স্পষ্ট, যদিও এই বিভাজন নিখুঁতভাবে বিজ্ঞানসম্মত নয়। কাব্যের লক্ষণের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। মম্মটের কাব্যের লক্ষণটি আমাদের ধাঁধা লাগায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের উপাদান প্রভৃতি সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠে।

খ. মম্মটের স্বাতন্ত্র্য

কাব্যপ্রকাশ রচনার ক্ষেত্রে মম্মট প্রচুর সাহায্য নিয়েছেন প্রাচীন আলংকারিকদের। এঁরা হলেন: ভরত, ভামহ, দণ্ডী, উদ্ভট, বামন, রুদ্রট, আনন্দবর্ধন, মুকুলভট্ট এবং অভিনবগুপ্ত। অবশ্য মম্মটের স্বাতন্ত্র্যও যথেষ্ট। প্রাচীনদের মতের সমালোচনা করেছেন প্রয়োজন মত। বিশেষতঃ, ভামহ, উদ্ভট, বামন, রুদ্রট, আনন্দবর্ধন ও মুকুলভট্টের সমালোচনা অনেক জায়গাতেই চোখে পড়ে।

মম্মটের আলোচনার রীতি এবং নীতিতে প্রভাবিত হয়েছেন পরবর্তীকালের অসংখ্য আলংকারিক। বিশ্বনাথ এঁদের অগ্রগণ্য।

দোষ:

মম্মটের দোষও প্রচুর। প্রথমতঃ, শব্দচয়নের ক্ষেত্রে ইনি খুব সতর্ক নন। দ্বিতীয়তঃ, বিষয়গুলির আলোচনা খুব সংহত নয়। বিশেষতঃ, কোন বস্তুর শ্রেণীবিন্যাস বা বিভাগ, উপবিভাগগুলি দেখানোর ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি বলেন নি—বস্তুটির বিভাগ এতগুলি। বরং সুরু করেছেন উপবিভাগ নিয়ে। পরে বিভাগগুলি বলছেন। এইজন্যেই 'লক্ষণা'র বিভাগ-উপবিভাগ নিয়ে টীকাকারদের মধ্যে বিরোধ বেধে উঠেছে।

'ব্যঞ্জনা'র বিভাজনের ক্ষেত্রেও একই কথা।

তৃতীয়তঃ, উদাহরণগুলির একটিও নিজে রচনা করতে পারেন নি। সবই অন্যখান থেকে নেওয়া।

চতুর্থতঃ, অসংখ্য সর্বনাম ব্যবহার করেছেন কারিকা এবং বৃত্তিতে। কিন্তু এদের বিশেষ্যগুলি হয় বেশ দূরবর্তী, আর না হয় অনুল্লিখিত। যেমন, কারিকা ২/১১ তে 'নাপ্যত্র বাধঃ'—অংশটুকুতে 'অত্র'র প্রয়োগ, 'ন প্রয়োজনমেতস্মিন্' অংশটুকুতে 'এতস্মিন্'র প্রয়োগ বেশ দুঃখজনক। 'এতস্মিন্'র অর্থ তাও বৃত্তিতে কিছুটা বলেছেন, (যদিও অস্পষ্ট)। কিন্তু 'অত্র', বৃত্তিতেও 'অত্র'। কারিকা ১/৪ এর প্রথম পদ 'তৎ' এর বিশেষ্য যে ১/২ এর 'কাব্যম্' তা বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হয়। এখানে 'তৎ কাব্যম্' বললেই ভাল হত।

মম্মটের বৃত্তি-বৈশিষ্ট্য

বৃত্তি—সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। সাধারণতঃ বৃত্তিতে কারিকাস্থ শব্দগুলির প্রতিশব্দ বসানো হয়। দুর্বোধ্য সমাসগুলি ভেঙে দেওয়া হয়। মম্মট এগুলি করেছেন। আবার, বোঝার জন্য কিছুটা অংশ জুড়ে দিয়েছেন।

একটি সাধারণ উদাহরণ দিলে মম্মটের 'বৃত্তি'র বৈশিষ্ট্য চোখে পড়বে। তৃতীয় কারিকাটিকে ধরা যাক্।

'শক্তিঃ'—পদের বৃত্তি হল—'শক্তিঃ......স্যাৎ'। এখানে 'শক্তিঃ'র প্রতিশব্দ 'কবিত্ববীজরূপঃ সংস্কারবিশেষঃ'। আর বোঝার সুবিধের জন্যে 'যাং বিনা......স্যাৎ'—অংশটুকু।

'লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ নিপুণতা'—অংশের বৃত্তি হল: "লোকস্য......ব্যুৎপত্তিঃ"। এখানে সমাস ভাঙা হয়েছে। 'অবেক্ষণাৎ'-এর প্রতিশব্দ 'বিমর্শনাৎ' আর 'নিপুণতা'র হল 'ব্যুৎপত্তিঃ'। কিন্তু লক্ষণীয়: 'শক্তিঃ' পদের বৃত্তি করতে গিয়ে 'শক্তিঃ' পদটিকে আবার বসিয়েছেন বৃত্তিতে কিন্তু 'অবেক্ষণাৎ' এবং 'নিপুণতা'—এ দুটিকে বসান নি।

'কাব্যজ্ঞশিক্ষয়া'র বৃত্তি হল: 'কাব্যং কর্তুং...তদুপদেশেন'। 'অভ্যাসঃ' এর বৃত্তিঃ 'করণে......প্রবৃত্তিঃ'। এখানে 'অভ্যাসঃ' এর প্রতিশব্দ 'পৌনঃ-পুণ্যেন প্রবৃত্তিঃ' আর 'করণে যোজনে চ' অংশটুকু বাড়তি—বোঝনোর জন্যে। ইতি-শব্দটি যেমনকার তেমনি আছে।

তদুদ্ভবে—তস্য কাব্যস্যোদ্ভবে নির্মাণে সমুল্লাসে চ। 'হেতুঃ' পদের একবচনের তাৎপর্য বলতে গিয়ে বৃত্তিতে বলেছেন: ত্রয়ঃ সমুদিতাঃ ন তু ব্যস্তাঃ...তস্য...হেতুর্ন তু হেতবঃ।

কখনও কখনও মম্মট কারিকায় যে মত পোষণ করেছেন, বৃত্তিতে তাকে সংশোধন করে দিয়েছেন। উদাহরণ হিসেবে ৪র্থ কারিকার প্রথম লাইন নেওয়া যেতে পারে। কারিকায় বলছেন: কখনও কখনও অলংকার না থাকলেও সাহিত্য হয় (অনলংকৃতী পুনঃ কাপি)। বৃত্তিতে কিন্তু বক্তব্যটিকে সংশোধন করলেন। বললেন: অলংকার একেবারে না থাকলে নয়, স্পষ্ট অলংকার না থাকলেও সাহিত্য হয় (স্ফুটালংকারবিরহেঽপি ন কাব্যত্বহানিঃ)।

মম্মট-পূর্ব এবং পরবর্তী আলংকারিক

মম্মটের আবির্ভাব-কাল খৃঃ একাদশ শতক। মম্মট-পূর্ববর্তী আলংকারিকদের মধ্যে রয়েছেন: ভরত, দণ্ডী, ভামহ, বামন, উদ্ভট, আনন্দবর্ধন, রুদ্রট, রাজশেখর, মুকুল, ইন্দুরাজ, ভট্টনায়ক, কুন্তক, অভিনবগুপ্ত এবং মহিমভট্ট। তাঁকে সবচেয়ে বেশী প্রভাবিত করেছেন ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন। এছাড়া অন্য আলংকারিকদের মত উদ্ধৃত করেছেন তাঁর গ্রন্থে, সমালোচনাও করেছেন যথেষ্টভাবে।

পূর্বতন আলংকারিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া যেতে পারে।

ভরত

খৃঃ জন্মের কাছাকাছি সময়ের নাট্যতত্ত্ববিদ্। ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের প্রথম যুগে তাঁর আবির্ভাব। গ্রন্থের নাম নাট্যশাস্ত্র। রস-তত্ত্বের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। সাহিত্যতত্ত্বে রস-প্রস্থানের জনক। রস-তত্ত্বের প্রসঙ্গে মম্মট উদ্ধৃত করেছেন ভরতের সূত্র।

দণ্ডী এবং ভামহ

ষষ্ঠ শতকের শেষ এবং সপ্তম শতকের সুরুতে দুজনের আবির্ভাব। দুজনে প্রায় সমসাময়িক। দণ্ডীর গ্রন্থের নাম কাব্যাদর্শ, ভামহের গ্রন্থের নাম কাব্যালংকার। সাহিত্যের লক্ষণ, উপকরণ, সাহিত্যপাঠের প্রয়োজন—ইত্যাদি বিষয়গুলিও সুবিন্যস্তভাবে প্রথম এই দুজনের গ্রন্থে আলোচিত হয়। সাহিত্যের কারণ-ইত্যাদি প্রসঙ্গে দণ্ডীর প্রভাব মম্মটের উপর লক্ষণীয়।

বামন এবং উদ্ভট

বামনের আবির্ভাবকাল খৃঃ অষ্টম শতকের শেষ ভাগ। গ্রন্থের নাম কাব্যালংকারবৃত্তি। তাঁর মতে, রীতি হল সাহিত্যের প্রাণ (রীতিরাত্মা কাব্যস্য) এবং সাহিত্য গ্রহণযোগ্য হয় অলংকারের ফলে; অবশ্য 'অলংকার' শব্দের অর্থ—সৌন্দর্য। ইনি সাহিত্য-প্রস্থানে রীতি-বাদী।

উদ্ভটের আবির্ভাব নবম শতকের সুরুতে। কাব্য-তত্ত্বে ইনি রস-বাদী ছিলেন বলেই অনেকের ধারণা।

আনন্দবর্ধন

সাহিত্যতত্ত্বে ইনি ধ্বনি-প্রস্থানের জনক। ব্যঞ্জনা-বৃত্তির সমর্থক। গ্রন্থের নাম ধ্বন্যালোক। মম্মট ধ্বন্যালোকের অনুসরণেই কাব্য-প্রকাশ রচনা করেন। নবম শতকের শেষভাগ হল আনন্দবর্ধনের আবির্ভাবকাল।

রুদ্রট

আবির্ভাবকাল নবমের চতুর্থ পাদ থেকে দশমের প্রথম দশক। গ্রন্থের নাম কাব্যালংকার। রস-তত্ত্বের প্রথম বিশদ আলোচনা করেন রুদ্রট।

রাজশেখর (৮৮০-৯২০ খৃঃ)

গ্রন্থের নাম 'কাব্যমীমাংসা'। রাজশেখর কাব্যতত্ত্বে রসবাদী এবং এ বিষয়ে রুদ্রটের মতন ভরতপন্থী।

মুকুল, ইন্দুরাজ, ভট্টনায়ক, কুন্তক

এঁরা সকলে দশম শতকের আলংকারিক। মুকুল ইন্দুরাজের গুরু এবং 'অভিধাবৃত্তিমাতৃকা' গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ধ্বনিবাদের কঠোর সমালোচক। মুকুলশিষ্য ইন্দুরাজ অভিনবগুপ্তের গুরু।

ভট্টনায়ক ধ্বনি-বাদের বিরোধী। গ্রন্থের নাম হৃদয়-দর্পণ। গ্রন্থটি আজও অনাবিষ্কৃত। রসতত্ত্বে ইনি ভুক্তিবাদী।

কুন্তক 'বক্রোক্তিজীবিত' গ্রন্থের রচয়িতা। তাঁর মতে সাহিত্যের প্রাণ হল বক্রোক্তি।

অভিনবগুপ্ত

আবির্ভাবকাল দশম শতকের শেষ বিংশক থেকে একাদশ শতকের প্রথম বিংশকের মধ্যে। অপূর্ব মনীষায় ইনি প্রতিষ্ঠা করেন ধ্বনিবাদ।

মহিমভট্ট

মধ্য-একাদশ শতকে যে মনীষী ধ্বনিবাদের যাত্রাপথে বাধা সৃষ্টি করলেন, তাঁর নাম 'মহিমভট্ট'। গ্রন্থের নাম 'ব্যক্তি-বিবেক'। ন্যায়দর্শনের পথ ধরে প্রমাণ করলেন, সবরকম ধ্বনিই অনুমানের অন্তর্ভুক্ত। কাব্য-প্রকাশের পঞ্চম-উল্লাসে প্রমাণগুলির সারমর্মের উল্লেখ করা হয়েছে।

মম্মট-পরবর্তী আলংকারিকদের মধ্যে রয়েছেন রুয্যক, বিদ্যাধর, বিদ্যানাথ, বিশ্বনাথ, অপ্পয়-দীক্ষিত এবং জগন্নাথ। এঁদের অনেকেই মম্মট-প্রভাবিত।

সূচীপত্র

मूल

কাব্যপ্রকাশঃ

প্রথম উল্লাসঃ

মঙ্গলম্

গ্রন্থারম্ভে বিঘ্নবিঘাতায় সমুচিতেষ্টদেবতাং গ্রন্থকৃৎ পরামৃশতি :

নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্জয়তি ॥১॥

নিয়তিশক্ত্যা নিয়তরূপা, সুখদুঃখমোহস্বভাবা, পরমাণ্বাদ্যুপাদান-কর্মাদিসহকারিকারণপরতন্ত্রা, ষড়্‌রসা, ন চ হৃদ্যৈব তৈঃ, তাদৃশী ব্রহ্মণো নির্মিতিনির্মাণম্, এতদ্‌বিলক্ষণা তু কবিবাঙ্‌নির্মিতিঃ। অতএব জয়তি। জয়ত্যর্থেন চ নমস্কার আক্ষিপ্যতে ইতি তাং প্রতি অস্মি প্রণত ইতি লভ্যতে।

ইহাভিধেয়ং সপ্রয়োজনমিত্যাহ :

কাব্যং যশসেঽর্থকৃতে, ব্যবহারবিদে, শিবেতরক্ষতয়ে।
সদ্যঃ পরনির্বৃতয়ে, কান্তাসম্মিততয়োপদেশযুজে ॥২॥

কালিদাসাদীনামিব যশঃ, শ্রীহর্ষাদের্বাণাদীনামিব ধনম্, রাজাদিগতোচিতাচারপরিজ্ঞানম্, আদিত্যাদের্ময়ূরাদীনামিবানর্থনিবারণম্, সকলপ্রয়োজনমৌলিভূতং সমনন্তরমেব রসাস্বাদনসমুদ্‌ভূতং বিগলিতবেদ্যান্তরমানন্দং, প্রভুসম্মিতশব্দপ্রধানবেদাদিশাস্ত্রেভ্যঃ সুহৃৎসম্মিতার্থতাৎপর্যবৎপুরাণাদীতিহাসেভ্যশ্চ শব্দার্থয়োর্গুণভাবেন রসাঙ্গভূতব্যাপারপ্রবণতয়া বিলক্ষণং যৎ কাব্যং লোকোত্তরবর্ণনানিপুণকবিকর্ম, তৎ কান্তেব সরসতাপাদনেনাভিমুখীকৃত্য, রামাদিবদ্‌বর্তিতব্যং ন রাবণাদিবদিত্যুপদেশং চ যথাযোগং কবেঃ সহৃদয়স্য চ করোতীতি সর্বথা তত্র যতনীয়ম্।

এবমস্য প্রয়োজনমুক্ত্বা কারণমাহ :

শক্তির্নিপুণতা লোকশাস্ত্রকাব্যাদ্যবেক্ষণাৎ।
কাব্যজ্ঞশিক্ষয়াভ্যাস ইতি হেতুস্তদুদ্ভবে ॥৩॥

শক্তিঃ কবিত্ববীজরূপঃ সংস্কারবিশেষঃ, যাং বিনা কাব্যং ন প্রসরেৎ, প্রসৃতং বোপহসনীয়ং স্যাৎ। লোকস্য স্থাবরজঙ্গমাত্মকলোকবৃত্তস্য, শাস্ত্রাণাং ছন্দো-

ব্যাকরণাভিধানকোশকলাচতুর্বর্গগজতুরগখড়্গাদিলক্ষণগ্রন্থানাং, কাব্যানাং চ মহাকবিনিবদ্ধানাম্, আদিগ্রহণাদিতিহাসাদীনাং চ বিমর্শনাদ্ ব্যুৎপত্তিঃ। কাব্যং কর্তুং বিচারয়িতুং চ যে জানন্তি তদুপদেশেন করণে যোজনে চ পৌনঃপুন্যেন প্রবৃত্তিরিতি ত্রয়ঃ সমুদিতাঃ, ন তু ব্যস্তাঃ, তস্য কাব্যস্যোদ্ভবে নির্মাণে সমুল্লাসে চ হেতুঃ, ন তু হেতবঃ।

এবমস্য কারণমুক্ত্বা স্বরূপমাহ :

তদদোষৌ শব্দার্থৌ সগুণাবনলংকৃতী পুনঃ কাপি।

দোষগুণালংকারা বক্ষ্যন্তে। কাপীত্যনেনৈতদাহ—যৎ সর্বত্র সালংকারৌ, ক্বচিৎ তু স্ফুটালংকারবিরহেঽপি ন কাব্যত্বহানিঃ। যথা—

যঃ কৌমারহরঃ, স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-,
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি, তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে, চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে ॥১॥

অত্র স্ফুটো ন কশ্চিদলংকারঃ। রসস্য হি প্রাধান্যান্নালংকারতা।

তদ্ভেদান্ ক্রমেণাহ :

ইদমুত্তমমতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে বাচ্যাদ্ ধ্বনির্বুধৈঃ কথিতঃ ॥৪॥

ইদমিতি কাব্যম্। বুধৈর্বৈয়াকরণৈঃ প্রধানভূতস্ফোটরূপব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকস্য শব্দস্য ধ্বনিরিতি ব্যবহারঃ কৃতঃ। অতস্তন্মতানুসারিভিরন্যৈরপি, ন্যগ্ভাবিতবাচ্য-ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জনক্ষমস্য শব্দার্থযুগলস্য। যথা—

নিঃশেষচ্যুতচন্দনং স্তনতটং, নির্মৃষ্টরাগোঽধরো,
নেত্রে দূরমনঞ্জনে, পুলকিতা তন্বী তবেয়ং তনুঃ।
মিথ্যাবাদিনি দূতি, বান্ধবজনস্যাজ্ঞাতপীডাগমে,
বাপীং স্নাতুমিতো গতাসি ; ন পুনস্তস্যাধমস্যান্তিকম্ ॥২॥

অত্র তদন্তিকমেব রন্তুং গতাসীতি, প্রাধান্যেনাধমপদেন ব্যজ্যতে।

অতাদৃশি গুণীভূতব্যঙ্গ্যং ব্যঙ্গ্যে তু মধ্যমম্।

অতাদৃশি বাচ্যাদনতিশায়িনি। যথা—

গ্রামতরুণং তরুণ্যা নববঞ্জুলমঞ্জরীসনাথকরম্।
পশ্যন্ত্যা ভবতি মুহুর্নিতরাং মলিনা মুখচ্ছায়া ॥৩

অত্র বঞ্জুললতাগৃহে দত্তসংকেতা ন গতেতি ব্যঙ্গ্যং গুণীভূতং, তদপেক্ষয়া বাচ্যস্যৈব চমৎকারিত্বাৎ।

শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রমব্যঙ্গ্যং ত্ববরং স্মৃতম্ ॥৫॥

চিত্রমিতি গুণালংকারযুক্তম্। অব্যঙ্গ্যমিতি স্ফুটপ্রতীয়মানার্থরহিতম্। অবরম্ অধমম্। যথা—

স্বচ্ছন্দো-চ্ছলদ-চ্ছ-কচ্ছ-কুহর-চ্ছাতেতরা-ম্বু-চ্ছটা-
মূর্চ্ছন্-মোহ-মহর্ষি-হর্ষবিহিত-স্নানাহ্নিকাহ্নায় বঃ।
ভিদ্যাদুদ্যদুদারদর্দুরদরীদীর্ঘাদরিদ্রদ্রুম-
দ্রোহোদ্রেকমহোর্মিমেদুরমদা মন্দাকিনী মন্দতাম্ ॥৪

বিনির্গতং মানদমাত্মমন্দিরাদ্
ভবত্যুপশ্রুত্য যদৃচ্ছয়াপি যম্।
সসংভ্রমেন্দ্রদ্রুতপাতিতার্গলা
নিমীলিতাক্ষীব ভিয়ামরাবতী ॥৫

ইতি কাব্যপ্রকাশে কাব্যস্য প্রয়োজন-কারণ-স্বরূপ-বিশেষ-নির্ণয়ো নাম প্রথম উল্লাসঃ ॥

দ্বিতীয় উল্লাসঃ

ক্রমেণ শব্দার্থয়োঃ স্বরূপমাহ—

স্যাদ্ বাচকো লাক্ষণিকঃ শব্দোহত্র ব্যঞ্জকস্ত্রিধা।

অত্রেতি কাব্যে। এষাং স্বরূপং বক্ষ্যতে।

বাচ্যাদয়স্তদর্থাঃ স্যুঃ

বাচ্যলক্ষ্যব্যঙ্গ্যাঃ ॥

তাৎপর্যার্থোহপি কেষুচিৎ ॥১॥

আকাঙ্ক্ষা-যোগ্যতা-সন্নিধি-বশাদ্ বক্ষ্যমাণস্বরূপাণাং পদার্থানাং সমন্বয়ে, তাৎপর্যার্থো বিশেষবপুরপদার্থোহপি বাক্যার্থঃ সমুল্লসতীত্যভিহিতান্বয়বাদিনাং মতম্।

বাচ্য এব বাক্যার্থ ইত্যন্বিতাভিধানবাদিনঃ ॥১॥

সর্বেষাং প্রায়শোহর্থানাং ব্যঞ্জকত্বমপীষ্যতে।

তত্র বাচ্যস্য যথা—

মাএ ঘরোবঅরণং অজ্জ হু ণত্থি ত্তি সাহিঅং তুমএ।

তা ভণ কিং করণিজ্জং এমেঅ ণ বাসরো ঠাই ॥১

অত্র স্বৈরবিহারিণীতি ব্যজ্যতে।

লক্ষ্যস্য যথা—

সাহেন্তী সহি সুহঅং খণে খণে দুম্মিআসি মজ্‌ঝকএ।

সব্‌ভাবণেহকরণিজ্জসরিসঅং দাব বিরইঅং তুমএ ॥২

অত্র মৎপ্রিয়ং রময়ন্ত্যা ত্বয়া শত্রুত্বমাচরিতমিতি লক্ষ্যম্। তেন চ কামুকবিষয়ং সাপরাধত্বপ্রকাশনং ব্যঙ্গ্যম্।

ব্যঙ্গ্যস্য যথা—

উঅ ণিচ্চলণিপ্পংদা ভিসিণীপত্তম্মি রেহই বলাআ।

ণিম্মলমরগঅভাঅণপরিট্‌ঠিআ সংখসুত্তিব্ব ॥৩

অত্র নিষ্পন্দত্বেন আশ্বস্তত্বম্। তেন চ জনরহিতত্বম্। অতঃ সংকেতস্থানমেতদিতি কয়াচিৎ কঞ্চিৎপ্রত্যুচ্যতে। অথবা মিথ্যা বদসি ন ত্বমত্রাগতোঽভূরিতি ব্যজ্যতে॥

বাচকাদীনাং ক্রমেণ স্বরূপমাহ—

সাক্ষাৎসংকেতিতং যোঽর্থমভিধত্তে স বাচকঃ ॥২॥

ইহাগৃহীতসংকেতস্য শব্দস্যার্থপ্রতীতেরভাবাৎ সংকেতসহায় এব শব্দোঽর্থবিশেষং প্রতিপাদয়তীতি যস্য যত্রাব্যবধানেন সংকেতো গৃহ্যতে স তস্য বাচকঃ। ২

সংকেতিতশ্চতুর্ভেদো জাত্যাদির্জাতিরেব বা।

যদ্যপ্যর্থক্রিয়াকারিতয়া প্রবৃত্তিনিবৃত্তিযোগ্যা ব্যক্তিরেব তথাপ্যানন্ত্যাদ্‌ ব্যভিচারাচ্চ তত্র সংকেতঃ কর্তুং ন যুজ্যত ইতি, গৌঃ শুক্লশ্চলো ডিথ ইত্যাদীনাং বিষয়বিভাগো ন প্রাপ্নোতীতি চ। তদুপাধাবেব সংকেতঃ।

উপাধিশ্চ দ্বিবিধঃ—বস্তুধর্মো বক্তৃযদৃচ্ছাসন্নিবেশিতশ্চ। বস্তুধর্মোঽপি দ্বিবিধঃ—সিদ্ধঃ সাধ্যশ্চ। সিদ্ধোঽপি দ্বিবিধঃ—পদার্থস্য প্রাণপ্রদো বিশেষাধানহেতুশ্চ।

১। মাতগৃহোপকরণমস্য খলু নাস্তীতি, সাধিতং ত্বয়া।
তদ্‌ ভণ, কিং করণীয়মেবমেব ন বাসরঃ স্থায়ী॥

২। সাধয়ন্তী সখি, সুভগং ক্ষণে ক্ষণে দূনাসি মৎকৃতে।
সদ্ভাবস্নেহকরণীয়সদৃশং তাবদ্‌ বিরচিতং ত্বয়া॥

৩। পশ্য, নিশ্চলনিষ্পন্দা বিসিনীপত্রে রাজতে বলাকা।
নির্মল-মরকত-ভাজনপরিস্থিতা শঙ্খশুক্তিরিব॥

তত্রাদ্যো জাতিঃ। উক্তং হি বাক্যপদীয়ে—'ন হি গৌঃ স্বরূপেণ গৌর্নাপ্যগৌঃ। গোত্বাভিসম্বন্ধাত্তু গৌঃ' ইতি। দ্বিতীয়ো গুণঃ। শুক্লাদিনা হি লব্ধসত্তাকং বস্তু বিশিষ্যতে। সাধ্যঃ পূর্বাপরীভূতাবয়বঃ ক্রিয়ারূপঃ। ডিত্থাদিশব্দানামন্ত্যবুদ্ধি-নির্গ্রাহ্যং সংহৃতক্রমং স্বরূপং বক্ত্রা যদৃচ্ছয়া ডিত্থাদিষর্থেষূপাধিত্বেন সন্নিবেশ্যত ইতি সোঽয়ং সংজ্ঞারূপো যদৃচ্ছাত্মক ইতি।

'গৌঃ শুক্লশ্চলো ডিত্থ ইত্যাদৌ চতুষ্টয়ী শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ' ইতি মহাভাষ্যকারঃ। পরমাণ্বাদীনাং তু গুণমধ্যপাঠাৎ পারিভাষিকং গুণত্বম্। গুণক্রিয়াযদৃচ্ছানাং বস্তুত একরূপাণামপ্যাশ্রয়ভেদাদ্ ভেদ ইব লক্ষ্যতে, যথৈকস্য মুখস্য খড়্গ-মুকুর-তৈলাদ্যালম্বনভেদাৎ।

হিমপয়ঃশঙ্খাদ্যাশ্রয়েষু পরমার্থতো ভিন্নেষু যদ্বশেন শুক্লঃ শুক্ল ইত্যাদ্যভিন্নাভিধানপ্রত্যয়োৎপত্তিস্তৎ শুক্লত্বাদি সামান্যম্। গুড়তণ্ডুলাদিপাকাদিষেবমেব পাকত্বাদি। বালবৃদ্ধশুকাদ্যুদীরিতেষু ডিত্থাদিশব্দেষু চ, প্রতিক্ষণং ভিদ্যমানেষু ডিত্থাদ্যর্থেষু বা, ডিত্থত্বাদ্যস্তীতি সর্বেষাং শব্দানাং জাতিরেব প্রবৃত্তিনিমিত্তমিত্যন্যে। তদ্বান্ অপোহো বা শব্দার্থঃ কৈশ্চিদুক্ত ইতি গ্রন্থগৌরবভয়াৎ প্রকৃতানুপযোগাচ্চ ন দর্শিতম্।

স মুখ্যোঽর্থস্তত্র মুখ্যো ব্যাপারোঽস্যাভিধোচ্যতে ॥ ৩ ॥

স ইতি সাক্ষাৎসংকেতিতঃ। অস্যেতি শব্দস্য।

মুখ্যার্থবাধে তদ্‌যোগে রূঢ়িতোঽথ প্রয়োজনাৎ।
অন্যোঽর্থো লক্ষ্যতে যৎ সা লক্ষণারোপিতা ক্রিয়া ॥ ৪ ॥

'কর্মণি কুশলঃ' ইত্যাদৌ দর্ভগ্রহণাদ্যযোগাৎ 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যাদৌ গঙ্গাদীনাং ঘোষাদ্যধিকরণত্বাসম্ভবাৎ মুখ্যার্থস্য বাধে, বিবেচকত্বাদৌ সামীপ্যে চ সম্বন্ধে, রূঢ়িতঃ প্রসিদ্ধেঃ, তথা 'গঙ্গাতটে ঘোষঃ' ইত্যাদেঃ প্রয়োগাৎ যেষাং ন তথা প্রতিপত্তিঃ তেষাং শৈত্যপাবনত্বাদীনাং ধর্মাণাং তথাপ্রতিপাদনাত্মনঃ প্রয়োজনাচ্চ, মুখ্যেন অমুখ্যোঽর্থো লক্ষ্যতে যৎ স আরোপিতঃ শব্দব্যাপারঃ সান্তরার্থনিষ্ঠো লক্ষণা।

স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ, পরার্থং স্বসমর্পণম্।
উপাদানং লক্ষণং চেত্যুক্তা শুদ্ধৈব সা দ্বিধা ॥ ৫ ॥

'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি' 'যষ্টয়ঃ প্রবিশন্তি' ইত্যাদৌ কুন্তাদিভিরাত্মনঃ প্রবেশসিদ্ধ্যর্থং স্বসংযোগিনঃ পুরুষা আক্ষিপ্যন্তে, তত উপাদানেনেয়ং লক্ষণা।

'গৌরনুবন্ধ্যঃ' ইত্যাদৌ শ্রুতিচোদিতমনুবন্ধনং কথং মে স্যাদ্ ইতি জাত্যা ব্যক্তিরাক্ষিপ্যতে, ন তু শব্দেনোচ্যতে 'বিশেষ্যং নাভিধা গচ্ছেৎ ক্ষীণশক্তি-বিশেষণে' ইতি ন্যায়াদ্ ইত্যুপাদানলক্ষণা তু নোদাহর্তব্যা। ন হ্যত্র প্রয়োজনমস্তি। ন বা রূঢিরিয়ম্। ব্যক্ত্যবিনাভাবিত্বাৎ তু জাত্যা ব্যক্তিরাক্ষিপ্যতে, যথা ক্রিয়তামিত্যত্র কর্তা, কুর্বিত্যত্র কর্ম। 'প্রবিশ' 'পিণ্ডীম্' ইত্যাদৌ 'গৃহম্' 'ভক্ষয়' ইত্যাদি চ।

'পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে' ইত্যত্র চ রাত্রিভোজনং ন লক্ষ্যতে। শ্রুতার্থাপত্তেরর্থাপত্তের্বা তস্য বিষয়ত্বাৎ। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যত্র তটস্য ঘোষাধিকরণত্বসিদ্ধয়ে গঙ্গাশব্দঃ স্বার্থমর্পয়তি ইত্যেবমাদৌ লক্ষণেনৈষা লক্ষণা। উভয়রূপা চেয়ং শুদ্ধা। উপচারেণামিশ্রিতত্বাৎ।

অনয়োর্ভেদয়োর্লক্ষ্যস্য লক্ষকস্য চ ন ভেদরূপং তাটস্থ্যম্। তটাদীনাং গঙ্গাদি-শব্দৈঃ প্রতিপাদনে তত্ত্বপ্রতিপত্তৌ হি প্রতিপিপাদয়িষিতপ্রয়োজনসংপ্রত্যয়ঃ। গঙ্গাসম্বন্ধমাত্র-প্রতীতৌ তু গঙ্গাতটে ঘোষ ইতি মুখ্যশব্দাভিধানাৎ লক্ষণায়াঃ কো ভেদঃ ?

সারোপান্যা তু যত্রোক্তৌ বিষয়ী বিষয়স্তথা।

আরোপ্যমাণঃ আরোপবিষয়শ্চ যত্রানপহ্নুতভেদৌ সামানাধিকরণ্যেন নির্দিশ্যেতে সা লক্ষণা সারোপা।

বিষয্যন্তঃকৃতেঽন্যস্মিন্ সা স্যাৎ সাধ্যবসানিকা ॥ ৬ ॥

বিষয়িণারোপ্যমাণেনান্তঃকৃতে নিগীর্ণে অন্যস্মিন্নারোপবিষয়ে সতি সা সাধ্যবসানা স্যাৎ।

ভেদাবিমৌ চ সাদৃশ্যাৎ সম্বন্ধান্তরতস্তথা।
গৌণৌ শুদ্ধৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ

ইমাবারোপাধ্যবসানরূপৌ সাদৃশ্যহেতু ভেদৌ 'গৌর্বাহীকঃ' ইত্যত্র গৌরয়ম্ ইত্যত্র চ।

অত্র হি স্বার্থসহচারিণো গুণা জাড্যমান্দ্যাদয়ো লক্ষ্যমাণা অপি গোশব্দস্য পরার্থাভিধানে প্রবৃত্তিনিমিত্তত্বমুপযান্তি ইতি কেচিৎ। স্বার্থসহচারিগুণাভেদেন পরার্থগতা গুণা এব লক্ষ্যন্তে ন তু পরার্থোঽভিধীয়তে ইত্যন্যে। সাধারণ-গুণাশ্রয়ত্বেন পরার্থ এব লক্ষ্যতে ইত্যপরে। উক্তং চান্যত্র—'অভিধেয়াবিনাভূত-প্রতীতির্লক্ষণোচ্যতে। লক্ষ্যমাণগুণৈর্যোগাদ্ বৃত্তেরিষ্টা তু গৌণতা' ইতি।

অবিনাভাবোঽত্র সম্বন্ধমাত্রং, ন তু নান্তরীয়কত্বম্। তৎত্বে হি 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' ইত্যাদৌ লক্ষণা ন স্যাৎ। অবিনাভাবে চাক্ষেপেণৈব সিদ্ধের্লক্ষণায়া নোপযোগ ইত্যুক্তম্। 'আয়ুর্ঘৃতম্' 'আয়ুরেবেদম্' ইত্যাদৌ সাদৃশ্যাদন্যৎ কার্য-কারণ-ভাবাদি সম্বন্ধান্তরম্। এবমাদৌ চ কার্যকারণভাবাদিলক্ষণপূর্বে আরোপাধ্যবসানে।

অত্র গৌণভেদয়োর্ভেদেঽপি তাদ্রূপ্যপ্রতীতিঃ সর্বথৈবাভেদাবগমশ্চ প্রয়োজনম্। শুদ্ধভেদয়োস্তু অন্যবৈলক্ষণ্যেন অব্যভিচারেণ চ কার্যকারিত্বাদি।

ক্বচিৎ তাদর্থ্যাদুপচারঃ। যথা, ইন্দ্রার্থা স্থূণা, ইন্দ্রঃ। ক্বচিৎ স্বস্বামিভাব-সম্বন্ধাৎ। যথা, রাজকীয়ঃ পুরুষো, রাজা। ক্বচিদবয়বাবয়বিভাবাৎ। যথা, অগ্রহস্তঃ ইত্যত্র অগ্রমাত্রেঽবয়বে, হস্তঃ। ক্বচিৎ তাৎকর্ম্যাৎ। যথা, অতক্ষা তক্ষা।

লক্ষণা তেন ষড়্‌বিধা ॥ ৭ ॥

আদ্যভেদাভ্যাং সহ। সা চ

ব্যঙ্গ্যেন রহিতা রূঢ়ৌ, সহিতা তু প্রয়োজনে।

প্রয়োজনং হি ব্যঞ্জনব্যাপারগম্যমেব।

তচ্চ গূঢ়মগূঢ়ং বা

তচ্চেতি ব্যঙ্গ্যম্। গূঢ়ং যথা—

মুখং বিকসিতস্মিতং, বশিতবিক্রম প্রেক্ষিতং,
সমুচ্ছলিতবিভ্রমা গতিরপাস্তসংস্থা মতিঃ।
উরো মুকুলিতস্তনং, জঘনমংসবন্ধোদ্ধুরং
বতেন্দুবদনাতনৌ তরুণিমোদ্গমো মোদতে ॥ ৪ ॥

অগূঢ়ং যথা—

শ্রীপরিচয়াজ্জড়া অপি ভবন্ত্যভিজ্ঞা বিদগ্ধানাম্।
উপদিশতি কামিনীনাং যৌবনমদ এব ললিতানি ॥ ৫ ॥

অত্র 'উপদিশতি' ইত্যত্র অনায়াসেন শিক্ষণং অভিধেয়বৎ স্ফুটং প্রতীয়তে।

তদেষা কথিতা ত্রিধা ॥ ৮ ॥

অব্যঙ্গ্যা, গূঢ়ব্যঙ্গ্যা, অগূঢ়ব্যঙ্গ্যা চেতি।

তদ্‌যুক্তো লাক্ষণিকঃ

শব্দ ইতি সম্বধ্যতে। তদ্‌যুক্তস্তদাশ্রয়ঃ।

তত্র ব্যাপারো ব্যঞ্জনাত্মকঃ।

কুত ইত্যাহ—

যস্য প্রতীতিমাধাতুং লক্ষণা সমুপাস্যতে॥ ৯॥

ফলে শব্দৈকগম্যেঽত্র ব্যঞ্জনান্নাপরা ক্রিয়া।,

প্রয়োজনপ্রতিপিপাদয়িষয়া যত্র লক্ষণয়া শব্দপ্রয়োগস্তত্র নান্যতস্তৎপ্রতীতিঃ, অপি তু তস্মাদেব শব্দাৎ। ন চাত্র ব্যঞ্জনাদৃতেঽন্যো ব্যাপারঃ।

তথা হি—

নাভিধা সময়াভাবাৎ

গঙ্গায়াং ঘোষঃ ইত্যাদৌ যে পাবনত্বাদয়ো ধর্মাস্তটাদৌ প্রতীয়ন্তে, ন তত্র* গঙ্গাদিশব্দাঃ সংকেতিতাঃ।

হেত্বভাবান্ন লক্ষণা॥ ১০॥

মুখ্যার্থবাধাদিত্রয়ং হেতুঃ। তথা চ,

লক্ষ্যং ন মুখ্যং, নাপ্যত্র বাধো, যোগঃ ফলেন নো।

ন প্রয়োজনমেতস্মিন্, ন চ শব্দঃ স্খলদ্‌গতিঃ॥ ১১॥

যথা গঙ্গাশব্দঃ স্রোতসি সবাধ ইতি তটং লক্ষয়তি, তদ্বৎ যদি তটেঽপি সবাধঃ স্যাৎ, তদা প্রয়োজনং লক্ষয়েৎ। ন চ তটং মুখ্যোঽর্থঃ। নাপ্যত্র বাধঃ। ন চ গঙ্গাশব্দার্থস্য তটস্য পাবনত্বাদ্যৈর্লক্ষণীয়ৈঃ সম্বন্ধঃ। নাপি প্রয়োজনে লক্ষ্যে কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্। নাপি গঙ্গাশব্দস্তটমিব প্রয়োজনং প্রতিপাদয়িতুমসমর্থঃ।

এবমপ্যনবস্থা স্যাদ্ যা মূলক্ষয়কারিণী।

এবমপীতি প্রয়োজনং চেল্লক্ষ্যতে, তৎ প্রয়োজনান্তরেণ, তদপি প্রয়োজনান্তরেণ, ইতি প্রকৃতাপ্রতীতিকৃৎ অনবস্থা ভবেৎ।

নমু পাবনত্বাদি-ধর্মযুক্তমেব তটং লক্ষ্যতে, 'গঙ্গায়াস্তটে ঘোষঃ', ইত্যতোঽধিকস্যার্থস্য প্রতিপত্তিশ্চ প্রয়োজনমিতি বিশিষ্টে লক্ষণা। তৎ কিং ব্যঞ্জনেনেত্যত আহ—

প্রয়োজনেন সহিতং লক্ষণীয়ং ন যুজ্যতে॥ ১২॥

---

* তত্র = তেষু পাবনত্বাদিষু ধর্মেষু।

কৃত ইত্যাহ—

জ্ঞানস্য বিষয়ো হ্যন্যঃ, ফলমন্যদুদাহৃতম্।

প্রত্যক্ষাদের্নীলাদির্বিষয়ঃ, ফলং তু প্রকটতা সংবিত্তির্বা।

বিশিষ্টে লক্ষণা নৈবম্

নিগদেনৈব ব্যাখ্যাতম্।

বিশেষাঃ স্যুস্তু লক্ষিতে ॥ ১৩ ॥

তটাদৌ যে বিশেষাঃ পাবনত্বাদয়স্তে চাভিধা-তাৎপর্য-লক্ষণাভ্যো ব্যাপারান্তরেণ গম্যাঃ। তচ্চ ব্যঞ্জন-ধ্বনন-দ্যোতনাদিশব্দবাচ্যমবশ্যমেষিতব্যম্। এবং লক্ষণা-মূলং ব্যঞ্জকত্বমুক্তম্।

অভিধামূলং ত্বাহ—

অনেকার্থস্য শব্দস্য বাচকত্বে নিয়ন্ত্রিতে।
সংযোগাদ্যৈরবাচ্যার্থধীকৃদ্ ব্যাপৃতিরঞ্জনম্ ॥ ১৪ ॥

"সংযোগো বিপ্রয়োগশ্চ সাহচর্যং বিরোধিতা।
অর্থঃ প্রকরণং লিঙ্গং শব্দস্যান্যস্য সন্নিধিঃ ॥
সামর্থ্যমৌচিতী দেশঃ কালো ব্যক্তিঃ স্বরাদয়ঃ।
শব্দার্থস্যানবচ্ছেদে বিশেষস্মৃতিহেতবঃ ॥"

ইত্যুক্তদিশা

সশঙ্খচক্রো হরিঃ, অশঙ্খচক্রো হরিরিত্যুচ্যতে। রামলক্ষ্মণাবিতি দাশরথৌ। রামার্জুনগতিস্তয়োরিতি ভার্গবকার্তবীর্যয়োঃ। স্থাণুং ভজ ভবচ্ছিদে ইতি হরে। সর্বং জানাতি দেব ইতি যুষ্মদর্থে। কুপিতো মকরধ্বজ ইতি কামে। দেবস্য পুরারাতেরিতি শম্ভৌ। মধুনা মত্তঃ কোকিল ইতি বসন্তে। পাতু বো দয়িতামুখমিতি সাম্মুখ্যে। ভাত্যত্র পরমেশ্বর ইতি রাজধানীরূপাদ্ দেশাদ্ রাজনি। চিত্রভানুর্বিভাতীতি দিনে রবৌ, রাত্রৌ বহ্নৌ। মিত্রং ভাতীতি সুহৃদি, মিত্রো ভাতীতি রবৌ। ইন্দ্রশত্রুরিত্যাদৌ বেদে এব, ন কাব্যে, স্বরোঽর্থবিশেষপ্রতীতিকৃৎ। আদিগ্রহণাৎ

এদ্দহমেত্তত্থণিআ এদ্দহমেৎতেহি অচ্ছিবত্তেহিং।
এদ্দহমেত্তাবত্থা এদ্দহমেৎতেহিং দিঅএহিং ॥ ৬

ইত্যাদাবভিনয়াদয়ঃ।

---

৬. এতাবন্মাত্র-স্তনিকা এতাবন্মাত্রাভ্যামক্ষিপত্রাভ্যাম্
এতাবন্মাত্রাবস্থা এতাবন্মাত্রৈর্দিবসৈঃ ॥

ইত্থং সংযোগাদিভিরর্থান্তরাভিধায়কত্বে নিবারিতেঽপ্যনেকার্থস্য শব্দস্য যৎ ক্বচিদর্থান্তরপ্রতিপাদনং তত্র নাভিধা, নিয়মনাৎ তস্যাঃ। ন চ লক্ষণা, মুখ্যার্থবাধাদ্যভাবাৎ। অপি ত্বঞ্জনং ব্যঞ্জনমেব ব্যাপারঃ। যথা—

ভদ্রাত্মনো দুরধিরোহতনোর্বিশাল-
বংশোন্নতেঃ কৃতশিলীমুখসংগ্রহস্য।
যস্যানুপপ্লুতগতেঃ পরবারণস্য
দানাম্বুসেকসুভগঃ সততং করোঽভূৎ ॥ ৭ ॥

তদ্যুক্তো ব্যঞ্জকঃ শব্দঃ

তদ্যুক্তো ব্যঞ্জনযুক্তঃ।

যৎ সোঽর্থান্তরযুক্ তথা।

অর্থোঽপি ব্যঞ্জকস্তত্র সহকারিতয়া মতঃ ॥ ১৫ ॥

তথেতি ব্যঞ্জকঃ।

ইতি কাব্য-প্রকাশে শব্দার্থ-স্বরূপ-নির্ণয়ো নাম দ্বিতীয় উল্লাসঃ।

তৃতীয় উল্লাসঃ

অর্থাঃ প্রোক্তাঃ পুরা তেষাম্

অর্থাঃ বাচ্য-লক্ষ্য-ব্যঙ্গ্যাঃ। তেষাং বাচক-লাক্ষণিক-ব্যঞ্জকানাম্।

অর্থব্যঞ্জকতোচ্যতে।

কীদৃশীত্যাহ—

বক্তৃ-বোদ্ধব্য-কাকূনাং বাক্য-বাচ্যা-ন্যসন্নিধেঃ ॥ ১ ॥

প্রস্তাব-দেশ-কালাদে-র্বৈশিষ্ট্যাৎ প্রতিভাজুষাম্।

যোঽর্থস্যান্যার্থধীহেতুর্ব্যাপারো ব্যক্তিরেব সা ॥ ২ ॥

বোদ্ধব্যঃ প্রতিপাদ্যঃ। কাকুর্ধ্বনেবিকারঃ। প্রস্তাবঃ প্রকরণম্। অর্থস্য বাচ্য-লক্ষ্য-ব্যঙ্গ্যাত্মনঃ। ক্রমেণোদাহরণানি—

অইপিহুলং জলকুম্ভং ঘেত্তূণ সমাগদম্হি সহি তুরিঅম্।
সমসেঅ-সলিলণী-সাসণীসহা বীসমামি খণম্ ॥ ১

অত্র চৌর্যরত-গোপনং গম্যতে।

---

১. অতিপৃথুলং জলকুম্ভং গৃহীত্বা সমাগতাস্মি সখি, ত্বরিতম্।
শ্রমস্বেদ-সলিল-নিঃশ্বাস-নিঃসহা বিশ্রাম্যামি ক্ষণম ॥

ওল্লিদ্দং দোব্বলং চিংতা অলসত্তণং সণীসসিঅম্ ।
মহ মংদভাইণীএ কেরং সহি তুহ বি অহহ পরিহবই ॥ ২

অত্র দূত্যাস্তৎকামুকোপভোগো ব্যজ্যতে ।

তথাভূতাং দৃষ্ট্বা নৃপসদসি পাঞ্চালতনয়াং
বনে ব্যাধৈঃ সার্ধং সুচিরমুষিতং বল্কলধরৈঃ ।
বিরাটস্যাবাসে স্থিতমনুচিতারম্ভনিভৃতং
গুরুঃ খেদং খিন্নে ময়ি ভজতি নাদ্যাপি কুরুষু ॥ ৩

অত্র ময়ি ন যোগ্যঃ খেদঃ, কুরুষু তু যোগ্য ইতি কাকা প্রকাশ্যতে। ন চ বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গমত্র কাকুরিতি গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্বং শঙ্ক্যম্। প্রশ্নমাত্রেণাপি কাকোর্বিশ্রান্তেঃ ।

তইআ মহ গংডত্থল-ণিমিঅং দিট্‌ঠিং ণ ণেসি অন্নত্তো ।
এণ্‌হিং সচ্চেঅ অহং, তে অ কবালা, ণ সা দিট্‌ঠী ॥ ৪

অত্র মৎসখীং কপোল-প্রতিবিম্বিতাং পশ্যতস্তে দৃষ্টিরন্যৈবাভূৎ, চলিতায়াং তু তস্যামন্যৈব জাতা ইত্যহো প্রচ্ছন্নকামুকত্বং তে ইতি ব্যজ্যতে ।

উদ্দেশোঽয়ং সরস-কদলী-শ্রেণি-শোভাতিশায়ী
কুঞ্জোৎকর্ষাঙ্কুরিত-রমণীবিভ্রমো নর্মদায়াঃ ।
কিং চৈতস্মিন্ সুরতসুহৃদস্তন্বি, তে বান্তি বাতা
যেষামগ্রে সরতি কলিতাকাণ্ডকোপো মনোভূঃ ॥৫॥

অত্র রতার্থং প্রবিশেতি ব্যঙ্গ্যম্ ।

ণোল্লেই অণদ্দমণা অত্তা মং ঘরভরম্মি সঅলম্মি ।
খণমেত্তং জই সংজ্ঝাই হোই ণ ব হোই বীসামো ॥৬*

---

২. ঔন্নিদ্রং দৌর্বল্যং চিন্তালসত্বং সনিঃশ্বসিতম্ ।
মম মন্দভাগিন্যাঃ কৃতে, সখি, ত্বামপ্যহহ পরিভবতি ॥

৪. তদা মম গণ্ডস্থলনিমগ্নাং দৃষ্টিং ন নয়স্যন্যত্র ।
ইদানীং সৈবাহং, তৌ চ কপোলৌ, ন সা দৃষ্টিঃ ॥

৬. নুদত্যনার্দ্রমনাঃ শ্বশ্রূর্মাং গৃহভরে সকলে ।
ক্ষণমাত্রং যদি সন্ধ্যায়াং ভবতি, ন বা ভবতি বিশ্রামঃ ॥

* কবিতাগুলি ব্যঞ্জনা-ময় । লক্ষণীয় হল : সংস্কৃত নন্দনতত্ত্বে প্রাকৃত কবিতাগুলিকে শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে স্থান দিতে কোন সংকোচ দেখা যায় নি ।

অত্র সন্ধ্যা সংকেতকাল ইতি, তটস্থং প্রতি কয়াচিৎ দ্যোত্যতে।

সুব্বই, সমাগমিস্সদি তুজ্ঝ পিও অজ্জ পহরমেত্তেণ।
এমেঅ কিত্তি চিট্ঠসি? তা সহি, সজ্জেসু করণিজ্জম্ ॥৭

অত্রোপপতিং প্রত্যভিসর্তুং প্রস্তুতা ন যুক্তমিতি কয়াচিন্নিবার্যতে।

অন্যত্র যূয়ং কুসুমাবচয়ং কুরুধ্বমত্রাস্মি করোমি সখ্যঃ।
নাহং হি দূরং ভ্রমিতুং সমর্থা প্রসীদতায়ং রচিতোঽঞ্জলির্বঃ ॥৮॥

অত্র বিবিক্তোঽয়ং দেশ ইতি প্রচ্ছন্নকামুকস্ত্বয়া অভিসার্যতামিত্যাশ্বস্তাং প্রতি কয়াচিন্নিবেদ্যতে।

গুরুঅণপরবস পিঅ কিং ভণামি তুহ মন্দভাইণী অহকম্।
অজ্জ পবাসং বচ্চসি, বচ্চ, সঅং জ্জেব্ব সুণসি করণিজ্জম্ ॥৯॥

অত্রাদ্য মধুসময়ে যদি ব্রজসি, তদাহং তাবন্ন ভবামি, তব তু জানামি গতিমিতি ব্যজ্যতে। আদি গ্রহণাচ্চেষ্টাদেঃ। তত্র চেষ্টায়া যথা—

দ্বারোপান্তনিরন্তরে ময়ি, তয়া সৌন্দর্যসারশ্রিয়া
প্রোল্লাস্যোরুযুগং পরস্পরসমাসক্তং সমাসাদিতম্।
আনীতং পুরতঃ শিরোংশুকমধঃ ক্ষিপ্তে চলে লোচনে,
বাচস্তত্র নিবারিতং প্রসরণং, সংকোচিতে দোর্লতে ॥১০॥

অত্র চেষ্টয়া প্রচ্ছন্নকান্তবিষয় আকৃতবিশেষো ধ্বন্যতে। নিরাকাঙ্ক্ষাপ্রতিপত্তয়ে প্রাপ্তাবসরতয়া চ পুনঃ পুনরুদাহ্রিয়তে। বক্ত্রাদীনাং মিথঃসংযোগে দ্বিকাদিভেদেন। অনেন ক্রমেণ লক্ষ্যব্যঙ্গ্যয়োশ্চ ব্যঞ্জকত্বমুদাহার্যম্।

শব্দপ্রমাণবেদ্যোঽর্থো ব্যনক্ত্যর্থান্তরং যতঃ।
অর্থস্য ব্যঞ্জকত্বে তচ্ছব্দস্য সহকারিতা ॥৩॥

শব্দেতি। ন হি প্রমাণান্তরবেদ্যোঽর্থো ব্যঞ্জকঃ।

ইতি কাব্যপ্রকাশেঽর্থব্যঞ্জকতানির্ণয়ো নাম তৃতীয়োল্লাসঃ ॥

৭. শ্বশুরত্বে, সমাগমিষ্যতি তব প্রিয়োঽদ্য প্রহরমাত্রেণ।
এবমেব কিমিতি তিষ্ঠসি? তৎ সখি সজ্জয় করণীয়ম্ ॥
৮. গুরুজনপরবশ প্রিয় কিং ভণামি তব মন্দভাগিন্যহকম্।
অদ্য প্রবাসং ব্রজসি, ব্রজ, স্বয়মেব শৃণোষি করণীয়ম্ ॥

চতুর্থ উল্লাসঃ

যদ্যপি শব্দার্থয়োর্নির্ণয়ে কৃতে দোষ-গুণা-লংকারাণাং স্বরূপমভিধানীয়ং, তথাপি ধর্মিণি প্রদর্শিতে ধর্মাণাং হেয়োপাদেয়তা জ্ঞায়ত, ইতি প্রথমং কাব্য-ভেদানাহ—

অবিবক্ষিতবাচ্যো যস্তত্র বাচ্যং ভবেদ্ ধ্বনৌ।

অর্থান্তরে সংক্রমিতমত্যন্তং বা তিরস্কৃতম্ ॥১॥

লক্ষণামূল-গূঢ়ব্যঙ্গ্যপ্রাধান্যে সত্যেব অবিবক্ষিতং বাচ্যং যত্র স, 'ধ্বনৌ' ইত্যনুবাদাদ্ ধ্বনিরিতি জ্ঞেয়ঃ। তত্র চ বাচ্যং কচিদনুপযুজ্যমানত্বাদ্ অর্থান্তরে পরিণমিতম্। যথা—

ত্বামস্মি বচ্মি, 'বিদুষাং সমবায়োঽত্র তিষ্ঠতি।

আত্মীয়াং মতিমাস্থায় স্থিতিমত্র বিধেহি তৎ' ॥১॥

অত্র বচনাদি, উপদেশাদিরূপতয়া পরিণমতি*। কচিদনুপপদ্যমানতয়া অত্যন্তং তিরস্কৃতম্**। যথা—

উপকৃতং বহু, তত্র কিমুচ্যতে ? সুজনতা প্রথিতা ভবতা পরম্।

বিদধদীদৃশমেব সদা, সখে, সুখিতমাস্স্ব ততঃ শরদাং শতম্ ॥২॥

এতদ্ অপকারিণং প্রতি বিপরীতলক্ষণয়া কশ্চিদ্ বক্তি।

বিবক্ষিতং চান্যপরং বাচ্যং যত্রাপরস্তু সঃ।

অন্যপরং ব্যঙ্গ্যনিষ্ঠম। এষ চ

কোঽপ্যলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যো, লক্ষ্যব্যঙ্গ্যক্রমঃ পরঃ ॥২॥

অলক্ষ্যেতি। ন খলু বিভাবানুভাবব্যভিচারিণ এব রসঃ। অপি তু রসস্তৈঃ ইত্যস্তি ক্রমঃ। স তু লাঘবান্ন লক্ষ্যতে। অত্র

রস-ভাব-তদাভাস-ভাবশান্ত্যাদি-রক্রমঃ।

ভিন্নো রসাদ্যলংকারাদ্, অলংকার্যতয়া স্থিতঃ ॥৩॥

আদিগ্রহণাদ্ ভাবোদয়-ভাবসন্ধি-ভাবশবলত্বানি। প্রধানতয়া যত্র স্থিতো,

---

* বলছি—উপদেশ দিচ্ছি—পরামর্শ দিচ্ছি।

** বাচ্যের 'অর্থান্তর-পরিণাম' এর কারণ, [বাচ্যের] 'অনুপযুজ্যমানত্ব'।

বাচ্যের 'অত্যন্ত-তিরস্কার' এর কারণ, [বাচ্যের] 'অনুপপদ্যমানতা'।

লঘু—সূক্ষ্ম। লাঘব—সূক্ষ্মতা।

রসাদিস্তত্রালংকারঃ ; যথোদাহরিষ্যতে। অন্যত্র তু প্রধানে বাক্যার্থে যত্রাঙ্গভূতো রসাদিস্তত্র গুণীভূতব্যঙ্গ্যে, রসবৎ-প্রেয়-উর্জস্বি-সমাহিতাদয়োঽলংকারাঃ। তে চ গুণীভূতব্যঙ্গ্যাভিধানে* উদাহরিষ্যন্তে।

তত্র রসস্বরূপমাহ—

কারণাগ্যথ কার্যাণি সহকারীণি যানি চ।
রত্যাদেঃ স্থায়িনো লোকে, তানি চেন্নাট্যকাব্যয়োঃ ॥৪॥
বিভাবা অনুভাবাস্তৎ† কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ।
ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়ীভাবো রসঃ স্মৃতঃ ॥৫॥

উক্তং হি ভরতেন "বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ" ইতি।

এতদ্বিবৃণ্বতে—"বিভাবৈর্ললনোদ্যানাদিভিরালম্বনোদ্দীপন-কারণৈঃ রত্যাদিকো ভাবো জনিতঃ, অনুভাবৈঃ কটাক্ষভুজাক্ষেপপ্রভৃতিভিঃ কার্যৈঃ প্রতীতিযোগ্যঃ কৃতঃ, ব্যভিচারিভির্নির্বেদাদিভিঃ সহকারিভিরুপচিতো, মুখ্যয়া বৃত্ত্যা রামাদাবনুকার্যে তদ্রূপতানুসন্ধানান্নর্তকেঽপি প্রতীয়মানো রসঃ" ইতি ভট্টলোল্লটপ্রভৃতয়ঃ।

"'রাম এবায়ম্' 'অয়মেব রাম' ইতি, 'ন রামোঽয়ম্' ইত্যৌত্তরকালিকে বাধে 'রামোঽয়'মিতি, 'রামঃ স্যাদ্বা ন বায়মি'তি, 'রামসদৃশোঽয়মি'তি চ সম্যঙ্-মিথ্যা-সংশয়-সাদৃশ্য-প্রতীতিভ্যো বিলক্ষণয়া চিত্রতুরগাদিন্যায়েন 'রামোঽয়মি'তি-প্রতিপত্ত্যা গ্রাহ্যে নটে

'সেয়ং মমাঙ্গেষু সুধারসচ্ছটা, সুপূরকর্পূরশলাকিকা দৃশোঃ।
মনোরথশ্রীর্মনসঃ, শরীরিণী, প্রাণেশ্বরী লোচনগতংগতা ॥৩॥
দৈবাদহমদ্য তয়া চপলায়তনেত্রয়া বিযুক্তশ্চ।
অবিরলবিলোলজলদঃ কালঃ সমুপাগতশ্চায়ম্ ॥৪॥'

ইত্যাদিকাব্যানুসন্ধান-বলাচ্ছিক্ষাভ্যাস-নির্বর্তিত-স্বকার্য-প্রকটনেন চ নটেনৈব প্রকাশিতৈঃ কারণকার্যসহকারিভিঃ কৃত্রিমৈরপি তথানভিমন্যমানৈর্বিভাবাদিশব্দ-ব্যপদেশ্যৈঃ, সংযোগাৎ গম্য-গমক-ভাবরূপাৎ, অনুমীয়মানোঽপি বস্তুসৌন্দর্যবলাদ্

---

* পঞ্চম উল্লাসে।

** কাব্য-শব্দ এখানে সংকীর্ণ অর্থে অর্থাৎ কবিতা অর্থে ব্যবহৃত। সাহিত্য-অর্থে নয়।

† তৎ = তাহলে।

রসনীয়ত্বেনান্যানুমীয়মানবিলক্ষণঃ স্থায়িত্বেন সম্ভাব্যমানো রত্যাদির্ভাবস্তত্রাসন্নপি সামাজিকানাং বাসনয়া চর্ব্যমাণো রস" ইতি শ্রীশঙ্কুকঃ।

"ন তাটস্থ্যেন নাত্মগতত্বেন রসঃ প্রতীয়তে, নোৎপদ্যতে, নাভিব্যজ্যতে। অপি তু কাব্যে নাট্যে চাভিধাতো দ্বিতীয়েন বিভাবাদি-সাধারণীকরণাত্মনা ভাবকত্বব্যাপারেণ ভাব্যমানঃ স্থায়ী, সত্ত্বোদ্রেক-প্রকাশানন্দময়-সংবিদ্-বিশ্রান্তি-সতত্ত্বেণ ভোগেন ভুজ্যতে" ইতি ভট্টনায়কঃ।

"**লোকে** প্রমদাদিভিঃ স্থায্যনুমানেঽভ্যাসপাটববতাং কাব্যে নাট্যে চ **তৈরেব** কারণত্বাদিপরিহারেণ বিভাবনাদিব্যাপারবত্ত্বাদ্ অলৌকিক-বিভাবাদি-শব্দব্যবহার্যৈঃ, 'মমৈবৈতে, শত্রোরেবৈতে, তটস্থস্যৈবৈতে, ন মমৈবৈতে, ন শত্রোরেবৈতে, ন তটস্থস্যৈবৈতে' ইতি সম্বন্ধবিশেষস্বীকারপরিহার-নিয়মানধ্যবসায়াৎ সাধারণ্যেন **প্রতীতৈরভিব্যক্তঃ**, সামাজিকানাং বাসনাত্মতয়া স্থিতঃ **স্থায়ী** রত্যাদিকো, নিয়তপ্রমাতৃগতত্বেন স্থিতোঽপি সাধারণোপায়বলাৎ তৎকালবিগলিত-পরিমিত-প্রমাতৃভাব-বশোন্মিষিত-বেদ্যান্তরসম্পর্কশূন্যাপরিমিত-ভাবেন প্রমাত্রা সকল-সহৃদয়-সংবাদভাজা সাধারণ্যেন স্বাকার ইবাভিন্নোঽপি গোচরীকৃতশ্চর্ব্যমাণতৈকপ্রাণো বিভাবাদি-জীবিতাবধিঃ পানকরসন্যায়েন **চর্ব্যমাণঃ**, পুর ইব পরিস্ফুরন্ হৃদয়মিব প্রবিশন্ সর্বাঙ্গীণমিবালিঙ্গন্ অন্যৎ সর্বমিব তিরোদধৎ ব্রহ্মাস্বাদমিবানুভাবয়ন্ অলৌকিকচমৎকারকারী শৃঙ্গারা-দিকো **রসঃ**। স চ ন কার্যঃ। বিভাবাদিবিনাশেঽপি তস্য সম্ভবপ্রসঙ্গাৎ। নাপি জ্ঞাপ্যঃ, সিদ্ধস্য তস্যাসম্ভবাৎ। অপি তু, বিভাবাদিভির্ব্যঞ্জিতশ্চর্বণীয়ঃ। কারক-জ্ঞাপকাভ্যামন্যৎ ক দৃষ্টমিতি চেৎ, ন কচিদ্দৃষ্টমিত্যলৌকিকসিদ্ধের্ভূষণ-মেতন্ন দূষণম্। চর্বণানিষ্পত্ত্যা তস্য নিষ্পত্তিরুপচরিতেতি কার্যোঽপ্যুচ্যতাম্। লৌকিকপ্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ-তাটস্থ্যাববোধশালিমিতযোগিজ্ঞান—বেদ্যান্তরসংস্পর্শ-রহিতস্বাত্মমাত্রপর্যবসিত-পরিমিতেতরযোগিসংবেদন—বি ল ক্ষ ণ-লোকোত্তরস্ব-সংবেদনগোচর ইতি প্রত্যেয়োঽপ্যভিধীয়তাম্। তদ্গ্রাহকং চ নির্বিকল্পকং, বিভাবাদি-পরামর্শ-প্রধানত্বাৎ। নাপি সবিকল্পকং, চর্ব্যমাণস্যালৌকিকানন্দময়স্য স্বসংবেদনসিদ্ধত্বাৎ। উভয়াভাবস্বরূপস্য চোভয়াত্মকত্বমপি পূর্ববল্লোকোত্তরতামেব গময়তি, ন তু বিরোধমি"-তি শ্রীমদাচার্যাভিনবগুপ্তপাদাঃ।*

---

*অভিনবগুপ্তের গুরুত্ব (গৌরব) বোঝাবার জন্য বহুবচন। 'বহুবচন' ব্যবহারের ফলে মনে হতে পারে, এটিই মম্মট সমর্থন করেন।

ব্যাঘ্রাদয়ো বিভাবাঃ ভয়ানকস্যেব বীরাদ্ভুতরৌদ্রাণাম্, অশ্রুপাতাদয়োঽনুভাবাঃ শৃঙ্গারস্যেব করুণভয়ানকয়োঃ, চিন্তাদয়ো ব্যভিচারিণঃ শৃঙ্গারস্যেব বীরকরুণভয়ানকানামিতি পৃথগনৈকান্তিকত্বাৎ সূত্রে মিলিতা নির্দিষ্টাঃ।

বিয়দলিমলিনাম্বুগর্ভমেঘং
মধুকর-কোকিল-কূজিতৈর্দিশাং শ্রীঃ।
ধরণিরভিনবাঙ্কুরাঙ্কটঙ্কা
প্রণতিপরে দয়িতে প্রসীদ মুগ্ধে ॥৫॥

ইত্যাদৌ

পরিমৃদিত-মৃণালীম্লানমঙ্গং প্রবৃত্তিঃ
কথমপি পরিবারপ্রার্থনাভিঃ ক্রিয়াসু।
কলয়তি চ হিমাংশোর্নিষ্কলঙ্কস্য লক্ষ্মী-
মভিনবকরি-দন্তচ্ছেদকান্তঃ কপোলঃ ॥৬॥

ইত্যাদৌ

দূরাদুৎসুকমাগতে বিবলিতং সম্ভাষিণি স্ফারিতং
সংশ্লিষ্যত্যরুণং গৃহীতবসনে কিঞ্চাঞ্চিতভ্রূলতম্।
মানিন্যাশ্চরণানতিব্যতিকরে বাষ্পাম্বুপূর্ণেক্ষণং
চক্ষুর্জাতমহো প্রপঞ্চচতুরং জাতাগসি প্রেয়সি ॥৭॥

ইত্যাদৌ চ

যদ্যপি বিভাবানামনুভাবানামৌৎসুক্য-ব্রীড়া-হর্ষ-কোপা-সূয়-প্রসাদানাং চ ব্যভিচারিণাং চ কেবলানামত্র স্থিতিঃ, তথাপ্যেতেষামসাধারণত্বমিত্যন্যতমদ্বয়াক্ষেপকত্বে সতি নানৈকান্তিকত্বমিতি।

তদ্বিশেষানাহ—

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ॥৬॥

তত্র শৃঙ্গারস্য দ্বৌ ভেদৌ। সম্ভোগো বিপ্রলম্ভশ্চ। তত্রাদ্যঃ পরস্পরাবলোকনালিঙ্গনাধরপানপরিচুম্বনাদ্যনন্তত্বাদপরিচ্ছেদ্য এক এব গণ্যতে। যথা—

শূন্যং বাসগৃহং বিলোক্য, শয়নাদুত্থায় কিঞ্চিচ্ছনৈ-
র্নিদ্রাব্যাজমুপাগতস্য সুচিরং নির্বর্ণ্য পত্যুর্মুখম্।
বিস্রব্ধং পরিচুম্ব্য, জাতপুলকামালোক্য গণ্ডস্থলীং,
লজ্জানম্রমুখী প্রিয়েণ হসতা বালা চিরং চুম্বিতা ॥৮॥

তথা

'ত্বং মুগ্ধাক্ষি, বিনৈব কঞ্চুলিকয়া ধৎসে মনোহারিণীং
লক্ষ্মী'-মিত্যভিধায়িনি প্রিয়তমে তদ্বীটিকা-সংস্পৃশি।
শয্যোপান্তনিবিষ্ট-সস্মিত-সখী-নেত্রোৎসবানন্দিতো
নির্যাতঃ শনকৈরলীকবচনোপন্যাসমালীজনঃ ॥৯॥

অপরস্তু—অভিলাষ-বিরহেষ্যা-প্রবাসশাপহেতুক ইতি পঞ্চবিধঃ।

ক্রমেণোদাহরণম্—

১. প্রেমার্দ্রাঃ প্রণয়স্পৃশঃ পরিচয়াদুদ্গাঢ়রাগোদয়া-
স্তাস্তা মুগ্ধদৃশো নিসর্গমধুরাশ্চেষ্টা ভবেয়ুর্ময়ি।
যাস্বন্তঃকরণস্য বাহ্যকরণ-ব্যাপার-রোধী ক্ষণা-
দাশংসাপরিকল্পিতাস্বপি ভবত্যানন্দসান্দ্রো লয়ঃ ॥১০॥

২. 'অন্যত্র ব্রজতীতি কা খলু কথা? নাপ্যস্য তাদৃক্ সুহৃদ্
যো মাং নেচ্ছতি, নাগতশ্চ! হহহা কোঽয়ং বিধেঃ প্রক্রমঃ!'
—ইত্যল্পেতরকল্পনাকবলিতস্বান্তা নিশান্তান্তরে
বালা বৃত্তবিবর্তনব্যতিকরা নাপ্নোতি নিদ্রাং নিশি ॥১১॥

এষা বিরহোৎকণ্ঠিতা।

৩. সা পত্যুঃ প্রথমাপরাধসময়ে সখ্যোপদেশং বিনা
নো জানাতি স বিভ্রমাঙ্গবলনাবক্রোক্তিসংসূচনম্।
স্বচ্ছৈরচ্ছকপোলমূলগলিতৈঃ পর্যস্তনেত্রোৎপলা
বালা কেবলমেব রোদিতি লুঠল্লোলালকৈরশ্রুভিঃ ॥১২॥

৪. প্রস্থানং বলয়ৈঃ কৃতং, প্রিয়সখৈরস্রৈরজস্রং গতং,
ধৃত্যা ন ক্ষণমাসিতং, ব্যবসিতং চিত্তেন গন্তুং পুরঃ।
যাতুং নিশ্চিতচেতসি প্রিয়তমে সর্বে সমং প্রস্থিতা;
গন্তব্যে সতি, জীবিত, প্রিয়-সুহৃৎ-সার্থঃ কিমু ত্যজ্যতে? ॥১৩॥

৫. ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া-
মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্ মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সংগমং নৌ কৃতান্তঃ ॥১৪॥

হাস্যাদীনাং ক্রমেণোদাহরণম্—

১. আকুঞ্চ্য পাণিমশুচিং মম মূর্ধ্নি বেশ্যা
মন্ত্রাম্ভসাং প্রতিপদং পৃষতৈঃ পবিত্রে।
তারস্বনং প্রথিতথূৎকমদাৎ প্রহারং
হাহা হতোঽহমিতি রোদিতি বিষ্ণুশর্মা ॥১৫॥

২. 'হা মাতস্ত্বরিতাসি কুত্র ? কিমিদং ? হা দেবতাঃ কাশিষঃ ?
ধিক্ প্রাণান্ ! পতিতোঽশনির্হুতবহস্তেঽঙ্গেষু ! দগ্ধে দৃশৌ !'
—ইত্থং ঘর্ঘরমধ্যরুদ্ধকরুণাঃ পৌরাঙ্গনানাং গির-
শ্চিত্রস্থানপি রোদয়ন্তি, শতধা কুর্বন্তি ভিত্তীরপি ॥১৬॥

৩. কৃতমনুমতং দৃষ্টং বা যৈরিদং গুরুপাতকং
মনুজপশুভির্নির্মর্যাদৈর্ভবদ্ভিরুদায়ুধৈঃ।
নরকরিপুণা সার্দ্ধং তেষাং সভীমকিরীটিনা-
ময়মহমসৃঙ্মেদোমাংসৈঃ করোমি দিশাং বলিম্ ॥১৭॥

৪. ক্ষুদ্রাঃ সন্ত্রাসমেতে বিজহত হরয়ঃ, ক্ষুণ্ণশক্রেভকুম্ভা
যুষ্মদ্দেহেষু লজ্জাং দধতি পরমমী সায়কা নিষ্পতন্তঃ।
সৌমিত্রে তিষ্ঠ, পাত্রং ত্বমসি ন হি রুষাং, নন্বহং মেঘনাদঃ
কিঞ্চিদ্ভ্রূভঙ্গলীলানিয়মিতজলধিং রামমন্বেষয়ামি ॥১৮॥

৫. গ্রীবাভঙ্গাভিরামং মুহুরনুপততি স্যন্দনে বদ্ধদৃষ্টিঃ
পশ্চার্ধেন প্রবিষ্টঃ শরপতনভয়াদ্ ভূয়সা পূর্বকায়ম্।
দর্ভৈরর্ধাবলীঢ়ৈঃ শ্রমবিবৃতমুখভ্রংশিভিঃ কীর্ণবর্ত্মা
পশ্যোদগ্রপ্লুতত্বাদ্বিয়তি বহুতরং স্তোকমুর্ব্যাং প্রযাতি ॥১৯॥

৬. উৎকৃত্যোৎকৃত্য কৃত্তিং প্রথমমথ পৃথূৎসেধভূয়াংসি মাংসা-
ন্যংসস্ফিক্পৃষ্ঠপিণ্ড্যাদ্যবয়বসুলভান্যগ্রপূতীনি জগ্ধ্বা।
আর্ত্তঃ পর্যস্তনেত্রঃ প্রকটিতদশনঃ প্রেতরঙ্কঃ করঙ্কা-
দঙ্কস্থাদস্থিসংস্থং স্থপুটগতমপি ক্রব্যমব্যগ্রমত্তি ॥২০॥

৭. চিত্রং ! মহানেষ বতাবতারঃ ! ক্ব কান্তিরেষাভিনবৈব ভঙ্গিঃ।
লোকোত্তরং ধৈর্যমহো প্রভাবঃ ! কাপ্যাকৃতির্নূতন এষ সর্গঃ ! ॥২১॥

১৫। হাস্য ১৬। করুণ ১৭। রৌদ্র ১৮। বীর ১৯। ভয়ানক ২০। বীভৎস
২১। অদ্ভুত।

এষাং স্থায়িভাবানাহ—

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।

জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৭॥

স্পষ্টম্।

ব্যভিচারিণো ব্রূতে—

নির্বেদগ্লানিশঙ্কাখ্যাস্তথাসূয়া মদশ্রমাঃ।

আলস্যং চৈব দৈন্যং চ চিন্তা মোহঃ স্মৃতির্ধৃতিঃ ॥৮॥

ব্রীড়া চপলতা হর্ষ আবেগো জড়তা তথা।

গর্বো বিষাদ ঔৎসুক্যং নিদ্রাপস্মার এব চ ॥৯॥

সুপ্তং প্রবোধোঽমর্ষশ্চাপ্যবহিত্থমথোগ্রতা।

মতির্ব্যাধিস্তথোন্মাদস্তথা মরণমেব চ ॥১০॥

ত্রাসশ্চৈব বিতর্কশ্চ বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।

ত্রয়স্ত্রিংশদমী ভাবাঃ সমাখ্যাতাস্তু নামতঃ ॥১১॥

নির্বেদস্যামঙ্গলপ্রায়স্য প্রথমমনুপাদেয়ত্বেঽপ্যুপাদানং ব্যভিচারিত্বেঽপি স্থায়িতা-ভিধানার্থম্। তেন

নির্বেদস্থায়িভাবোঽপি শান্তোঽপি নবমো রসঃ।

যথা,

অহৌ বা, হারে বা, কুসুমশয়নে বা, দৃষদি বা,
মণৌ বা, লোষ্টে বা, বলবতি রিপৌ বা, সুহৃদি বা,
তৃণে বা, স্ত্রৈণে বা, মম সমদৃশো যান্তি দিবসাঃ
ক্বচিৎ পুণ্যারণ্যে 'শিব শিব শিবে'তি প্রলপতঃ ॥২২॥

রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ ॥১২॥

ভাবঃ প্রোক্তঃ

আদিশব্দান্মুনিগুরুনৃপপুত্রাদিবিষয়া। কান্তাবিষয়া তু ব্যক্তা শৃঙ্গারঃ।

উদাহরণং—

কণ্ঠকোণবিনিবিষ্টমীশ, তে কালকূটমপি মে মহামৃতম্।
অপ্যুপাত্তমমৃতং ভবদ্বপুর্ভেদবৃত্তি যদি মে ন রোচতে ॥২৩॥
হরত্যঘং সম্প্রতি, হেতুরেষ্যতঃ শুভস্য, পূর্বাচরিতৈঃ কৃতং শুভৈঃ।
শরীরভাজাং ভবদীয়দর্শনং ব্যনক্তি কালত্রিতয়েঽপি যোগ্যতাম্ ॥২৪॥

এবমন্যদপ্যুদাহার্যম্।

অঙ্কিতব্যভিচারী যথা,

জানে কোপ-পরাঙ্‌মুখী প্রিয়তমা স্বপ্নেঽদ্য দৃষ্টা ময়া,
'মা মা সংস্পৃশ পাণিনে'-তি রুদতী গন্তুং প্রবৃত্তা পুরঃ।
নো যাবৎপরিরভ্য চাটুশতকৈরাশ্বাসয়ামি প্রিয়াং
ভ্রাতস্তাবদহং শঠেন বিধিনা নিদ্রাদরিদ্রীকৃতঃ ॥২৫॥

অত্র বিধিং প্রত্যসূয়া।

তদাভাসা অনৌচিত্যপ্রবর্তিতাঃ

তদাভাসা রসাভাসা ভাবাভাসাশ্চ।

তত্র রসাভাসো যথা

স্তুমঃ কং বামাক্ষি, ক্ষণমপি বিনা যং ন রমসে?
বিলেভে কঃ প্রাণান রণমখমুখে যং মৃগয়সে?
সুলগ্নে কো জাতঃ শশিমুখি, যমালিঙ্গসি বলাৎ?
তপঃশ্রী কস্যৈষা মদননগরি, ধ্যায়সি তু যম্? ২৬ ॥

অত্রানেক-কামুক-বিষয়মভিলাষং তস্যাঃ স্তুম ইত্যাদ্যনুগতং বহুব্যাপারোপাদানং ব্যনক্তি।

ভাবাভাসো যথা,

রাকা-সুধাকর-মুখী তরলায়তাক্ষী
সা স্মের-যৌবন-তরঙ্গিত-বিভ্রমাঙ্গী।
তৎ কিং করোমি? বিদধে কথমত্র মৈত্রীং?
তৎস্বীকৃতিব্যতিকরে ক ইবাভ্যুপায়ঃ? ২৭ ॥

অত্র চিন্তা অনৌচিত্যপ্রবর্তিতা। এবমন্যেঽপ্যুদাহার্যাঃ ॥

ভাবস্য শান্তিরুদয়ঃ সন্ধিঃ শবলতা তথা ॥১৩॥

ক্রমেণোদাহরণম্—

'তস্যাঃ সান্দ্রবিলেপনস্তনতটপ্রশ্লেষমুদ্রাঙ্কিতং
কিং বক্ষশ্চরণানতিব্যতিকরব্যাজেন গোপায্যতে'?
—ইত্যুক্তে 'ক তদি'ত্যুদীর্য সহসা তৎ সংপ্রমার্ষ্টুং ময়া
সাশ্লিষ্টা রভসেন, তৎসুখবশাৎ তন্ব্যা চ তদ্বিস্মৃতম্ ॥২৮॥

অত্র কোপস্য।

একস্মিঞ্ শয়নে বিপক্ষরমণীনামগ্রহে মুগ্ধয়া
সদ্যো মানপরিগ্রহগ্লপিতয়া চাটূনি কুর্বন্নপি।
আবেগাদবধীরিতঃ প্রিয়তমস্তূষ্ণীং স্থিতস্তৎক্ষণং
মা ভূৎ সুপ্ত ইবেত্যমন্দবলিতগ্রীবং পুনর্বীক্ষিতঃ ॥২৯॥

অত্রৌৎসুক্যস্য।

উৎসিক্তস্য তপঃপরাক্রমনিধেরভ্যাগমাদ্ একতঃ
সৎসঙ্গপ্রিয়তা চ বীররভসোৎফালশ্চ মাং কর্ষতঃ।
বৈদেহীপরিরম্ভ এষ চ মুহুশ্চৈতন্যমামীলয়ন্
আনন্দী হরিচন্দনেন্দুশিশিরস্নিগ্ধো রুণদ্ধ্যন্যতঃ ॥৩০॥

অত্রাবেগহর্ষয়োঃ।

কাকার্য্যং? শশলক্ষ্মণঃ ক চ কুলং? ভূয়োঽপি দৃশ্যেত সা!
দোষাণাং প্রশমায় ন শ্রুতমহো কোপেঽপি কান্তং মুখম্!
কিং বক্ষ্যন্ত্যপকল্মষাঃ কৃতধিয়ঃ? স্বপ্নেঽপি সা দুর্লভা!
চেতঃ, স্বাস্থ্যমুপৈহি; কঃ খলু যুবা ধন্যোঽধরং ধাস্যতি! ৩১॥

অত্র বিতর্কৌৎসুক্যমতিস্মরণশঙ্কাদৈন্যধৃতিচিন্তানাং শবলতা। ভাবস্থিতিরুক্তা উদাহৃতা* চ।

মুখ্যে রসেঽপি তেঽঙ্গিত্বং প্রাপ্নুবন্তি কদাচন।

তে ভাবশান্ত্যাদয়ঃ। অঙ্গিত্বং রাজানুগতবিবাহপ্রবৃত্তভৃত্যবৎ॥

অনুস্বানাভ-সংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য-স্থিতিস্তু যঃ ॥১৪॥
শব্দার্থোভয়শক্ত্যুত্থস্ত্রিধা স কথিতো ধ্বনিঃ।

শব্দশক্তিমূলানুরণন-রূপ-ব্যঙ্গ্যঃ, অর্থশক্তিমূলানুরণনরূপব্যঙ্গ্যঃ, উভয়শক্তিমূলানুরণনরূপব্যঙ্গ্যশ্চেতি ত্রিবিধঃ।

তত্র

অলংকারোঽথ বস্ত্বেব শব্দাদ্ যত্রাবভাসতে। ১৫
প্রধানত্বেন স জ্ঞেয়ঃ শব্দশক্ত্যুদ্ভবো দ্বিধা॥

২৮। কোপস্য শান্তিঃ। ২৯। ঔৎসুক্যস্যোদয়ঃ। ৩০। আবেগহর্ষয়োঃ সন্ধিঃ।
৩১। বিক্রমোর্বশীয় ৪।৪ * শ্লোক ২৫

বস্ত্বেতি, অনলংকারং বস্তুমাত্রম্। আদ্যো যথা,

উল্লাস্য কাল-করবাল-মহাম্বুবাহং
দেবেন যেন জরঠোর্জিতগর্জিতেন।
নির্বাপিতঃ সকল এব রণে রিপূণাং
ধারাজলৈস্ত্রিজগতি জ্বলিতঃ প্রতাপঃ ॥৩২॥

অত্র বাক্যস্যাসম্বন্ধার্থাভিধায়কত্বং মা প্রসাঙ্ক্ষীদিতি প্রাকরণিকাপ্রাকরণিকয়োরুপমানোপমেয়ভাবঃ কল্পনীয় ইত্যত্রোপমালংকারো ব্যঙ্গ্যঃ।

তিগ্মরুচিরপ্রতাপো, বিধুরনিশাকৃদ্, বিভো, মধুরলীলঃ।
মতিমানতত্ত্ববৃত্তিঃ, প্রতিপদপক্ষাগ্রণীর্বিভাতি ভবান্ ॥৩৩॥

অত্রৈকৈকস্য পদস্য দ্বিপদত্বে বিরোধাভাসঃ।

অমিতঃ সমিতঃ প্রাপ্তৈরুৎকর্ষৈর্হর্ষদ প্রভো।
অহিতঃ সহিতঃ সাধুযশোভিরসতামসি ॥৩৪॥

অত্রাপি বিরোধাভাসঃ।

নিরুপাদানসম্ভারমভিত্তাবেব তন্বতে।
জগচ্চিত্রং নমস্তস্মৈ কলাশ্লাঘ্যায় শূলিনে ॥৩৫॥

অত্র ব্যতিরেকঃ। অলংকার্যস্যাপি ব্রাহ্মণশ্রমণন্যায়েনালংকারতা।

বস্তুমাত্রং যথা,

পংথিঅ, ণ এত্থ সত্থরমত্থি মণং পত্থরত্থলে গামে।
উণ্ণঅপওহরং পেক্খিউণ, জই বসসি তা বসসু ॥৩৬॥

অত্র যদ্যুপভোগক্ষমোঽসি তদা আস্স্বেতি ব্যজ্যতে।

শনিরশনিশ্চ তমুচ্চৈর্নিহন্তি, কুপ্যসি নরেন্দ্র যস্মৈ ত্বম্।
যত্র প্রসীদসি পুনঃ স ভাত্যুদারোঽনুদারশ্চ ॥৩৭॥

অবিরুদ্ধাবপি ত্বদনুবর্তনার্থমেকং কার্যং কুরুত ইতি ধ্বন্যতে।

শ্লোক ৩২—৩৫ এ শব্দশক্তি-জ অলংকারধ্বনির উদাহরণ। ৩৬, ৩৭ এ শব্দশক্তিজ বস্তুধ্বনির উদাহরণ।

৩৬. পথিক, নাত্র স্রস্তরমস্তি মনাক্ প্রস্তরস্থলে গ্রামে।
উন্নতপয়োধরং প্রেক্ষ্য, যদি বসসি তদা বস ॥

৩৭. ধ্বনিটি অনেকটা হেঁয়ালীর মত।

অর্থশক্ত্যুদ্ভবোঽপ্যর্থো ব্যঞ্জকঃ সম্ভবী স্বতঃ ॥১৬
প্রৌঢ়োক্তিমাত্রাৎ সিদ্ধো বা কবেস্তেনোম্ভিতস্য বা।
বস্তু বালংকৃতির্বেতি ষড়্ভেদোঽসৌ ব্যনক্তি যৎ ॥১৭
বস্ত্বলংকারমথবা তেনায়ং দ্বাদশাত্মকঃ।

স্বতঃসম্ভবী ন কেবলং ভণিতিমাত্রনিষ্পন্নো যাবদ্ বহিরপ্যৌচিত্যেন সম্ভাব্যমানঃ। কবিনা প্রতিভামাত্রেণ বহিরসন্নপি নির্মিতঃ কবিনিবদ্ধেন বক্ত্রেতি বা দ্বিবিধোঽপর ইতি ত্রিবিধঃ। বস্তু বালংকারো বাসাবিতি ষোঢ়া ব্যঞ্জকঃ। তস্য বস্তু বালংকারো বা ব্যঙ্গ্য ইতি দ্বাদশভেদোঽর্থশক্ত্যুদ্ভবো ধ্বনিঃ।

ক্রমেণোদাহরণম্—*

'অলসশিরোমণি, ধুত্তাণং অগ্গিমো, পুত্তি, ধণসমিদ্ধিমও'।
—ইঅ ভণিএণ ণঅঙ্গী পপ্ফুল্লবিলোঅণা জাআ ॥৩৮

অত্র মমৈবোপভোগ্য ইতি বস্তুনা বস্তু ব্যজ্যতে।

ধন্যাসি, যা কথয়সি প্রিয়সঙ্গমেঽপি
বিস্রব্ধচাটুকশতানি রতান্তরেষু।
নীবীং প্রতি প্রণিহিতে তু করে প্রিয়েণ
সখ্যঃ, শপামি যদি কিঞ্চিদপি স্মরামি ॥৩৯॥

অত্র ত্বমধন্যা, অহং তু ধন্যেতি ব্যতিরেকালংকারঃ।

দর্পান্ধ-গন্ধ-গজ-কুম্ভকপাট-কূট-সংক্রান্তি-নিঘ্নঘনশোণিতশোণশোচিঃ।
বীরৈর্ব্যলোকি যুধি কোপকষায়কান্তিঃ কালীকটাক্ষ ইব যস্য করে কৃপাণঃ ॥৪০॥

অত্রোপমালংকারেণ সকলরিপুবলক্ষয়ঃ ক্ষণাৎ করিষ্যতে ইতি বস্তু।

গাঢ়কান্তদশনক্ষত-ব্যথাসংকটাদ্ অরিবধূজনস্য যঃ।
ওষ্ঠবিদ্রুমদলান্যমোচয়ন্ নিদর্শন্ যুধি রুষা নিজাধরম্ ॥৪১॥

অত্র বিরোধালংকারেণাধরনির্দশনসমকালমেব শত্রবো ব্যাপাদিতা ইতি তুল্যযোগিতা মম ক্ষত্যাপ্যন্যস্য ক্ষতির্নিবর্ততামিতি তদ্বুদ্ধিরুৎপ্রেক্ষ্যতে ইত্যুৎপ্রেক্ষা চ।

---

* ৩৮-৪৯ সংখ্যকেষু শ্লোকেষু উদাহরণানি হি দ্বাদশবিধস্য অর্থশক্ত্যুত্থধ্বনেঃ।

৩৮. 'অলসশিরোমণির্ধূর্তানামগ্রিমঃ পুত্রি, ধনসমৃদ্ধিময়ঃ'।
—ইতি ভণিতেন নতাঙ্গী প্রফুল্লবিলোচনা জাতা ॥

শব্দার্থোভয়ভূরেকঃ

অতন্দ্র-চন্দ্রাভরণা সমুদ্দীপিতমন্মথা।
তারকাতরলা শ্যামা সানন্দং ন করোতি কিম্? ৫০॥

অত্রোপমা ব্যঙ্গ্যা।

ভেদা অষ্টাদশাস্য তৎ ॥১৮

অস্যেতি ধ্বনেঃ।

নন্থ রসাদীনাং বহুভেদত্বেন কথমষ্টাদশেত্যত আহ—

রসাদীনামনন্তত্বাদ্ ভেদ একো হি গণ্যতে।

অনন্তত্বাদিতি। তথা হি, নব রসাঃ। তত্র শৃঙ্গারস্য দ্বৌ ভেদৌ। সম্ভোগো বিপ্রলম্ভশ্চ। সম্ভোগস্যাপি পরস্পরাবলোকনালিঙ্গন-পরিচুম্বনাদিকুসুমোচ্চয়-জলকেলিসূর্যাস্তময়চন্দ্রোদয়ষড়্ঋতুবর্ণনাদয়ো বহবো ভেদাঃ। বিপ্রলম্ভস্যা-ভিলাষাদয় উক্তাঃ। তয়োরপি বিভাবানুভাবব্যভিচারিবৈচিত্র্যম্। তত্রাপি নায়কয়োরুত্তমমধ্যমাধমপ্রকৃতিত্বম। তত্রাপি দেশকালাবস্থাদিভেদা ইত্যেক-স্যৈব রসস্যানন্ত্যম্। কা গণনা ত্বন্যেষাম্? অসংলক্ষ্যক্রমত্বং তু সামান্যমাশ্রিত্য রসাদিধ্বনিভেদ এক এব গণ্যতে॥

বাক্যে দ্ব্যুত্থঃ

দ্ব্যুত্থ ইতি শব্দার্থোভয়শক্তিমূলঃ॥

পদেঽপ্যন্যে

অপি শব্দাদ্ বাক্যেঽপি। একাবয়বস্থিতেন ভূষণেন কামিনীব পদদ্যোত্যেন ব্যঙ্গ্যেন বাক্যব্যঙ্গ্যাপি ভারতী ভাসতে। তত্র পদপ্রকাশ্যত্বে ক্রমেণো-দাহরণানি—

১. যস্য মিত্রাণি মিত্রাণি, শত্রবঃ শত্রবস্তথা।
অনুকম্প্যোঽনুকম্প্যশ্চ, স জাতঃ স চ জীবতি ॥৫১॥

অত্র দ্বিতীয়মিত্রাদিশব্দা আশ্বস্তনিয়ন্ত্রণীয়স্নেহপাত্রত্বাদিসংক্রমিতবাচ্যাঃ।

২. খলববহারা দীসন্তি দারুণা জহবি, তহবি ধীরাণং।
হিঅঅবঅস্সবহুমআ ণ হু ববসাআ বিমুজ্ঝন্তি॥ ৫২

অত্র বিমুহ্যন্তীতি।

৩. ক. লাবণ্যং তদসৌ কান্তিস্তদ্রূপং স বচঃক্রমঃ।
তদা সুধাস্পদমভূদধুনা তু জ্বরো মহান্॥ ৫৩

অত্র তদাদিপদৈরনুভবৈকগোচরা অর্থাঃ প্রকাশ্যন্তে। যথা বা

খ. 'মুগ্ধে, মুগ্ধতয়ৈব নেতুমখিলঃ কালঃ কিমারভ্যতে ?
মানং ধৎস্ব, ধৃতিং বধান, ঋজুতাং দূরে কুরু প্রেয়সি'।
—সখ্যৈবং প্রতিবোধিতা প্রতিবচস্তামাহ ভীতাননা,
—'নীচৈঃ শংস, হৃদি স্থিতো হি ননু মে প্রাণেশ্বরঃ শ্রোষ্যতি'॥ ৫৪॥

অত্র ভীতাননেতি। এতেন হি নীচৈঃশংসনবিধানস্য যুক্ততা গম্যতে। ভাবাদীনাং পদপ্রকাশ্যত্বেঽধিকং ন বৈচিত্র্যমিতি ন তদুদাহ্রিয়তে।

৪. রুধির-বিসর-প্রসাধিতকরবালকরালরুচিরভুজপরিঘঃ।
ঝটিতি ভ্রুকুটিবিটঙ্কিতললাটপট্টো বিভাসি, নৃপ ভীম॥৫৫॥

অত্র ভীষণীয়স্য ভীমসেন উপমানম্।

৫. ভুক্তিমুক্তিকৃদেকান্তসমাদেশনতৎপরঃ।
কস্য নানন্দনিস্যন্দং বিদধাতি সদাগমঃ ? ৫৬॥

কাচিৎ সংকেতদায়িনমেবং মুখ্যয়া বৃত্ত্যা শংসতি।

৬. সায়ং স্নানমুপাসিতং, মলয়জেনাঙ্গং সমালেপিতং,
যাতোঽস্তাচলমৌলিমম্বরমণির্বিস্রব্ধমত্রাগতিঃ।
আশ্চর্য্যং তব সৌকুমার্য্যমভিতঃ ক্লান্তাসি যেনাধুনা
নেত্রদ্বন্দ্বমমীলনব্যতিকরং শক্নোতি তেনাসিতুম্॥ ৫৭॥

অত্র বস্তুনা কৃতপুরুষপরিচয়া ক্লান্তাসীতি বস্তু অধুনাপদদ্যোত্যং ব্যজ্যতে।

৭. তদপ্রাপ্তিমহাদুঃখবিলীনাশেষপাতকা।
তচ্চিন্তাবিপুলাহ্লাদক্ষীণপুণ্যচয়া তথা॥ ৫৮॥

চিন্তয়ন্তী জগৎসূতিং পরব্রহ্মস্বরূপিণম্।
নিরুচ্ছ্বাসতয়া মুক্তিং গতান্যা গোপকন্যকা॥ ৫৯॥

অত্র জন্মসহস্রৈরুপভোক্তব্যানি দুষ্কৃত-সুকৃত-ফলানি বিয়োগ-দুঃখ-চিন্তনাহ্লাদাভ্যামনুভূতানীত্যুক্তম্। এবং চাশেষচয়পদদ্যোত্যে অতিশয়োক্তী।

৫২। খলব্যবহারা দৃশ্যন্তে দারুণা যদ্যপি, তথাপি ধীরাণাম্।
হৃদয়-বয়স্য-বহুমতা ন খলু ব্যবসায়া বিমুহ্যন্তি॥

৮. ক্ষণদাসাবক্ষণদা, বনমবনং, ব্যসনমব্যসনম্।
বত বীর, তব দ্বিষতাং পরাঙ্মুখে ত্বয়ি পরাঙ্মুখং সর্বম্॥ ৬০॥

অত্র শব্দশক্তিমূলবিরোধাঙ্গেনার্থান্তরন্যাসেন 'বিধিরপি ত্বামনুবর্ততে' ইতি সর্বপদদ্যোত্যং বস্তু।

৯. 'তুহ বল্লহস্স গোসম্মি আসি অহরো মিলাণ-কমল-দলো'।
—ইঅ ণববহুআ সোঊণ কুণই বঅণং মহিসংমুহং॥ ৬১

অত্র রূপকেণ ত্বয়াস্য মুহুর্মুহুঃ পরিচুম্বনং তথা কৃতং, যেন ম্লানত্বমিতি মিলাণাদি-পদদ্যোত্যং কাব্যলিঙ্গম্। এষু স্বতঃসম্ভবী ব্যঞ্জকঃ।

১০. রাঈসু চন্দধবলাসু ললিঅমপ্ফালিঊণ জো চাবং।
একচ্ছত্তং বিঅ কুণই ভুঅণরজ্জং বিজম্ভন্তো॥ ৬২

অত্র বস্তুনা যেষাং কামিনামসৌ রাজা স্মরস্তেভ্যো ন কশ্চিদপি তদাদেশপরাঙ্-মুখ ইতি জাগরূকৈরুপভোগপরৈরেব তৈর্নিশাতিবাহ্যতে ইতি 'ভুঅণরজ্জ'-পদদ্যোত্যং বস্তু প্রকাশ্যতে।

১১. নিশিত-শর-ধিয়ার্পয়ত্যনঙ্গো
দৃশি সুদৃশঃ স্ববলং, বয়স্যরাগে।
দিশি নিপততি যত্র, সা চ তত্র
ব্যতিকরমেত্য সমুন্মিষন্ত্যবস্থাঃ॥ ৬৩॥

অত্র বস্তুনা যুগপদবস্থাঃ পরস্পরবিরুদ্ধা অপি প্রভবন্তীতি ব্যতিরেক-পদদ্যোত্যো বিরোধঃ।

১২. বারিজ্জন্তো বি পুণো সন্দাবকদত্থিএণ হিঅএণ।
থণহরবঅস্সএণ বিসুদ্ধজাঈ ণ চলই সে হারো॥ ৬৪

অত্র বিশুদ্ধজাতিত্বলক্ষণহেত্বলংকারেণ হারোঽনবরতং কম্পমান এবাস্তে ইতি ণ চলই-পদদ্যোত্যং বস্তু।

৬১। 'তব বল্লভস্য প্রভাত আসীদধরো ম্লানকমলদলম্'।
ইতি নববধূঃ শ্রুত্বা করোতি বদনং মহীসম্মুখম্॥

৬২। রাত্রিষু চন্দ্রধবলাসু ললিতমাস্ফাল্য যশ্চাপম্।
একচ্ছত্রমিব করোতি ভুবনরাজ্যং বিজৃম্ভমাণঃ॥

৬৪। বার্যমাণোঽপি পুনঃ সন্তাপ-কদর্থিতেন হৃদয়েন।
স্তনভর-বয়স্যেন বিশুদ্ধজাতির্ন চলত্যস্যা হারঃ॥

১৩. সো মুদ্ধসামলংগো ধম্মিল্লো কলিঅললিঅণিঅদেহো।
তীএ খংধাহি বলং গহিঅ সরো সুরঅসংগরে জঅই॥ ৬৫

অত্র রূপকেন মুহুর্মুহুরাকর্ষণেন তৎ কেশপাশঃ স্কন্ধয়োঃ প্রাপ্তো, যথা রতিবিরতা-বপ্যনিবৃত্তাভিলাষঃ কামুকোঽভূদিতি স্কন্ধ-পদদ্যোত্যা বিভাবনা। এষু কবি-প্রৌঢ়োক্তিমাত্রনিষ্পন্নশরীরঃ॥

১৪. ণব-পুণ্ণিমামিঅংকস্স সুহঅ কো তং সি ভণসু মহ সচ্চং।
কা সোহগ্গ-সমগ্গা পওসরঅণি ব্ব তুহ অজ্জ॥ ৬৬

অত্র বস্তুনা ময়ীবাস্তস্যামপি প্রথমমনুরক্তস্ত্বং ন তত ইতি 'ণবে'-ত্যাদি-'পওসে'-ত্যাদি-পদদ্যোত্যং বস্তু ব্যজ্যতে।

১৫. সহি, ণব-ণিহুবণ-সমর-ম্মি অংকবালীসহীএ ণিবিড়াএ।
হারো ণিবারিও বিঅ উচ্ছেরন্তো তদো কহং রমিঅং?॥৬৭

অত্র বস্তুনা হারচ্ছেদানন্তরমন্যদেব রতমবশ্যমভূৎ তৎকথয় কীদৃগিতি ব্যতিরেকঃ 'কহং'-পদগম্যঃ।

১৬. ক. প্রবিসংতী ঘরবারং বিবলিঅ-বঅণা বিলোইঊণ পহং।
খংধে ঘেত্তূণ ঘড়ং 'হা হা ণট্ঠো'ত্তি রুঅসি সহি কিংতি॥ ৬৮

অত্র হেত্বলংকারেণ 'সংকেত-নিকেতনং গচ্ছন্তং দৃষ্ট্বা যদি তত্র গন্তুমিচ্ছসি, তদা অপরং ঘটং গৃহীত্বা গচ্ছে'-তি বস্তু 'কিংতি'-পদ-দ্যোত্যম্। যথা বা

৬৫। স মুগ্ধশ্যামলাঙ্গো ধম্মিল্লঃ কলিত-ললিত-নিজদেহঃ।
তস্যাঃ স্কন্ধাদ্ বলং গৃহীত্বা স্মরঃ সুরতসংগরে জয়তি॥

৬৬। নব-পূর্ণিমা-মৃগাঙ্কস্য সুভগ, কস্ত্বমসি ভণ মম সত্যম্।
কা সৌভাগ্যসমগ্রা প্রদোষ-রজনীব তবাদ্য॥

৬৭। সখি, নব-নিধুবন-সমরেঽঙ্কপালী-সখ্যা নিবিড়য়া।
হারো নিবারিত এবোচ্ছিদ্যমাণস্ততঃ কথং রমিতম্?

৬৮। প্রবিশন্তী গৃহদ্বারং বিবলিতবদনা বিলোক্য পন্থানম্।
স্কন্ধে গৃহীত্বা ঘটং 'হা হা নষ্ট' ইতি রোদিষি সখি, কিমিতি?

খ. বিহলংখলং তুমং সহি, দট্ঠূণ কুডেণ তরলতরদিট্ঠিং ।
বারপ্‌ফংস-মিসেণ অ অপ্পা, গুরুওত্তি পাডিঅ বিহিন্নো ॥ ৬৯

অত্র নদীকূলে লতাগহনে কৃতসংকেতমপ্রাপ্তং গৃহপ্রবেশাবসরে পশ্চাদাগতং দৃষ্ট্বা পুনর্নদীগমনায় দ্বারোপঘাতব্যাজেন বুদ্ধিপূর্বং ব্যাকুলতয়া ত্বয়া ঘটঃ স্ফোটিত ইতি ময়া চিহ্নিতং তৎ কিমিতি নাশ্বসিষি তৎসমীহিতসিদ্ধয়ে ব্রজ, অহং তে শ্বশ্রূনিকটে সর্বং সমর্থয়িষ্যে, ইতি দ্বারস্পর্শনব্যাজেনেত্যপহ্নুত্যা বস্তু।

১৭. জোহ্নাই মহুরসেণ অ বিইণ্ণ-তারুণ্ণউৎসুঅমণা সা ।
বুড্ঢা বি ণবোঢ্‌ব্বিঅ পরবহুআ অহহ হরই তুহ হিঅঅং ॥ ৭০

অত্র কাব্যলিঙ্গেন বৃদ্ধাং পরবধূং ত্বমস্যামনুরজ্য ত্বমভিলষসীতি ত্বদীয়মাচরিতং বক্তুং ন শক্যমিত্যাক্ষেপঃ 'পরবধূ'-পদপ্রকাশ্যঃ।

এষু* কবিনিবদ্ধ-বক্তৃ-প্রৌঢ়োক্তি-মাত্র-নিষ্পন্নশরীরঃ। বাক্যপ্রকাশ্যে তু পূর্বম্ (১-২ শ্লোকয়োঃ) উদাহৃতম্ ॥

শব্দার্থোভয়শক্ত্যুদ্ভবস্তু পদপ্রকাশ্যো ন ভবতীতি পঞ্চত্রিংশদ্‌ভেদাঃ।

প্রবন্ধেঽপ্যর্থশক্তিভূঃ ॥১৯॥

যথা গৃধ্রগোমায়ুসংবাদাদৌ।

অলং স্থিত্বা শ্মশানেঽস্মিন্ গৃধ্র-গোমায়ু-সঙ্কুলে।
কঙ্কালবহুলে ঘোরে সর্বপ্রাণিভয়ঙ্করে ॥
ন চেহ জীবিতঃ কশ্চিৎ কালধর্মমুপাগতঃ।
প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যঃ প্রাণিনাং গতিরীদৃশী ॥৭২॥

ইতি দিবা প্রভবতো গৃধ্রস্য পুরুষবিসর্জনপরমিদং বচনম্।

আদিত্যোঽয়ং স্থিতো মূঢ়াঃ স্নেহং কুরুত সাম্প্রতম্।
বহুবিঘ্নো মুহূর্তোঽয়ং জীবেদপি কদাচন ॥৭৩॥
অমুং কনকবর্ণাভং বালমপ্রাপ্তযৌবনম্।
গৃধ্রবাক্যাৎ কথং মূঢ়াস্ত্যজধ্বমবিশঙ্কিতাঃ ?॥৭৪॥

৬৯। বিশৃঙ্খলাং ত্বাং সখি দৃষ্ট্বা কুটেন তরলতর-দৃষ্টিম্।
দ্বারস্পর্শমিষেণ চাত্মা গুরুক ইতি পাতয়িত্বা বিভিন্নঃ ॥

৭০। জ্যোৎস্নয়া মধুরসেন চ বিতীর্ণ-তারুণ্যোৎসুকমনাঃ সা।
বৃদ্ধাপি নবোঢ়েব পরবধূরহহ হরতি তব হৃদয়ম্ ॥

* ৫২—৭০ সংখ্যকেষু শ্লোকেষু।

ইতি নিশি বিজৃম্ভমাণস্য গোমায়োর্জনব্যাবর্তননিষ্ঠং চ বচনমিতি প্রবন্ধ এব প্রথতে। অন্যে ত্বেকাদশ ভেদা গ্রন্থবিস্তরভয়ান্নোদাহৃতাঃ, স্বয়ং তু লক্ষণতোঽনুসর্তব্যাঃ। অপি-শব্দাৎ পদবাক্যয়োঃ।

পদৈকদেশ-রচনাবর্ণেষ্বপি* রসাদয়ঃ।

তত্র প্রকৃত্যা যথা

১. ক. রইকেলি-হিঅণিবসণ-করকিসলঅ-রুদ্ধণয়ণজুঅলস্স।
রুদ্দস্স তইঅণঅণং পব্বঈ-পরিচুম্বিঅং জঅই ॥৭৫

অথ জয়তীতি ন তু শোভতে ইত্যাদি। সমানেঽপি হি স্থগন-ব্যাপারে লোকোত্তরেণৈব ব্যাপারেণাস্য পিধানমিতি তদেবোৎকৃষ্টম্।

যথা বা,

খ. প্রেয়ান্ সোঽয়মপাকৃতঃ সশপথং পাদানতঃ কান্তয়া
দ্বিত্রাণ্যেব পদানি বাসভবনাদ্ যাবন্ন যাত্যুন্মনাঃ।
তাবৎ প্রত্যুত পাণিসম্পুটগলন্ নীবিনিবন্ধং ধৃতো
ধাবিত্বৈব কৃতপ্রণামকমহো, প্রেম্ণো বিচিত্রা গতিঃ। ৭৬॥

২. তিঙ্ সুপোর্যথা,

ক. পথি পথি শুকচঞ্চূচারু-রাভাঙ্কুরাণাং
দিশি দিশি পবমানো বীরুধাং লাসকশ্চ।
নরি নরি কিরতি দ্রাক্ সায়কান্ পুষ্পধন্বা
পুরি পুরি বিনিবৃত্তা মানিনী-মান-চর্চা ॥৭৭॥

অত্র কিরতীতি কিরণস্য সাধ্যমানত্বং নিবৃত্তেতি, নিবর্তনস্য সিদ্ধত্বং, তিঙা সুপা চ তত্রাপি ক্ত-প্রত্যয়েনাতীতত্বং দ্যোত্যতে।

যথা বা,

খ. লিখন্নাস্তে ভূমিং বহিরবনতঃ প্রাণদয়িতো
নিরাহারাঃ সখ্যঃ সতত-রুদিতোচ্ছূন-নয়নাঃ।
পরিত্যক্তং সর্বং হসিতপঠিতং পঞ্জরশুকৈঃ
তবাবস্থা চেয়ং বিসৃজ কঠিনে মানমধুনা ॥৭৮॥

---

* অপি—পদেষু, বাক্যেষু, প্রবন্ধেষু চ। পদৈকদেশানাং ব্যঞ্জকত্বমুদাহৃতম্ ৭৫-৮৮ শ্লোকেষু। বর্ণরচনানাং ব্যঞ্জকত্বমুদাহৃতম্ অষ্টমে উল্লাসে।

৭৫. রতিকেলি-হৃতনিবসন-করকিসলয়-রুদ্ধনয়নযুগলস্য।
রুদ্রস্য তৃতীয়নয়নং পার্বতী-পরিচুম্বিতং জয়তি ॥

অত্র লিখন্নিতি ন তু লিখতীতি, তথা আস্তে ইতি ন তু আসীত ইতি, অপি তু প্রসাদপর্যন্তমাস্তে ইতি, ভূমিমিতি ন তু ভূমাবিতি, ন হি বুদ্ধিপূর্বকমপরং কিঞ্চিল্লিখতীতি তিঙ্ সুব্ বিভক্তীনাং ব্যঙ্গ্যম্।

৩. সম্বন্ধস্য যথা

গামাক্কহম্মি, গামে বসামি, ণঅরট্ঠিইং ণ জাণামি।
ণাঅরিআণং পইণো হরেমি, জা হোমি সা হোমি ॥৭৯

অত্র নাগরিকাণামিতি ষষ্ঠ্যাঃ।

৪. 'রমণীয়ঃ ক্ষত্রিয়কুমার আসীৎ' ইতি কালস্য।

এষা হি ভগ্ন-মহেশ্বরকার্মুকং দাশরথিং প্রতি কুপিতস্য ভার্গবস্যোক্তিঃ।

৫. বচনস্য যথা,

তাণ গুণগ্গহণাণং, তাণুক্কংঠাণং তস্স পেম্মস্স।
তাণং ভণিআণং সুন্দর এরিসিঅং জাঅমবসাণং ॥৮০

অত্র গুণগ্রহণাদীনাং বহুত্বং প্রেম্ণশ্চৈকত্বং দ্যোত্যতে।

৬. পুরুষব্যত্যয়স্য যথা,

রে রে চঞ্চললোচনাঞ্চিতরুচে চেতঃ, প্রমুচ্য স্থির-
প্রেমাণং মহিমান-মেণনয়নামালোক্য কিং নৃত্যসি?
কিং, মন্যে বিহরিষ্যসে, বত, হতাং মুঞ্চান্তরাশামিমাম্,
এষা কণ্ঠতটে কৃতা খলু শিলা সংসারবারাংনিধৌ ॥৮১॥

অত্র প্রহাসঃ।

৭. পূর্বনিপাতস্য যথা

যেষাং দোর্বলমেব দুর্বলতয়া তে সম্মতা-স্তৈরপি
প্রায়ঃ কেবলনীতিরীতিশরণৈঃ কার্যং কিমুর্বীশ্বরৈঃ?
যে ক্ষমাশক্র, পুনঃ পরাক্রম-নয়-স্বীকার-কান্তক্রমা-
স্তে স্যুর্নৈব ভবাদৃশা-স্ত্রিজগতি দ্বিত্রাঃ পবিত্রাঃ পরম্ ॥৮২॥

অত্র পরাক্রমস্য প্রাধান্যমবগম্যতে।

---

৭৯. গ্রামরুহাস্মি, গ্রামে বসামি, নগরস্থিতিং ন জানামি।
নাগরিকাণাং পতীন্ হরামি; যা ভবামি সা ভবামি ॥

৮০. তেষাং গুণগ্রহণানাং, তাসামুৎকণ্ঠানাং, তস্য প্রেম্নঃ।
তাসাং ভণিতীনাং, সুন্দর, ঈদৃশং জাতমবসানম্ ॥

৮. বিভক্তি-বিশেষস্য যথা,

প্রধনাধ্বনি ধীরধনুর্ধ্বনিভৃতি বিধুরৈ-রযোধি তব দিবসম্।
দিবসেন তু নরপ ভবানযুদ্ধ বিধিসিদ্ধসাধুবাদপদম্ ॥৮৩॥

অত্র দিবসেনেত্যপবর্গতৃতীয়া ফলপ্রাপ্তিং দ্যোতয়তি।

৯. ভূয়ো ভূয়ঃ সবিধ-নগরী-রথ্যয়া পর্যটন্তং
দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা ভবনবলভী-তুঙ্গবাতায়নস্থা।
সাক্ষাৎকামং নবমিব রতির্মালতী মাধবং যৎ
গাঢ়োৎকণ্ঠা-লুলিতলুলিতৈরঙ্গকৈস্তাম্যতীতি ॥৮৪॥

অত্রানুকম্পাবৃত্তেঃ করূপ-তদ্ধিতস্য।

১০. পরিচ্ছেদাতীতঃ সকলবচনানা-মবিষয়ঃ
পুনর্জন্মন্যস্মিন্ননুভবপথং যো ন গতবান্।
বিবেক-প্রধ্বংসাদ্ উপচিত-মহামোহগহনো
বিকারঃ কোঽপ্যন্তর্জডয়তি চ তাপং চ কুরুতে ॥৮৫॥

অত্র প্রশব্দস্যোপসর্গস্য।

১১. কৃতং চ গর্বাভিমুখং মনস্ত্বয়া
কিমন্যদেবং নিহতাশ্চ নো দ্বিষঃ।
তমাংসি তিষ্ঠন্তি হি তাবদংশুমান্
ন যাবদায়াত্যুদয়াদ্রিমৌলিতাম্ ॥৮৬॥

অত্র তুল্যযোগিতা-দ্যোতকস্য 'চ' ইতি নিপাতস্য।

১২. রামোঽসৌ ভুবনেষু বিক্রমগুণৈঃ প্রাপ্তঃ প্রসিদ্ধিং পরা-
মস্মদ্-ভাগ্য-বিপর্যয়াদ্ যদি পরং দেবো ন জানাতি তম্।
বন্দীবৈষ যশাংসি গায়তি মরুদ্ যস্যৈকবাণাহতি-
শ্রেণীভূতবিশালতালবিবরোদ্গীর্ণৈঃ স্বরৈঃ সপ্তভিঃ ॥৮৭

অত্রাসাবিতি ভুবনেষ্বিতি গুণৈরিতি সর্বনামপ্রাতিপদিকবচনানাং ন ত্বদিতি ন মদিতি, অপি অস্মদিত্যস্য সর্বাক্ষেপিণঃ ভাগ্যবিপর্যয়াদ্ ইত্যন্যথাসম্পত্তিমুখেন ন ত্বভাবমুখেনাভিধানস্য।

১৩. তরুণিমনি কলয়তি কলাম-নুমদনধনু-র্ভ্রুবোঃ পঠত্যগ্রে।

অধিবসতি সকল-ললনা-মৌলিমিয়ং চকিত-হরিণ-চলনয়না ॥৮৮॥

অত্র ইমনিজ-ব্যয়ীভাব-কর্মভূতাধারাণাং স্বরূপস্য তরুণত্বে, ইতি ধনুষঃ সমীপে, ইতি মৌলৌ বসতীতি ত্বাদিভিরুক্তত্বে, এষাং বাচকত্বে, অস্তি কশ্চিৎ স্বরূপস্য বিশেষো যশ্চমৎকার-কারী স এব ব্যঞ্জকত্বং প্রাপ্নোতি।

এবমন্যেষামপি* বোদ্ধব্যম্।

বর্ণ-রচনানাং ব্যঞ্জকত্বং গুণ-স্বরূপ-নিরূপণে** উদাহরিষ্যতে।

অপি-শব্দাৎ প্রবন্ধেষু নাটকাদিষু।

এবং রসাদীনাং পূর্বগণিতভেদাভ্যাং সহ ষড়্ভেদাঃ।

ভেদাস্তদেকপঞ্চাশৎ

ব্যাখ্যাতাঃ।

তেষাং চান্যোন্যযোজনে ॥২০

সঙ্করেণ ত্রিরূপেণ সংসৃষ্ট্যা চৈকরূপয়া।

ন কেবলং শুদ্ধা এবৈকপঞ্চাশদ্ভেদা ভবন্তি। যাবৎ তেষাং স্বপ্রভেদৈরেক-পঞ্চাশতা, সংশয়াস্পদত্বেন অনুগ্রাহকতয়া একব্যঞ্জকানুপ্রবেশেন চেতি ত্রিবিধেন সঙ্করেণ পরস্পরনিরপেক্ষরূপয়ৈকপ্রকারয়া সংসৃষ্ট্যা চেতি চতুর্ভির্গুণনে।

বেদ-খাব্ধি-বিয়চ্চন্দ্রাঃ

শুদ্ধভেদৈঃ সহ

শরেষু-যুগ-খেন্দবঃ ॥২১॥

তত্র দিঙ্মাত্রমুদাহ্রিয়তে।

খণ-পাহুণিআ, দেঅর, জাআএ সুহঅ কিংপি দে ভণিআ।

রুঅই পড়োহর-বলহী-ঘরম্মি অণুণিজ্জউ বরাঈ ॥৮৯

অত্রানুনয়ঃ কিমুপভোগ-লক্ষণেঽর্থান্তরে সংক্রমিতঃ, কিমনুরণনন্যায়েনোপ-ভোগে এব ব্যঙ্গ্যে ব্যঞ্জক ইতি সন্দেহঃ।

---

* অন্যেষাম্ পদৈকদেশানাং ব্যঞ্জকত্বমপি এবং বোদ্ধব্যম্।

** অষ্টমোল্লাসে।

৮৯ ক্ষণ-প্রাঘুণিকা, দেবর, জায়য়া সুভগ কিমপি তে ভণিতা?

রোদিতি গৃহপশ্চাদ্ভাগ-বলভীগৃহেঽনুনীয়তাং বরাকী ॥

স্নিগ্ধ-শ্যামল-কান্তি-লিপ্ত-বিয়তো বেল্লদ্‌বলাকা ঘনাঃ
বাতাঃ শীকরিণঃ পয়োদসুহৃদামানন্দকেকাঃ কলাঃ।
কামং সন্তু দৃঢ়ং কঠোরহৃদয়ো রামোঽস্মি সর্বং সহে
বৈদেহী তু কথং ভবিষ্যতি হ হা হা দেবি ধীরা ভব ॥২০॥

অত্র লিপ্তেতি পয়োদসুহৃদামিতি চ অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যয়োঃ সংসৃষ্টিঃ। তাভ্যাং সহ রামোঽস্মীত্যর্থান্তর-সংক্রমিতবাচ্যস্যানুগ্রাহকভাবেন রামপদ-লক্ষণৈকব্যঞ্জকানুপ্রবেশেন চার্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যরসধ্বন্যোঃ সংকরঃ। এবমন্যদপ্যুদাহার্যম্।

ইতি কাব্যপ্রকাশে ধ্বনির্নির্ণয়ো নাম চতুর্থ উল্লাসঃ ॥

পঞ্চম উল্লাসঃ

এবং ধ্বনৌ নির্ণীতে গুণীভূতব্যঙ্গ্যপ্রভেদানাহ—

অগূঢ়মপরস্যাঙ্গং বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গমস্ফুটম্।
সন্দিগ্ধতুল্যপ্রাধান্যে কাকাক্ষিপ্তমসুন্দরম্ ॥১
ব্যঙ্গ্যমেবং গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্যাষ্টৌ ভিদাঃ স্মৃতাঃ।

কামিনীকুচকলশবৎ গূঢ়ং চমৎকরোতি। অগূঢ়ং তু স্ফুটতয়া বাচ্যায়মানমিতি গুণীভূতমেব।

১. অগূঢ়ং যথা

ক. যস্যাসুহৃৎ-কৃত-তিরস্কৃতিরেত্য, তপ্ত-
সূচীব্যধব্যতিকরেণ যুনক্তি কর্ণৌ।
কাঞ্চীগুণগ্রথনভাজনমেষ সোঽস্মি;
জীবন্ন সম্প্রতি ভবামি কিমাবহামি ॥১॥

অত্র জীবন্নিত্যর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যস্য।

খ. উন্নিদ্র-কোকনদ-রেণু-পিশঙ্গিতাঙ্গা
গায়ন্তি মঞ্জু মধুপা গৃহদীর্ঘিকাসু।
এতচ্চকাস্তি চ রবেৰ্নববন্ধুজীব-
পুষ্পচ্ছদাভমুদয়াচলচুম্বি বিম্বম্ ॥২॥

অত্র চুম্বনস্যাত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যস্য।

গ. অত্রাসীৎ ফণি-পাশ-বন্ধনবিধিঃ ; শক্ত্যা ভবদ্দেবরে
গাঢ়ং বক্ষসি তাড়িতে হনুমতা দ্রোণাদ্রিরত্রাহৃতঃ।
দিব্যৈরিন্দ্রজিদত্র লক্ষ্মণশরৈর্লোকান্তরং প্রাপিতঃ
কেনাপ্যত্র মৃগাক্ষি, রাক্ষসপতেঃ কৃত্তা চ কণ্ঠাটবী ॥৩॥

অত্র কেনাপ্যত্রেত্যর্থশক্তিমূলানুরণনরূপস্য। 'তেনাপ্যত্র' ইতি যুক্তঃ পাঠঃ।

২. অপরস্য রসাদের্বাচ্যস্য বা (বাক্যার্থীভূতস্য) অঙ্গং,—রসাদি অনুরণনরূপং বা। যথা

ক. অয়ং স রশনোৎকর্ষী পীনস্তনবিমর্দনঃ
নাভ্যূরু-জঘন-স্পর্শী নীবীবিস্রংসনঃ করঃ ॥৪॥

অত্র শৃঙ্গারঃ করুণস্য।

খ. কৈলাসালয়-ভাল-লোচন-রুচা নির্বর্তিতালক্তক-
ব্যক্তিঃ পাদ-নখ-দ্যুতির্গিরিভুবঃ সা বঃ সদা ত্রায়তাম্।
স্পর্ধাবন্ধসমৃদ্ধয়েব সুদৃঢ়ং রূঢা যয়া নেত্রয়োঃ
কান্তিঃ কোকনদানুকারসরসা সদ্যঃ সমুৎসার্যতে ॥৫॥

অত্র ভাবস্য রসঃ।

গ. অত্যুচ্চাঃ পরিতঃ স্ফুরন্তি গিরয়ঃ, স্ফারাস্তথাম্ভোধয়-
স্তানেতানপি বিভ্রতী কিমপি ন ক্লান্তাসি, তুভ্যং নমঃ।
আশ্চর্যেণ মুহুর্মুহুঃ স্তুতিমিতি প্রস্তৌমি যাবদ্ ভুব,-
স্তাবদ্ বিভ্রদিমাং স্মৃতস্তব ভুজো, বাচস্ততো মুদ্রিতাঃ ॥৬॥

অত্র ভূবিষয়ো রত্যাখ্যো ভাবো রাজবিষয়স্য রতিভাবস্য।

ঘ. বন্দীকৃত্য নৃপ, দ্বিষাং মৃগদৃশস্তাঃ পশ্যতাং প্রেয়সাং
শ্লিষ্যন্তি প্রণমন্তি লান্তি পরিতশ্চুম্বন্তি, তে সৈনিকাঃ।
অস্মাকং সুকৃতৈর্দৃশোর্নিপতিতোঽস্যৌচিত্যবারাংনিধে
বিধ্বস্তা বিপদোঽখিলাস্তদিতি তৈঃ প্রত্যর্থিভিঃ স্তূয়সে ॥৭॥

অত্র ভাবস্য রসাভাস-ভাবাভাসৌ প্রথমার্ধ-দ্বিতীয়ার্ধদ্যোত্যৌ।

ঙ. অবিরল-করবাল-কম্পনৈর্ভ্রূকুটি-তর্জন-গর্জনৈর্মুহুঃ।
দদৃশে তব বৈরিণাং মদঃ, স গতঃ ক্বাপি তবেক্ষণে ক্ষণাৎ ॥৮॥

অত্র ভাবস্য ভাবপ্রশমঃ।

চ. সাকং কুরঙ্গকদৃশা মধুপানলীলাং
কর্তুং সুহৃদ্ভিরপি বৈরিণি তে প্রবৃত্তে।
অন্যাভিধায়ি তব নাম বিভো, গৃহীতং
কেনাপি তত্র বিষমামকরোদবস্থাম্ ॥৯॥

অত্র ত্রাসোদয়ঃ।

ছ. অসোঢ়া তৎকালোল্লসদসহভাবস্য তপসঃ
কথানাং বিশ্রম্ভেষ্বথ চ রসিকঃ শৈলদুহিতুঃ।
প্রমোদং বো দিশ্যাৎ কপটবটুবেষাপনয়নে
ত্বরা-শৈথিল্যাভ্যাং যুগপদভিযুক্তঃ স্মরহরঃ ॥১০॥

অত্র আবেগ-ধৈর্যয়োঃ সন্ধিঃ।

জ. 'পশ্যেৎ কশ্চিৎ! চল চপল রে। কা ত্বরা? অহং কুমারী।
হস্তালম্বং বিতর। হ হ হা ব্যুৎক্রমঃ! কাসি? যাসি?'
—ইত্থং, পৃথ্বীপরিবৃঢ়, ভবদ্বিদ্বিষোঽরণ্যবৃত্তেঃ
কন্যা কংচিৎ ফলকিসলয়ান্যাদদানাভিধত্তে ॥১১॥

অত্র শঙ্কাসূয়াধৃতিস্মৃতিশ্রমদৈন্যবিবোধৌৎসুক্যানাং শবলতা। এতে চ রসবদাদ্যলংকারাঃ। যদ্যপি ভাবোদয়-ভাবসন্ধি-ভাবশবলত্বানি নালংকারতয়া উক্তানি, তথাপি কশ্চিৎ ব্রূয়াদিত্যেবমুক্তম্।

যদ্যপি স নাস্তি কশ্চিদ্বিষয়ঃ যত্র ধ্বনি-গুণীভূতব্যঙ্গ্যয়োঃ স্বপ্রভেদাদিভিঃ সহ সংকরঃ সংসৃষ্টির্বা নাস্তি, তথাপি 'প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তী'-তি ক্বচিৎ কেনচিদ্ ব্যবহারঃ।

ঝ. জনস্থানে ভ্রান্তং কনকমৃগতৃষ্ণান্বিতধিয়া
'বচো বৈদেহী'-তি প্রতিপদমুদশ্রু প্রলপিতম্।
কৃতালংকাভর্তুর্বদনপরিপাটীষু ঘটনা
ময়াপ্তং রামত্বং, কুশলবসুতা ন ত্বধিগতা ॥১২

অত্র শব্দশক্তিমূলানুরণনরূপো রামেন সহোপমানোপমেয়ভাবো বাচ্যাঙ্গতাং নীতঃ।

এবমনেন প্রকারেণ অবান্তর-ভেদগণনেতি প্রভূততরা গণনা। তথাহি—শৃঙ্গারস্যৈব ভেদপ্রভেদগণনায়ামানন্ত্যম্। কা গণনা তু সর্বেষাম্।

সংকলনেন পুনরস্য ধ্বনেস্ত্রয়ো ভেদাঃ। ব্যঙ্গ্যস্য ত্রিরূপত্বাৎ। তথা হি—কিঞ্চিদ্ বাচ্যতাং সহতে, কিঞ্চিৎ ত্বন্যথা। তত্র বাচ্যতাসহম্, অবিচিত্রং, বিচিত্রং চেতি। অবিচিত্রং বস্তুমাত্রং, বিচিত্রং ত্বলঙ্কাররূপম্। যদ্যপি প্রাধান্যেন তদ্ অলংকার্য্যং, তথাপি ব্রাহ্মণশ্রমণন্যায়েন তথোচ্যতে। রসাদিলক্ষণস্ত্বর্থঃ স্বপ্নেঽপি ন বাচ্যঃ। স হি রসাদিশব্দেন শৃঙ্গারাদিশব্দেন বাঽভিধীয়েত। ন চাভিধীয়তে। তৎপ্রয়োগেঽপি বিভাবাদ্যপ্রয়োগে তস্যাপ্রতিপত্তেঃ, তদপ্রয়োগেঽপি বিভাবাদি-প্রয়োগে তস্য প্রতিপত্তেশ্চেত্যন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং বিভাবাদ্যভিধানদ্বারেণৈব প্রতীয়তে ইতি নিশ্চীয়তে।

তেনাসৌ ব্যঙ্গ্য এব। মুখ্যার্থবাধাদ্যভাবান্ন পুনর্লক্ষণীয়ঃ। অর্থান্তর-সংক্রমিতাত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্যয়োর্বস্তুমাত্ররূপং ব্যঙ্গ্যং বিনা, লক্ষণৈব ন ভবতীতি প্রাক্ প্রতিপাদিতম্। শব্দশক্তিমূলে তু অভিধায়া নিয়ন্ত্রণেনানভিধেয়স্যার্থান্তরস্য বস্তুমাত্রস্য তেন সহোপমাদেরলংকারস্য চ নির্বিবাদং ব্যঙ্গ্যত্বম্।

অর্থশক্তিমূলেঽপি বিশেষে সংকেতঃ কর্ত্তুং ন যুজ্যতে ইতি সামান্যরূপাণাং পদার্থানামাকাঙ্ক্ষা-সংনিধি-যোগ্যতাবশাৎ পরস্পরসংসর্গো যত্রাপদার্থোঽপি বিশেষরূপো বাক্যার্থস্তত্রাভিহিতান্বয়বাদে কা বার্ত্তা ব্যঙ্গ্যস্যাভিধেয়তায়াম্? যেঽপ্যাহুঃ

"শব্দবৃদ্ধাভিধেয়াংশ্চ প্রত্যক্ষেণাত্র পশ্যতি।
শ্রোতুশ্চ প্রতিপন্নত্বমনুমানেন চেষ্টয়া ॥১॥
অন্যথানুপপত্ত্যা তু বোধেচ্ছক্তিং দ্বয়াত্মিকাম্।
অর্থাপত্ত্যা-ববোধেত সম্বন্ধং ত্রিপ্রমাণকম্ ॥২॥

ইতি প্রতিপাদিতদিশা 'দেবদত্ত গামানয়' ইত্যাদ্যুত্তম-বৃদ্ধবাক্যপ্রয়োগাদ্ দেশাদ্ দেশান্তরং সাস্নাদিমন্তমর্থং মধ্যমবৃদ্ধে নয়তি সতি, অনেনাস্মাদ্বাক্যা-দেবংবিধোঽর্থঃ প্রতিপন্ন ইতি তচ্চেষ্টয়ানুমায় তয়োরখণ্ডবাক্যবাক্যার্থয়োরর্থা-পত্ত্যা বাচ্যবাচকভাবলক্ষণং সম্বন্ধমবধায বালস্তত্র ব্যুৎপদ্যতে। পরতঃ, 'চৈত্র, গামানয়', 'দেবদত্ত, অশ্বমানয়', 'দেবদত্ত, গাং নয়' ইত্যাদিবাক্যপ্রয়োগে তস্য তস্য শব্দস্য তং তমর্থমবধারয়তীতি অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং প্রবৃত্তিনিবৃত্তিকারি

বাক্যমেব প্রয়োগযোগ্যমিতি বাক্যস্থিতানামেব পদানামন্বিতৈঃ পদার্থৈরন্বিতানামেব সংকেতো গৃহ্যতে ইতি বিশিষ্টা এব পদার্থা বাক্যার্থঃ।

ন তু পদার্থানাং বৈশিষ্ট্যম্।

যদ্যপি বাক্যান্তরপ্রযুজ্যমানান্যপি প্রত্যভিজ্ঞাপ্রত্যয়েন তান্যেবৈতানি পদানি নিশ্চীয়ন্ত ইতি পদার্থান্তরমাত্রেণান্বিতঃ পদার্থঃ সংকেতগোচরঃ। তথাপি সামান্যাবচ্ছাদিতো বিশেষরূপ এবাসৌ প্রতিপদ্যতে, ব্যতিষক্তানাং পদার্থানাং তথাভূতত্বাদ্ ইত্যন্বিতাভিধানবাদিনঃ।

তেষামপি মতে 'সামান্যবিশেষরূপঃ পদার্থঃ সংকেতবিষয়' ইত্যতিবিশেষভূতো ব্যাক্যার্থান্তর্গতোঽসংকেতিতত্বাদ্ অবাচ্য এব যত্র পদার্থঃ প্রতিপদ্যতে, তত্র দূরে অর্থান্তরভূতস্য 'নিঃশেষচ্যুতে'-ত্যাদৌ বিধ্যাদেশ্চর্চা।

অনন্বিতোঽর্থোঽভিহিতান্বয়ে, পদার্থান্তরমাত্রেণান্বিতাভিধানে; অন্বিতবিশেষস্ত্ববাচ্য এব ইত্যুভয়নয়েঽপ্যপদার্থ এব বাক্যার্থঃ।

যদপ্যুচ্যতে নৈমিত্তিকানুসারেণ নিমিত্তানি কল্প্যন্তে ইতি। তত্র নিমিত্তত্বং কারকত্বং জ্ঞাপকত্বং বা শব্দস্য। প্রকাশকত্বান্ন কারকত্বম্। জ্ঞাপকত্বং তু অজ্ঞাতস্য কথম্? জ্ঞাতত্বং চ সংকেতেনৈব, স চান্বিতমাত্রে। এবং চ নিমিত্তস্য নিয়তনিমিত্তত্বং যাবন্ন নিশ্চিতং তাবন্নৈমিত্তিকস্য প্রতীতিরেব কথম্? ইতি নৈমিত্তিকানুসারেণ নিমিত্তানি কল্প্যন্তে ইত্যবিচারিতাভিধানম্।

যে ত্বভিদধতি 'সোঽয়মিষোরিব দীর্ঘ-দীর্ঘতরো ব্যাপার' ইতি 'যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ' ইতি বিধিরেবাত্র বাচ্য ইতি, তেঽপ্যতাৎপর্যজ্ঞাস্তাৎপর্যবাচোযুক্তের্দেবানাং প্রিয়াঃ। তথাহি, 'ভূতভব্যসমুচ্চারণে ভূতং ভব্যায়োপদিশ্যতে' ইতি কারকপদার্থাঃ ক্রিয়াপদার্থেনান্বীয়মানাঃ প্রধানক্রিয়া-নির্বর্তক-স্বক্রিয়াভিসম্বন্ধাৎ সাধ্যায়মানতাং প্রাপ্নুবন্তি। ততশ্চাদগ্ধদহনন্যায়েন যাবদপ্রাপ্তং তাবদ্ বিধীয়তে। যথা ঋত্বিক্প্রচরণে প্রমাণান্তরাৎ সিদ্ধে "লোহিতোষ্ণীষা ঋত্বিজঃ প্রচরন্তি" ইত্যত্র লোহিতোষ্ণীষত্বমাত্রং বিধেয়ং; হবনস্যান্যতঃ সিদ্ধেঃ "দধ্না জুহোতি" ইত্যাদৌ দধ্যাদেঃ করণত্বমাত্রং বিধেয়ম্।

ক্বচিদুভয়বিধিঃ, ক্বচিৎ ত্রিবিধিরপি; যথা 'রক্তং পটং বয়' ইত্যাদৌ একবিধির্দ্বিবিধিস্ত্রিবিধির্বা। ততশ্চ 'যদেব বিধেয়ং তত্রৈব তাৎপর্যম্' ইত্যুপাত্তস্যৈব শব্দস্যার্থে তাৎপর্যং, ন তু প্রতীতমাত্রে। এবং হি 'পূর্বো ধাবতি' ইত্যাদাবপরাদ্যর্থেঽপি ক্বচিৎ তাৎপর্যং স্যাৎ।

যত্তু 'বিষং ভক্ষয়, মা চাস্য গৃহে ভুঙ্‌ক্থাঃ' ইত্যত্র 'এতদ্‌গৃহে ন ভোক্তব্যম্' ইত্যত্র তাৎপর্যমিতি স এব বাক্যার্থ ইতি, উচ্যতে তত্র চকার একবাক্যতা-সূচনার্থঃ, ন চাখ্যাতবাক্যয়োর্দ্বয়োরঙ্গাঙ্গিভাব ইতি বিষভক্ষণবাক্যস্য সুহৃদ্-বাক্যত্বেনাঙ্গতা কল্পনীয়েতি 'বিষভক্ষণাদপি দুষ্টমেতদ্‌গৃহে ভোজনমিতি সর্বথা মাস্য গৃহে ভুঙ্‌ক্থাঃ' ইতি, উপাত্তশব্দার্থে এব তাৎপর্যম্।

যদি শব্দশ্রুতেরনন্তরং যাবানর্থো লভ্যতে, তাবতি শব্দস্যাভিধৈব ব্যাপারঃ, ততঃ কথং 'ব্রাহ্মণ পুত্রস্তে জাতঃ, ব্রাহ্মণ কন্যা তে গর্ভিণী' ইত্যাদৌ হর্ষশোকাদীনামপি ন বাচ্যত্বম্? কস্মাচ্চ লক্ষণা? লক্ষণীয়েঽপ্যর্থে দীর্ঘদীর্ঘতরা-ভিধাব্যাপারেণৈব প্রতীতিসিদ্ধেঃ। কিমিতি চ শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং পূর্বপূর্ববলীয়স্ত্বম্? ইত্যন্বিতাভিধানবাদেঽপি বিধেরপি সিদ্ধং ব্যঙ্গ্যত্বম্।

কিং চ 'কুরু রুচিম্' ইতি পদয়োর্বৈপরীত্যে কাব্যান্তর্বর্তিনি কথং দুষ্টত্বম্? ন হ্যত্রাসভ্যোঽর্থঃ পদার্থান্তরৈরন্বিতঃ, ইত্যনভিধেয় এবেতি, এবমাদি, অপরি-ত্যাজ্যং স্যাৎ।

যদি চ বাচ্যবাচকত্বব্যতিরেকেণ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবো নাভ্যুপেয়তে তদাসাধু-ত্বাদীনাং নিত্যদোষত্বং কষ্টত্বাদীনামনিত্যদোষত্বমিতি বিভাগকরণমনুপপন্নং স্যাৎ। ন চানুপপন্নং, সর্বস্যৈব বিভক্ততয়া প্রতিভাসাৎ। বাচকভাব-ব্যতিরেকেণ ব্যঙ্গব্যঞ্জকতাশ্রয়ণে তু ব্যঙ্গ্যস্য বহুবিধত্বাৎ ক্বচিদেব কস্যচিদে-বৌচিত্যেনোপপদ্যতে ইতি বিভাগব্যবস্থা।

'দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং সমাগমপ্রার্থনয়া কপালিনঃ'।—ইত্যাদৌ পিনাক্যাদি-পদবৈলক্ষণ্যেন কিমিতি কপাল্যাদিপদানাং কাব্যানুগুণত্বম্?
অপি চ বাচ্যোঽর্থঃ সর্বান্ প্রতিপত্তৄন্ প্রতি একরূপ এবেতি নিয়তোঽসৌ। ন হি 'গতোঽস্তমর্কঃ' ইত্যাদৌ বাচ্যোঽর্থঃ ক্বচিদন্যথা ভবতি। প্রতীয়মানস্তু তত্তৎপ্রকরণবক্তৃপ্রতিপত্ত্রাদিবিশেষসহায়তা নানাত্বং ভজতে। তথা চ 'গতোঽস্তমর্কঃ' ইত্যতঃ সপত্নং প্রত্যবস্কন্দনাবসর ইতি অভিসরণমুপক্রম্যতামিতি প্রাপ্তপ্রায়স্তে প্রেয়ানিতি কর্মকরণান্নিবর্ত্যামহে ইতি সান্ধ্যো বিধিরুপক্রম্যতামিতি দূরং মা গা ইতি সুরভয়ো গৃহং প্রবেশ্যন্তামিতি সন্তাপোঽধুনা ন ভবতীতি বিক্রেয়বস্তূনি সংহ্রিয়ন্তামিতি নাগতোঽদ্যাপি প্রেয়ানিত্যাদিরনবধির্ব্যঙ্গ্যোঽর্থঃ তত্র তত্র প্রতিভাতি।

বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ নিঃশেষেত্যাদৌ নিষেধবিধ্যাত্মনা

'মাৎসর্যমুৎসার্য বিচার্য কার্যমার্যাঃ সমর্যাদমুদাহরন্তু।
সেব্যা নিতম্বাঃ কিমু ভূধরাণামুত স্মর-স্মের-বিলাসিনীনাম্' ॥২১॥

ইত্যাদৌ সংশয়-শান্তশৃঙ্গারিতত্বরগতনিশ্চয়রূপেণ,

'কথমবনিপ, দর্পো যন্নিশাতাসিধারা-
দলনগলিতমূর্ধ্না বিদ্বিষাং স্বীকৃতা শ্রীঃ।
নমু তব নিহতারেরপ্যসৌ কিং ন নীতা
ত্রিদিবমপগতাঙ্গৈর্বল্লভা কীর্তিরেভিঃ ॥' ২২॥

ইত্যাদৌ নিন্দাস্তুতিবপুষা স্বরূপস্য।

পূর্বপশ্চাদ্ভাবেন প্রতীতেঃ কালস্য, শব্দাশ্রয়ত্বেন শব্দ-তদেকদেশতদর্থবর্ণ-সংঘটনাশ্রয়ত্বেন চ আশ্রয়স্য, শব্দানুশাসনজ্ঞানেন প্রকরণাদিসহায়-প্রতিভা-নৈর্মল্য-সহিতেন তেন চাবগম ইতি নিমিত্তস্য, বোদ্ধৃমাত্রবিদগ্ধব্যপদেশয়োঃ প্রতীতিমাত্রচমৎকৃত্যোশ্চ করণাৎ কার্যস্য, 'গতোঽস্তমর্কঃ' ইত্যাদৌ প্রদর্শিত-নয়েন সংখ্যায়াঃ

'কস্স ব ণ হোই রোসো, দট্ঠূণং পিআই সব্বণং অহরং।
সভমর-পডমগ্ঘাইণি বারিঅবামে সহস্সু এণ্হিং ॥২৩'

ইত্যাদৌ সখী-তৎকান্তাদিগতত্বেন বিষয়স্য চ ভেদেঽপি যদ্যেকত্বম্, তৎ ক্বচিদপি নীল-পীতাদৌ ভেদো ন স্যাৎ। উক্তং হি 'অয়মেব হি ভেদো ভেদহেতুর্বা যদ্বিরুদ্ধধর্মাধ্যাসঃ কারণভেদশ্চ' ইতি।

বাচকানামর্থাপেক্ষা, ব্যঞ্জকানাং তু ন তদপেক্ষত্বমিতি ন বাচকত্বমেব ব্যঞ্জকত্বম্। কিং চ 'বাণীরকুডংগু—' ইত্যাদৌ প্রতীয়মানমর্থমভিব্যজ্য বাচ্যং স্বরূপ এব যত্র বিশ্রাম্যতি তত্র গুণীভূতব্যঙ্গ্যেঽতাৎপর্যভূতোঽপ্যর্থঃ স্বশব্দানভিধেয়ঃ প্রতীতিপথমবতরন্ কস্য ব্যাপারস্য বিষয়তামবলম্বতামিতি ?

নমু 'রামোঽস্মি সর্বং সহে' ইতি 'রামেণ প্রিয়জীবিতেন তু কৃতং প্রেম্ণঃ প্রিয়ে নোচিতম্' ইতি 'রামোঽসৌ ভুবনেষু বিক্রমগুণৈঃ প্রাপ্তঃ প্রসিদ্ধিং পরাম্' ইত্যাদৌ লক্ষণীয়োঽপ্যর্থো নানাত্বং ভজতে, বিশেষব্যপদেশহেতুশ্চ ভবতি। তদবগমশ্চ শব্দার্থায়ত্তঃ প্রকরণাদিসব্যপেক্ষশ্চ ইতি কোঽয়ং নূতনঃ প্রতীয়মানো নাম ?

---

২৩. কস্য বা ন ভবতি রোষো, দৃষ্ট্বা প্রিয়ায়া সব্রণমধরম্।
স-ভ্রমর-পদ্মাঘ্রায়িণি বারিতবামে সহস্বেদানীম্ ?

উচ্যতে—১. লক্ষণীয়স্যার্থস্য নানাত্বেঽপি অনেকার্থশব্দাভিধেয়বন্নিয়তত্বমেব। ২. ন খলু মুখ্যেনার্থেনানিয়তসম্বন্ধো লক্ষয়িতুং শক্যতে। প্রতীয়মানস্তু প্রকরণাদি-বিশেষবশেন নিয়তসম্বন্ধঃ অনিয়তসম্বন্ধঃ সংবদ্ধসম্বন্ধশ্চ দ্যোত্যতে।

৩. ন চ

'অত্তা এত্থ ণিমজ্জই এত্থ অহং দিঅহএ পলোএহি।
মা পহিঅ রত্তিঅন্ধঅ সেজ্জাএ মহ ণিমজ্জিহিসি ॥২৪'

ইত্যাদৌ বিবক্ষিতান্যপরবাচ্যে ধ্বনৌ মুখ্যার্থবাধঃ। তৎ কথমত্র লক্ষণা?

৪. লক্ষণায়ামপি ব্যঞ্জনমবশ্যমাশ্রয়িতব্যমিতি* প্রতিপাদিতম্।

৫. যথা চ সময়-সব্যপেক্ষা অভিধা তথা মুখ্যার্থবাধাদিত্রয়-সময়বিশেষস-ব্যপেক্ষা লক্ষণা**। অতএবাভিধাপুচ্ছভূতা সেত্যাহুঃ।

৬. ন চ লক্ষণাত্মকমেব ধ্বননং তদনুগমেন তস্য দর্শনাৎ। ন চ তদনুগতমেব অভিধাবলম্বনেনাপি তস্য ভাবাৎ। ন চোভয়ানুসার্যেব অবাচকবর্ণানুসারেণাপি তস্য দৃষ্টেঃ। ন চ শব্দানুসার্যেব অশব্দাত্মক-নেত্রত্রিভাগাবলোকনাদিগতত্বেনাপি তস্য প্রসিদ্ধেঃ।

ইতি অভিধা-তাৎপর্য-লক্ষণাত্মকব্যাপারত্রয়াতিবর্তী ধ্বননাদিপর্যায়ো ব্যাপারোঽনপহ্নবনীয় এব ॥

তত্র 'অত্তা এত্থ' ইত্যাদৌ নিয়তসম্বন্ধঃ 'কস্স ব ণ হোই রোসো' ইত্যাদৌ অনিয়তসম্বন্ধঃ।

'বিপরীঅরএ লচ্ছী বম্হং দট্ঠূণ ণাহিকমলট্ঠং।
হরিণো দাহিণণঅণং রসাউলা ঝত্তি ঢক্কেই ॥২৫

ইত্যাদৌ সম্বদ্ধসম্বন্ধঃ। অত্র হি হরিপদেন দক্ষিণনয়নস্য সূর্যাত্মকতা ব্যজ্যতে। তন্নিমীলনেন সূর্যাস্তময়ঃ। তেন পদ্মস্য সংকোচঃ। ততো ব্রহ্মণঃ স্থগনম্। তত্র সতি গোপ্যাঙ্গস্যাদর্শনেন অনির্যন্ত্রণং নিধুবনবিলসিতমিতি।

---

২৪. শ্বশ্রূরত্র নিমজ্জতি, অত্রাহং দিবসকে প্রলোকয়।
মা পথিক রাত্র্যন্ধক, শয্যায়ামাবয়োর্নিমঙ্‌ক্ষ্যসি ॥

২৫. বিপরীতরতে লক্ষ্মীর্ব্রহ্মাণং দৃষ্ট্বা নাভি-কমলস্থম্।
হরের্দক্ষিণনয়নং রসাকুলা ঝটিতি স্থগয়তি ॥

* দ্বিতীয়ে উল্লাসে প্রতিপাদিতম্।

** বিবৃতং দ্বিতীয়ে উল্লাসে।

'অখণ্ডবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যো বাক্যার্থ এব বাচ্যঃ, বাক্যমেব চ বাচকম্' ইতি যেঽপ্যাহুঃ, তৈরপ্যবিদ্যাপদপতিতৈঃ পদপদার্থকল্পনা কর্তব্যেবেতি তৎপক্ষেঽবশ্য-মুক্তোদাহরণাদৌ বিধ্যাদির্ব্যঙ্গ্য এব।

নমু বাচ্যাদসম্বদ্ধং তাবন্ন প্রতীয়তে, যতঃ কুতশ্চিদ্ যস্য কস্যচিদর্থস্য প্রতীতেঃ প্রসঙ্গাৎ। এবং চ সম্বন্ধাৎ ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবোঽপ্রতিবন্ধেঽবশ্যং ন ভবতীতি ব্যাপ্তত্বেন নিয়তধর্মিনিষ্ঠত্বেন চ ত্রিরূপাল্লিঙ্গাল্লিঙ্গিজ্ঞানমনুমানং যৎ তদ্রূপঃ পর্যবস্যতি। তথাহি—

'ভম ধম্মিঅ বীসদ্ধো সো সুণও অজ্জ মারিও তেণ।
গোলাণইকচ্ছকুডংগবাসিণা দরিঅসীহেণ' ॥২৬

অত্র গৃহে শ্ব-নিবৃত্ত্যা ভ্রমণং বিহিতং, গোদাবরীতীরে সিংহোপলব্ধেরভ্রমণ-মনুমাপয়তি। যদ্ যদ্ ভীরুভ্রমণং তৎতদ্ ভয়কারণনিবৃত্ত্যুপলব্ধিপূর্বকং, গোদাবরীতীরে চ সিংহোপলব্ধিরিতি ব্যাপকবিরুদ্ধোপলব্ধিঃ।

অত্রোচ্যতে—১. ভীরুরপি গুরোঃ প্রভোর্বা নিদেশেন প্রিয়ানুরাগেণ অন্যেন চৈবংভূতেন হেতুনা, সত্যপি ভয়কারণে ভ্রমতীত্যনৈকান্তিকো হেতুঃ, ২. শুনো বিভ্যদপি বীরত্বেন সিংহান্ন বিভেতীতি বিরুদ্ধোঽপি, ৩. গোদা-বরীতীরে সিংহসদ্ভাবঃ প্রত্যক্ষাদনুমানাদ্বা ন নিশ্চিতঃ। অপি তু বচনাৎ। ন চ বচনস্য প্রামাণ্যমস্তি। অর্থেনাপ্রতিবন্ধাদ্ ইত্যসিদ্ধশ্চ। তৎ কথমেবং-বিধাদ্ধেতোঃ সাধ্যসিদ্ধিঃ ?

তথা 'নিঃশেষচ্যুত—' ইত্যাদৌ গমকতয়া যানি চন্দন-চ্যবনাদীন্যুপাত্তানি তানি কারণান্তরতোঽপি ভবন্তি। অতশ্চাত্রৈব স্নানকার্যত্বেনোক্তানীতি নোপভোগে এব প্রতিবদ্ধানীত্যনৈকান্তিকানি।

ব্যক্তিবাদিনা চাধমপদসহায়ানামেষাং ব্যঞ্জকত্বমুক্তম্। ন চাত্রাধমত্বং প্রমাণপ্রতিপন্নমিতি কথমনুমানম্? এবংবিধাদর্থাদেবংবিধোঽর্থ উপপত্ত্য-নপেক্ষত্বেঽপি প্রকাশতে ইতি ব্যক্তিবাদিনঃ পুনস্তদদূষণম্॥

ইতি কাব্যপ্রকাশে ধ্বনি-গুণীভূতব্যঙ্গ্য-সংকীর্ণ-ভেদনির্ণয়ো নাম পঞ্চম উল্লাসঃ॥

---

২৬. ভ্রম ধার্মিক বিস্রব্ধঃ, স শুনকোঽদ্য মারিতস্তেন।
গোদানদী-কচ্ছ-কুঞ্জবাসিনা দৃপ্তসিংহেন॥

ষষ্ঠ উল্লাসঃ

শব্দার্থচিত্রং যৎপূর্বং কাব্যদ্বয়মুদাহৃতম্।

গুণপ্রাধান্যতস্তত্র স্থিতিশ্চিত্রার্থশব্দয়োঃ ॥১॥

ন তু শব্দচিত্রে অর্থস্যাচিত্রত্বমর্থচিত্রে বা শব্দস্য।

তথা চোক্তম্

'রূপকাদিরলংকারস্তস্যান্যৈর্বহুধোদিতঃ।
ন কান্তমপি নির্ভূষং বিভাতি বনিতাননম্॥
রূপকাদিমলংকারং বাহ্যমাচক্ষতে পরে।
সুপাং তিঙাং চ ব্যুৎপত্তিং বাচাং বাঞ্ছন্ত্যলংকৃতিম্॥
তদেতদাহুঃ সৌশব্দ্যং, নার্থব্যুৎপত্তিরীদৃশী।
শব্দাভিধেয়ালংকারভেদাদ্ ইষ্টং দ্বয়ং তু নঃ॥ ইতি।

শব্দচিত্রং যথা

'প্রথমমরুণচ্ছায়স্তাবৎ ততঃ কনকপ্রভ-,
স্তদনু বিরহোত্তাম্যৎতন্বীকপোলতলদ্যুতিঃ।
উদয়তি ততো ধ্বান্তধ্বংসক্ষমঃ ক্ষণদামুখে
সরস-বিসিনী-কন্দ-চ্ছেদ-চ্ছবির্মৃগলাঞ্ছনঃ ॥১॥

অর্থচিত্রং যথা

তে দৃষ্টিমাত্রপতিতা অপি কস্য নাত্র
ক্ষোভায় পক্ষ্মলদৃশামলকাঃ খলাশ্চ?
নীচাঃ সদৈব সবিলাসমলীকলগ্না
যে কালতাং কুটিলতামিব ন ত্যজন্তি ॥২॥

যদ্যপি সর্বত্র কাব্যেঽন্ততঃ বিভাবাদিরূপতয়ৈব পর্যবসানং তথাপি স্ফুটস্য রসস্যানুপলম্ভাদব্যঙ্গ্যমেতৎকাব্যদ্বয়মুক্তম্। অত্র চ শব্দার্থালংকারভেদাদ্ বহবো ভেদাঃ। তে চালংকারনির্ণয়ে নির্ণেষ্যন্তে।

ইতি কাব্যপ্রকাশে শব্দার্থ-চিত্র-নিরূপণং নাম ষষ্ঠ উল্লাসঃ॥

অনুবাদ

প্রথম উল্লাস

বিঘ্ন-ধ্বংসের জন্য গ্রন্থকার স্মরণ করছেন উপযুক্ত ইষ্টদেবতাকে :

[অভিনব] এক বস্তু সৃষ্টি করে জয়ী হয়ে ওঠে কবি-ভারতী[১]। যে বস্তু বিধাতা-সৃষ্ট নিয়মের বহির্ভূত, যা কেবল আনন্দের আধার, কোন কিছুর উপর যা নির্ভরশীল নয়, আর নয়টি রসের অস্তিত্বে যা মনোহর ॥১॥

ব্রহ্মের নির্মিতি বা সৃষ্টি হল এরকম : নিয়তির বলে রূপ এর নির্দিষ্ট, সুখ-দুঃখ এবং মোহে ভরপুর, পরমাণু-প্রভৃতি উপাদানকারণ আর কর্ম-প্রভৃতি সহকারী কারণের উপর নির্ভরশীল এবং ছয় রসযুক্ত—[যে রসগুলির] সবার দ্বারা [ব্রহ্ম-সৃষ্টি] মনোহর নয়।

কবির বাক্-সৃষ্টি (=বাক্‌শিল্প) এর থেকে (=ব্রহ্মসৃষ্টি হতে) ভিন্ন। তাই জয়ী হয় (=শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিপন্ন হয়)। 'জয়তি'-র অর্থের দ্বারা'নমস্কার'-অর্থ প্রতীয়মান হয়। এভাবে 'তাঁকে (=বাক্‌কে বা বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে) আমি প্রণাম জানাই'—এরকম অর্থ বোঝা যায়।

বিষয়বস্তুর এখানে প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, তাই [গ্রন্থকার] বললেন :

কাব্য যশের জন্য, অর্থলাভের জন্য, [সামাজিক] রীতি-নীতি জানার জন্য, অমঙ্গল ধ্বংসের জন্য, অবিলম্বে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট আনন্দের জন্য আর কান্তা-তুল্য উপদেশ পাওয়ার জন্য ॥২॥

অলৌকিক বর্ণনায় দক্ষ কবির সৃষ্টি বা কাব্য, শব্দ ও অর্থের গৌণতা এবং রসের প্রাধান্যের ফলে, শব্দপ্রধান ও প্রভুতুল্য বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রের থেকে [ভিন্ন]; এবং অর্থপ্রধান ও বন্ধুতুল্য পুরাণ-ইতিহাস প্রভৃতির থেকেও পৃথক্। তা (=সেই কাব্য) যোগ্যতা-অনুসারে কবি এবং সহৃদয়কে কালিদাস প্রভৃতির মত যশ, শ্রীহর্ষের কাছ থেকে [পাওয়া] বাণ প্রভৃতির মত সম্পদ্, রাজকীয়

---

১ কবির বাক্ বা বাণী। অথবা বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

আচার-ব্যবহার সম্পর্কিত জ্ঞান, আর সব প্রয়োজনের সেরা [প্রয়োজন] আনন্দ দিয়ে থাকে। ঐ আনন্দ [কাব্যবোধের] ঠিক পরমুহূর্তে রসাস্বাদ হতে উদ্ভূত এবং অন্য সমস্ত জ্ঞেয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য।

[আর সেই কাব্য] সুযাদি কর্তৃক ময়ূর প্রভৃতির মত অনর্থ নিবৃত্তি করে, এবং প্রিয়ার মত আনন্দসৃষ্টির মাধ্যমে [নিজের দিকে] আকৃষ্ট করে উপদেশ দেয় এরকম—'রাম প্রভৃতির মত ব্যবহার করা উচিত, রাবণ প্রভৃতির মত নয়'।

তাই সমস্তভাবে সেই [কাব্যরচনা এবং বোধে] যত্ন করা উচিত। এভাবে প্রয়োজন বলার পর এর (=কাব্যের) কারণ বলছেন :

তার (=কাব্যের) উৎপত্তিতে কারণ হল : [স্বাভাবিক] প্রতিভা, জগৎ শাস্ত্র এবং কাব্য প্রভৃতি নিরীক্ষণের ফলে উৎপন্ন নৈপুণ্য, আর কাব্যবিদের শিক্ষণের দ্বারা (=আওতায়) অনুশীলন ॥৩॥

শক্তি [হল] একরকম 'জমাট অনুভূতি' এবং কবিত্বের উৎস, যা ছাড়া কাব্য উদ্ভূত হয় না, আর উদ্ভূত হলেও উপহাসের বস্তু হয়। নৈপুণ্য আসে অনুশীলনের ফলে। [আর অনুশীলন হল]—জগতের অর্থাৎ স্থাবর-অস্থাবরময় জগতের গতি-প্রকৃতির ; শাস্ত্রসমূহের অর্থাৎ ছন্দ, ব্যাকরণ, অভিধান[২], কলা, চতুর্বর্গ, হাতী, ঘোড়া, খড়্গ প্রভৃতি বিষয়ের গ্রন্থগুলির ; কাব্যসমূহের অর্থাৎ মহাকবি-রচিত নিবন্ধগুলির, এবং আদিগ্রহণের ফলে ইতিহাস প্রভৃতির। কাব্য লিখতে এবং সমালোচনা করতে যারা জানেন, তাঁদের উপদেশে লেখা আর সমালোচনায় বারবার যে চেষ্টা, [তার নাম অভ্যাস]। এই তিনটি যৌথ-ভাবে—[অর্থাৎ] পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নয়—ঐ কাব্যের উৎপত্তি অর্থাৎ সৃষ্টি এবং উৎকর্ষের কারণ।

এরূপে কাব্যের কারণ বলার পরে [কাব্যের] প্রকৃতি বলছেন :

তা (=কাব্য) হল—দোষবিহীন, গুণযুক্ত আর কখনও বা অনলংকৃত শব্দার্থ।

দোষ, গুণ এবং অলংকারের [স্বরূপ পরে] বলা হবে। 'কখনও কখনও'—এই অংশের মাধ্যমে [গ্রন্থকার] বললেন :

যদিও [কাব্য-উৎপাদক শব্দ এবং অর্থ] সর্বত্র অলংকারযুক্ত, তবুও কোন

২ অভিধান-কোশ = শব্দ-কোশ = অভিধান

কোন ক্ষেত্রে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান অলংকারের অভাবে কাব্যত্বের হানি হয় না। যেমন:

যিনি [আমার] কৌমার্য কেড়ে নিয়েছিলেন, তিনিই [আমার] স্বামী। সেই চৈত্রী রাতও [রয়েছে]। প্রস্ফুট মালতীর সৌরভে ভরপুর, মন্থর সেই কদম-হাওয়াও [বইছে]। আর সেই আমিও আছি। তা সত্ত্বেও রেবাতীরে বেতে ছাওয়া গাছের নীচে সেই মিলন-ক্রীড়ার বিষয়ে মন [হয়ে উঠছে] উৎকণ্ঠিত ॥১॥

এখানে কোন অলংকার স্পষ্ট নয়। রসের প্রাধান্যের ফলে [রসের] অলংকারত্ব হয় নাই*। [এবার] তার (=কাব্যের) বিভাগগুলিকে ক্রমশঃ বলছেন:

বাচ্যার্থের থেকে ব্যঙ্গ্যার্থ বেশী সুন্দর হলে, কাব্য হয় উত্তম। [আর এই কাব্য] পণ্ডিতদের দ্বারা 'ধ্বনি' নামে অভিহিত হয় ॥৪॥

'ইদম্ (ইহা)' শব্দের অর্থ কাব্য।

পণ্ডিতদের দ্বারা অর্থাৎ বৈয়াকরণদের দ্বারা, ব্যঙ্গ্য এবং মুখ্যরূপে পরিগণিত স্ফোটের প্রকাশক শব্দকে 'ধ্বনি' এই আখ্যা দেওয়া হয়েছে। তাই তাঁদের (=বৈয়াকরণদের) মত অনুসরণকারী অন্য পণ্ডিতগণকর্তৃকও, শব্দ এবং অর্থ— [এই] দুয়ের [আখ্যা দেওয়া হয়েছে ধ্বনি]। এই শব্দ এবং অর্থ, প্রকাশ করে সেই ব্যঙ্গ্যার্থকে, [যে ব্যঙ্গ্যার্থ] অপ্রধান-রূপে প্রতিপন্ন করে বাচ্যার্থকে। যেমন:

মিথ্যাবাদিনী দূতী, বন্ধুর মনের জ্বালা তুমি বোঝ নাই। [তাই] এখান থেকে দীঘিতে গিয়েছিলে স্নানের জন্য। আর সেই অধমের কাছে [তুমি] যাও নাই। [কারণ] তোমার এই ক্ষীণ দেহ হয়ে উঠেছে রোমাঞ্চিত। চোখ দুটো পুরোপুরি কাজল-হারা। নিঃশেষে মুছে গিয়েছে স্তন-প্রান্তের চন্দন। একেবারেই উঠে গিয়েছে অধরের [তাম্বুল-] রক্তিমা ॥২॥

এখানে 'রমণের জন্য তার কাছেই গিয়েছিলে'—এ রকম অর্থ অধমপদের দ্বারা প্রধান-ভাবে ব্যঞ্জিত হয়।

(অথবা প্রধানতঃ 'অধম' পদের দ্বারা, 'রমণ করতে তার কাছেই গিয়েছিলে'—অর্থ ব্যঞ্জিত হয়।)

---

*(অর্থাৎ রস 'রসবৎ' অলংকার হয়নি)

ব্যঙ্গ্যার্থ সেরকম না হলে কাব্য হয় গুণীভূতব্যঙ্গ্য এবং মধ্যম-শ্রেণীর।

'সেরকম না হলে'র অর্থ হল: বাচ্যার্থের চেয়ে বেশী সুন্দর না হলে। যেমন: হাতে যার নতুন অশোকমঞ্জরী, এমন গ্রাম্যযুবককে বার বার দেখতে দেখতে ভীষণভাবে বিবর্ণ হয়ে এল তরুণীর মুখ ॥৩॥

'[আগের থেকে] সংকেত দিয়েও অশোকলতাকুঞ্জে [যুবতী] যায় নি'—এরকম ব্যঙ্গ্যার্থ এখানে গৌণ।

[ব্যঙ্গ্যার্থ গৌণ হল] তার চেয়ে (=ব্যঙ্গ্যার্থের চেয়ে) বাচ্যার্থের রমণীয়তার জন্যে।

ব্যঙ্গ্যার্থহীন শব্দচিত্র এবং অর্থচিত্র (=বাচ্যার্থচিত্র) [কাব্য] কিন্তু

পৃঃ ৩ অধমশ্রেণীর। 'চিত্র' বলতে বোঝায়, গুণ এবং অলংকার-যুক্ত। 'অব্যঙ্গ্য' শব্দের অর্থ: স্পষ্ট-ব্যঙ্গ্যার্থ-শূন্য (=ব্যঙ্গ্যার্থ যাতে স্পষ্ট নয়)। [শব্দচিত্র] যেমন:

মন্দাকিনী দ্রুত তোমাদের মূঢ়তা দূর করুক। এমন মন্দাকিনী, যেখানে হর্ষভরে স্নান-আহ্নিক করছেন মহর্ষিরা; যাদের (=যে মহর্ষিদের) অজ্ঞতা নষ্ট করছে তীরের গর্তগুলিতে স্বচ্ছন্দ-উচ্ছল বেগবান্ আর স্বচ্ছ [মন্দাকিনীর] স্রোতের দীপ্তি। [এমন মন্দাকিনী, যার] গর্তগুলিতে রয়েছে বড় বড় ঝম্পমান ব্যাঙ্। [এমন মন্দাকিনী, যার] গর্ব অসীম, দীর্ঘ আর সমৃদ্ধ গাছগুলি পড়ে রয়েছে বলে ॥৪॥

[অর্থচিত্র]:

[শত্রুর] মান-অপহারী যাকে স্বেচ্ছায় নিজের প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে আসতে শুনে-ই সভয়ে ইন্দ্র দ্রুত খিল এঁটে দিলেন [অমরাবতীর], মনে হল—ভয়ে বুঝি চোখ বন্ধ করল অমরাবতী ॥৫॥

—এই হল কাব্যপ্রকাশের প্রথম উল্লাস নাম যার কাব্যের প্রয়োজন কারণ এবং স্বরূপ-উল্লেখাত্মক।

দ্বিতীয় উল্লাস

ক্রম অনুসারে[১] শব্দ এবং অর্থের স্বরূপ বলছেন [মম্মট] :

এখানে শব্দ তিন প্রকার : বাচক, লাক্ষণিক এবং ব্যঞ্জক।

এখানে = কাব্যে। এদের (= বাচক প্রভৃতি শব্দ সমূহের) স্বরূপ [পরে] বলা হবে।

তাদের (= বাচকাদিশব্দের) অর্থগুলি হল বাচ্য প্রভৃতি।

[বাচ্য প্রভৃতি বলতে] বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থ।

কারও কারও মতে আবার তাৎপর্য [বলে আর একটি চতুর্থ] অর্থ আছে ॥১॥

[বাক্যের অর্থ বিষয়ে] অভিহিতান্বয়বাদীদের মত হল :

আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং সন্নিধির অস্তিত্ববশতঃ পদরাজির অর্থসমূহ [যাদের স্বরূপ পরে* বলা হবে] সম্বদ্ধ হলে, বাক্যের অর্থ প্রতিভাত হয়। পদরাজির অর্থসমূহের থেকে পৃথক্ এবং [বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ ও ব্যঙ্গ্যার্থ থেকে] ভিন্ন ঐ বাক্যার্থ হল তাৎপর্যার্থক।

অন্বিতাভিধানবাদীরা [বলেন] : বাচ্যার্থই[২] বাক্যার্থ।

সাধারণতঃ সমস্ত অর্থেরই ব্যঞ্জকত্ব স্বীকৃত হয়।[৩]

তার মধ্যে বাচ্যার্থের [ব্যঞ্জকত্ব] যথা : মা, তুমি বললে—আজ বাড়ীর জিনিষপত্র (= চাল, ডাল, নুন, তেল) নেই। কাজেই [বেলা থাকতে] বল—কি করণীয়। দিন (= বেলা) নিশ্চয়ই এভাবে স্থায়ী নয় ॥১

এখানে "[বক্তা নায়িকা] যথেচ্ছ বিহার চায়"—এরকম অর্থ ব্যঞ্জিত হয়।

---

১ আগে শব্দ, পরে অর্থ।

* ৩ ক. খ. কারিকায়।

২ বাচ্য = প্রতিপাদ্য অর্থাৎ বাচ্য, লক্ষ্য, ব্যঙ্গ্য সব অর্থই

৩ সমস্ত অর্থই ব্যঞ্জক হতে পারে।

লক্ষ্যার্থের [ব্যঞ্জকত্ব] যেমন :

সখী, ভাগ্যবান্‌কে খুশী করতে গিয়ে তুমি প্রতিমুহূর্তে ব্যতিব্যস্ত হচ্ছ আমার জন্যে! সদ্ভাব আর স্নেহের ফলে যা করার মত, তা তুমি করেছ ॥২

পৃঃ ৪

'আমার প্রিয়জনকে বরণ করে তুমি শত্রুতাচরণ করেছ'—এটি এখানে লক্ষ্যার্থ। আর এই [লক্ষ্যার্থের] দ্বারা ব্যঞ্জিত হয়—'প্রেমিকনিষ্ঠ অপরাধের প্রকাশ'-রূপ অর্থ।

ব্যঙ্গার্থের [ব্যঞ্জকত্ব] যেমন :

দেখ, স্বচ্ছ মরকত-পাত্রে শঙ্খ-শুক্তির মত, পদ্মপাতায় নিশ্চল-নিষ্পন্দ এক বলাকা [শোভমান] ॥৩

এখানে নিষ্পন্দতার দ্বারা [বকের] আশ্বস্ততা [ব্যঞ্জিত হয়]।

আর তার মাধ্যমে (= আশ্বস্ততার দ্বারা) [ব্যঞ্জিত হয় স্থানটির] জনশূন্যতা। তাই এই হল সংকেতস্থান—কোন এক স্ত্রীলোক বলল একটি লোককে।

অথবা, "মিথ্যে বলছ, তুমি এখানে আস নাই"—এরকম [অর্থ] ব্যঞ্জিত হয়। [ব্যঙ্গ্যার্থের উদ্দেশ্য লোকটি, বক্তা স্ত্রীলোকটি]।

ক্রমশঃ বাচক প্রভৃতি [শব্দ-সমূহের] স্বরূপ বলছেন ঃ

প্রত্যক্ষভাবে সংকেতিত অর্থকে প্রকাশ করে যে [শব্দ], তার নাম বাচক [শব্দ] ॥২॥

ইহজগতে সংকেত গৃহীত হয় নি, এমন শব্দের অর্থবোধ হয় না বলে, শব্দ সংকেত-যুক্ত হলেই কোন এক অর্থ প্রকাশ করে। তাই প্রত্যক্ষভাবে যেখানে (= যে অর্থে) যার (যে শব্দের) সংকেত গৃহীত হয়, সেই [শব্দ] সেই [অর্থের] বাচক হয়।

সংকেতের বিষয় (বা অর্থ) জাতি প্রভৃতি (গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞা) চারপ্রকার, অথবা কেবল জাতিই।

যদিও প্রয়োজন মেটাতে পারে বলে একমাত্র ব্যক্তিই আমাদের প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির [বিষয়] হবার যোগ্য, তবুও আনন্ত্য ও ব্যভিচার দোষের জন্য

ব্যক্তিতে সংকেতগ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত নয়। আর তার ফলে[৪] 'ডিত্থ [নামক] শুক্লবর্ণের ষাঁড় চলমান' ইত্যাদি শব্দসমূহের বিষয়[৫] ভিন্ন ভিন্ন হয় না। অতএব তার (=ব্যক্তির) উপাধিতেই[৬] সংকেত [স্বীকার্য]। উপাধি (=ভেদক ধর্ম) দুরকম : বস্তুর স্বকীয় ধর্ম এবং বক্তার ইচ্ছানুযায়ী আরোপিত ধর্ম। বস্তুগত ধর্ম আবার দুরকম : সিদ্ধ এবং সাধ্য। সিদ্ধ বস্তুধর্ম আবার দুরকম : বস্তুর প্রাণপ্রদ এবং বস্তুর বৈশিষ্ট্যস্থাপক। তাঁর মধ্যে প্রথমটি (=প্রাণপ্রদ সিদ্ধবস্তুধর্ম) হল জাতি। 'বাক্যপদীয়'তে

পৃঃ ৫

বলা হয়েছে—"গরু (=গোব্যক্তি) স্বরূপতঃ (itself= ব্যক্তিরূপের দ্বারা=জাতিশূন্যব্যক্তিরূপের দ্বারা) গরু বলে প্রতীত হয় না, আবার [স্বরূপতঃ] 'গরু নয়' বলেও প্রতীত হয় না কিন্তু গো-গোষ্ঠীর অন্তর্গত হওয়ার জন্যেই (=গোত্ব-রূপ শ্রেণী-ধর্মযুক্ত হওয়ায়) গরু বলে প্রতীত হয়।

দ্বিতীয় [সিদ্ধ বস্তুধর্ম] হল গুণ। সত্তাবান্ বস্তু (=প্রাণযুক্ত হওয়ার পরে) শুক্ল প্রভৃতি গুণের দ্বারা বৈশিষ্ট্যযুক্ত হয়।

সাধ্যধর্ম হল ক্রিয়া—যার অবয়বগুলির (parts) কোনটি পূর্বক্ষণে অবস্থিত, কোনটি আবার পরবর্তী ক্ষণে অবস্থিত। শেষবর্ণের প্রতীতির ফলে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য ক্রমশূন্য ডিত্থাদিশব্দের স্বরূপ,[৭] আপন ইচ্ছানুসারে বক্তা কর্তৃক ডিত্থ প্রভৃতি বস্তুতে ভেদকধর্মরূপে আরোপিত হয়। তাই 'সংজ্ঞা' নামক এই ধর্ম বক্তার খুশীর উপর নির্ভরশীল। 'ডিত্থ নামে সাদা ষাঁড় চলমান'—ইত্যাদির মত শব্দের ব্যবহার (=প্রচলন) চারপ্রকারে হয়।—বলেছেন মহাভাষ্যকার।

[২৪টি] গুণের মধ্যে উক্ত হওয়ার জন্যে পরমাণু প্রভৃতির গুণত্ব কেবল পারিভাষিক (Technical) [রূপে বোধ্য]। গুণ, ক্রিয়া এবং যদৃচ্ছা (proper name)—বস্তুতঃ যদিও একই, তবুও [এদের] আধারের ভিন্নতাবশতঃ এরা

৪ ব্যক্তিতে সংকেতগ্রহণ করলে

৫ বিষয়=প্রবৃত্তিনিমিত্ত (Connotation)

৬ তস্যাঃ উপাধৌ=তদুপাধৌ

৭ স্বরূপ=স্ফোট

ভিন্নরূপে লক্ষিত হয়। যেমন : খড়্গ, আয়না, তেল—প্রভৃতি আশ্রয়ের ভিন্নতা-হেতু একই মুখের [ভিন্ন ভিন্ন রূপ লক্ষিত হয়]।

অন্যেরা বলেন : জাতিই সমস্ত শব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত (connotation) (=ব্যবহারের কারণ)। বরফ, দুধ, শাঁখ—প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয়ে শুক্লতা ভিন্ন ভিন্ন হলেও যার ফলে প্রতিটি বস্তুই 'শুক্ল, শুক্ল'—এরকম অভিন্ন উক্তি এবং প্রতীতির জন্ম হয়, সেই শুক্লত্ব প্রভৃতি ধর্ম সামান্য। [যা এই জাতীয় প্রতিটি শব্দেই আছে।]

এরকম গুড়, চাল প্রভৃতির পাকক্রিয়ায় [রয়ে গিয়েছে] পাকত্ব প্রভৃতি [সামান্য]। আর বালক, বৃদ্ধ, শুক প্রভৃতি কর্তৃক উচ্চারিত ডিত্থ প্রভৃতি শব্দে ; অথবা প্রতিমুহূর্তে পরিবর্তমান ডিত্থ প্রভৃতির অর্থে, রয়ে গিয়েছে ডিত্থত্বাদি [সামান্য]।

তাই [মীমাংসকরা বলেন] সমস্ত শব্দের ব্যবহারের কারণ একমাত্র জাতিই।

কেউ বলেন : জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিই শব্দের অর্থ। অথবা (কেউ বলেন] শব্দের অর্থ হল অপোহ। এভাবে গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে এবং প্রসঙ্গের অনুপযোগী হওয়ায় সবগুলি ব্যাখ্যাত হল না।

তা হল মুখ্য অর্থ। এখানে (মুখ্যার্থে) এর (=বাচক শব্দের) মুখ্য ব্যাপারকে বলা হয় অভিধা ॥৩॥

'তা'-এর মানে হল প্রত্যক্ষভাবে সংকেতিত অর্থ। 'এর' বলতে বোঝায় শব্দের (=বাচক শব্দের)।

মুখ্যার্থ বাধাগ্রস্ত হলে, তার সঙ্গে (=মুখ্যার্থের সঙ্গে আর একটি অর্থের[৮]) সম্বন্ধ থাকলে, প্রসিদ্ধি বা প্রয়োজনবশতঃ, [শব্দের] যে [শক্তির দ্বারা[৯]] অন্য এক অর্থ লক্ষিত হয়, [শব্দের] সেই আরোপিত শক্তিকে বলা হয় লক্ষণা ॥৪॥

'কর্মে কুশল' ইত্যাদি বাক্যে [কর্মের সঙ্গে] কুশছেদনাদিরূপ অর্থের কোন সম্বন্ধ না থাকায় মুখ্যার্থ বাধাগ্রস্ত হয় কিন্তু বিবেচনাদি [সাধর্ম্য-]

---

৮ আর একটি অর্থের = লক্ষ্যার্থের

৯ শক্তি, ব্যাপার, ক্রিয়া, বৃত্তি—সমার্থক শব্দ

সম্বন্ধ থাকায়, রূঢ়ি অর্থাৎ প্রসিদ্ধিবশতঃ, যে [ব্যাপারের মাধ্যমে] মুখ্যার্থ কর্তৃক অমুখ্যার্থ লক্ষিত হয়, সেই আরোপিত ব্যবধানযুক্ত অর্থে অবস্থিত[১০] শব্দশক্তির নাম লক্ষণা।

আর 'গঙ্গাগর্ভে ঘোষপল্লী' ইত্যাদি বাক্যে গঙ্গা গর্ভ প্রভৃতি, ঘোষপল্লী প্রভৃতির আধার হতে পারে না বলে মুখ্যার্থ বাধিত হয় কিন্তু নৈকট্য-সম্বন্ধের অস্তিত্বের ফলে, শীতলতা পবিত্রতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলির প্রকাশ-রূপ প্রয়োজনের জন্য, যে [ব্যাপারের দ্বারা] মুখ্যার্থ কর্তৃক অমুখ্যার্থ লক্ষিত হয়, বাচ্যার্থনিষ্ঠ সেই ব্যাপারের নাম লক্ষণা। 'গঙ্গাতটে ঘোষ'—এরকম প্রয়োগের ফলে শীতলতা পবিত্রতা প্রভৃতির সেরকম প্রতীতি হয় না।

[বাক্যার্থ-বিষয়ে] নিজের[১১] অন্বয়সিদ্ধির জন্য অন্যের[১২] গ্রহণ, এবং অন্যের জন্য[১৩] ত্যাগকে [যথাক্রমে] বলা হয় উপাদান [লক্ষণা] এবং লক্ষণ [লক্ষণা]। এইভাবে সেই শুদ্ধলক্ষণা দু প্রকারে উক্ত হয় ॥৫॥

'বর্শাগুলি প্রবেশ করছে', 'লাঠিগুলি প্রবেশ করছে' ইত্যাদি প্রয়োগে নিজেদের প্রবেশরূপ অর্থসিদ্ধির জন্য, বর্শা প্রভৃতি শব্দ নিজেদের সঙ্গে যুক্ত পুরুষরূপ অর্থ গ্রহণ করে[১৪]। এইভাবে [পুরুষ-রূপ অন্য অর্থের] গ্রহণ সমেত এই লক্ষণা প্রবর্তিত হয়। 'বলদ হনন করা উচিত' এই বাক্যে, 'বেদের বিধান[১৫] অনুসারে আমার[১৬] হনন কিভাবে সম্ভব'—এরকম ভেবে জাতি[১৭] লক্ষিত করে ব্যক্তিকে। [এখানে] কিন্তু এমন মনে করা উচিত নয় যে—শব্দ [জাতিকে

পৃঃ ৬

১০ অব্যবধানেন…র বিপরীত।

১১ মুখ্যার্থের

১২ অন্য অর্থের = লক্ষ্যার্থের

১৩ অন্যের জন্য = বাক্যার্থবিষয়ে অন্য অর্থের অন্বয় সিদ্ধির জন্য।

১৪ সূচিত করে, লক্ষিত করে।

১৫ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে 'গৌরনুবন্ধ্যঃ' এই বেদবাক্য অনুসারে একটি বলদ বলি দেওয়া হত।

১৬ জাতির

১৭ বলদ-ত্ব জাতি

অভিহিত করবার পরে আবার ব্যক্তিকে] অভিহিত করে। কেননা নিয়ম রয়েছে—'বিশেষণ বোঝাতে গিয়ে শক্তি ক্ষীণ হয়ে যাওয়ায়, অভিধা আর বিশেষ্যকে বোঝাতে পারে না'। [এভাবে মুকুলভট্টের মতে, 'বলদ হনন করা উচিত'—বাক্যে উপাদান লক্ষণা, কিন্তু মম্মট বলেন:] একে উপাদান-লক্ষণার উদাহরণ বলা ঠিক নয়। এখানে (=এই লক্ষণায়) কোন প্রয়োজন নেই। এই [লক্ষণা] রূঢ়িও নয়[১৮]। ব্যক্তির সঙ্গে [জাতির] নিয়ত সম্বন্ধের ফলেই জাতি কর্তৃক ব্যক্তি অনুমিত হয়। যেমন, 'করা হোক্' বাক্যে কর্তা, এবং 'কর' বাক্যে কাজ অনুমিত হয়। 'প্রবেশ কর', 'পিণ্ডিকে'—ইত্যাদি বাক্যে যেমন 'গৃহে', 'খাও' ইত্যাদি অনুমিত হয়। 'স্থূলকায় দেবদত্ত দিনে খায় না'—স্থলে 'রাত্রিতে খায়' [এরকম অর্থ] লক্ষিত হয় না। কারণ এরকম বাক্যার্থ, শ্রুতার্থাপত্তি বা দৃষ্টার্থাপত্তির বিষয়, [লক্ষণার বিষয় নয়]।

'গঙ্গায় ঘোষপল্লী'[১৯] এই বাক্যে ঘোষপল্লীর অধিকরণরূপে [নিজেকে] জানানোর জন্য গঙ্গা শব্দ আপন অর্থ (মুখ্যার্থ) পরিত্যাগ করে। এরকম ক্ষেত্রে লক্ষণের দ্বারা* এই লক্ষণা [প্রবর্তিত হয়]। উপচারের সঙ্গে মিশ্রিত না হওয়ায় এই দুরকম লক্ষণাই শুদ্ধ।

[শুদ্ধ লক্ষণার] এই দুই ভেদে (= উপাদান এবং লক্ষণলক্ষণায়) লক্ষ্য (লক্ষ্যার্থ) এবং লক্ষকের (বাচ্যার্থের) যে ঔদাসীন্য[২০]—যা ভেদের নামান্তর, তা নেই।

গঙ্গা প্রভৃতি শব্দ কর্তৃক তটাদি অর্থের [লক্ষণার মাধ্যমে] প্রতিপাদনের সময়ে [তট প্রভৃতির] গঙ্গাদিত্ব-রূপে প্রতীতি হলেই, প্রতিপাদ্য প্রয়োজনের বোধ হয়। কিন্তু যদি কেবল গঙ্গার [প্রবাহের] সঙ্গে [তটের] সম্বন্ধ প্রতীত হয়, তাহলে—'গঙ্গাতটে ঘোষপল্লী'-তে যেমন শব্দের মুখ্য অভিধান (= অভিধা), তার থেকে [গঙ্গায় ঘোষ'—এ আশ্রিত] লক্ষণার পার্থক্য কি থাকৃল?

---

১৮ এখানে লক্ষণা প্রয়োজনভিত্তিক বা প্রসিদ্ধিভিত্তিক নয়।

১৯ ঘোষ শব্দের বাচ্যার্থ ঘোষপল্লী।

* স্বার্থ-সমর্পণের মাধ্যমে।

২০ উদাসীন থাকা অর্থাৎ না মেশা, ভিন্ন (আলাদা) থাকারই নামান্তর। ঔদাসীন্যের অর্থ তাই ভিন্নতা বা ভেদ। ∴ বলা হয়—ভেদরূপং তাটস্থ্যম্।

'সারোপা' নামে আর একরকম লক্ষণা হয়, যেখানে (= যে লক্ষণায়) বিষয়ী (= আরোপ্যমাণ বস্তু = যা আরোপিত হয়) এবং বিষয় (আরোপের বস্তু = যার উপর আরোপ করা হয়)—দুইই উল্লিখিত হয়।

যার আরোপ করা হয়—সেই বস্তুটি এবং যাতে আরোপ করা হয়—সেই বস্তুটি যেখানে একই বিভক্তিতে উল্লিখিত হয় এবং যেখানে দুয়ের ভেদ নিষিদ্ধ থাকে না (= স্বীকৃত হয়)—সেখানে লক্ষণা সারোপা।

অন্যটি (= বিষয়) বিষয়ীর দ্বারা গ্রস্ত হলে, তা (=লক্ষণা) হয় সাধ্যবসানা ॥৬॥

আরোপ্যমান বিষয়ীর দ্বারা অন্যটি অর্থাৎ আরোপের বিষয় অন্তঃকৃত অর্থাৎ গ্রস্ত হলে, সেই [লক্ষণা] হয় সাধ্যবসানা।

সাদৃশ্য সম্বন্ধ এবং [সাদৃশ্যভিন্ন] অন্য সম্বন্ধের ফলে উদ্ভূত [লক্ষণার] এই ভেদ দুটি[২১], গৌণ এবং শুদ্ধ—দুপ্রকারে জানবে।

সাদৃশ্যের জন্য উদ্ভূত, সারোপা এবং সাধ্যবসানা [লক্ষণা] যথাক্রমে 'ভারবাহী ব্যক্তিটি একটি গরু' এবং *'এটি একটি গরু'*—এই বাক্যদুটিতে রয়েছে।

কেউ কেউ বলেন: এখানে মুখ্যার্থের সহচারী জড়তা, মূঢ়তা প্রভৃতি গুণগুলি, লক্ষ্যমাণ হলেও অন্য অর্থের (বাহীকের) অভিধান-বিষয়ে গো-শব্দের কারণ হয়।

অন্যেরা বলেন: মুখ্যার্থের সহচারী গুণগুলির সঙ্গে অভেদবশতঃ পরার্থগত[২২] গুণগুলি লক্ষিত হয়। পরার্থ কিন্তু অভিহিত হয় না।

অপরেরা বলেন: [মুখ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থ—উভয়ে] সাধারণ গুণগুলির আশ্রয় হয় বলে পরার্থই লক্ষিত হয়। (= এইটিই মম্মটের মত। সমর্থন করেছেন কুমারিলের উদ্ধৃতি দিয়ে।)

অন্যত্রও বলা হয়েছে: অভিধেয়ের[২৩] সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর প্রতীতিকে বলা হয় লক্ষণা। লক্ষ্যমাণ অর্থের[২৪] গুণগুলির সঙ্গে সম্বন্ধহেতু, বৃত্তির গৌণতা প্রতীত হয়।

---

২১ সারোপ এবং সাধ্যবসান-রূপ ভেদ দুটি।

২২ বাহীকগত।

২৩ মুখ্যার্থের

২৪ বাহীকের

অবিনাভাব মানে কেবল সম্বন্ধ, নিয়ত সম্বন্ধ নয়। নিয়ত
পৃঃ ৭ সম্বন্ধ হলে 'মাঁচাগুলি কাঁদছে'—ইত্যাদিতে লক্ষণা
হত না।

[মুখ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থের মধ্যে] ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ থাকলে অনুমানের দ্বারা লক্ষ্যার্থের সিদ্ধি হত, লক্ষণার কোন উপযোগিতা থাকত না।

'ঘি হল আয়ু' 'এই হল পরমায়ু' ইত্যাদি উদাহরণে সম্বন্ধ হল, সাদৃশ্য-সম্বন্ধের থেকে ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ অর্থাৎ কার্যকারণ সম্বন্ধ। আর এইরকম ক্ষেত্রে আরোপ এবং অধ্যবসান কার্যকারণ সম্বন্ধের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়।

এখানে গৌণীলক্ষণার দুই ভেদে প্রয়োজন হল [যথাক্রমে আরোপ্যমাণ এবং আরোপবিষয়ের মধ্যে] অভেদ প্রতীতি এবং পূর্ণমাত্রায় অভেদ প্রতীতি ; যদিও [দুয়ের[২৬] মধ্যে] ভেদ বর্তমান।

শুদ্ধলক্ষণার ভেদ দুটিতে [প্রয়োজন হল যথাক্রমে] অন্যের থেকে পৃথক্[২৭] এবং নিয়ত সম্বন্ধযুক্ত কার্যকারিতা। কখনও [আবার] তাদর্থ্যের ফলে উপচার হয়। যেমন, ইন্দ্রের জন্যে যে হাড়িকাঠ—তারও নাম ইন্দ্র। কখনও কখনও উপচার হয় স্বস্বামিভাব-সম্বন্ধের ফলে। যেমন রাজকীয় পুরুষকেও বলা হয় রাজা। কখনও বা অবয়ব-অবয়বী সম্বন্ধের ফলে। যেমন—অগ্রহস্ত[২৮] শব্দে হস্ত-শব্দ কেবলমাত্র হাতের আগাটুকু বোঝায়। কখনও তাৎকর্ম্য-সম্বন্ধের ফলে। যেমন—অসূত্রধারকে বলা হয় সূত্রধার [যদি সূত্রধারের কাজ করে।]

অতএব আগের ভেদগুলি সহ **লক্ষণা ছয় প্রকার** ॥৭॥

সেই [লক্ষণা] আবার—

রূঢ়িতে[২৯] [লক্ষণা] ব্যঙ্গ্যশূন্য, আর প্রয়োজনে[৩০] ব্যঙ্গ্যযুক্ত। কারণ, প্রয়োজন ব্যঞ্জনা-বৃত্তি-গম্য। তা হতে পারে গূঢ় অথবা অগূঢ়।

---

২৫ =বৃত্তিটিকে গৌণী বলা হয়।

২৬ আরোপ্যমাণ (বিষয়ী) এবং আরোপবিষয়ের (বিষয়ের) মধ্যে।

২৭ অর্থাৎ অপরের থেকে শ্রেষ্ঠরূপে প্রতিভাত।

২৮ তালু, চেষ্টা।

২৯ রূঢ়ি বা প্রসিদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত লক্ষণায়।

৩০ প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত লক্ষণায়।

তা বল্‌তে ব্যঙ্গ্য বুঝতে হবে। গূঢ় ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ :

মুখে ফুটে উঠেছে হাসি, চাহনি আয়ত্ত করেছে বক্রিমা, চলায় উছলে উঠছে বিলাস, স্থৈর্য হারিয়েছে বুদ্ধি, স্তন মুকুলিত হয়ে উঠেছে বুকে, অঙ্গ পরিপুষ্টির ফলে জঙ্ঘা হয়ে উঠেছে [রমণের] উপযুক্ত। ওঃ হো, চাঁদমুখীর তন্বী তনুতে যৌবন-সমাগম খুশী করে তোলে [সকলকে] ॥৪॥

নীচের কবিতায় ব্যঙ্গ্য অগূঢ় :

সম্পদের সঙ্গে পরিচয় হলে জড়েরাও বিদ্বান্‌দের চরিত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ হয়। যৌবনমত্ততা কামিনীদের ছলাকলা উপদেশ দেয় ॥৫॥

এখানে উপদেশ দেয়—এই শব্দের সাহায্যে অনায়াসে 'শিক্ষা দেয়' এই অর্থ বাচ্যার্থের মত পরিস্ফুট হতে পারে।

তাই বলা হয়েছে—লক্ষণা তিন ভাগে [বিভক্ত] ৮॥

অব্যঙ্গ্য[৩১] গূঢ়ব্যঙ্গ্য আর অগূঢ়ব্যঙ্গ্য—[এই ৩ ভাগে]।

লক্ষণার আশ্রয় যে শব্দ তা লাক্ষণিক। 'শব্দ'—পদটি এখানে উহ্য বলে বুঝতে হবে। 'তদ্ভূঃ' শব্দের অর্থ 'তার আশ্রয়'।

পৃঃ ৮ **সেখানে (লাক্ষণিক শব্দে)**[৩২] **ব্যঞ্জনা নামে একটি বৃত্তি থাকে।** কখন থাকে—এ উত্তরে [গ্রন্থকার] বলছেন : **যাকে**[৩৩] **বোঝানোর জন্য লক্ষণা আশ্রিত হয়, [সেই] ফল একমাত্র [লাক্ষণিক] শব্দ-গম্য হওয়ায় এইক্ষেত্রে**[৩৪] **[বৃত্তিটি] ব্যঞ্জনা ছাড়া অন্য কোন বৃত্তি নয়** ॥৯ + ১০২ ॥ প্রয়োজন বোঝানোর ইচ্ছায় যেখানে লক্ষণাযুক্ত শব্দের প্রয়োগ করা হয়, সেখানে অন্য কোন কিছুর মাধ্যমে (= অন্য কোন প্রমাণের[৩৫] মাধ্যমে) তার (= প্রয়োজনের) প্রতীতি হয় না। কিন্তু কেবল সেই শব্দ

---

৩১ অব্যঙ্গ্য = রূঢ়িলক্ষণা। গূঢ়ব্যঙ্গ্য এবং অগূঢ়ব্যঙ্গ্য = প্রয়োজনমূলা লক্ষণা।

৩২ প্রয়োজনমূল লক্ষণাযুক্ত শব্দে।

আধাতুম্‌—উৎপাদয়িতুম্‌।

৩৩ যে ফল-টিকে বোঝার জন্যে।

যে ফলকে = যে প্রয়োজনকে = পাবনত্বাদি ধর্মকে।

৩৪ অত্র = এই ক্ষেত্রে = প্রয়োজনকে বোঝানোর ক্ষেত্রে।

ক্রিয়া = বৃত্তি = ব্যাপার = প্রক্রিয়া।

৩৫ শব্দেতরপ্রমাণ থেকে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমান থেকে।

(=লাক্ষণিক শব্দ) থেকেই[৩৬] [প্রয়োজনের প্রতীতি হয়]। এখানে (লাক্ষণিক শব্দে) ব্যঞ্জনা ছাড়া অন্য কোন বৃত্তি নেই, [যা প্রয়োজনের প্রতীতি ঘটায়]।

ব্যাখ্যানক্রমে :

[লাক্ষণিক শব্দের] অভিধা নয়, কারণ প্রয়োজন [অবধি ওর] সঙ্কেত নেই।

'গঙ্গায় ঘোষপল্লী' ইত্যাদিতে পবিত্রতা প্রভৃতি যে ধর্মগুলি তটাদিতে প্রতীত হয়, সেই ধর্মগুলিতে গঙ্গা প্রভৃতি শব্দের সংকেত নেই।

শর্তগুলির অভাববশতঃ [ঐ বৃত্তি] লক্ষণাও নয় ॥১০॥

শর্ত বলতে, মুখ্যার্থবাধ প্রভৃতি তিনটি শর্ত। যেমন,

লক্ষ্যার্থ[৩৭] মুখ্যার্থ নয়। এখানে[৩৮] মুখ্যার্থের[৩৯] বাধও নেই। ফলের[৪০] সঙ্গে [মুখ্যার্থের[৩৯]] সম্বন্ধও নেই। এই ক্ষেত্রে দ্বিতীয় প্রয়োজনও নেই[৪১]। আর [গঙ্গা] শব্দটি [পবিত্রতাদি] অর্থ বোঝাতে অক্ষমও নয় ॥১১॥

যেমন গঙ্গা-শব্দ প্রবাহ-রূপ অর্থে[৪২] [ঘোষপল্লীর সঙ্গে] অন্বিত হতে পারে না বলে তট-কে লক্ষিত করে, তেমনি [ঘোষপল্লীর সঙ্গে সম্বদ্ধ হতে গিয়ে] যদি তট-রূপ অর্থেও অযোগ্য[৪৩] হত, তবেই 'প্রয়োজন'[৪৪]কে লক্ষিত করত।

৩৬ শব্দ-প্রমাণ থেকেই।

৩৭ গঙ্গাতট—এই অর্থ।

৩৮ এই ক্ষেত্রে=প্রয়োজনকে লক্ষ্যার্থ বলা হচ্ছে যে ক্ষেত্রে। 'অত্র' এবং 'এতস্মিন্'-র অর্থ একই।

৩৯ দ্বিতীয়লক্ষণাবাদী-কর্তৃক প্রস্তাবিত মুখ্যার্থের। এই মুখ্যার্থকে ব্যঞ্জনাবাদী কিন্তু বলেন লক্ষ্যার্থ।

৪০ ফল=[দ্বিতীয়লক্ষণবাদী প্রস্তাবিত] দ্বিতীয় লক্ষ্যার্থ। পাবনত্বাদি।

৪১ প্রথম লক্ষণার (গঙ্গাশব্দের মুখ্যার্থনিষ্ঠ লক্ষণার) প্রয়োজন (পাবনত্ব) ২য় লক্ষণাকর্তৃক (গঙ্গা-শব্দের লক্ষ্যার্থ তটনিষ্ঠ লক্ষণাকর্তৃক) লক্ষিত হয়। কাজেই ২য় প্রয়োজনের কথা মনে আসে না।

৪২ মুখ্যার্থে

৪৩ সবাধঃ=বাধাপ্রাপ্তঃ। তট-রূপ অর্থে ঘোষপল্লীর সঙ্গে সম্বদ্ধ হতে গিয়ে গঙ্গা শব্দ যদি বাধা পেত।

৪৪ পবিত্রতাদি-কে।

কিন্তু 'তট' এখানে মুখ্যার্থ নয়। মুখ্যার্থবাধও এখানে হয় নি আর [দ্বি. ল. বা.-র মতে ২য়-] লক্ষণা কর্তৃক প্রতিপাদিত হওয়ার যোগ্য 'পবিত্রতা প্রভৃতি' অর্থের (∴ লক্ষ্যার্থের) সঙ্গে গঙ্গাশব্দের তটরূপ অর্থের [৪৫] কোন সম্বন্ধও নেই। আর প্রয়োজন লক্ষণা-প্রতিপাদ্য হয়ে যাওয়ায় কোন [দ্বিতীয়] প্রয়োজনও থাকে না আবার গঙ্গা শব্দ যেমন [তিনটি শর্ত না থাকলে] তটকে বোঝাতে পারে না, তেমনভাবে এখানে গঙ্গাশব্দ প্রয়োজন (পাবনত্বাদি) বোঝাতে পারে না— এমন নয়।

এইভাবে অনবস্থার সৃষ্টি হবে, যা মূল বিষয়বস্তুর [প্রতীতি থেকে] উচ্ছেদের কারণ।

এইভাবে অর্থাৎ [১ম] প্রয়োজন যদি লক্ষিত হয় তাহলে তা (১ম প্রয়োজন), আবার অন্য (২য়) প্রয়োজন সহ লক্ষিত হবে, [২য় প্রয়োজন] আবার আর এক (৩য়) প্রয়োজন সহ লক্ষিত হবে এবং [মূল] বিষয়কে যা বুঝতে দেয় না, সেই অনবস্থার সৃষ্টি হবে।

এখন [বিশিষ্ট লক্ষণাবাদী] যদি [বলেন] ঃ পবিত্রতা প্রভৃতি ধর্মযুক্ত হয়েই 'তট' লক্ষিত হয় এবং [এইরকম লক্ষণার স্থলে] 'গঙ্গাতীরে ঘোষ-পল্লী'— এই অর্থ ছাড়া, যে বাড়তি অর্থের প্রতীতি হয়, তা হল প্রয়োজন। আর এইভাবে [পবিত্রতাদি] বিশিষ্ট [তটেই] লক্ষণা হয়। অতএব ব্যঞ্জনার কি দরকার ?

তাহলে [গ্রন্থকার] বলবেন :

প্রয়োজন [৪৬] বিশিষ্ট লক্ষ্যার্থ [স্বীকার] যুক্তিযুক্ত নয় ॥১২॥

পৃঃ ৯ কেন ?—উত্তরে বলবেন ঃ

[জ্ঞান থেকে] জ্ঞানের বিষয় [যেমন] ভিন্ন, [জ্ঞানের] ফলও [তেমনি] ভিন্ন।

প্রত্যক্ষ প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয় হল নীল প্রভৃতি, ফল হল প্রকটতা অথবা সংবিত্তি।

---

৪৫ তট, ২য় লক্ষণাদীর প্রস্তাবিত মুখ্যার্থ।

৪৬ এখানে প্রয়োজন—পাবনত্বাদি, পাবনত্বাদিপ্রতীতি নয়

এইভাবে বিশেষণযুক্ত বস্তুতে লক্ষণা [প্রযুক্ত হতে পারে] না[৪৭]।

ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু লক্ষ্যার্থে[৪৮] **বৈশিষ্ট্য- (বিশেষণ-) গুলি [অন্য বৃত্তির**[৪৯] **দ্বারা বোধ্য] হয়।১৩॥**

তট প্রভৃতিতে পবিত্রতা প্রভৃতি যে বৈশিষ্ট্যগুলি [রয়েছে বলে বোঝা যায়], সেগুলি অভিধা, তাৎপর্য,[৫০], এবং লক্ষণা হতে ভিন্ন অন্য বৃত্তির দ্বারা বোধ্য। আর ব্যঞ্জন, ধ্বনন, দ্যোতন প্রভৃতি শব্দ দ্বারা অভিহিত সেই [বৃত্তি] অবশ্য স্বীকার্য।

এইভাবে লক্ষণামূল ব্যঞ্জনার [স্বরূপ] বলা হল।

অভিধামূল [ব্যঞ্জনার স্বরূপ] বলছেন ঃ

অনেকার্থক শব্দের অভিধা, সংযোগ প্রভৃতির ফলে [একটি অর্থে] নিয়ন্ত্রিত হলে[৫১] **[ঐ শব্দের] যে ব্যাপার, বাচ্যার্থ-ভিন্ন অন্য অর্থের প্রতীতি ঘটায় তাই ব্যঞ্জনা ॥১৪॥**

[অনেকার্থক] শব্দের অর্থের [প্রতীতিতে] সংশয়[৫২] উপস্থিত হলে, প্রাসঙ্গিক অর্থ-প্রতীতির কারণ হয়—সংযোগ,[৫৩] বিয়োগ,[৫৪] সাহচর্য, বিরোধিতা, প্রয়োজন, প্রসঙ্গ, বিশেষ চিহ্ন, অন্য শব্দের সান্নিধ্য, সামর্থ্য, ঔচিত্য, স্থান, কাল, লিঙ্গ,[৫৫] স্বর প্রভৃতি।

৪৭ বিশেষণ বা ধর্মসহ বস্তুকে লক্ষণাবৃত্তি বোঝাতে পারে না। অর্থাৎ বিশেষণগুলি লক্ষ্য নয় কিন্তু ব্যঙ্গ্য।

৪৮ লক্ষিতে = লক্ষিতেঽ র্থে = লক্ষ্যার্থে। তটাদৌ।

৪৯ ব্যঞ্জনার দ্বারা।

৫০ এই তাৎপর্য বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদন করতে পারে না; কারণ তাৎপর্য শুধু পদের অর্থগুলির অন্বয় প্রতিপাদন করে। তাৎপর্যের এই পৃথক্ উল্লেখ প্রমাণ করে—মম্মট তাৎপর্য বৃত্তি মেনে নিয়েছেন।

৫১ নিয়ন্ত্রণের ১৫টি কারণ নীচের দুটি কারিকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৫২ অনবচ্ছেদ = সংশয়।

৫৩ প্রসিদ্ধ সম্বন্ধ।

৫৪ অভাব।

৫৫ ব্যক্তি = লিঙ্গ, Gender.

'শঙ্খচক্রযুক্ত হরি', 'শঙ্খচক্রহীন হরি'—[এই দুই স্থলে] 'হরি' শব্দের অর্থ [সংযোগ এবং বিপ্রয়োগের দ্বারা] 'বিষ্ণু' অর্থে [নিয়ন্ত্রিত হয়]। 'রাম এবং লক্ষ্মণ'—এখানে 'দশরথের পুত্রে' [নিয়ন্ত্রিত হয় রাম শব্দের বাচকত্ব]।

'তাদের দুজনের সম্বন্ধ[৫৬] হল রামার্জুনের মত'—এখানে 'পরশুরাম এবং কার্তবীর্যার্জুনের [অর্থ নিয়ন্ত্রিত হয় বিরোধিতার মাধ্যমে]। 'পার্থিব অস্তিত্ব ছেদনের জন্য স্থাণুকে ভজনা কর'—বাক্যে 'স্থাণু', 'হর' অর্থে [নিয়ন্ত্রিত]। 'দেব ! [আপনি] সমস্ত জানেন'—এখানে ['দেব' নিয়ন্ত্রিত হয়] 'আপনি' অর্থে। 'মকরধ্বজ ক্রুদ্ধ'—এখানে [মকরধ্বজ] কামদেব' [অর্থে নিয়ন্ত্রিত হয়]। 'মধুর প্রভাবে কোকিল মত্ত'—বাক্যে 'মধু' [নিয়ন্ত্রিত হয়] বসন্তে। নগরশত্রু দেবের'—বাক্যে ['দেব' নিয়ন্ত্রিত হয়] শিবে। 'প্রিয়ার মুখ তোমাদের রক্ষা করুক—এখানে 'মুখ' 'অনুকূলতা'য়। 'পরমেশ্বর এখানে[৫৭] রয়েছেন'—এখানে পরমেশ্বর রাজা-রূপ অর্থে নিয়ন্ত্রিত হয় রাজধানীরূপ 'স্থানে'র প্রভাবে। 'চিত্রভানু শোভমান'—এখানে 'চিত্রভার্নু' দিনে সূর্যরূপ অর্থে, রাত্রিতে অগ্নিরূপ অর্থে নিয়ন্ত্রিত হয়। 'মিত্র (ক্লী) শোভমান'—'মিত্র' (ক্লী) 'বন্ধু'তে। 'মিত্র (পুং) শোভমান'—এখানে মিত্র সূর্যে। ইন্দ্রশত্রু—ইত্যাদির [দু রকম] স্বর বেদে বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে, কাব্যে করে না। আদি বলতে অভিনয় প্রভৃতি বুঝতে হবে। যেমন :

পাপড়ির মত এত্তো বড় বড় দুটো চোখ নিয়ে, এত্তো বড় বড় স্তন-ওয়ালা মহিলা এই কয়েক দিনের মধ্যে এই অবস্থায় [এসে পৌঁছেছে !] ৬

এইভাবে সংযোগ প্রভৃতির মাধ্যমে অনেকার্থক শব্দের, অন্য অর্থ-প্রকাশের ক্ষমতা নিবারিত হওয়া সত্ত্বেও, কোন কোন জায়গায় যে অন্য অর্থের প্রতিপাদন লক্ষ্য করা যায়, সেখানে বৃত্তি অভিধা নয়। কারণ তা নিয়ন্ত্রিত হয়ে গিয়েছে। মুখ্যার্থ-বাধ প্রভৃতি না থাকায় লক্ষণাও নয়। এখানে বৃত্তি হল অঞ্জন অর্থাৎ ব্যঞ্জনা। যেমন :

পৃঃ ১০

দান-বারি[৫৮] বর্ষণের মাধ্যমে তাঁর হাত সব সময়ের জন্য হয়ে উঠত রমণীয়।

---

৫৬ গতি = সম্বন্ধ।

৫৭ এখানে = রাজধানীতে।

৫৮ 'বারি'র মত দান (gift)। উপমেয় দান, উপমান বারি।

যাঁর আত্মা মহান্, যাঁর দেহ আক্রমণের অযোগ্য, বংশ মর্যাদা যাঁর অসীম, শর-সংগ্রহ যাঁর [অসংখ্য], গতি যাঁর অবাধ, যিনি শত্রুর নিবারক ॥৭॥

[ব্যঙ্গ্যার্থ :] দান-বারি[৫৯] বর্ষণের মাধ্যমে সেই শ্রেষ্ঠ হাতীর শুঁড় রমণীয় হয়ে উঠত সব সময়ের জন্য। যা 'ভদ্র' [নামে হস্তীগোষ্ঠীর] অন্তর্ভুক্ত, যার দেহ আরোহণের পক্ষে কষ্টকর, যার উচ্চতা বিরাট বাঁশের মত, অসংখ্য মৌমাছিকে যে আকৃষ্ট করেছে আর লাফিয়ে লাফিয়ে যে চলে না ॥৭॥

তদ্‌যুক্ত [শব্দ] ব্যঞ্জক শব্দ।

তদ্‌যুক্ত = ব্যঞ্জনাযুক্ত।

যেহেতু অন্য অর্থ-যুক্ত[৬০] হয়েই সেই [শব্দ] সেরকম (=ব্যঞ্জক) হয়, [তাই] এস্থলে অর্থও[৬১] সহকারীরূপে ব্যঞ্জক ॥১৫॥

সেরকম = ব্যঞ্জক।

এখানে 'শব্দার্থ-স্বরূপ-নির্ণয়' নামে কাব্য প্রকাশের ২য় উল্লাস সমাপ্ত।

তৃতীয় উল্লাস

তাদের (তিন রকমের শব্দের) অর্থগুলি আগে বলা হয়েছে।

অর্থগুলি = বাচ্যার্থ, লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থ।

তাদের = বাচক, লাক্ষণিক এবং ব্যঞ্জক শব্দের।

অর্থের ব্যঞ্জকত্ব বলা হচ্ছে।

[আর্থী ব্যঞ্জনা] কেমন, তাই বলছেন :

বক্তা বোদ্ধা স্বরভঙ্গী বাক্য বাচ্য অপরের সান্নিধ্য প্রসঙ্গ স্থান কাল প্রভৃতির বৈশিষ্ট্য বশতঃ, [তিন রকম] অর্থের যে বৃত্তি, সহৃদয়দের অর্থান্তর-প্রতীতির কারণ হয়, সেই [বৃত্তির] নাম ব্যঞ্জনা* ॥ ১, ২ ॥

---

৫৯ দানাম্বু অথবা দানবারি = মদবারি।

৬০ অন্য অর্থ = বাচ্যার্থ

৬১ অর্থ = ঐ

* ব্যঞ্জনা = আর্থী ব্যঞ্জনা (ব্যক্তি)।

বোদ্ধব্য = যাকে কিছু বলা হবে, এমন ব্যক্তি।

কাকু = ধ্বনির বিকার।

প্রস্তাব = প্রকরণ, প্রসঙ্গ।

অর্থের = বাচ্য, লক্ষ্য এবং ব্যঙ্গ্য—তিন রকম অর্থের।

যথাক্রমে উদাহরণ :

সখী, একটু বিশ্রাম নিই। বিরাট্ এক জলের কলসী নিয়ে তাড়াহুড়ো করে এলাম আমি। পরিশ্রমের ঘাম আর ফোঁস্‌ফোঁসানি—সইতে পারছি না॥ ১

এখানে 'গোপন মিলনের গোপনতা' ব্যঞ্জিত হচ্ছে।

হায় সখী, দুর্ভাগা আমার জন্যে তোমাকে পীড়িত করছে—বিনিদ্রতা,

পৃঃ ১১ দুর্বলতা, উদ্বেগ, আলস্য আর দীর্ঘশ্বাস॥ ২

এখানে সেই কামুক-কর্তৃক (বক্তার প্রেমিক-কর্তৃক) দূতীর উপভোগ ব্যঞ্জিত হয়।

রাজসভায় দ্রৌপদীকে এরকমভাবে [অপমানিত] দেখে, বল্কল পরে শিকারীদের সঙ্গে দীর্ঘকাল বাস করেছি—মনে করে, বিরাটের বাড়ীতে অনুপযুক্ত কাজ করতে করতে অজ্ঞাতবাস করেছি—ভেবে, ক্রুদ্ধ আমার উপরেই শ্রদ্ধাভাজন তিনি* ক্রুদ্ধ হচ্ছেন! —আর কৌরবদের উপর আজও ক্রুদ্ধ হলেন না। ॥ ৩ ॥

এখানে 'আমার উপরে ক্রোধ উপযুক্ত নয়, কৌরবদের উপরই উপযুক্ত'—এরকম অর্থ স্বরভঙ্গীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এখানে কাকু বাচ্যসিদ্ধিতে সহায়ক হওয়ায় একে (শ্লোকটিকে) গুণীভূতব্যঙ্গ্য বলে আশঙ্কা করা উচিত নয়। কারণ, কেবল প্রশ্ন ব্যঞ্জিত করেই স্বরভঙ্গী বিরত হয়।

তখন আমার গালে ডুবে যাওয়া তোমার দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফেরাও নি। এখনও সেই আমিই আছি, সেই গাল দুটোও আছে, কিন্তু তোমার সেই [ডুবে যাওয়া] দৃষ্টি নাই॥ ৪

[আমার] গালে প্রতিফলিত আমার সখীকে দেখতে দেখতে দৃষ্টি তোমার অন্যরকম হয়েছিল। সে (সখী) চলে গেলে দৃষ্টি একেবারে অন্যরকম হয়েছে। হায়, এতেই তোমার গোপন কামুকত্ব ব্যক্ত হচ্ছে।

---

* তিনি = যুধিষ্ঠির।

নর্মদা-তীরের এই জায়গাটুকু সরস কদলীগাছের সারিতে অত্যন্ত শোভন। কুঞ্জের উৎকর্ষের জন্যে মহিলাদের বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয় এখানে। তন্বী, আবার এখানে মিলনের অনুকূল হাওয়াও বইছে ; যার পুরোভাগে রয়েছেন কামদেব—যিনি ক্ষেপে ওঠেন হঠাৎ ॥ ৫ ॥

'মিলনের জন্য প্রবেশ কর'—এখানে এই অর্থ ব্যঙ্গ্য।

কঠোর শাশুড়ী সব গৃহকার্যে আমাকে নিয়োগ করেন। বিশ্রাম যদি মেলে, [তা] সন্ধ্যায়, [আর] মুহূর্তের জন্য, অথবা মেলেই না ॥৬

পৃঃ ১১

উদাসীন প্রেমিকের প্রতি কোন এক প্রেমিকা-কর্তৃক দ্যোতিত হচ্ছে এরকম অর্থ: সন্ধ্যা হল সংকেত-সময়।

শুনলাম: আজ তোমার স্বামী আসবেন এক প্রহরের মধ্যে। এরকম করে রয়েছ কেন? তাহলে বন্ধু, করণীয়গুলি কর ॥ ৭

এখানে প্রেমিকের উদ্দেশ্যে অভিসারে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়—বুঝিয়ে কোন এক বান্ধবী নিবৃত্ত করছে।

বান্ধবীগণ, তোমরা অন্যত্র গিয়ে ফুল তোল। এখানে আমি তুলি। আমি দূরে যেতে পারব না। প্রসন্ন হও। এই জোড় হাত করছি তোমাদেরকে ॥৮॥

এখানে বান্ধবীকে নায়িকা বোঝাতে চাইছে: এই জায়গাটি নির্জন, প্রচ্ছন্নকাম প্রেমিককে তুমি এখানে পাঠাও।

গুরুজনের উপর নির্ভরশীল প্রিয়! হতভাগিনী আমি তোমাকে আর কি বলব? আজ প্রবাসে বেরোচ্ছ? যাও, নিজেকে জিজ্ঞেস কর—কি করণীয় ॥৯॥

এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ এরকম: আজ অর্থাৎ এই বসন্তে যদি বেরোও, তাহলে আমি আর থাকব না (বাঁচব না); আর তোমার কি হবে, তা বুঝতে পারছি না।

আদি বলতে চেষ্টা প্রভৃতির। তার মধ্যে চেষ্টার [বৈশিষ্ট্যে] যেমন:

আমি দোরগোড়ায় দাঁড়ালে, শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যের অধিকারিণী সে উরু দুটো প্রসারিত করে পরে আবার একত্রিত করল। সামনে ঘোমটা টানল। চঞ্চল চোখ দুটো নামাল। বন্ধ করল কথাবার্তা। লতার মত হাত দুটো গুটিয়ে ফেলল ॥১০॥

[জিজ্ঞাসুর] আকাঙ্ক্ষানিবৃত্তির জন্যে আর, প্রসঙ্গ আসায়, আবার পরে উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বক্তা প্রভৃতির পরস্পর সংযোগবশতঃ [বক্তা এবং বোদ্ধব্যের বৈশিষ্ট্যের একই ক্ষেত্রে অস্তিত্বের ফলে আর্থী ব্যঞ্জনার যে উদ্ভব—এরকম] দুই এর বৈশিষ্ট্যযুক্ত ভেদ এবং এরকম [নিজে নিজে]* (তিনের, চারের) ভেদের (=type এর) ব্যঞ্জকতা উদাহরণীয়।

শব্দ প্রমাণের মাধ্যমে জ্ঞেয় অর্থ অন্য অর্থ ব্যঞ্জিত করে বলেই অর্থের ব্যঞ্জনায় শব্দের সহকারিতা [লক্ষ্য করা যায়]॥৩॥

'শব্দ—' ইত্যাদির ফলে বুঝতে হবে: অন্য প্রমাণের মাধ্যমে (=প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং উপমান-প্রমাণের মাধ্যমে) যে সমস্ত অর্থ জানা যায়, সেই অর্থ ব্যঞ্জক হতে পারে না।

আর্থী ব্যঞ্জনা নামে কাব্যপ্রকাশের তৃতীয় উল্লাস সমাপ্ত।

চতুর্থ উল্লাস

যদিও শব্দ এবং অর্থের [স্বরূপ-] নির্ণয়ের পরে দোষ, গুণ এবং অলংকারের প্রকৃতি বলা উচিত; তবুও ধর্মী প্রকট হইলেই ধর্ম-
পৃঃ ১৩
সমূহের বর্জনীয়তা এবং গ্রহণযোগ্যতা জানা যায়—এ রকম মনে করে [গ্রন্থকার] প্রথমে কাব্যের বিভাগগুলি[১] বলছেন:

ধ্বনির[২] মধ্যে যা অবিবক্ষিতবাচ্য, তাতে বাচ্য[৩] [কখনও] পর্যবসিত হয় অন্য অর্থে, [কখনও] বা অস্বীকৃত হয় একেবারেই ॥১০॥

লক্ষণার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং নিগূঢ় ব্যঙ্গ্যার্থের প্রাধান্য হওয়ার ফলেই বাচ্য যেখানে অবিবক্ষিত, 'ধ্বনৌ—' এই পদের পুনরাবৃত্তির ফলে তা-ই [অবিবক্ষিত বাচ্য] ধ্বনি—এরকম জানতে হবে।

---

* এই ক্রমে লক্ষ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থের ব্যঞ্জকত্ব উদাহরণীয়।

১ উপবিভাগগুলি

২ ধ্বনিকাব্যের

৩ বাচ্যার্থ

তার মধ্যে বাচ্যার্থ কখনও কখনও উপযুক্ত হয় না বলে[৪] অন্য অর্থে পর্যবসিত হয়। যেমন,

তোমাকে বলছি—‘পণ্ডিতদের সমাবেশ হয়েছে এখানে। সুতরাং নিজের মনঃসংযোগ করে এখানে থাক’।১॥

এখানে বলা ইত্যাদি, উপদেশ দেওয়া ইত্যাদি অর্থে রূপান্তরিত হয়।

কোথাও বোঝা যায় না বলে [বাচ্যার্থ] একেবারেই অস্বীকৃত হয়। যেমন—

‘আপনি অনেক উপকার করেছেন এবং যথেষ্ট সৌজন্য দেখিয়েছেন। সুতরাং এ ব্যাপারে আর কি-ই বা বলার আছে! সব সময়ে এই রকম করেই, বন্ধু, একশ বছর ধরে সুখে থাক’ ॥২॥

বিপরীত লক্ষণার মাধ্যমে অপকারীকে [বক্তা] এরকম বলছেন।

তা[৫] হল আর একরকম, বাচ্য যেখানে বিবক্ষিত কিন্তু অন্য-প্রধান।

অন্যপ্রধান = ব্যঙ্গ্যনিষ্ঠ = ব্যঙ্গ্যপ্রধান।

এই [বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনির] আবার কোনটি অলক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গ্য, কোনটি লক্ষ্যব্যঙ্গ্যক্রম ॥২॥

‘অলক্ষ্য—’ কথাটি ব্যাখ্যাত হচ্ছে ঃ

বিভাব, অনুভাব, এবং ব্যভিচারী ভাব রস নহে।

কিন্তু এদের দ্বারা রস [উদ্ভূত হয়]। অতএব [রসের কারণ এবং রস—দুয়ের মধ্যে] ক্রম বিদ্যমান। কিন্তু ক্ষিপ্রতাবশতঃ তা লক্ষিত হয় না।

আর অলক্ষ্যক্রম রস ভাব রসাভাস ভাবাভাস ভাবোপশম ইত্যাদি, রসবৎ [প্রেয় উর্জস্বি সমাহিত] প্রভৃতি অলংকার হতে পৃথক্ এবং [ওগুলি] অলংকার্য হয়ে থাকে ॥৩॥

[ভাবাশান্ত্যাদিতে] আদি দ্বারা ভাবোদয়, ভাবসন্ধি এবং ভাবসঙ্কর

---

৪ অনুপপদ্যমানতা = inapplicability অর্থাৎ [সমগ্র বিবক্ষিত অর্থের সঙ্গে] খাপ খায় না বলে।

৫ তা = ধ্বনি।

বোঝায়। রস প্রভৃতি, যেখানে যেখানে মুখ্য, সেখানে সেখানে সেগুলি অলংকার্য। এর উদাহরণ দেওয়া হবে। আর অন্য যেখানে

পৃঃ ১৪ বাক্যার্থ মুখ্য হওয়ায় রস প্রভৃতি গৌণ,' সেই গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যের স্থলে [রস] হয় রসবৎ, প্রেয়, ঊর্জস্বী, সমাহিত ইত্যাদি অলংকার। গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যকাব্যের বিবরণপ্রসঙ্গে অলংকারগুলি উদাহৃত হবে।

এখন রসের প্রকৃতি বলছেন [মম্মট] ঃ

লৌকিক জগতে অনুরাগ প্রভৃতি যেগুলি [মুখ্য] কারণ, কার্য এবং সহকারী কারণ; সেগুলি যদি নাটক এবং কাব্যের জগতের[৬] হয়, তাহলে সেগুলি বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারীভাব নামে অভিহিত হয়। আর সেই বিভাবাদির দ্বারা, স্থায়ীভাব অভিব্যক্ত[৭] হয়ে 'রস' নামে জ্ঞাত হয় ॥৪+৫॥

ভরতও বলেছেন ঃ 'বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে রসের উৎপত্তি'। একে (ভরতের সূত্রটিকে) ভট্টলোল্লট প্রভৃতিরা ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে ঃ

বিভাব সমূহের দ্বারা অর্থাৎ অঙ্গনা প্রভৃতি আলম্বন এবং উদ্যান প্রভৃতি উদ্দীপক কারণ সমূহের দ্বারা রতি ইত্যাদি ভাব উৎপাদিত হয়, অনুভাবসমূহের দ্বারা অর্থাৎ কটাক্ষ বাহু-আলিঙ্গন প্রভৃতি কাযসমূহের দ্বারা জানার উপযুক্ত হয়, ব্যভিচারীসমূহের দ্বারা অর্থাৎ নির্বেদ প্রভৃতি সহকারী কারণসমূহের দ্বারা সম্পূর্ণ হয় রস। প্রধানভাবে অস্তিত্ববশতঃ, রাম প্রভৃতি অনুকরণযোগ্য চরিত্রে এবং শেষ পর্যন্ত রাম প্রভৃতির রূপের অনুকরণের ফলে অভিনেতাতেও যা[৮] প্রতীয়মান হয়।

শংকুক বলেন ঃ

সম্যক্ মিথ্যা সংশয় এবং সাদৃশ্য [—এই চাররকম] জ্ঞানের থেকে ভিন্ন, চিত্রাপিত অশ্বকে অশ্ব বলে জানার মত একরকম জ্ঞানের সাহায্যে [সহৃদয়] নটকে গ্রহণ করে। [যথাক্রমে উক্ত চাররকম জ্ঞানের আকার হল] এরকম ঃ [রামের সম্পর্কে] 'রামই ইনি, ইনিই রাম'—এরকম জ্ঞান, এমন জ্ঞান যা পরবর্তীকালে 'ইনি রাম নন'—বোধ দ্বারা বাধিত হবে অথচ [এখন অ-রামকে] 'ইনি রাম' বলে জানা যাচ্ছে, 'ইনি রাম হতেও পারেন, নাও পারেন' এরকম জ্ঞান, এবং 'ইনি রামের মত' এরকম জ্ঞান।

[চিত্রতুরগন্যায়ে গৃহীত] নট সাহিত্যের নিবিড় অধ্যয়ন, শিক্ষা এবং অনুশীলনের সাহায্যে সম্পন্ন করে অভিনয় [এবং অভিনয়ের] মাধ্যমে উপস্থাপিত করে—কারণ কার্য ও সহকারী, যাদের অভিহিত করা হয় বিভাব [অনুভাব] প্রভৃতি শব্দ দিয়ে ; যেগুলি কৃত্রিম হলেও সেরকম (= কৃত্রিম বলে) মনে হয় না। সাহিত্য [বা নাটকীয় সংলাপের নিদর্শন] হল এরকম :

'আমার (= রামের) জীবন-নিয়ন্তা তিনি (= সীতা) আমার দৃষ্টিপথে এসেছিলেন। যিনি আমার অঙ্গে অঙ্গে অমৃতের প্রবাহ, দুই চোখে যিনি সযত্ন-সঞ্চিত কর্পূরের শলাকা, আর চিত্তে যিনি মূর্ত অভীপ্সিত সম্পৎ ॥৩॥

আবার, দুর্ভাগ্যবশতঃ দীর্ঘ আর চঞ্চলনেত্র তাঁর কাছ থেকে আজ আমি বিযুক্ত। আর [এই মুহূর্তেই] প্রকাশমান এবং ঘন মেঘে ঢাকা সময়ও (বর্ষাকাল) এসে হাজির ॥৪॥

বিভাব প্রভৃতির সঙ্গে সংযোগ অথবা গম্য-গমকসম্বন্ধ থাকায় [নটনিষ্ঠরূপে] অনুমিত হয় রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব। অনুমিত হলেও এগুলি অন্য অনুমিত [বস্তুর] থেকে পৃথক্, কারণ এরা এদের চমৎকারিত্বের জন্য [অত্যন্ত] আস্বাদ্য। ঐ স্থায়িভাবগুলি নটে না থাকলেও সহৃদয় সংস্কারের মাধ্যমে [নটনিষ্ঠরূপে ওগুলিকে] চর্বণ করতে থাকে। চর্ব্যমাণ ওগুলির নাম রস।

ভট্টনায়ক বলেন :

রস প্রতীত হয় না, না পরগত-রূপে, না আত্মগত-রূপে। রস উৎপন্নও হয় না, অথবা অভিব্যক্তও হয় না। বস্তুতঃ, কাব্য এবং নাটকে অভিধা[১১] হতে

---

৬ শিল্পের জগতের = নাটক এবং কাব্যের জগতের = অলৌকিক জগতের।

৭ রস সব সময় ব্যঞ্জনা-প্রতিপাদ্য। অভিধা, লক্ষণা অথবা তাৎপর্য 'রস'কে প্রকাশিত করতে পারে না। 'রসাদিলক্ষণস্ত্বর্থঃ স্বপ্নেঽপি ন বাচ্যঃ'।

৮ যা = রস

* স্থূলাক্ষর অংশগুলিকে একত্রিত করে একটি বাক্য করে নিয়ে পরে অন্য অংশগুলিসহ দেখা যেতে পারে।

৯ অনুমানের বিষয়।

১০ বস্তু = স্থায়িভাব। স্থায়িভাবের সৌন্দর্যহেতু।

১১ অভিধা বলতে লক্ষণাকেও বুঝতে হবে। অভিধাতঃ দ্বিতীয়েন = অভিধা এবং লক্ষণা থেকে ভিন্ন অন্য বৃত্তির দ্বারা। অভিধা + তসিল্।

ভিন্ন 'ভাবকত্ব' নামে দ্বিতীয় একটি বৃত্তির দ্বারা[১২] স্থায়ী অনুভূতি[১৩], ভাব্যমান[১৪] হয় এবং 'ভোজকত্ব'[১৫] নামক ব্যাপারের মাধ্যমে উপভুক্ত হয়। বিভাব প্রভৃতিকে[১৬] সার্বজনীন করে তোলা এই বৃত্তির[১৭] স্বরূপ। আর [ভোজকত্ব] ব্যাপারটি[১৮] সত্ত্বগুণের আবির্ভাবের[১৯] ফলে স্বপ্রকাশ এবং আনন্দময় জ্ঞানের অস্তিত্বাত্মক।

আচার্য অভিনবগুপ্তের ব্যাখ্যা হল এরকম :

লৌকিক জগতে স্ত্রীলোক [মনোরম উদ্যান] প্রভৃতির সাহায্যে, অনুশীলন-বশে স্থায়িভাব-অনুভবে পটু **সামাজিকের**, রতি [হাস] প্রভৃতি **স্থায়িভাব যখন বিভাব** [অনুভাব] **প্রভৃতি হেতুগুলি দ্বারা অভিব্যক্ত** হয় এবং **প্রমাতা-কর্তৃক জ্ঞাত** ও সরবতের মত **আস্বাদিত হতে থাকে**. **তখন তার** (স্থায়িভাবের) **নাম হয় রস**।

[লৌকিক জগতের] সেই হেতুগুলি কাব্য এবং নাটকে হেতুবৈশিষ্ট্য ছেড়ে বিভাবন প্রভৃতি ক্রিয়াযুক্ত হওয়ায়, অলৌকিক এবং বিভাব প্রভৃতি শব্দ-অভিধেয় হয়। বিভাব প্রভৃতি সার্বজনীন রূপে প্রতীত হলে বাসনার আকারে অবস্থিত সহৃদয়ের স্থায়িভাব অভিব্যক্ত হয়।

'এগুলি আমার, এগুলি শত্রুর, এগুলি নিরপেক্ষের, এগুলি আমার নয়, এগুলি শত্রুর নয়, এগুলি নিরপেক্ষের নয়'—এরকম বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ গ্রহণ অথবা বর্জনের নিয়মের প্রতীতি না হওয়ায়[২০] বিভাব প্রভৃতি সার্বজনীন-রূপে জ্ঞাত হয়। সাধারণীকরণ প্রক্রিয়ার বলে স্থায়িভাব, প্রমাতা-কর্তৃক সাধারণ ভাবে (=বিশেষভাবে নয়) জ্ঞানের বিষয় হয়; যদিও নিজের সঙ্গে নিজের

---

১২ ব্যাপার = শব্দশক্তি = বৃত্তি

১৩ লীন বা অবচেতন স্তরে অবস্থিত অনুভূতি।

১৪ চেতনার স্তরে আসে = ভাবনার বিষয় হয়।

১৫ ভোজকত্ব = ভোগ (তৃতীয় বৃত্তি)। বৃত্তিটি হল সহৃদয়চিত্তের।

১৬ প্রভৃতি = অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাব।

১৭ এই বৃত্তির = ভাবকত্ব বৃত্তির।

১৮ ভোজকত্ব ব্যাপারটি।

১৯ এবং অন্যগুণের তিরোভাবের ফলে।

২০ বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধ অপ্রতীত হওয়ায়।

আকারের মত, জ্ঞানের সঙ্গে জ্ঞানের বিষয় এই স্থায়িভাব, অভিন্ন। ঐ স্থায়িভাব সীমিত সহৃদয়গত হলেও [সাধারণীকরণ প্রক্রিয়ার বলে] সাধারণভাবে জ্ঞানের বিষয় হয় প্রমাতার। এই প্রমাতা সমস্ত সহৃদয়ের সঙ্গে ঐক্য-রক্ষাকারী এবং অসীমের বোধ-সম্পন্ন।

বিভাব-প্রভৃতিকে জানার মুহূর্তে প্রমাতার সীমিতবুদ্ধি দ্রবীভূত হওয়ায় উদ্ভূত হয় অসীম বুদ্ধি। অন্য জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্কশূন্য বলে এ বুদ্ধি অসীম।

আস্বাদ্যমানতাই রসের প্রাণ[২১]। বিভাব-প্রভৃতির অস্তিত্ব-অবধি রসের অস্তিত্ব। যেন সামনে [রয়েছে], এমন ভাবে রস প্রকাশিত হয়। যেন প্রতিটি বস্তুকে [ব্যাপ্ত করল], এমনভাবে রস ব্যাপ্ত করে। যেন বাকী সবগুলিকে [আচ্ছন্ন করল], এমনভাবে রস আচ্ছন্ন করে। রস অনুভব করায়, যেন ব্রহ্ম-আস্বাদ [অনুভব করাল]। [এভাবে] অসাধারণ আনন্দ সৃষ্টি করে [রস]। তা কার্য নয়। অন্যথায় বিভাব-প্রভৃতির বিনাশের পরেও তার অস্তিত্বের প্রসঙ্গ আসবে। [তা] সিদ্ধবস্তু নয় বলে জ্ঞাপ্যও নয়। আসলে বিভাব প্রভৃতি, [রসকে] ব্যঞ্জিত করে এবং [রস হল] 'চর্বণা'র যোগ্য একটি বস্তু। কেউ বলতে পারেন, কারক এবং জ্ঞাপক ছাড়া অন্য আর কোন্ বস্তু কোথায় দেখা যায়? উত্তরে বলা হবে—না কোথাও দেখা যায় নি। আর এই উত্তর[২২] [রসের] অসাধারণত্ব-সিদ্ধির বেলায় গুণরূপ (=সদ্যুক্তি), দোষের কিছু নয়। 'চর্বণার উৎপত্তি রসের উৎপত্তিকে লক্ষিত করে'—অর্থে [রসকে] কার্যও বলা যায়।

রসকে জ্ঞেয়ও বলা যায়। [কারণ] [রস] অলৌকিক স্বসংবেদনের বিষয়। এই সংবেদন (=জ্ঞান) লৌকিক প্রত্যক্ষ প্রভৃতি [জ্ঞান] থেকে পৃথক্,অপরিণত যোগীর জ্ঞানের থেকেও পৃথক্, যিনি [চোখ প্রভৃতি লৌকিক] প্রমাণের অপেক্ষা না রেখেই জ্ঞান আহরণ করেন। [এই স্বসংবেদন] জ্ঞেয় বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধহীন, স্বস্বরূপ এবং আত্মমাত্রবিষয়ক পরিণত যোগীর জ্ঞান থেকেও ভিন্ন।

---

২১ প্রাণ=সত্তা, অস্তিত্ব অর্থাৎ আস্বাদ্যমানতাই রসের চরম অস্তিত্ব
একঃ=চরমঃ

২২ ইতি=এই উত্তর।

রস-গ্রাহক জ্ঞান নির্বিকল্পক নয়, বিভাব প্রভৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ মুখ্য বলে। সবিকল্পকও নয়, অসাধারণ আনন্দময়-রূপে আস্বাদিত হতে থাকা রস স্বকীয় সংবেদনের উপর নির্ভরশীল বলে। উভয়-ভিন্ন হয়েও [রসের মধ্যে] উভয়ের বৈশিষ্ট্য থাকা, আগের মত [রসের] অলৌকিকত্বই প্রমাণ করে ; কোন বিরোধ [প্রতিপন্ন করে] না।

বাঘ প্রভৃতি, ভয়ানক রসের মত বীর, অদ্ভুত এবং রৌদ্ররসের বিভাব [হতে পারে]। অশ্রুমোচন প্রভৃতি, শৃঙ্গার রসের মত, করুণ এবং ভয়ানক রসের অনুভাব [হতে পারে]। উদ্বেগ প্রভৃতি, শৃঙ্গারের মত, বীর করুণ এবং ভয়ানক রসের ব্যভিচারী ভাব [হতে পারে]। এভাবে বিভিন্ন রসের সাধারণ কারণ (common cause) হওয়ায় [ভরতের] সূত্রে এগুলি উল্লিখিত হয়েছে একত্র।

মৌমাছির মত কালো জলভরা মেঘে আকাশ আচ্ছন্ন। চারিদিকে সৌন্দর্য [সৃষ্টি হয়েছে] ভ্রমরের গুঞ্জন আর কোকিলের কুহুতানে। নতুন অঙ্কুর [এখন] ধরণী-ক্রোড়ে পাথরকাটা ছেনি। [এমনি সময়ে] মূঢ় সখী, তোমার কাছে হার মেনেছে যে দয়িত, তার উপর প্রসন্ন হও ॥৫॥

তার অঙ্গ মর্দিত মৃণালের মত ম্লান, [তবুও] পরিবারবর্গের ইচ্ছাতেই কোন রকমে কর্মে প্রবৃত্তি [হচ্ছে]। আর তার নতুন হাতীর দাঁতের মত সুন্দর গালে এখন নিষ্কলঙ্ক চাঁদের বাহার ॥৬॥

প্রিয়ের কাছে যার অপরাধ হয়েছে, মানিনীর সেই চোখ দুটো নানান্ রূপে চতুর হয়ে উঠল। দূরে রইলে উৎসুক, কাছে এলে কোঁচকানো, কথা বললে উজ্জ্বল, জড়িয়ে ধরলে অরুণ-বরণ, কাপড়ে টান মারলে ওর লতার মত ভ্রূ হয় কুঞ্চিত, আর পায়ে বার বার নতিস্বীকার চলতে থাকলে অক্ষিগোলক হয় অশ্রুপূর্ণ ॥৭॥

যদিও [উদাহরণ ৫এ] উল্লেখ [রয়েছে] কেবল বিভাবের, [উদা. ৬এ] কেবল অনুভাবের, আর [৭এ] ঔৎসুক্য লজ্জা আনন্দ রাগ ঈর্ষ্যা এবং প্রসন্নতা-রূপ কেবল ব্যভিচারীর ; তবুও এরা [কেবল] অসাধারণ-রূপে বোধ্য।[২৩] এইরূপে [প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত] যে কোন একটির দ্বারা অন্য দুটির অনুমান হতে পারে। তাই [ভরত-সূত্রের] ব্যভিচার হল না।

---

২৩ প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত এগুলি অসাধারণ উপাদান বলেই উল্লিখিত হয়েছে। অন্যগুলিকে এদের মাধ্যমে তাই অনুমান করে নিতে হবে।

রসের ভেদগুলি বলা হচ্ছে :

নাটকে (=সাহিত্যে) রস আট রকম—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস এবং অদ্ভুত—এই নামে ॥৬॥

তার মধ্যে শৃঙ্গারের ভেদ দুটি: সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভ। তার মধ্যে প্রথমটির ভেদ,—পারস্পরিক চাওয়াচাওয়ি, আলিঙ্গন, অধর-পান, চুম্বন—প্রভৃতি অসংখ্যপ্রকার হওয়ায় বিভাগ না করে, [প্রথমটিকে] এক রূপে পরিগণিত করা হয়।

যেমন :

বাস গৃহ শূন্য দেখে, শয্যা ছেড়ে আস্তে আস্তে কিছুটা উঠে, ঘুমের অছিলায় শুয়ে থাকা স্বামীর মুখ দীর্ঘক্ষণ লক্ষ্য করে, বিশ্বাসভরে চুমু দিয়ে, গণ্ডদেশ পুলকিত দেখে লজ্জায় মুখ নীচু করল আর সহাস্য প্রিয়-কর্তৃক অনেকক্ষণ ধরে চুম্বিত হতে থাকল ॥৮॥

পৃঃ ১৭

'মুগ্ধাক্ষি, কাঁচুলী ছাড়াই মনমাতানো সৌন্দর্য ধারণ করেছ তুমি'—এই বলে প্রিয়তম কাঁচুলীর বাঁধনে যেই হাত দিল, অমনি শয্যাপ্রান্তে বসে থাকা বান্ধবীর দল, মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসতে থাকা সখীর চোখে খুশীর নাচন দেখে বিষয় না থাকলেও কথা বলতে বলতে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল ॥৯॥*

আর অপরটি (=বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গার) ৯ রকম : অভিলাষজ বিরহজ ঈর্ষাজন্য প্রবাসজ এবং শাপজ। উদাহরণ যথাক্রমে :

১. 'মুগ্ধনয়ন মালতীর স্বভাবমধুর সেই সেই চাহনি আমার ক্ষেত্রে [সঞ্জীবিত] হোক্। যে চাহনি প্রেমে ভেজা, প্রণয়স্পর্শী, মেলামেশায় অনুরাগ-প্রগাঢ়। আশাভরে যেগুলি কেবলমাত্র মনে করলেই চিত্ত আনন্দমগ্ন, হয় বহিরিন্দ্রিয়গুলি হয় নিশ্চল ॥১০॥

২. 'অন্য কোথাও যাবে, এ কেমন কথা। তার এমন কোন বন্ধু নাই, যে আমাকে পছন্দ করে না। কিন্তু—তা সত্ত্বেও [সে] এল না। বিধাতার যে কি পরিহাস!'—মন এরকম অজস্র কল্পনার কবলে পড়ে ঘরের মধ্যে বারবার ওলট পালট্ করতে লাগল যুবতী ॥১১॥

---

* শ্লোক ৮ এবং ৯ যথাক্রমে নায়িকা-আরব্ধ এবং নায়ক-আরব্ধ সম্ভোগের উদাহরণ।

বিরহে উৎকণ্ঠিত নায়িকার উদাহরণ : (=কাজেই বিরহজ বিপ্রলম্ভের উদা.)

৩. স্বামীর প্রথম-অপরাধের মুহূর্তে (=অন্য নায়িকা আসার মুহূর্তে) সখীর উপদেশ ছাড়া স-বিলাস অঙ্গ-ভঙ্গী এবং চতুর সংলাপ ব্যবহার করতে পারেন না কোন [তরুণীই]। ক্ষুব্ধনেত্র তরুণী [তখন] কেবলই কাঁদতে থাকেন। কপোলমূল বেয়ে স্বচ্ছ অশ্রুবিন্দু ঝরতে থাকে আলুলায়িত কেশ-গুচ্ছে ॥১২॥

৪. বলয় প্রস্থান করেছে। তোমার প্রিয়বন্ধু ভয়গুলি চলে গেছে। ধৈর্য মুহূর্তের জন্য থাকে না। মন সামনে চলে যাবার জন্যে স্থিরসঙ্কল্প। প্রিয়তম যেদিন চলে যেতে মনস্থির করেছেন, সেদিন আমার সবই চলে গিয়েছে। [তাই বলি,] জীবন, তুমি আর [তোমার] প্রিয় বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে দিচ্ছ কেন? [তোমার] ত যাওয়াই উচিত ॥১৩॥

৫. যতবার পাথরে ধাতু-রং দিয়ে প্রণয়-কুপিত তোমাকে এঁকে নিজেকে আঁকতে চাই তোমার পায়ের তলায়, ততবারই মুহূর্তের মধ্যে উপচে-পড়া অশ্রুতে আচ্ছন্ন হয় আমার দৃষ্টি। নিষ্ঠুর ভাগ্যদেবতা চিত্রেও আমাদের মিলন সহ্য করতে পারেন না ॥১৪॥

হাস্য প্রভৃতি রসের যথাক্রমে উদাহরণ :

১. 'মন্ত্রপূত জলকণায় সর্বাংশে পবিত্র আমার মাথায়, অশুচি হাত দুটো গুটিয়ে তারস্বরে চিৎকার করে আর থুতু ছিটিয়ে, আঘাত করল বেশ্যা। হায়, হায়, এই আমি মারা গেলাম'।—বলে বিষ্ণুশর্মা কাঁদতে লাগল ॥১৫॥

পৃঃ ১৮

২. 'হায় মা, এত শিগ্‌গির কোথায় চললে! একি! হে দেবকুল, কোথায় তোমাদের আশিস্? মা, অগ্নিবজ্র তোমারই দেহে পড়ল! ধিক্ প্রাণ, দৃষ্টি দগ্ধ হল।'—পুরস্ত্রীদের এরকম ঘর্ঘর, অন্তঃরুদ্ধ আর করুণ ক্রন্দনধ্বনি চিত্রার্পিতকেও কাঁদায়; ভিত্তিকেও শতচ্ছিদ্র করে ॥১৬॥

৩. যে মানুষ-পশুর দল মর্যাদা-হীন অস্ত্র তুলে এই মহাপাপ সাধন করেছে, অনুমোদন করেছে এবং দেখেছে; নরক-শত্রু সেই কৃষ্ণ ভীম এবং কিরীটির রক্ত মাংস আর মেদ দিয়ে দিক্‌সমূহকে বলি দিতে চলেছি এই আমি ॥১৭॥

৪. ওরে ক্ষুদ্র বানরের দল, ভয় ছেড়ে দে। ইন্দ্রহস্তীর কপাল ভেদ করার পরে [আমার] বাণ তোদের দেহে পড়তে গিয়ে লজ্জা পায়। লক্ষ্মণ,

তুমিও বিচলিত হয়ো না। আমার রোষের পাত্র তুমি নও,—আমি মেঘনাদ। আমি খুঁজছি রামকে—ছোট্ট ভ্রূভঙ্গীর খেলায় যিনি নিয়ন্ত্রিত করেছেন সাগরকে ॥১৮॥

৫. সুন্দর ভঙ্গীতে গলা বাঁকিয়ে, পেছনে ছুটে আসা রথের দিকে বার বার তাকিয়ে, দেহের পিছনের অংশ বহুলাংশে সামনের দিকে নিয়ে এসে, ক্লান্তিতে খুলে পড়া মুখ থেকে খসে পড়া অর্ধ-লীঢ় কুশে রুদ্ধগতি হয়ে, বিরাট্ বিরাট্ লাফ দিয়ে ছুটে চলল [হরিণ]। দেখ, ও বেশীরভাগ সময় রয়েছে শূন্যে, অল্পসময় মাটিতে ॥১৯॥

৬. ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে প্রথমে চামড়া খেয়ে, তারপর কাঁধ নিতম্ব পিঠ পিণ্ড প্রভৃতি অঙ্গগুলিতে সুলভ উৎকটগন্ধী মাংস মহানন্দে খেয়ে, ভয়ঙ্কর প্রেত, চারিদিকে বিস্ফারিত দৃষ্টিতে দেখে, দাঁত খিঁচিয়ে, কোলে রাখা প্রেতের শরীর থেকে হাড়ের উপরের এবং ভিতরের মাংস খেতে লাগল কোনরকম ব্যগ্র না হয়েই ॥২০॥

৭. আশ্চর্য! এই মহাপুরুষ যেন অবতার! কোথায় এমন দীপ্তি, আর অভিনব ভঙ্গী। অদ্ভুত প্রভাব—ধৈর্য অসাধারণ! কী অদ্ভুত আকৃতি, ইনি [যেন বিধাতার] নতুন সৃষ্টি ॥ ২১ ॥

পৃঃ ১৯ এদের (=শৃঙ্গার প্রভৃতি রসের) স্থায়ী ভাবগুলি বলছেন ঃ

স্থায়ী ভাবগুলি হল—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা আর বিস্ময় ॥ ৭ ॥

[কারিকাটি] স্পষ্ট।

ব্যাভিচারী ভাবগুলি বলছেন—

নির্বেদ গ্লানি শংকা অসূয়া মত্ততা শ্রম আলস্য দৈন্য চিন্তা মোহ স্মৃতি ধৈর্য লজ্জা চাপল্য আনন্দ আবেগ জড়তা গর্ব বিষাদ ঔৎসুক্য তন্দ্রা অপ-স্মৃতি সুষুপ্তি জাগৃতি বিদ্বেষ সংকোচ উগ্রতা সঙ্কল্প ব্যাধি উন্মত্ততা মৃত্যু ভয় এবং বিতর্ক—এই ৩৩টি ব্যভিচারী ভাব নামতঃ, এভাবে উল্লিখিত হল ॥ ৮-১১ ॥

সাধারণতঃ, যদিও নির্বেদ অমঙ্গলজনক এবং এজন্য প্রথমে উল্লেখের অযোগ্য, কিন্তু ব্যভিচারী-ভাব হওয়া সত্ত্বেও এর স্থায়িভাব-বৈশিষ্ট্য বর্তমান—এ তথ্য জানানোর জন্যেই প্রথমে বলা হয়েছে।

তাই—

শান্ত হল নবম রস, নির্বেদ যার স্থায়ীভাব।

যেমন :

মালা আর হার, ফুলের বিছানা, আর পাথরের টুকরো, রত্ন আর ঢিল, বলবান্ শত্রু আর মিত্র, ঘাস আর স্ত্রীলোক—উভয় বস্তুতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে কোন এক পূতশুদ্ধ অরণ্যে 'শিব, শিব, শিব'—করতে করতে আমার দিন কাটুক্ ॥ ২২ ॥

দেবাদিবিষয়ক রতি আর মুখ্যরূপে[২৪] ব্যঞ্জিত ব্যভিচারী[২৫], আখ্যা পায় 'ভাব'[২৬] ॥ ১২½+১৩½ ॥

আদি বলতে মুনি, গুরু, রাজা এবং পুত্র। রতির বিষয় কান্তা হলে আর ব্যঞ্জিত হলে রতি হয় শৃঙ্গার-রস।

উদাহরণ : তোমার কণ্ঠস্থ বিষও, হে প্রভু, আমার কাছে মহা-অমৃত। আর অমৃত (অমৃতের আধার চন্দ্র) যদিও ঊর্ধ্বে অবস্থিত, তবুও তোমার শরীর ছেড়ে থাকায় আমাকে খুশী করে না ॥ ২৩ ॥

আপনার সাক্ষাৎকার দেহধারী [আমাদের] তিনকালেই উপযোগিতা ব্যক্ত করে। বর্তমানে পাপ দূর করল আপনার সাক্ষাৎকার ; যা ভবিষ্যৎ মঙ্গলের হেতু এবং যা ঘটেছে অতীত শুভকর্মের ফলেই ॥ ২৪ ॥

পৃঃ ২০ এভাবে অন্য উদাহরণও দেওয়া যেতে পারে। ব্যঞ্জিত ব্যভিচারীর উদাহরণ :

রাগে মুখ-ফেরানো প্রিয়তমাকে আজ স্বপ্নে দেখলাম। '[তোমার] হাত দিয়ে স্পর্শ করো না আমাকে'—বলে কাঁদতে কাঁদতে সামনে এগোতে উদ্যত হল। এমনি সময়, যেমনি জড়িয়ে ধরে শত শত স্তুতি দিয়ে প্রিয়াকে আশ্বস্ত করতে লাগলাম, সেই মুহূর্তেই, ভাই, শঠ বিধি ঘুমের থেকে আমাকে বঞ্চিত করল—এরকমই জানি ॥ ২৫ ॥

এখানে বিধাতার প্রতি বিদ্বেষ [প্রধানভাবে ব্যক্ত হয়]।

[রস এবং ভাব] অনৌচিত্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হলে হবে তদ্-আভাস।

---

২৪ স্পষ্ট হয়ে।

২৫ অনিয়ত, অস্থায়ী।

২৬ অস্থায়ী ভাব, সংক্ষেপে ভাব।

তদাভাস বলতে রসাভাস এবং ভাবাভাস। তার মধ্যে রসাভাসের উদাহরণ :

সুনয়ন, যাঁকে ছাড়া মুহূর্তের জন্যও তুমি খুশী হতে পার না, সেই ব্যক্তি কে, যাঁর স্তুতি করব? যাঁকে তুমি খুঁজছ—যুদ্ধযজ্ঞের সুরুতে যিনি জীবন হারিয়েছেন, তিনি কে? শশীমুখী, দৃঢ়ভাবে যাঁকে তুমি আলিঙ্গন কর, সেই শুভজন্মা কে? বাসনা-নগরী! এমন তপস্যাসম্পৎ কার, যাঁকে তুমি ভাবছ? ২৬॥

স্তুমঃ—প্রভৃতি বাক্য চারটিতে প্রকাশিত অসংখ্য ক্রিয়া-কলাপ মূলে থাকায় নায়িকার অসংখ্য কামুক-কেন্দ্রিক অনুরাগ ব্যক্ত হয়। ভাবাভাস যেমন :

পূর্ণিমার চাঁদের মত ওর মুখ, চোখ দুটো চঞ্চল আর বিস্তৃত, নতুন যৌবনের তরঙ্গে অঙ্গে অঙ্গে ওর বিলাস। তাই কি করি, [ওর সঙ্গে] বন্ধুত্বই বা করি কেমন করে আর ওর স্বীকৃতি পেতে উপায়ই বা কি? ২৭॥

এখানে চিন্তা ঔচিত্যহীন। এরকমভাবে অন্যগুলিও উদাহরণীয়।

আবার অন্যগুলি হল ভাবের বিনাশ, উৎপত্তি, সন্ধি এবং মিশ্রণ। ১৩॥

যথাক্রমে উদাহরণ যেমন :

'ঘন চন্দন-লেপনে লিপ্ত তার স্তন-তটের আলিঙ্গনে চিহ্নিত [তোমার] বুকটাকে কেন আমার পায়ে বারবার প্রণতি জানানোর ছলে লুকিয়ে ফেলছ?' —প্রিয়তমা এরকম বললে, 'কোথায় তা?'—এরকম বলেই চন্দন-চিহ্ন মুছে ফেলার জন্য হঠাৎ আমি তাকে বলিষ্ঠ আলিঙ্গন করলাম, আর তার তৃপ্তিতেই তন্বীও তা ভুলে গেল॥ ২৮॥

এখানে কোপের [প্রশমন]।

একই শয্যায় প্রতিদ্বন্দ্বী রমণীর নাম [মুখে] আনায় সঙ্গে সঙ্গে অভিমান-আশ্রয়ে ক্ষুব্ধ সুন্দরী তরুণী আবেগে প্রত্যাখ্যান করল প্রিয়তমকে, যদিও স্তাত সুরু করেছেন প্রিয়তম। প্রত্যাখ্যাত প্রিয়তম এবার কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে থাকায়, 'যেন ঘুমিয়ে না পড়ে'—এই ইচ্ছায় অল্প ঘাড় ফিরিয়ে আবার দেখল তরুণী॥ ২৯॥

পৃঃ ২১

এখানে ঔৎসুক্যের [উৎপত্তি]।

তপস্যা ও শৌর্যের আকর এবং গর্বিত এক ব্যক্তির আগমনে, একদিকে আমার সৎসঙ্গপ্রিয়তা এবং বীরসুলভ উৎসাহ আমাকে আকৃষ্ট করছে, আর অন্যদিকে, বার বার চৈতন্যবিলোপকারী এই সীতার আলিঙ্গন,—যা আনন্দ-জনক, যা হরিচন্দন এবং চাঁদের মত শীতল, এবং স্নিগ্ধ—[আমাকে] বাধা দিচ্ছে ॥ ৩০ ॥

এখানে আবেগ এবং আনন্দের [সন্ধি]।

[আত্মহত্যা-রূপ] অ-কার্য কোথায় আর চন্দ্রবংশ কোথায়! আবার দেখা দিতে পারে সে (=উর্বশী)। দোষ-দূরীকরণের জন্যই তো আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি। আহা রাগেও [তার] মুখ রমণীয়। নিষ্পাপ ধীমানেরা কী বলেন? স্বপ্নেও সে দুর্লভ। মন, সুস্থ হও। আহা, কোন্ ভাগ্যবান্ যুবক চুম্বন করবে [তোমার] অধর! ৩১ ॥

এখানে মিশ্রণ হল বিক্ষোভ, চাঞ্চল্য, বুদ্ধি, স্মৃতি, ভয়, দৈন্য, ধৈর্য এবং চিন্তার। ভাবের [কেবল] অস্তিত্বের কথা আগে বলা হয়েছে এবং উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

[সাধারণতঃ] রস (=শৃঙ্গাররস) মুখ্য হলেও এগুলি কখনও কখনও প্রাধান্য লাভ করে।

এগুলি=ভাবশান্তি প্রভৃতি।

প্রাধান্য বলতে, রাজার অনুগত কিন্তু বিবাহে প্রবৃত্ত (=বিবাহকারী) ভৃত্যের মত [প্রাধান্য]।

আর সেই ধ্বনি,—সংলক্ষ্যক্রম ব্যঙ্গের স্থিতি যেখানে প্রতিধ্বনির মত—তিন ভাগে বিভক্ত॥১৪॥ শব্দশক্ত্যুত্থ, অর্থশক্ত্যুত্থ এবং শব্দার্থোভয়শক্ত্যুত্থ—এই তিন ভাগে।

[ধ্বনি] তিন রকম: [প্রথম প্রকার:]—ব্যঙ্গ্যার্থ যেখানে [বাচ্যার্থের] প্রতিধ্বনি আর শব্দ-শক্তি হতে উত্থিত। [দ্বিতীয় প্রকার:]—ব্যঙ্গ্যার্থ যেখানে [বাচ্যার্থের] প্রতিধ্বনি কিন্তু অর্থ-শক্তি হতে উদ্ভূত। [তৃতীয় প্রকার:]—ব্যঙ্গ্যার্থ যেখানে [বাচ্যার্থের] প্রতিধ্বনি কিন্তু শব্দ এবং অর্থ—দুয়েরই শক্তির ফলে সৃষ্ট।

তার মধ্যে—শব্দশক্ত্যুত্থ সেই [ধ্বনি] দুভাগে বিভক্ত—এরকম জানতে হবে। যেখানে শব্দের দ্বারা প্রধানভাবে অলংকার, অথবা কেবলমাত্র বস্তু (= অনলংকৃত বস্তু) ব্যক্ত হয়। ১৫২+১৬২ ॥

কেবলমাত্র বস্তু বলতে অলংকার-শূন্য বস্তুকেই বোঝায়।

পৃঃ ২২ প্রথমটির উদাহরণ :

যুদ্ধের সময়ে বলিষ্ঠ আর ভীষণ গর্জন করতে করতে, মহামেঘের মত ভয়ংকর তরবারি তুলে, মেঘের অবিরাম বর্ষণের মত প্রান্ত দিয়ে রাজা নিভিয়ে দিলেন তিন ভুবনে প্রজ্বলিত শত্রুদের সমস্ত প্রতাপ ॥৩২॥

এখানে প্রাসঙ্গিক অর্থ (= রাজা) এবং অপ্রাসঙ্গিক অর্থের (= ইন্দ্রের) মধ্যে উপমা-সম্বন্ধ কল্পনা করা উচিত, যার ফলে বাক্যের অপ্রাসঙ্গিক অর্থ বাচ্য না হয়। এভাবে উপমা অলংকার এখানে ব্যঙ্গ্য।

প্রভু, শৌর্য আপনার কোমল এবং কঠোর। শত্রুর কাছে আপনি কালরাত্রির স্রষ্টা। আচার-ব্যবহার আপনার মধুর। আপনি বুদ্ধিমান্, এবং [বেশী] তত্ত্বের দিকে না গিয়েই কাজ করেন। প্রতি পদক্ষেপে আপনার সৈন্যদলের নেতারূপে আপনি বিভা-যুক্ত। ॥৩৩॥

এখানে এক একটি [সমাসবদ্ধ] পদকে [ভেঙে] দুই পদ করলে [লক্ষ্য করা যায়] আপাতবিরোধ [বা বিরোধাভাস]।

প্রভু, আপনি লুটে নিয়েছেন শত্রুর আনন্দ। যুদ্ধ-লব্ধ উৎকর্ষে আপনি হয়ে উঠেছেন মহান্। [আর] দুষ্টের অ-হিতকারী বলে সজ্জনের [আপনি] যশের পাত্র। ২৪ ॥

এখানেও বিরোধাভাস [অলংকারধ্বনি]।

শিল্পে চাতুর্যের জন্য প্রশংসার পাত্র সেই ত্রিশূলধারীকে নমস্কার। যিনি ভিত্তি (canvas) এবং শিল্পের উপাদানগুলি ছাড়াই জগৎ-চিত্রকে এঁকেছেন ॥৩৫॥

এখানে ব্যতিরেক-[অলংকার-ধ্বনি]। ব্রাহ্মণ-শ্রমণের* মত অলংকার্যও এখানে অলংকার [হল]।

* ব্যঙ্গ্য বা ধ্বনি মুখ্য হলে বলা হয় অলংকার্য (= যাকে অলংকৃত করা হয়)। অলংকার্যকে অলংকার বলা যায় না। কিন্তু কখনও কখনও অলংকার্য অলংকার হতে পারে। যেমন ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ-ভিক্ষু হওয়ার পর তার কোন জাত থাকে না। তবুও আগে যে ব্রাহ্মণ ছিল, এবং পরে যে ভিক্ষু হয়েছে, তাকে 'ব্রাহ্মণ-শ্রমণ' বলা যায়।

কেবল বস্তুর উদাহরণ :

পাহাড়ী এই গ্রামে শয্যা একটিও নেই। [তবে] মেঘ উঠেছে দেখে (অথবা উঁচু স্তন দেখে) যদি থাকতে চাও, তাহলে থাক।৩৬

যদি [আমাকে] উপভোগেচ্ছু হও, তাহলে থাক—এখানে এরকম [অর্থ] ব্যঞ্জিত হয়।

নরেন্দ্র, যার উপরে তুমি ক্রুদ্ধ হও, শনি আর অশনি—দুইই তাকে ভীষণ আঘাত করে। আর যার উপরে প্রসন্ন হও, মহান্ হবার সে সুযোগ পায়, স্ত্রীও তাকে মেনে চলে ॥ ৩৭॥

'পরস্পরবিরোধী শক্তিগুলিও তোমার অনুসরণের জন্য একই কাজ করে'—এই অর্থই ধ্বনিত হয়।

আর অর্থশক্ত্যুদ্ভব ব্যঞ্জক অর্থ [তিন রকম] : (১) স্বতঃসম্ভবী, (২) কবিপ্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ এবং (৩) কবিকল্পিত ব্যক্তির প্রৌঢ়োক্তি সিদ্ধ। এগুলির (=ব্যঞ্জক অর্থগুলির) কোনটি বস্তু, কোনটি আবার অলংকার। অর্থশক্ত্যুদ্ভব ব্যঞ্জক অর্থ তাই ছয় রকম। এই অর্থ আবার যেহেতু [কখনও] বস্তু, [কখনও] বা অলংকার ব্যঞ্জিত করে, অতএব এই অর্থ ১২ প্রকার। ॥১৬+১৭+১৮২॥

পৃঃ ২৩

স্বতঃসম্ভবী অর্থ কেবল কবির উক্তির দ্বারাই সৃষ্ট নয়, বহির্জগতেও তা যথার্থরূপে অস্তিত্বশীল।

[কেবল কবিপ্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ অর্থ] বহির্জগতে না থাকলেও কবির প্রতিভা দ্বারাই সৃষ্ট।

[কবিকল্পিত ব্যক্তির প্রৌঢ়োক্তি-সিদ্ধ অর্থ বহির্জগতে না থাকলেও] কাব্যের চরিত্র কর্তৃক সৃষ্ট হয়। এভাবে অর্থশক্ত্যুত্থ ধ্বনি তিন রকম। এই অর্থ কখনও বস্তু, কখনও বা অলংকার। তাই ব্যঞ্জক অর্থ ৬ প্রকার। সেই ব্যঞ্জকের আবার ব্যঙ্গ্য হল, কখনও বস্তু, কখনও বা অলংকার। এভাবে অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি ১২ প্রকার।

যথাক্রমে উদাহরণ :

"কন্যা, তার স্ত্রী এবং সম্পৎ প্রচুর, সে অলসশিরোমণি আর ধূর্তদের অগ্রণী" —এরকম বলা হলে ঢলো-ঢলো-দেহ মেয়েটির চোখ দুটো উৎফুল্ল হয়ে উঠল।৩৮

এখানে সে আমার উপভোগ্য—এই তথ্যটি আগের তথ্যের দ্বারা ব্যঞ্জিত হল।

প্রিয়ের সঙ্গে মিলনের সময় যে [তুমি] কথা বলতে পার, আর সঙ্গম-অবকাশে সহজেই অসংখ্য স্তুতি-উক্তি করতে পার, সেই [তুমি] ধন্য। আমার দয়িত কিন্তু, কোমরে হাত দিলেই, সখী, শপথ করে বলছি, আমার আর কিছুই মনে থাকে না ॥৩৯॥

এখানে তুমি অধন্য, আর আমি ধন্য—এরকম [প্রতীতির ফলে] অলংকার ব্যতিরেক হয়ে উঠে ব্যঙ্গ্য।

রাগে লাল কালী-কটাক্ষের মত যার হাতের তরবারি যুদ্ধের মুহূর্তে চোখে পড়ল বীরেদের। যে তরবারি মদান্ধ গন্ধ-গজের কপাল-কপাটের গোড়ায় পড়ায় (=তাই বেরিয়ে আসা) ঘনরক্তে লাল ॥৪০॥

এখানে উপমা-অলংকারের দ্বারা, 'সমস্ত শত্রু-সৈন্য মুহূর্তে ধ্বস্ত হবে'—এরকম তথ্য ব্যঞ্জিত হচ্ছে। যুদ্ধের সময়ে রাগে নিজের দাঁত কামড়ে (=কট্‌মট্ করে) যিনি শত্রু-বধূর প্রবালের মত ঠোঁটগুলিকে দয়িত-দাঁতের গাঢ়-ক্ষতের ব্যথা-সংকট থেকে মুক্তি দিলেন। ॥৪১॥

এখানে বিরোধ-অলংকারের দ্বারা, 'ঠোঁটে কামড় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শত্রুরা নিহত হল'—এরকম তুল্যযোগিতা এবং 'আমার ক্ষতিতে অপরের ক্ষতি নষ্ট হোক্'—এই বোধের প্রতীতি হওয়ায় উৎপ্রেক্ষা-অলংকার ব্যঞ্জিত হয়। এই উদাহরণগুলিতে ব্যঞ্জক স্বতঃসম্ভবী (self-existent)।

পৃঃ ২৪

বেণুবীণার মূর্চ্ছনায় কৈলাসের সর্বোচ্চশিখরে অপ্সরাকুলকর্তৃক গীত যে কীর্তিগাথা শুনে, দিক্-হস্তীর দল এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে কানের দিকে শুঁড় বাড়িয়ে দিল, ভাবল—[ঝরছে] সরস পদ্মমূল ॥৪২॥

এখানে যাদের অর্থবোধ হয় না, তাদেরও এরকম অর্থবোধ হওয়ার ফলে 'তোমার কীর্তি চমৎকৃত করে'—এরকম তথ্য ধ্বনিত হয় তথ্যের মাধ্যমে।

যুদ্ধে জোরপূর্বক বিজয়লক্ষ্মীর চুলের মুঠিতে ধরলেন রাজা। যার ফলে শত্রুদেরকে আপন কণ্ঠে (=অভ্যন্তরে) ভালভাবে আশ্রয় দিল গুহাগুলি ॥৪৩

যুদ্ধে জয় দেখে রাজার শত্রুরা পালিয়ে গুহাতে আশ্রয় নিল—[এই অর্থের ফলে] কাব্যহেতু অলংকার [ব্যঞ্জিত হয়]। আবার, শত্রুরা পালিয়ে আশ্রয় নিল—তা নয়, বরং রাজার হাতে তাদের পরাজয় অনুমান করে তাদেরকে গুহাগুলি ছেড়ে যেতে দিল না—এরকম অপহ্নুতি-অলংকারও ব্যঞ্জিত হল।

দয়িত জোর করে গাঢ়-আলিঙ্গনে উদ্যত হলে, যেন আলিঙ্গন-পীড়নের ভয়েই মনস্বিনী মহিলাদের অভিমান আস্তে আস্তে দূরে গেল। ৪৪॥

প্রত্যালিংগনের জন্য সুরু হল আলিঙ্গন—এ ধরণের উৎপ্রেক্ষার দ্বারা এখানে বস্তু ব্যঙ্গ্য হয়।

সেই সরস্বতীর জয় হোক্। কবির মুখপদ্মে অবস্থিত, যিনি বৃদ্ধ প্রজাপতিকে উপহাস করার জন্য অন্য এক নতুন বিশ্বের সন্ধান দেন। ৪৫

এখানে উৎপ্রেক্ষার দ্বারা 'অবিমিশ্র আনন্দের উৎস, নতুন নতুন জগৎ নির্মাণ করেন সরস্বতী, জীবন্ত আসনে উপবিষ্ট হয়ে'—এরকমের ব্যতিরেক-অলংকার ব্যঙ্গ্য হয়।

এগুলিতে (=আগের ৪টি উদাহরণে) ব্যঞ্জক, কবিপ্রৌঢ়োক্তি দ্বারা (**by bold assertion of the poet** ; সিদ্ধ।

পৃঃ ২৫

যে [মলয়পবন] হেমকূট পর্বতের পাদদেশে উদ্ভূত হল, কিন্তু সম্ভোগক্লান্ত সর্পিণীদের মেলে ধরা, খুশীতে ভরা, ফণার কবলে পড়ে রিক্ত হল ; সেই মলয়পবন, শিশু হলেও, এখন আবার বিরহিণীদের নিঃশ্বাসে ভরাট হয়ে, হঠাৎ যেন যৌবন পেল ॥ ৪৬

এখানে [শ্লোকোক্ত] তথ্যের মাধ্যমে ব্যক্ত হয় এরকম তথ্য :

নিঃশ্বাস থেকে ঐশ্বর্য পেল যে বাতাস, সে বাতাস কী না করতে পারে ? (=সবই করতে পারে)।

ধৈর্য সহকারে আশ্বস্ত হয়ে ধরে-থাকা আমার অভিমান হঠাৎ ছুটে গেল, প্রিয়কে দেখে ব্যাকুল হওয়ার মুহূর্তে ॥৪৭

'প্রার্থনা না করা হলেও, নায়িকা প্রসন্ন হল'—এরকম বিভাবনা, অথবা, 'প্রিয়াকে দেখার সৌভাগ্যশক্তি ধৈর্য ধরে সহ্য করা যায় না'—এই উৎপ্রেক্ষা, এখানে বস্তুর দ্বারা ব্যঙ্গ্য হয়।

তোমার দেহে নখ আর দাঁতের সদ্য ক্ষতচিহ্ন আমার চোখে দিয়েছে রক্ত-বসনের প্রসাদ। রাগে এ দুটো আক্রান্ত (লাল) নয়। ৪৮॥

'তোমার চোখ দুটো ক্রুদ্ধ কেন?' দয়িত এরকম দয়িতাকে জিগ্যেস্ করলে উপরি-উক্ত ভাবে অর্থাৎ উত্তর-অলংকারের মাধ্যমে উত্তর দিল দয়িতা। যার ফলে অলংকারের দ্বারা—'কেবল তুমি সন্ত নখের দাগ লুকোচ্ছ, তা নয়, ক্ষত-গুলির প্রসাদ-পাত্র হচ্ছি আমি'—এরকম তথ্য ব্যঞ্জিত হয়।

ভাগ্যবান্! রাজার মেয়ের চিন্তায় মন তোমার ভর্তি। ওখানে স্থান করতে না পেরে, কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে, সে দিনের পর দিন ক্ষীণ দেহকে করে তুলছে ক্ষীণতর।৪৯॥

এখানে হেতু-অলংকার, 'ক্ষীণ দেহকে ক্ষীণতর করে ফেললেও তোমার মনে স্থান পাচ্ছে না'—এরকম গূঢ়ার্থের মাধ্যমে ব্যঞ্জিত করে বিশেষোক্তি-অলংকার। আগের ৪টি উদাহরণে কবিকল্পিত ব্যক্তির প্রৌঢ়োক্তি দ্বারাই ব্যঞ্জকের স্বরূপ নিষ্পন্ন হয়।

এভাবে ভেদ ১২ রকম।

উভয়শক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি এক রকম।

যেমন :

তারা-ঝলমল্ রাত্রি, অতন্দ্র চাঁদের অলংকার পরে, আর বাসনাকে উদ্দীপ্ত করে, কাকে না খুশী করে? ৫০॥

এখানে উপমা ব্যঙ্গ্য।

তাই এর প্রকার আঠার ॥১৮॥

এর = ধ্বনির।

এখন, রস প্রভৃতির অসংখ্য ভেদ থাকলেও [কেবল] ১৮টি [ভেদ] বলা হল কেন?—এরকম প্রশ্ন উঠলে বলা হবে :

রস প্রভৃতির (= 'ভাব' থেকে 'ভাবশবলতা' অবধি ৭টি বস্তুর) অসংখ্য ভেদ থাকায় এগুলিকে একপ্রকার বলে ধরা হয়। ১৯ই

'অসংখ্য হওয়ায়'—অংশটুকু [ব্যাখ্যাত] হল। যেমন, রস ৯টি। তার মধ্যে শৃঙ্গারের ভেদ দুই : সম্ভোগ এবং বিপ্রলম্ভ। সম্ভোগের আবার অনেক ভেদ—পারস্পরিক দৃষ্টি-বিনিময়, আলিঙ্গন, চুম্বন, পুষ্প-সংগ্রহ, জলকেলি, সূর্যাস্ত, চন্দ্রোদয় এবং ছয় ঋতুর বর্ণনা ইত্যাদি।

বিপ্রলম্ভের অভিলাষ প্রভৃতি ভেদ বলা হয়েছে।

এই দুয়ের আবার বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের বৈচিত্র্যভেদে প্রকারভেদ হয়।

আবার এ দুয়ের (সম্ভোগ আর বিপ্রলম্ভের) নায়কদের বিভাগ রয়েছে—উত্তম, মধ্যম এবং অধম—প্রকৃতি অনুসারে। তাদের আবার স্থান, কাল, পাত্র, অবস্থা—প্রভৃতি ভেদে অসংখ্য ভেদ। এভাবে এক রসেরই অসংখ্য ভেদ। অন্য রসগুলির গণনায় আর কী লাভ? যাই হোক্, অসংলক্ষ্যক্রমত্ব-রূপ সাধারণ বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে রস প্রভৃতির ধ্বনি একপ্রকার বলে বিবেচিত হয়।

উভয়োদ্ভব ধ্বনি কেবল [বাক্যে] থাকে।

উভয়োদ্ভব=শব্দার্থোভয়শক্তিমূল।

শব্দ এবং অর্থ উভয়ের শক্তি যে ধ্বনির হেতু।

অন্যগুলি পদেও থাকতে পারে।

‘ও’ বলতে বুঝতে হবে বাক্যেও।

এক অঙ্গে, অলংকার পরিহিত স্ত্রীলোকের মত উক্তি বাক্য-ব্যঙ্গ্য হলেও পদ-দ্যোতিত ব্যঙ্গ্যের দ্বারা সৌন্দর্য-লাভ করে।

এবার পদ-প্রকাশিত ১৭ রকম ধ্বনির উদাহরণ যথাক্রমে দেওয়া হল:

১. তিনি জন্মেছেন, বেঁচেও আছেন। যাঁর মিত্রেরা মিত্রই (বিশ্বাসের পাত্র), শত্রুরা শত্রুই (নিয়ন্ত্রণের যোগ্য), অনুকম্পার পাত্রেরা অনুকম্প্যই (স্নেহের পাত্র) ॥৫১॥

এখানে দ্বিতীয় মিত্র, শত্রু এবং অনুকম্প্য—শব্দগুলির বাচ্যার্থ [যথাক্রমে] বিশ্বাসের, নিয়ন্ত্রণের এবং স্নেহের পাত্ররূপ অর্থে পরিবর্তিত হয়েছে।

২. যদিও দেখা যায়—খলের ব্যবহার ভীষণ, কিন্তু ধীমান্-দের প্রতিশ্রুতির আদর করেন ওদের ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা (=সকলেই)। কারণ, এ প্রতিশ্রুতির নড়চড় হয় না। ৫২

এখানে ‘বিমুহ্যন্তি’ পদটি ব্যঞ্জক।

৩. ক. সেই লাবণ্য, সেই কমনীয়তা, সেই বাচনভঙ্গী তখন মনে হত অমৃত। এখন দারুণ জ্বরের [মত মনে হয়] ॥৫৩॥

এখানে ‘সেই’ ‘সে’—ইত্যাদি পদের দ্বারা, ‘বস্তুগুলি একমাত্র অনুভবের বিষয়’—এই অর্থ ব্যঞ্জিত হয়।

খ. 'সুন্দরী, সারল্য নিয়ে [-ই] সারা জীবন অতিবাহিত হবে, এ রকমের প্রস্তাব কেন? অভিমানের আশ্রয় নাও, ধৈর্য ছেড়ে দাও, আর প্রেয়সী, ঋজুতা দূরে রাখ'।—সখী এরকম বললে নায়িকা ভয় ভয় মুখ করে সখীকে বলল,—'আস্তে বল, প্রাণে যার অবস্থান, সেই প্রাণেশ্বর হয়ত শুনে ফেলবেন' ॥ ৫৪ ॥

এখানে 'ভয় ভয় মুখ করে'—পদটি ব্যঞ্জক। 'ভয় ভয় মুখ করে, আস্তে আস্তে বলাই যুক্তিযুক্ত'—এরকম ব্যঙ্গ্যার্থ এখানে প্রতীত হয়।

৪. রাজা, অর্গলের মত তোমার হাত দুটো, রক্তপ্রবাহের প্রসাধন দেওয়া তরওয়ালের অস্তিত্বে ভীষণ সুন্দর। কপালে আবার লক্ষণীয় হঠাৎ ভ্রূকুটি-টংকার। [সব মিলিয়ে] তুমি ভীষণ (=অথবা বিস্ময় উদ্রেককারী) ॥৫৫॥

এখানে ভীষণ রাজার উপমান ভীমসেন ব্যঞ্জনা-গম্য।

৫. সজ্জনের (=প্রিয়ের) আগমন কাকে না আনন্দ দেয়? যা উপভোগ এবং [বিরহ-] মুক্তির হেতু, আর গোপনে মিলনের বোধক।

[অথবা, সত্যভূত শ্রুতি কাকে না আনন্দ দেয়? যা স্বর্গীয় ভোগ এবং মোক্ষের হেতু আর পুরোপুরি আদেশে তৎপর।] ৫৬॥

এইভাবে কোন নায়িকা সংকেতকারী নায়ককে ব্যঞ্জনার মাধ্যমে [আপন সম্মতি] জানাচ্ছে।

৬. আকাশ-মণি (=সূর্য) হাজির হয়েছে অস্তাচলের মাথায়। আর তুমি শেষ করেছ সান্ধ্য স্নান। অঙ্গে প্রলেপ দিয়েছ চন্দনের। এখানে এসে পৌঁছেছ স্বচ্ছন্দে। আশ্চর্য তোমার সৌকুমার্য। যার ফলে, তুমি এখন এত ক্লান্ত—যে তোমার চোখ দুটো বন্ধ (মীলিত) ছাড়া থাকতে পারছে না [খোলা অবস্থায়]। ৫৭॥

শ্লোকস্থ তথ্য, 'এখন' পদের ব্যঞ্জনার মাধ্যমে 'পরপুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ফলে তুমি ক্লান্ত'—এ ধরণের বস্তু ব্যঞ্জিত করছে।

৭. তাঁর (=কৃষ্ণের) বিরহে যে মহাদুঃখ, তাতেই ক্ষয় হল ওর অনন্ত পাপ। ওর সঞ্চিত পুণ্যেরও ক্ষয় হল, তাঁর (=কৃষ্ণের) চিন্তাজনিত বিপুল আহ্লাদের ফলে। ৫৮॥

জগতের উৎস, পরব্রহ্মস্বরূপ [কৃষ্ণকে] ভাবতে ভাবতে আর এক গোপকন্যা, রুদ্ধশ্বাস হয়ে মুক্তি পেল। ৫৯॥

এখানে বক্তব্য হল : পাপপুণ্যের ফল উপভুক্ত হয় জন্ম-জন্মান্তরের মাধ্যমে কিন্তু এখানে উপভুক্ত হল বিরহ-দুঃখ আর চিন্তন-আনন্দের মাধ্যমে। এরকম হওয়ায় 'অশেষ' এবং 'চয়' পদের দ্বারা দ্যোতিত হয়েছে অতিশয়োক্তি।

এবার পদ-প্রকাশিত স্বতঃসম্ভবী বস্তু-ব্যঙ্গ্য অলংকারের উদাহরণ :

৮. বীর, তুমি পরাঙ্‌মুখ হওয়ায় তোমার শত্রুদের সব কিছুই প্রতিকূল [পরাঙ্‌মুখ]। রাত্রি দুঃখময় মুহূর্তের কারণ। বন আশ্রয় দেয় না। পাশাখেলা ইত্যাদি আর আমোদ হয়ে ওঠে না। ৬০॥

'সর্ব', পদের দ্যোতনার মাধ্যমে, 'বিধিও তোমাকে অনুসরণ করছে'—এরকম বস্তু ব্যঞ্জিত হয় 'বিরোধ'-এর সহায়তায় এবং 'অর্থান্তরন্যাসের' সক্রিয়তায়। বিরোধ অলংকারটি [দ্ব্যর্থক] শব্দের উপর প্রতিষ্ঠিত।

৯. 'এই ভোরে, তোমার প্রিয়ের ঠোঁট যেন ম্লান পদ্মের পাপড়ি'—এ কথা শুনে নতুন বৌ মুখ নীচু করল মাটির দিকে। ৬১

এখানে রূপক কর্তৃক 'তুমি বারবার ঠোঁটে চুমু খেয়েছ, যার ফলে ঠোঁটের মলিনতা'—এ রকম কাব্যলিঙ্গ-অলংকার ব্যঞ্জিত হল। দ্যোতিত হল 'মিলাণ' প্রভৃতি পদের মাধ্যমে (=মিলাণ প্রভৃতি পদেই রূপক)।

১০. জোৎস্না রাত্রিতে ললিত ধনু আকর্ষণ করে, সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে [কামদেব] একচ্ছত্রাধিপত্য বিস্তার করেন তিন ভুবনে। ৬২

'কামোন্মত্ত যে সমস্ত ব্যক্তির রাজা মদনদেব, তাদের কেউই তার আদেশের প্রতিকূল-আচরণকারী নয় অর্থাৎ জাগ্রত সকলেই উপভোগে রাত্রি অতিবাহিত করে চলেছে'—এ রকমের বস্তু ['যা ভুঅণরজ্জ' পদের দ্যোত্য], বস্তু দ্বারাই প্রকাশিত হয়।

১১. কুটিল বয়সে (=যৌবনে) সুনয়নার চোখে ধারাল তীরের শক্তি অর্পণ করেন অনঙ্গ। সেই [তীরের শক্তি পাওয়া] চাহনি যেদিকে পড়ে, সেই দিকেই, [বিরহকালীন দশ দশা] একত্রিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ৬৩॥

এখানে বস্তু-দ্বারা বিরোধ-অলংকার ব্যক্ত হয়। বিরোধ 'ব্যতিকর' পদের দ্বারা দ্যোতিত হয়। অবস্থাগুলি পরস্পরবিরুদ্ধ হলেও একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। তা হল এরকম :

১২. সন্তাপক্লিষ্ট হৃদয়, বারবার নিবৃত্ত করলেও, পূতজন্মা এবং স্তনদ্বয়ের সখা হার তাকে ছেড়ে যায় নি।৬৪

'পূতজন্ম' রূপ হেতু দ্বারা (যা অলংকার, অলংকরণ), 'হার অনবরত কাঁপতে থাকল'—এরকম তথ্য দ্যোতিত হল। দ্যোতিত করল 'ণ চলই'-পদটি।

পৃঃ ২৯

১৩. [সুন্দরীর] সুন্দর কালো চুলের কবরী হয়ে (=কবরীর আকারে) সুন্দর দেহ ধরল অনঙ্গ। [তারপর] তার কাঁধ হতে শক্তি নিয়ে সুরত-যুদ্ধে জয়ী হল।৬৫

বার বার টানাটানিতে বেণী-বন্ধন এমনভাবে তার কাঁধের উপর পড়ল, যে রতিনিবৃত্তি হলেও ইচ্ছা-নিবৃত্তি না হওয়ায় পুনরায় কামোন্মত্ত হল [নায়ক]—এরকম তাৎপর্যের ফলে অলংকার হল বিভাবনা। এগুলিতে (=আগের ৪টি উদাহরণে) কেবল কবির কাল্পনিক উক্তি দ্বারাই ব্যঙ্গ্য উদ্ভূত হল।

১৪. হে সুন্দর, সত্যি করে আমাকে বল, নতুন পূর্ণিমা চাঁদের তুমি কে? [চাঁদের কাছে] যুবতী রাত্রির মত তোমার কাছে সৌভাগ্যশালিনী আজ কে?৬৬

'আমার মতই অন্য একটি নায়িকাতে তুমি প্রথমে অনুরক্ত হয়েছ, পরে আর থাকবে না'—এই ঘটনাটি ব্যক্ত হল শ্লোকের ঘটনা হতে। ব্যঞ্জনা এখানে 'নতুন—' এবং 'যুবতী—' দুটি শব্দের উপর নির্ভরশীল।

১৫. সখী, নিধুবনের নতুন যুদ্ধে নিবিড় আলিঙ্গন-সখী (=আলিঙ্গন) দূরে সরিয়ে দিয়েছিল—ছিঁড়ে গিয়ে [দু-একটি মুক্তা] ছিটিয়ে যাওয়া হার। তার পর [তোমার] রমণ কেমন চলেছিল?৬৭

হার ছেঁড়ার পরে আর এক-আলিঙ্গন নিশ্চয় হয়েছিল, সেই আলিঙ্গন কেমন, তা বল'—এ রকম তাৎপর্যার্থের মাধ্যমে ব্যতিরেক-অলংকার ব্যঙ্গ্য হয়, যা 'কহং' (=কেমন) পদ-নির্ভর। শ্লোকস্থ ঘটনা-দ্বারাই ব্যতিরেক-অলংকার গম্য হয়।

১৬. ক. ঘরের দরজায় ঢুকতে গিয়ে, পথের পানে মুখ ফিরিয়ে তাকানোর জন্যে ঘটটাকে কাঁধে নিতে গিয়ে, 'হায়, হায়, ভেঙে গেল' বলে কাঁদতে সুরু করলে। সখি, একি!৬৮

'নায়ক সংকেত-স্থানে যাচ্ছে দেখে, তুমি যদি যেতে চাও, তাহলে আর একটা ঘট নিয়ে তুমি চলে যাও'—এ রকমের বস্তু প্রতীয়মান হয়, হেতু-অলংকারের ফলে। বস্তুর প্রতীতি 'একি! (কিংতি)'—পদ-নির্ভর।

খ. সখী, তোমাকে আলুথালু আর চঞ্চল দৃষ্টি দেখে, [তোমার তুলনায়]
নিজেকে ভারী মনে করে, দ্বারস্পর্শের ছলে [নিজেকে]
পৃঃ ৩০ পাতিত করিয়ে, [নিজেই] ভেঙে গেল।৬৯

'দরজায় ধাক্কা খাওয়ার ছলে'—এই অর্থ-নির্ভর অপহ্নুতির মাধ্যমে এরকম বস্তু ব্যঞ্জিত হয় :

নদীতীরের লতা-কুঞ্জে সংকেত দেওয়া ছিল যাকে, তাকে [প্রথমে] না পেয়ে, পরে ঘরে ঢোকার সময়ে [লতাকুঞ্জে] উপস্থিত দেখে, আবার নদীতীরে যাওয়ার জন্যে দরজায় ধাক্কা খাওয়ার ছলে চালাকি করে [তার জন্যে] ব্যাকুল তুমিই ত' ঘট ভেঙেছ—আমি বুঝেছি। তবে তুমি সাহসী হচ্ছ না কেন? অতএব তোমার ইচ্ছা-পূরণের জন্য যাও। আমি তোমার শাশুড়ীকে সব বুঝিয়ে দেব।

১৭. হায়, বৃদ্ধা হলেও নববধূর মত সেই পরস্ত্রী তোমার মন কেড়ে নিয়েছে। চাঁদের আলো আর মদ, এনে দিয়েছে তার যৌবন। সেই যৌবন পেয়ে তার চিত্ত এখন মিলনের জন্য উৎসুক।৭০

এখানে কাব্যলিঙ্গ ব্যঞ্জিত করে আক্ষেপ অলংকার, এরকম তাৎপর্যার্থের মাধ্যমে :

তুমি আমাকে ছেড়ে অপরের বৃদ্ধা স্ত্রীকে চাও। তোমার আচরণ তাই বলার যোগ্য নয়।

'পরবধূ' শব্দের দ্বারা 'আক্ষেপ' অলংকার দ্যোতিত হয়। এগুলিতে ধ্বনি, কাব্যের চরিত্রের প্রৌঢ়োক্তির দ্বারাই সিদ্ধ। বাক্যপ্রকাশিত ধ্বনির উদাহরণ আগে দেওয়া হয়েছে। উভয়-শক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি পদ-প্রকাশ্য হয় না। এভাবে ধ্বনির প্রকার পঁয়ত্রিশ॥

অর্থশক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি মহাবাক্যে [অথবা প্রসঙ্গেও] থাকে।৯৯

যেমন শকুন এবং শৃগালের কথোপকথন প্রভৃতিতে :

শকুন-শৃগালে ভরতি, কঙ্কাল-ছড়ানো, সমস্ত প্রাণীর পক্ষে ভয়ংকর, ভীষণ এই শ্মশানে থেকে কোন লাভ নেই।৭১

একবার কালধর্মের কবলে পড়লে এখানে কেউ বেঁচে উঠে না। সে মিত্রই হোক্ আর শত্রুই হোক। জীবকুলের পরিণতি এরকমই।৭২॥

: দিনের বেলায় প্রভাবশালী, শকুনের লোক-তাড়ানোর জন্যে এই উক্তি [প্রসঙ্গেই প্রসিদ্ধ। (—প্রসঙ্গ থেকেই বোঝা যায়)]।

বোকার দল. ঐ ত সূর্য রয়েছে আকাশে। এখন আদর কর। মুহূর্তগুলি এখন বিপদ-সঙ্কুল। হয়ত এ কখন বেঁচে উঠবে। ৭৩ ॥

বিন্দুমাত্র শংকিত না হয়ে শকুনের কথায় কেন ছেড়ে চলে যাবে সোনার বরণ ছেলেটিকে—যৌবনে যে এখনও পা দেয় নি ?৭৪ ॥

পৃঃ ৩১ রাত্রিতে প্রভাবশালী শৃগালের উক্তি-প্রসঙ্গেই (= উপরি-উক্ত উক্তিপ্রসঙ্গে) প্রসিদ্ধ। উক্তির অর্থ মানুষকে ফিরিয়ে আনা।

গ্রন্থের বিস্তৃতির ভয়ে অন্য ১১টি ভেদের উদাহরণ দেওয়া নাই। আর লক্ষণ দেখে নিজেই উদাহরণ দেওয়া যায়। 'মহাবাক্যেও'—এখানে, 'ও' বলতে পদ এবং বাক্যেও।

রস প্রভৃতি, পদের অংশে, রচনাশৈলীতে এবং বর্ণেও থাকে।

তার মধ্যে শব্দ-প্রকৃতি দ্বারা ব্যঞ্জনার উদাহরণ :

১. ক. পার্বতী কর্তৃক চুম্বিত শিবের তৃতীয় নেত্র জয়ী হয়ে রইল। যে শিবের নয়ন-যুগল রতি-ক্রীড়ার প্রসঙ্গে বসন-অপহরণকারী কর-কিসলয় কর্তৃক রুদ্ধ।৭৫

'জয়ী হয়ে রইল', 'শোভা পায়' হতে পৃথক। বন্ধ করে ফেলার ব্যাপারে সমান হলেও এর (=তৃতীয় নেত্রের) আচ্ছাদন অসাধারণ প্রক্রিয়া দ্বারা হল। এজন্যেই তা (=তৃতীয় নেত্র) উৎকৃষ্ট।

যথা :

খ. দয়িত শপথ করে পায়ে হাত দিলে কান্তা প্রত্যাখ্যান করল। প্রত্যাখ্যাত দয়িত, উন্মনা হয়ে যেই না শয্যা-কক্ষ হতে দু-তিন পা এগিয়ে গিয়েছে, অমনি দয়িতা, খসে-পড়া নীবীবন্ধ দুই হাতে আটকে, দৌড়ে ধরে ফেলে পায়ে পড়ল দয়িতের। হায়, প্রেমের কী বিচিত্র গতি। ৭৬॥

[শয্যাকক্ষ হতে] 'দরজায় গেল'—বলা হয় নি, বলা হয়েছে [দু-তিন] পা গেল।

২. তিঙ্ এবং সুপ্ এর ব্যঞ্জনা যেমন :

ক. পথে পথে অঙ্কুরের শ্রী, শুক-চঞ্চুর মত যা সুন্দর। দিকে দিকে লতা-গুলিকে নাচিয়ে চলল বয়ে চলা পবন। মানুষে মানুষে ঝরাঝ্ঝর্ তীর ছুঁড়ছে অনঙ্গ। নগরে নগরে বন্ধ হয়ে গেল মানিনীর অভিমান-চর্চা।৭৭॥

'কিরতি'র তিঙ্-এর দ্বারা প্রক্ষেপণের চলমানতা,—'নিবৃত্তা'র সুপ্-এর দ্বারা নিবর্ত্তনের (=বন্ধ হওয়ার) নিষ্পন্নত্ব বোঝা যায়। আবার ক্ত-প্রত্যয়ের দ্বারা অতীত-ত্ব দ্যোতিত হয়। আবার উদাহরণ :

খ. কঠিনে, এখন অভিমান ছেড়ে দাও। মাটিতে আঁচড় কাটতে কাটতে, তোমার মনের মানুষ মুখ নামিয়ে বসে রয়েছে বাইরে। অনাহারে থেকে, অনবরত কান্নার ফলে, চোখগুলো ফুলে উঠেছে তোমার সখীদের। খাঁচার শুকপাখীরা হাসা, ওড়া—সব ছেড়ে দিয়েছে। আর তোমারও অবস্থা এরকম।৭৮॥

এখানে বলা হয়েছে 'আঁচড় কাট্তে কাট্তে'। 'আঁচড় কাট্ছে' বলা হয় নি। তেমনি বলা হয়েছে—'রয়েছে'; 'ছিল' নয়। অর্থাৎ [তোমার] তুষ্টি অবধি রয়েছে [=থাকবে]।

পৃঃ ৩২

'মাটিকে' বলায় বোঝাচ্ছে—'আঁচড় কাটছে'। 'মাটিতে' বলা হয় নি, যার অর্থ হত—বুদ্ধি দিয়ে লিখছে। : এগুলিই ব্যঞ্জিত হল সুপ্, তিঙ বিভক্তির মাধ্যমে।

[ষষ্ঠীবিভক্তিবোধ্য] সম্বন্ধ-কর্তৃক ব্যঙ্গ্য প্রতীতি :

৩. [ঝগড়ার সময় নাগরিক স্ত্রীর প্রতি গ্রাম্যস্ত্রীর উক্তি]

গ্রামে আমার জন্ম। গ্রামে আমার বাস। নগরের আচার-ব্যবহার আমি জানি না। তবে নাগরিকা-দের স্বামীদের [চিত্ত] আমি হরণ করি। সে আমি যাই হই আর তা-ই হই।৭৯॥

এখানে 'নাগরিকাদের' এই ষষ্ঠী বিভক্তির* ব্যঞ্জনা। 'নাগরিকদের' অনাদর করে হরণ করি—ব্যঙ্গ্যার্থ।

৪. 'ক্ষত্রিয়-কুমার ছিল সুন্দর'—এখানে কালের [ব্যঞ্জকত্ব]।

হরধনু ভেঙে ফেললে রামকে একথা বলেন পরশুরাম।

৫. বচনের [ব্যঞ্জকত্ব] :

সেই গুণগ্রহ সমূহের, সেই উৎকণ্ঠা-সমূহের, সেই প্রেমের, সেই আলাপন-গুলির, পরিণতি হল এরকম। ৮০॥

গুণগ্রহ প্রভৃতি বহু হলেও প্রেমে এক—এটিই এখানে ধ্বনি।

---

* অনাদরে ষষ্ঠী।

৬. পুরুষ-পরিবর্তনের ফলে ব্যঞ্জনা :

হে চিত্ত, চঞ্চললোচনকে পছন্দ হওয়ায়, বৈরাগ্যময় ধ্রুব প্রেম ছেড়ে দিয়ে, মৃগনয়নাকে দেখে নাচতে সুরু করেছ? মনে হচ্ছে, তুমি বিহার করবে। হায়, অন্তরের এই নিন্দনীয় অভীপ্সা ছেড়ে দাও। সংসার-প্রবাহের সাগরে একের কণ্ঠে বাঁধা, এই একখণ্ড পাথর ॥৮১॥

এখানে ব্যঙ্গতা (উপহাস) ব্যঙ্গ্য।

৭. পূর্বনিপাতের (irregular priority) ব্যঞ্জকত্ব যেমন :

যাদের কেবল বাহুবল আছে, তারা দুর্বলরূপে পরিগণিত হয়। কেবল রাষ্ট্রনীতি-প্রক্রিয়ার যারা শরণ নেয়, সেই সমস্ত রাজাদের দ্বারাই বা কী কাজ হবে? হে পৃথ্বীন্দ্র, আর যারা শৌর্য এবং রাষ্ট্রনীতি—দুইকেই স্বীকার করে সুন্দর কাযক্রম চালায়, সেই পূতশুদ্ধ ব্যক্তিরা তিন ভুবনে [সংখ্যায়] দুই কি তিনও হবে না ॥৮২॥

এখানে শৌর্যের প্রাধান্য প্রতীত হয়।

বিভক্তি-বিশেষের [ব্যঞ্জকত্ব] যেমন :

৮. বীর, ধনুর টঙ্কারে টংকৃত যুদ্ধপথে সারাদিন ধরে যুদ্ধ করল তোমার শত্রুরা। আর মানুষের রক্ষক তুমি, একদিনেই এমন যুদ্ধ করলে, যে বিধিসিদ্ধ সাধুবাদের যোগ্য হলে ॥৮৩॥

এখানে 'দিবসেন' এই অপবর্গ-তৃতীয়া ফলপ্রাপ্তি দ্যোতিত করে।

৯. সাক্ষাৎ কামদেবকে রতি যেমন দেখে [তেমনি] দ্বিতল কক্ষের উঁচু জানালা থেকে কাছের রাজপথে মাধবকে বার বার ঘুরতে দেখে, মালতী, গভীর উৎকণ্ঠায় উৎকণ্ঠিত অতি কোমল অঙ্গ-সমূহ-সহ স্তিমিত (= কৃশ) হতে লাগল ॥৮৪॥

এখানে ব্যঞ্জকত্ব তদ্ধিত-প্রত্যয় 'ক'-এর। ব্যঙ্গ্য অনুকম্পা-বৃত্তি।

১০. ইয়ত্তাজ্ঞানের অতীত, সমস্ত বাক্যের অবিষয়, আবার এজন্মে যা অনুভূতি-মার্গে পৌছয় নি, বিবেকের একেবারেই ধ্বংসের ফলে উপচে পড়া মহামোহের দ্বারা যা ব্যাপ্ত,—এরকমের [মানসিক] বিকার মনকে জড করে তোলে আবার যন্ত্রণাদিগ্ধও করে তোলে ॥৮৬॥

এখানে প্র-উপসর্গের (শব্দাংশের) ব্যঞ্জকত্ব।

১১. তুমি গর্ব-অভিমুখী করে তুলেছ মনকে। আর কি? এভাবে [অব্যর্থ-ক্রোধের ফলে] আমাদের শত্রুরা নিহত হয়েছে। অন্ধকার ততক্ষণ থাকে, সূর্য যতক্ষণ উদয়াচলের চূড়ায় না আসে।

এখানে তুল্যযোগিতা-অলংকারের দ্যোতক 'চ' নিপাতই ব্যঞ্জক।

১২. এই রাম পরাক্রমের গুণে তিন ভুবনে খ্যাতি পেয়েছেন অসাধারণ। আপনি যদি [এখনও] তাঁকে না চিনতে পারেন, তাতে কারণ আমাদের ভাগ্যবিপর্যয়। বন্দীর মত পবন তাঁর কীর্তি-কীর্তন করেন সাত স্বরে। একটি বাণের আঘাতে সৃষ্ট, সারিবদ্ধ বিশাল তালগাছগুলির বিবর হতে বেরিয়ে আসে সেই [সাত স্বর] ।৮৭॥

এখানে 'অসৌ' সর্বনাম, 'ভুবনেষু'-র প্রাতিপদিক, 'গুণৈঃ'র বচন, ত্বৎ এবং মৎ-এর ব্যবহার না করে সর্ববোধক 'অস্মৎ'—শব্দের প্রয়োগ, ব্যঞ্জিত করে বীররস। দুর্ভাগ্যবশতঃ এরকম হয়েছে—এই ভঙ্গীতে বলায় নঞর্থক এই যে অনভিধান (=অনুক্তি), তারই ব্যঞ্জকত্ব [বোঝা যাচ্ছে]।

১৩. [তার] তারুণ্য চাতুর্য প্রকাশ করায়, ভ্রূযুগলের অগ্রভাগ মদনের ধনুর কাছে পাঠ-গ্রহণ করতে থাকায়, চকিত-হরিণীর মত চঞ্চল-নয়না এই যুবতী, সমস্ত যুবতীর শিরোভূত হয়ে রইল।৮৮॥

পৃঃ ৩৪

এখানে শৃঙ্গাররস ব্যঞ্জিত হল—ইমনিচ্ প্রত্যয়, অব্যয়ীভাব সমাস, এবং কর্মরূপে ব্যবহৃত অধিকরণের বলে। এদের বাচকত্ব, 'তরুণত্বে, ধনুষঃ সমীপে এবং মৌলৌ বসতি'—তে ব্যবহৃত ত্ব-প্রভৃতির সঙ্গে সমান থাকলেও, [কবি-ব্যবহৃত] এই রূপগুলির (=আকারগুলির) এখানে কোন এক বৈশিষ্ট্য বর্তমান, যা রমণীয়তা-উৎপাদক। এই স্বরূপ-বৈশিষ্ট্যই ব্যঞ্জক।

এরকম অন্যদের [ব্যঞ্জকত্ব-] ও বোধ্য।

বর্ণ এবং রচনা-শৈলীর ব্যঞ্জকত্ব গুণের স্বরূপ-নিরূপণ প্রসঙ্গে [৭ম উল্লাসে] উদাহৃত হবে। 'অন্যদেরও'—এখানে ও বলতে প্রবন্ধ (=মহাকাব্য) এবং নাটক প্রভৃতির। এভাবে রস প্রভৃতির, পূর্বে বিবৃত [দুই ভেদ] সহ রসাদির ব্যঙ্গ্যের ভেদ ৬টি।

অতএব [এখন] প্রকার হল ৫১টি।

যেগুলি আগেই বলা হয়েছে।

তিন রকম সংকর আর এক রকম সংসৃষ্টির মাধ্যমে তাদের পারস্পরিক মিশ্রণ হলে সমষ্টি হয় বেদ (৪), আকাশ (০), সাগর (৪), আকাশ (০), আর চাঁদ (১)। (=১০৪০৪) ২০+২১২॥

শুদ্ধ [ধ্বনি] কেবল ৫১টি ভাগে বিভক্ত নয়, ওদের (=৫১টি ভেদের) নিজেদের ৫১টি করে ভেদের সঙ্গে চার দিয়ে গুণ করলে হয় :

বেদ, আকাশ, সাগর, আকাশ, চাঁদ (=১০৪০৪)*

চার দিয়ে, কারণ [ধ্বনিগুলির] সংকর তিন রকমে এবং এবং সংসৃষ্টি এক রকমে হয় বলে। সন্দেহভাজনতা, অনুগ্রাহকতা এবং একব্যঞ্জকানুপ্রবেশ—এই তিন রকমে সংকর হয়। আর সংসৃষ্টি পরস্পর নিরপেক্ষ-রূপ।

[মিশ্র এই ভেদগুলি, ৫১টি] শুদ্ধভেদ সহ হয় :

শর (=৫), ইষু (=৫), যুগ (=৪), আকাশ (=০) এবং ইন্দু (=১) অর্থাৎ ১০৪৫৫ প্রকার।

তার মধ্যে দু-একটি উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে :

দেবর, সুন্দর, উৎসবে আমন্ত্রিত ওকে (=উৎসবে নিমন্ত্রিতা দূর সম্পর্কের আত্মীয়াকে) তোমার বউ কী বলেছে ? পেছনের উপরের ঘরে [ও] কাঁদছে। ওকে খুশী কর। ৮৯

এখানে এরকমের সন্দেহ রয়ে গিয়েছে :

'অনুনয়' কি উপভোগ-রূপ অর্থান্তরে পর্যবসিত হচ্ছে অথবা প্রতিধ্বনির মত [অর্থান্তরে সংক্রমিত না হয়েই] উপভোগরূপ ব্যঙ্গ্যের ব্যঞ্জক হয় ?

---

* এখানে মনে হতে পারে, বললে ভাল হত : চন্দ্রখাব্ধি বিয়দ্বেদাঃ। তাহলে পরপর ১০৪০৪ এরকম পাওয়া যেত। কেননা, চন্দ্র বলতে ১, (১এ চন্দ্র, পড়ার রীতি), খ বলতে ০ (কেননা আকাশের অপর নাম শূন্য), অব্ধি বলতে ৪ (তখন ৪টি মহাসমুদ্রই আবিষ্কৃত হয়েছিল), বিয়ৎ (=০), এবং বেদ (=৪)।

প্রশ্ন উঠতে পারে, তবে কেন 'বেদখাব্ধি—চন্দ্রাঃ' বলা হল ? উত্তর হল : ভারতবর্ষে বড় সংখ্যা গণনার রীতি শেষ দিক্ থেকে। যেমন, ২৫-কে বলি পঞ্চবিংশতি। ৫ আগে, পরে বিংশতি। কখনও 'বিংশতিপঞ্চ' বলি না।

স্নিগ্ধশ্যামল দীপ্তিতে মেঘেরা ছেয়ে ফেলেছে আকাশ। বলাকা উড়ে চলল মেঘের কোল ঘেঁষে। বাতাস জলে-ভেজা। আনন্দে ময়ূরের কেকা দীর্ঘ। [এগুলিই] যথেষ্ট। আমি সত্যি সত্যি, রাম, [তাই] সব সহ্য করছি। কিন্তু বৈদেহী কেমন থাকবে [=কেমন করে বাঁচবে]? হায়, হায় দেবী, ধৈর্য ধর ॥ ২০॥

পৃঃ ৩৫

এখানে 'লিপ্ত' এবং 'পয়োদ-সুহৃদ্'—পদ-প্রকাশিত অত্যন্ত-তিরস্কৃত বাচ্য ধ্বনিদ্বয়ের সংসৃষ্টি। এই ধ্বনি দুইটির সঙ্গে 'আমি রাম'—বাক্যের অর্থান্তর-সংক্রমিতবাচ্য ধ্বনির অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহক সম্বন্ধে সংকর। আবার সমগ্র বাক্যের বিপ্রলম্ভরূপ ধ্বনি (যা অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য) এবং রামপদের স্বাবধীরণ-রূপ ধ্বনির (যা অ. স. বা.) এখানে [তৃতীয় প্রকারের] সংকর, যেহেতু 'রাম'-পদ-রূপ [একটি] ব্যঞ্জকে দুই ধ্বনিই অনুপ্রবিষ্ট।

এই হল কাব্যপ্রকাশে ধ্বনি-নির্ণয় নামে চতুর্থ উল্লাস।

পঞ্চম উল্লাস

উক্ত-প্রকারে [চতুর্থ পরিচ্ছেদে] ধ্বনির স্বরূপ নির্ণয় করার পরে গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য-কাব্যের বিভাগগুলি বলছেন :—

[গুণীভূতব্যঙ্গ্য-কাব্যে] ব্যঙ্গ্য [হতে পারে] ঃ

অস্পষ্ট, অন্যের অঙ্গ বিশেষ, বাচ্যার্থবোধের সহায়ক, দুর্বোধ্য, সন্দেহপ্রধান, সমপ্রধান, কাকু-অনুমেয়, এবং অসুন্দর। এভাবে গুণীভূতব্যঙ্গ্যের আটটি ভেদ জানা যায়। ১+২½

যুবতীর [রাখা-ঢাকা] স্তন-কলশের মত গোপন (=রাখা-ঢাকা) ব্যঙ্গ্যার্থ [পাঠককে] খুশী করে।

অ-গোপন ব্যঙ্গ্যার্থ স্ফুটত্ব-হেতু বাচ্যার্থের মত। তাই গৌণ।

অ-গোপন ব্যঙ্গ্যার্থ যেমন :

[অ-গোপন ব্যঙ্গ্যার্থের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে ৩টি]

ক. শত্রুকৃত তিরস্কার পেয়ে (=আমার বকুনি খেয়ে) যার কাছে [আপনা থেকে] এসে, তপ্ত সুঁচ বার বার ফুঁড়ে, দুই কান বিদ্ধ করত ; সেই

ত্বরা এবং শৈথিল্য পদের গম্য হল [যথাক্রমে] আবেগ এবং ধৈর্য। এদুয়ের সন্ধি [কবিনিষ্ঠ শিব বিষয়ক রতিভাবের অঙ্গ]।

ঞ. 'কেউ দেখে ফেলবে। চপল তুমি, [আড়ালে] যাও। তাড়াহুড়ো কিসের? আমি কুমারী। হাত বাড়াও। হায়, হায়! সব ওলোটপালোট হলো। [আরে] চললে? কোথায়?'—ফল আর কচি-পাতা নিতে নিতে, এরকম বলছে একটি মেয়ে। [মেয়েটি] তোমার শত্রুর, [তোমার ভয়ে যিনি বনবাসী ॥ ১১ ॥

এখানে ভয়, দ্বেষ, ধৈর্য, স্মৃতি, শ্রান্তি, দীনতা, অববোধ এবং অভীপ্সার মিশ্রণ [কবিনিষ্ঠ রাজবিষয়ক রতি নামক ভাবের অঙ্গ]।

এগুলি হল রসবৎ—প্রভৃতি অলংকার।

যদিও ভাবোদয়, ভাবসন্ধি এবং ভাবশবলতাকে অলংকার বলা হয়নি তবুও কেউ হয়তো বলতে পারেন [এই আশায়] বললাম।

যদিও এমন কোন ক্ষেত্র নাই, যেখানে ধ্বনি এবং গুণীভূত-ব্যঙ্গ্যের নিজেদের বিভাগের সঙ্গে সঙ্কর বা সংসৃষ্টি হয় নাই। 'তবুও প্রাধান্য-বশেই বস্তুর নামকরণ হয়'—এই নীতিঅ-নুসারে অনিশ্চিত স্থলে যে কোন একটি [নাম] দিয়ে ব্যবহার চলে।

ঝ. ঘুরেছি আমি মানুষের আস্তানায় [জনস্থানে]। স্বর্ণপ্রাপ্তির দুর্বার আকাঙ্ক্ষায় মন আমার অন্ধ ছিল [স্বর্ণমৃগের অভীপ্সায় বুদ্ধি আমার আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল]। প্রতি পদক্ষেপে সাশ্রুনেত্রে বলেছি: দিন দয়া করে। [বিদেহনন্দিনী!]। ধনী মানুষের সেবার জন্যে দারুণভাবে কী না করেছি—বল [লঙ্কারাজের মুখের সারিতে তীর জুড়েছি আমি]। রামত্ব আমি পেয়েছি। কিন্তু উপযুক্ত ঐশ্বর্য আমি পাইনি। [কুশ আর লব যার পুত্র তাঁকে পাইনি]। ১২ ॥

রামের সঙ্গে [কবির ব্যঙ্গ্য-] সাদৃশ্য শব্দ-শক্তিমূল, অনুরণন-বিশেষ এবং ['রামত্ব আমি পেয়েছি']—এই বাচ্যার্থের অঙ্গবিশেষ।

ঞ. [অর্থশক্তিমূল বস্তুর গৌণতা:]

দেখ তন্বী [দেখ]। [অন্য] কোথাও রাত কাটিয়ে এই সকালে এসে সূর্য ঐ বিরহ-শীর্ণ অম্ভোজিনীকে আস্তে আস্তে খুশী করে তুলছে পায়ে হাত দিয়ে। ১৩ ॥

এখানে নায়ক-নায়িকা-সম্পর্কিত ব্যঙ্গ্য ঘটনা,—যা অর্থশক্তিমূল এবং বস্তু-ধ্বনি-বিশেষ—আরোপিত হয়েছে সূর্য এবং পথ-সম্পর্কিত ভিন্ন একটি ঘটনার উপর।

৩. বাচ্যার্থ বোঝার জন্য যে ব্যঙ্গ্য সহায়ক, তার উদাহরণ [দুইটি]:

ক. জলদ-ভুজগ-জাত বিষ (জল) বিরহিণী নারীতে শিরোঘূর্ণন, বিষয়ে অনভিলাষ, মানসিক ঔদাস্য, বাহ্য ইন্দ্রিয়ের বৈকল্য, মূর্চ্ছা, অন্ধতা, শরীর-পীড়া ও মুমূর্ষুতা হঠাৎ আনয়ন করে। ১৪ ॥

এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ বিষ ভুজগ-(সর্প-) রূপ বাচ্যার্থের বোধ ঘটায়।

খ. আবার যেমন:

"অচ্যুত (অচল-অনড়), আমি চললাম। তোমাকে দেখে কি তৃপ্তি হয়? আসলে নির্জন এখানে আমাদের থাকতে দেখে দুর্জনে অন্য রকম ভাববে।"—এরকম সম্বোধনের বিশেষ ভঙ্গী দিয়ে নিষ্ফলঅবস্থানজনিত হতাশা এবং অবসাদ প্রকাশ করল গোপিণী। আর তাকে আলিংগন করে রোমাঞ্চে ভরে উঠল কৃষ্ণের সারা দেহ। এই অবস্থায় কৃষ্ণ রক্ষা করুন তোমাদের। ১৫ ॥

এখানে অচ্যুত-প্রভৃতি পদের ব্যঙ্গ্যার্থ আমন্ত্রণ ইত্যাদি পদের বাচ্যার্থকে সম্পূর্ণ (সিদ্ধ) করে।

দুটি উদাহরণের পার্থক্য হল: প্রথমটির বক্তা একজন [কবি], দ্বিতীয়টির বক্তা দুজন (কবি এবং গোপিণী)। [প্রথমার্ধে গোপিণী, দ্বিতীয়ার্ধে কবি।]

৪. দুর্বোধ্য ব্যঙ্গ্য যেমন:

না দেখলে দেখার জন্য উৎকণ্ঠা। দেখলে [আবার] বিচ্ছেদের ভয়। সুখ পাই আমি—তোমাকে দেখেও না, না দেখেও না। ১৬ ॥

[=তোমাকে দেখেও সুখ পাই না, না দেখেও পাই না]।

"এমন কর, যেন অ-দৃশ্য না হও, আবার বিচ্ছেদ-ভীতিও না হয়"—এরকম ব্যঙ্গ্য এখানে দুর্বোধ্য।

৫. ব্যঙ্গ্যের প্রাধান্য যেখানে সন্দেহজনক, এরকম উদাহরণ:

আর শংকরও চন্দ্রোদয়ের মুহূর্তে [স্থৈর্যচ্যুত] সমুদ্রের মত ঈষৎ ধৈর্যচ্যুত হোয়ে দৃষ্টি রাখলেন উমার মুখে। যে মুখের অধর এবং ওষ্ঠ বিম্বফলের মত। ১৭ ॥

এখানে 'চুম্বন করতে চাইলেন'—এই ব্যঙ্গ্যার্থ প্রধান, অথবা 'দৃষ্টি রাখা'—এই বাচ্যার্থ প্রধান : তা সন্দেহের বিষয়।

৬. সমপ্রধান ব্যঙ্গ্যের উদাহরণ :

ব্রাহ্মণদের উপর অত্যাচার করা ছেড়ে দিলে আপনাদেরই মঙ্গল। আর, তা না হলে, আপনাদের বন্ধু জামদগ্ন্য অসন্তুষ্ট হবেন। ১৮ ॥

এখানে 'পরশুরাম সমস্ত ক্ষত্রিয়ের মত রাক্ষসদের মুহূর্তের মধ্যে নির্মূল করবেন'—এই ব্যঙ্গ্যার্থের মত বাচ্যার্থেরও ['তিনি রাগবেন'—এরকম] সমান প্রাধান্য হয়েছে।

৭. কাকু-আক্ষিপ্ত [ব্যঙ্গ্য] যেমন :

আমি যুদ্ধের সময়ে ক্রুদ্ধ হয়ে, শত কুরু-সন্তানকে কি মথিত করব না! দুঃশাসনের বুক থেকে কি রক্ত পান করব না? গদার আঘাতে, দুর্যোধনের উরু কি চূর্ণ-বিচূর্ণ করব না? করুক গে, তোর রাজা পণ নিয়ে সন্ধি ॥ ১৯ ॥

৮. অসুন্দর ব্যঙ্গ্য যেমন :

বেতস-কুঞ্জ থেকে উড়ে-আসা পাখিদের কোলাহল শুনে গৃহকর্ম-ব্যাপৃতা বধূর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এলিয়ে পড়েছে ॥২০॥

এখানে 'সংকেত-অনুসারে কোন এক [ব্যক্তি] লতাগৃহে ঢুকেছে'—এই ব্যঙ্গ্যটির চেয়ে 'অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এলিয়ে পড়ছে' এই বাচ্যটি মনোরম।

এদের (গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের আটটি ভেদের) [উপ-] বিভাগগুলি যথাসম্ভব আগের মত (ধ্বনি-কাব্যের ভেদের মত) জানা উচিত।২॥

যথাসম্ভব বলার কারণ: অলংকার যেখানে কেবল বস্তুর দ্বারা ব্যক্ত হয়, সেখানে ব্যঙ্গ্যের গৌণতা হয় না।

ধ্বনিকার বলেছেন :

যখন কেবল বস্তুর দ্বারা অলংকার সমূহ ব্যঞ্জিত হয়, তখন তারা (=অলংকারগুলি) ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত হয়। কারণ—কবিব্যাপার অলংকারকে আশ্রয় করে। কাব্যের অস্তিত্ব নির্ভর করে ঐ অলংকারগুলির উপর); [ধ্বন্যালোক ২.২৯]

অলংকারযুক্ত এবং অলংকাররূপ [গুণীভূতব্যঙ্গ্যের] ভেদগুলির সঙ্গে ধ্বনির সংসৃষ্টি এবং সংকররূপে মিশ্রণ হয়। ৩ ক. খ.

'সালংকারৈঃ'—বলতে বুঝতে হবে: সেই অলংকারগুলির সঙ্গে [রসবৎ প্রভৃতির সঙ্গে] এবং অলংকারযুক্ত তাদের সঙ্গে [উপমা প্রভৃতির সঙ্গে]। ধ্বনিকার বলেছেন: সেই ধ্বনির আবার গুণীভূত অলংকার এবং নিজের প্রভেদসমূহের সঙ্গে সংকর বা সংসৃষ্টি হয় বলে, তা বহুভাবে প্রকাশিত হয়। [ধ্ব. ৩.৪৩]

পারস্পরিক মিশ্রণের ফলে এভাবে [গুণীভূতব্যঙ্গ্যের] ভেদের সংখ্যা হয় অতিবিপুল। ৩ গ. ঘ.

এভাবে = এপ্রকারে। উপবিভাগ-গণনায় অতি-প্রচুর গণনা করতে হয়। যেমন: এক শৃঙ্গারেরই বিভাগ-উপবিভাগ গণনায় অসংখ্যতা [লক্ষ্য করা যাবে]। সবগুলির গণনায় কী দরকার?

পৃঃ ৪০

সংক্ষেপে এই ধ্বনির আবার ৩টি বিভাগ; কারণ ব্যঙ্গ্য তিন রকম: যেমন কোনটি বাচ্যতা-সহ। কোনটি নয়। তার মধ্যে বাচ্যতা-সহ [২ রকম]: অবিচিত্র এবং বিচিত্র। বস্তু-[ব্যঙ্গ্য] হল বিচিত্র; আর [ব্যঙ্গ্য-] অলংকার হল অবিচিত্র; যদিও প্রধানতঃ, তা (= ব্যঙ্গ্য অলংকার) অলংকার্য, তবুও ব্রাহ্মণশ্রমণের মত তা অলংকাররূপে (তথা) অভিহিত হয়।

রস প্রভৃতি স্বপ্নেও বাচ্য নয়। [বাস্তবে ত' দূরের কথা।] [বাচ্য হলে] রস প্রভৃতি শব্দের দ্বারা, অথবা শৃঙ্গার প্রভৃতি শব্দের দ্বারা, তা (= রস নামক বস্তুটি) প্রকাশিত হত। কিন্তু প্রকাশিত হয় না। কারণ তাদের (= শৃঙ্গার বা রস প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ[১] হলেও বিভাব প্রভৃতির প্রয়োগ না হওয়ায় তার (= রসের) প্রতীতি হয় না। [আবার] তাদের (= শৃঙ্গারাদি শব্দের) প্রয়োগ না হলেও বিভাবাদির প্রয়োগ হলে তার (= রসের) প্রতীতি হয়। উপরি-উক্ত সদর্থক এবং নঞর্থক তর্কবাক্যের মধ্যেমে বোঝা যায়: বিভাব প্রভৃতির প্রয়োগের মাধ্যমেই [রস] প্রতীত হয়।

তাই রস হল ব্যঙ্গ্য। মুখ্যার্থবাধ প্রভৃতি [শর্তগুলির] অনুপস্থিতির জন্যে রস লক্ষণা-প্রতিপাদ্য ও নয়। আর অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য অথবা অত্যন্ত-তিরস্কৃতবাচ্যের বস্তু-রূপ ব্যঙ্গ্য ছাড়া লক্ষণা হয় না—একথা পূর্বে

১ তৎপ্রয়োগে = তেষাং শৃঙ্গারাদীনাং রসাদীনাং বা শব্দানাং প্রয়োগে। অভিধানম্ = প্রয়োগঃ। নিশ্চীয়তে = স্থিরীক্রিয়তে = বোঝা যায়।

শব্দের হেতুতার অর্থ হবে—হয় কারকতা, নয় জ্ঞাপকতা। কিন্তু শব্দ [অর্থের] বোধক বলে (জনক নয় বলে) কারক নয়। আর, অজ্ঞাত শব্দের জ্ঞাপকতাই বা কীভাবে সম্ভব? শব্দ জ্ঞাত হতে পারে সংকেতের মাধ্যমে। আর তা (সংকেত) কেবল [অন্বের সঙ্গে] সম্বন্ধ পদেই সম্ভব। এরকম করে তাই যতক্ষণ পর্যন্ত না হেতুর হেতুগত সামর্থ্যের পরিধির সীমা জানা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত হেতুকে হেতু বলে কী করে জানা যায়? অতএব ফল-অনুপাতে হেতু অনুমিত হয়—এই কথা বিচার না করেই বলা।

যাঁরা বলেন—'সেই শক্তি (অভিধা-বৃত্তি) হল তীরের [শক্তির] মত দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর৮। তাই শব্দ যে অর্থেই ব্যবহৃত হয়, [সেই অর্থটি] হল শব্দেরই অর্থ (সংকেতিতার্থ)। এজন্য এখানে (নিঃশেষচ্যুত ইত্যাদিতে) সমর্থই হল বাচ্য'*। তাঁরাও তাৎপর্য-প্রতিপাদক নিয়মের প্রকৃত অর্থ না জেনে, [মন্তব্য করায়] মূর্খরূপে [প্রতিপন্ন হয়]।

যেমন: "সিদ্ধ এবং সাধ্যের একসঙ্গে উচ্চারণের মুহূর্তে সিদ্ধ উল্লিখিত হয় সাধ্য-সিদ্ধির জন্য"—এই নিয়মের ফলে কতকগুলি (সিদ্ধ বস্তু) ক্রিয়ার সঙ্গে (সাধ্য বস্তুর সঙ্গে) অন্বিত হয়ে সাধ্যের বৈশিষ্ট্য পায়। তার ফলে, অদগ্ধের দহনের মত৯ যা অজ্ঞাত, তাই স্থাপিত হয়। যথা, 'ঋত্বিকেরা আগিয়ে চলেন লাল পাগড়ী সমেত—এই বিধিবাক্যের জ্ঞাপ্য কেবল লোহিতোষ্ণীষত্বই। কারণ, অন্য প্রমাণ থেকে ঋত্বিক্‌-অগ্রগতি জানা গিয়েছে। [আবার] অন্য প্রমাণ থেকে আহুতিদানের সিদ্ধি হওয়ায় 'দই দিয়ে আহুতি দেয়'—এখানে দই-এর উপকরণত্বই একমাত্র জ্ঞাপ্য। [অর্থাৎ দই দিয়েই (অন্য কিছু দিয়ে নয়) আহুতি দেবে।] কোন কোন ক্ষেত্রে দুটি বস্তুতে বিধি প্রযুক্ত হয়। যেমন: [অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে] 'লাল কাপড় বোন'—এই বাক্যে কখনও নির্দেশ একটি বস্তুতে, কখনও দুটি বস্তুতে, কখনও তিনটি বস্তুতে।

---

৮ গভীর হতে গভীরতর।

৯ যা অদগ্ধ, তাই দহনযোগ্য। যা অজ্ঞাত, তাই বিধি-প্রতিপাদ্য বা জানার যোগ্য।

বিধীয়তে = বিধিপ্রতিপাদ্যো ভবতি।

* তাৎপর্যের বিষয় বলে।

আর যে বলা হয়—'বিষ খাও এবং এর ঘরে খেও না' এই দুই বাক্যের প্রকৃত অর্থ হল :—'এর ঘরে খাওয়া উচিত নয়' এবং তাই বাক্যার্থ [যদিও অর্থ টি আক্ষিপ্ত (implied), সাক্ষাৎভাবে প্রতিপাদিত নয়] ; সেখানে (প্রকৃত ঘটনা) হল এরকম : [দুটি বাক্যকে] এক বাক্য বলে বোঝার জন্য 'চ' অব্যয়। [এবং] তিঙন্ত-ঘটিত দুটি বাক্যের মধ্যে যদিও অঙ্গাঙ্গিভাব হয় না, তাই 'বিষ খাও'—বাক্যটিকে অঙ্গবাক্য বলে কল্পনা করতে হবে, কারণ বাক্যটি বন্ধু-উচ্চারিত। তখন দুটি বাক্যের অর্থ হয় : বিষ খাওয়ার চেয়ে দোষের হল এর ঘরে খাওয়া, তাই কোন রকমেই এর ঘরে খেও না।

পৃঃ ৪২

এভাবে বাক্যের তাৎপর্য বা প্রকৃত অর্থ বাক্যে ব্যবহৃত (উপাত্ত) শব্দগুলির দ্বারাই প্রতিপাদিত হয়।

'শব্দ শোনার পরে যে অর্থ প্রকাশিত হোক্ না কেন, সেই [অর্থ প্রকাশের] ক্ষেত্রে শব্দের বৃত্তি হল অভিধা'—[ব্যঞ্জনাবিরুদ্ধবাদী] যদি এরকম [বলেন], তাহলে 'ব্রাহ্মণ, তোমার পুত্র জন্মেছে', 'ব্রাহ্মণ, তোমার [অনূঢ়া] কন্যা গর্ভবতী' —ইত্যাদিতে [ব্রাহ্মণের মুখে ফুটে ওঠা] আনন্দ এবং দুঃখকে কেন বাচ্যার্থ বলা হবে না ? [এক্ষেত্রে] লক্ষণা, [তাই বা] কেমন করে [বলা যাবে] ? কেননা, লক্ষ্যার্থের ক্ষেত্রেও দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হতে থাকা, অভিধাবৃত্তির দ্বারাই ইষ্টার্থ[১০] প্রতীত হতে পারে। আর তাহলে—শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রসঙ্গ, অবস্থান এবং নামের মধ্যে[১১] পরেরটির থেকে আগেরটি শক্তিশালী—তাই বা কি করে বলা যায় ?

: এভাবে দেখা যায়, অন্বিতাভিধানবাদেরও সদর্থ[১২] অবশ্যই ব্যঞ্জনার বিষয়।

আবার সাহিত্যের মধ্যে 'কুরু রুচিম্'—এই দুই পদের বৈপরীত্য ঘটালে কেন [অশ্লীলতা] দোষ হয় ? এখানে অসভ্য অর্থ অন্য পদার্থের সঙ্গে সম্বন্ধও নয়। কাজেই অভিধা-প্রতিপাদ্য নয়। অতএব [অভিধাবাদীর মতে] ঐ ধরণের প্রয়োগ, পরিত্যাগের যোগ্য হবে না। [যা পরিত্যাগের যোগ্য হয়

১০ যে অর্থকে লক্ষণাবাদীরা লক্ষ্যার্থ বলেন।

১১ যেমন লিঙ্গের চেয়ে শ্রুতি আগে অর্থ প্রকাশ করে, বাক্যের চেয়ে লিঙ্গ আগে। এভাবে অন্যগুলিও জানতে হবে।

১২ 'নিঃশেষচ্যুত—' ইত্যাদিতে যে সদর্থ অর্থাৎ সম্ভোগ।

তখন, যখন বিশেষ অক্ষর-সংঘাতে ব্যঙ্গ্য হয় কোন অর্থ]। আবার এই [বিভাজন] উপলব্ধ হয় না, তা নয়। দোষ [দুভাগে] বিভক্ত বলে সকলেরই অনুভব হয়। অভিধা ছাড়া যদি ব্যঞ্জনা স্বীকার করা যায়, তাহলে [রস প্রভৃতি] ব্যঙ্গ্য বস্তু বহুবিধ বলে কোন একটি স্থলে কোন একটি [দোষ] সমুচিত-রূপে অনুভূত হতে পারে এবং বিভাগ-ব্যবস্থাও বোঝা যেতে পারে।

"কপালীর সঙ্গে সাহচর্যের আকাঙ্ক্ষায় দুটি বস্তু বর্তমানে শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে।"—এখানে পিনাকী-প্রভৃতি পদ বাদ দিয়ে কপালী প্রভৃতি পদ কাব্যের উৎকর্ষক হল কী করে ?

আবার বাচ্য অর্থ সমস্ত বোদ্ধার ক্ষেত্রে একরকম। তাই তা সীমিত। যেমন, 'সূর্য অস্ত গেল' ইত্যাদিতে বাচ্য অর্থ কখনও [এক ছাড়া] অন্য রকম হয় না। ব্যঙ্গ্যার্থ কিন্তু, ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ, বক্তা, এবং বোদ্ধার বৈশিষ্ট্যবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন হয়। 'সূর্য্য অস্ত গেল'—বাক্য থেকে যেমন [এ ধরণের] অসংখ্য ব্যঙ্গ্যার্থ বোদ্ধায় বোদ্ধায় প্রতীত হয় :

শত্রুকে আক্রমণ করার এই সুযোগ। অভিসার সুরু করা উচিত। তোমার প্রিয় এইমাত্র আসছে। কাজ করা থামিয়ে দিই। সান্ধ্য-অনুষ্ঠান সুরু করি। দূরে যেও না। গরুগুলিকে ঢোকানো হোক্। এখন আর গরম নেই। বিক্রয়যোগ্য বস্তুগুলিকে গুটিয়ে ফেল। আমার প্রিয় আজও এল না। ইত্যাদি।

বাচ্য এবং ব্যঙ্গ্যের মধ্যে 'নিঃশেষচ্যুত—' ইত্যাদিতে নিষেধ এবং বিধিরূপে, 'মাৎসর্যমুৎসার্য—'[১৩], ইত্যাদিতে সংশয় এবং নিশ্চয়রূপে, 'কথমবনিপ,—'[১৪], ইত্যাদিতে নিন্দা এবং স্তুতিরূপে, স্বরূপের (স্বরূপগত) ভেদ থাকা সত্ত্বেও যদি অভেদ [মেনে নেওয়া হয়], তাহলে আর কোথাও নীল এবং হলুদেও ভেদ [মানা] চলে না।

পৃঃ ৪৩

১৩ অনুবাদ : ওহে মহতেরা, পক্ষপাত ছেড়ে, যুক্তি সহ বিচার কোরে, করণীয়টি বলুন : [লোকে] আশ্রয় নেবে পর্বত-নিতম্বের (পাদদেশের) ? না, প্রেমের বশে মুচ্‌কি-হাসা কামিনী-নিতম্বের ?

১৪ ওহে রাজা, শাণিত তরবারির আঘাতে মাথা কেটে ফেলেছ যে শত্রুদের, সেই শত্রুদের সম্পত্তি দখল করেছ বলে গর্ব কিসের ? [গর্ব অনুচিত]। কেননা, [বদলে] তোমারও কীর্তি-সুন্দরীকে কি দেহহারা এরা স্বর্গে নিয়ে যায় নি ? (অপহরণ করে নিয়ে যায় নি ? অর্থাৎ নিয়ে গেছে)।

'মাৎসর্যমুৎসার্য—' ইত্যাদিতে নিশ্চিত জ্ঞানটি হল কখনও শান্তরস-প্রধান পুরুষের অন্তরস্থ, কখনও বা শৃঙ্গাররস-প্রধান ব্যক্তির অন্তরস্থ।

[বাচ্য এবং ব্যঙ্গ্যের মধ্যে] আগে-পরে প্রতীতির জন্য ভেদ কালের। [বাচ্যের] আধার শব্দ এবং [ব্যঙ্গ্যের আধার] শব্দ, শব্দাংশ, শব্দার্থ (বাচ্যার্থ অথবা লক্ষ্যার্থ), বর্ণ অথবা শৈলী বলে [দুই-এর মধ্যে ভেদ] আশ্রয়ের। [বাচ্যার্থের] বোধ ব্যাকরণ জ্ঞানের দ্বারা, আর [ব্যঙ্গ্যার্থের,] প্রসঙ্গ-প্রভৃতির সহায়ে প্রতিভানৈর্মল্য-সহ ব্যাকরণ জ্ঞানের দ্বারা। এভাবে [দুয়ের মধ্যে ভেদ] কারণের। সাধারণ বোদ্ধা এবং সহৃদয়-পদ-বাচ্য [বোদ্ধার যথাক্রমে] কেবল বোধ এবং আস্বাদ-উৎপাদন-বশতঃ দুইয়ের মধ্যে [ভেদ] ফলের। 'সূর্য অস্ত গেল'—ইত্যাদিতে আগের দেখানো রীতি-অনুযায়ী সংখ্যার, এবং 'প্রিয়ার অধর স-ক্ষত দেখলে কার না রাগ হয়, বল! ভ্রমর সমেত পদ্ম শুঁকতে সুরু করলে [তোমাকে] বারণ করেছি আমি। কিন্তু শোন নাই। (বিরুদ্ধ-আচরণ করেছ)। এখন সহ্য কর।' ২৩—ইত্যাদিতে সখী এবং সখীর স্বামীর অন্তরস্থ বিষয়ের [ভেদ বর্তমান]। বলাও হয়েছে: "[পরস্পর-) বিরুদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব এবং কারণগত ভিন্নতাই [দুটি বস্তুর] পার্থক্য এবং পার্থক্যের কারণ"।

[আবার] বাচক এবং ব্যঞ্জক এক নয়; কারণ বাচক অর্থ-সাপেক্ষ, ব্যঞ্জক অর্থ-সাপেক্ষ নয়। আর, 'বাণীরকুঙ্গ (৫.২০ শ্লো)' ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রতীয়মান অর্থকে বুঝিয়ে বাচ্যার্থই সেখানে আপনাতে বিরতি লাভ করে, সেই গুণী-ভূতব্যঙ্গ্যের বেলায় বাক্যস্থ শব্দের প্রতিপাদ্য নয় এবং তাৎপর্যের বিষয় নয়, অথচ বুদ্ধিতে সমারূঢ় অর্থ কোন্ বৃত্তির বিষয় হবে?

[অভিধা এবং লক্ষণা—এই দুই বৃত্তিবাদী বলেন] 'রাম আমি, সমস্ত সহ্য করব', 'হে মদন, জীবনের প্রতি অনুরক্ত—রাম—আমি অনুরাগোচিত কিছুই করিনি', 'তিনিই রাম, যিনি বিশ্বে অসাধারণ খ্যাতি লাভ করেছেন শৌর্যগুণ দিয়ে'—এই [৩টি] ক্ষেত্রে ['রাম'—এই একটি পদের] লক্ষ্যার্থ অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ নামেরও (=অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য ইত্যাদির) কারণ, তার (লক্ষ্যার্থের) প্রতীতি শব্দ এবং অর্থের উপর নির্ভরশীল, এবং প্রকরণ-প্রভৃতি সাপেক্ষ। অতএব প্রতীয়মান নামে (ব্যঙ্গ্যার্থ নামে) নতুন অর্থ আবার কী?

[উত্তরে ধ্বনিবাদী] এখানে বলেন : লক্ষ্যার্থ যদিও একাধিক হতে পারে, [তবুও] অনেকার্থক শব্দের বাচ্যার্থের মত তা সীমিত। বাচ্যার্থের সঙ্গে নিয়তসম্বন্ধ নেই এমন কোনো অর্থ লক্ষিত হতে পারে না। প্রতীয়মান অর্থ (ব্যঙ্গ্যার্থ) কিন্তু প্রকরণ-প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যবশতঃ কখনও নিয়তসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়ে, কখনও বা অ-নিয়তসম্বন্ধে সম্বদ্ধ হয়ে, আবার কখনও সম্বদ্ধ অর্থের সঙ্গে সম্বদ্ধ হয়ে প্রতীত হতে পারে। আর, " 'শাশুড়ী এখানে শোয়, আমি এখানে।' —দিনের আলোয় দেখে রাখ। রাতকানা পথিক, [নইলে] আমাদের বিছানায় উলটে পড়বে।" ২৪ —ইত্যাদিতে যে বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য ধ্বনি, তার জন্য মুখ্যার্থ বাধাপ্রাপ্ত হয়নি। কাজেই এখানে লক্ষণা কী করে সম্ভব ?

পৃঃ ৪৪

আবার, [প্রয়োজন-] লক্ষণার ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনার সাহায্য নিতেই হয় ['প্রয়োজন'-প্রতীতির জন্য]। তা [২য় উল্লাসে] দেখানো হয়েছে। [আবার], অভিধা যেমন সংকেত-সাপেক্ষ, লক্ষণা তেমনি মুখ্যার্থবাধ-প্রভৃতি ৩টি শর্তের সঙ্গে সম্বদ্ধ সংকেতের উপর নির্ভরশীল। অতএব তা (লক্ষণা) হল অভিধার লেজ—এ রকম বলা হয়।

[আবার] ব্যঞ্জনা লক্ষণা-স্বরূপ নয়, কারণ তার (ব্যঞ্জনার) লক্ষণা-অনুসরণ (তদনুগম) দেখা যায়। অভিধার উপর প্রতিষ্ঠিত হয় বলে [ব্যঞ্জনা] লক্ষণা-অনুগামী, তাও বলা চলে না। অভিধা এবং লক্ষণা-শূন্য বর্ণের উপর নির্ভরশীল হয় বলে, ব্যঞ্জনা কেবল উভয়-অনুসারী, তাও বলা চলে না। [ব্যঞ্জনা] কেবল শব্দ-অনুগামীও নয় ; কারণ ব্যঞ্জনা, সকটাক্ষ-দৃষ্টি-নিষ্ঠ বলেও প্রসিদ্ধি আছে, যে দৃষ্টি হল অ-শব্দ-স্বরূপ। অতএব অভিধা, তাৎপর্য, লক্ষণা নামক বৃত্তিত্রয় হতে ভিন্ন, ব্যঞ্জন-পর্যায়ের একটি বৃত্তি অবশ্য স্বীকার্য।

"শাশুড়ী এখানে—(২৪)"—ইত্যাদিতে (বাচ্যার্থের সঙ্গে ব্যঙ্গ্যার্থের) সম্বন্ধ নিয়ত। "কার না রাগ হয়—(২৩)" ইত্যাদিতে সম্বন্ধ অনিয়ত।

[আর] "বিপরীত বিহারের মুহূর্তে নাভিপদ্মে ব্রহ্মাকে দেখে, শৃঙ্গার-উদ্বেল লক্ষ্মী, হরির (বিষ্ণুর) ডান চোখ তাড়াতাড়ি ঢেকে ফেলল।" (২৫)—এই ক্ষেত্রে (ব্যঙ্গ্যার্থের) সম্বন্ধ হোল বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বদ্ধ একটি বস্তুর সঙ্গে।

এখানে 'হরি' পদটি ব্যঞ্জিত করল—তাঁর ডান চোখ হল সূর্য। তার (ডান চোখের) বুজে যাওয়া [ব্যঞ্জিত করল] সূর্যের ডুবুডুবু ভাব। সূর্যের

আচ্ছন্নতা[১৫] [ব্যঞ্জিত করল] পদ্মের পাপড়ি গোটান আর তার থেকে আবার ব্রহ্মার আচ্ছন্নতা [ব্যঞ্জিত হল]। এরকম হওয়ায় "[লক্ষ্মীর] গোপন অঙ্গ কারও (ব্রহ্মার) চোখে পড়ল না বলে নির্বিঘ্নে শৃঙ্গার-ক্রিয়া চলতে থাকল"— এই [অর্থ সবশেষে ব্যঞ্জিত হল]।

আরো যাঁরা (=বৈদান্তিকেরা এবং ভর্তৃহরি) বলেন: বাক্যের অর্থ এক এবং অবিভাজ্য প্রতীতির মাধ্যমে বোঝা যায়; [এবং] বাক্যার্থ হল বাচ্য, বাচক হল বাক্য; তাঁরাও
পৃঃ ৪৫
(বৈ.+ভ.) কিন্তু ব্যবহারিক জগতে পড়ে পদ এবং পদার্থ মেনে নেন। অতএব তাঁদেরও মতে পূর্বোক্ত [নিঃশেষচ্যুত ইত্যাদি] উদাহরণে সদর্থ প্রভৃতি, ব্যঞ্জনা-লভ্যই।

ব্যঞ্জনাবিরোধী বলেন: ব্যাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধহীন [কোন অর্থ] প্রতীত হয় না। কারণ তাহলে যে কোন [শব্দ] থেকে যে কোন অর্থের প্রতীতির প্রসঙ্গ উঠত। [সব সময়] সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তা থাকায়, ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকতা ব্যাপ্তিসম্বন্ধ ছাড়া, অন্য কিছুই হতে পারে না। তাই [ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকভাব] তদাত্মক (অনুমানাত্মক) হয়ে প্রতীত হয়। [অনুমান হল] সপক্ষসত্ত্ব, বিপক্ষ-সত্ত্ব এবং পক্ষসত্ত্ব—এই তিন বৈশিষ্ট্যযুক্ত হেতু থেকে সাধ্যের জ্ঞান-রূপ। যেমন: হ্যাঁ ধার্মিক, ঘুরিয়া বেড়াও। গোদাবরী তীরের কুঞ্জে যে দৃপ্ত সিংহটি থাকে, সে সেই বিশ্বস্ত কুকুরটিকে আজ মেরে ফেলেছে।২৬

এখানে ঘরে কুকুরের মৃত্যু-রূপ ঘটনা দিয়ে উক্ত হয়েছে ভ্রমণ, এবং এই ভ্রমণ গোদাবরী তীরে সিংহের অস্তিত্ব-রূপ হেতুর মাধ্যমে অনুমান করায়— অভ্রমণ। [ভ্রমণস্থানে] ভয়ের হেতু নেই—এরকম জেনেই সমস্ত ভীরু ব্যক্তি ভ্রমণ করেন। গোদাবরী তীরে [ভয়ের কারণ] সিংহ আছে—এরকম জানা গেল (উপলব্ধি)। তাই এই '—উপস্থিতি' জ্ঞান হল '—অনুপস্থিতি' জ্ঞানের (ব্যাপকের) বিরোধী। আর এই বিরুদ্ধ জ্ঞান (উপস্থিতি) অভ্রমণ-রূপ অর্থ অনুমান করায়।

---

১৫ তেন=সূর্যস্য অস্তময়েন।

['বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধহীন…' ইত্যাদি থেকে '…অভ্রমণ-রূপ অর্থ অনুমান করায়' অবধি অনুমিতিবাদীদের বক্তব্য]।

এখানে [ধ্বনিবাদী] বলেন: ভীরু ব্যক্তিও কখনও কখনও গুরু কিংবা প্রভুর আদেশ, প্রিয়জনের প্রতি অনুরাগবশতঃ, অথবা অন্য কোন কারণে, ভয়ের হেতু থাকা সত্ত্বেও (=সিংহের উপস্থিতি সত্ত্বেও), ভ্রমণ করে। তাই হেতু অনৈকান্তিক। আবার, কোন লোক কুকুর থেকে ভয় পেলেও [শুচিতার জন্য], বীরত্বের জন্য সিংহকে ভয় করে না—[এমনও সম্ভব]—তাই [হেতুটি] বিরুদ্ধও। আর, গোদাবরী-তীরে সিংহের উপস্থিতি (সিংহসদ্ভাব) প্রত্যক্ষ অথবা অনুমান নামক প্রমাণের দ্বারা জানা যায় নি, জানা গিয়াছে উক্তি থেকে। এই উক্তি (শব্দ) প্রমাণ নয়। কারণ প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে এই উক্তির কোন নিয়ত-সম্বন্ধ নেই। এভাবে হেতুটি অসিদ্ধও। কাজেই এরকম হেতু থেকে কি করে সাধ্যের জ্ঞান সম্ভব ?

আবার 'নিঃশেষচ্যুত—' ইত্যাদিস্থলে 'চন্দন মুছে যাওয়া' প্রভৃতিকে [সম্ভোগের (=সম্ভোগরূপ অনুমানের)] হেতু বলা হয়েছে, কিন্তু ঐগুলি (চন্দন মুছে যাওয়া প্রভৃতি) অন্য কারণেও হতে পারে। আর এখানে স্নানকার্যের জন্যই [ও রকম হয়েছে] তাই বলা হয়েছে। অতএব সম্ভোগের সঙ্গে ঐগুলি [চন্দনচ্যুতি প্রভৃতি] নিয়ত সম্বন্ধে সম্বদ্ধ নয়। তাই ঐ হেতুগুলি অনৈকান্তিক।

'অধম' বিশেষণের সাহায্যে ব্যঞ্জনাবাদী বলেছেন: এগুলি (=চন্দনচ্যুতি প্রভৃতি) হল ব্যঞ্জক। আবার এখানে 'অধমতা' কোন প্রমাণের দ্বারা জানা যায় নি। অতএব (ইতি) [অধমপদ থেকে] কি করে [সম্ভোগ-রূপ অর্থের] অনুমান সম্ভব ?

আর, ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতা ছাড়াই যে এ ধরণের অর্থ প্রকাশিত হয়—ব্যঞ্জনাবাদীর ক্ষেত্রে তা দোষের নয়।

ধ্বনি এবং গুণীভূতব্যঙ্গ্যের উপবিভাগ নিরূপণ-নামক কাব্যপ্রকাশের ৫ম উল্লাস এখানেই সমাপ্ত।

ষষ্ঠ উল্লাস

আগে (প্রথম উল্লাসে) যে শব্দচিত্র এবং অর্থচিত্র [নামে] দুরকম কাব্য দেখানো হয়েছে, সেখানে বৈচিত্র্যযুক্ত অর্থ এবং বৈচিত্র্যযুক্ত শব্দের অবস্থান গৌণ এবং মুখ্যরূপে [জ্ঞেয়]। ॥১॥

[অর্থাৎ] শব্দচিত্রে অর্থের বৈচিত্র্য [একেবারে] নেই, অথবা অর্থচিত্রে শব্দের [একেবারে] বৈচিত্র্য নেই—তা নয়।১

তাই বলা হয়েছে :

সেই (কাব্যের) অলংকার হল রূপক প্রভৃতি। অন্যেরা [অবশ্য] বলেছেন [অলংকার আরও] অনেক রকম।. [যাই হোক্] প্রিয়ার মুখ যদি সুন্দরও হয়, তবু অলংকরণশূন্য হলে শোভন হয় না। রূপক প্রভৃতি [অর্থালংকারকে] অনেকে বলেছেন বাহ্য [ধর্ম]। [যেহেতু তাঁরা] সুবন্ত এবং তিঙন্তের [বিশেষ] বিন্যাস-রূপ শব্দালংকারকে পছন্দ করেন। তাই [তাঁরা] বলেছেন : রচনার এই হল উৎকর্ষ। [আর] অর্থালংকার এরকম নয়। আমাদের কিন্তু (মম্মটের) শব্দ এবং অর্থালংকারের ভিন্নতার জন্যে দুটিই ঈপ্সিত। শব্দচিত্র যেমন :

প্রথমে অরুণবরণ, তারপর স্বর্ণদ্যুতি, পরে বিরহক্লিষ্ট তন্বীর চিবুক-তলের মত ভাস্বর, ও সরস কমলিনীর একখণ্ড মূলের মত ধূসর চাঁদ রাত্রির সুরুতে দেখা দেয় এবং অন্ধকার অপসারণ করতে থাকে ॥১॥

অর্থচিত্র যেমন :

এ [বিশ্বে] ঘনপত্রনয়না [সুন্দরীর] সেই কেশদাম আর দুষ্টমানুষ, চোখে পড়া মাত্র কার না ক্ষোভের কারণ হয় ? গতি যাদের সব সময়ে নীচ, পরিপাটী করে যারা [সুন্দরীর] কপালে আটকে থাকে [অথবা মিথ্যের সঙ্গে যাদের সম্পর্ক পরিপাটী], কৃষ্ণতাকে যারা কুটিলতার মত ছাড়তে পারে না ॥২॥

---

১ শব্দচিত্রে অর্থের বৈচিত্র্য অর্থাৎ অর্থালংকারের অস্তিত্ব থাকতে পারে, কিন্তু গৌণভাবে ; অপ্রধান ভূমিকা নিয়ে। ঠিক তেমনি, অর্থচিত্রে শব্দবৈচিত্র্য (শব্দালংকারের অস্তিত্ব) গৌণ হওয়া চাই।

যদিও সমস্ত রকম কাব্যে শেষ পর্যন্ত [সব কিছুই] বিভাব প্রভৃতিতে পর্যবসিত হয়, তবুও স্পষ্ট রসের অপ্রতীতির ফলে এই কাব্য দুটিকে (শব্দ এবং অর্থচিত্রকে) অব্যঙ্গ্য বলা হয়েছে। শব্দ এবং অর্থালংকারের প্রকাশ-বশতঃ এই [শব্দ এবং অর্থচিত্র কাব্যের] ভেদ অসংখ্য। সেগুলি অলংকার-নির্ণয় প্রসঙ্গে নির্ণীত হবে।

কাব্যপ্রকাশে শব্দার্থচিত্রনিরূপণ নামে ৬ষ্ঠ উল্লাস এখানে সমাপ্ত।

আ লো চ না

প্রথম উল্লাস

কারিকা ১

অন্বয়/ নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাম্ হ্লাদৈকময়ীম্ অনন্যপরতন্ত্রাম্ নবরসরুচিরাম্ নির্মিতিম্ আদধতী, কবেঃ ভারতী, জয়তি।

'ভারতী'র বিণ 'আদধতী'।

'নির্মিতিম্'-এর বিণ ৪টি : (১) নিয়তি—রহিতাম্

(২) হ্লাদৈকময়ীম্।

(৩) অনন্যপরতন্ত্রাম্।

(৪) নবরসরুচিরাম্।

১. আদধতী = জনয়ন্তী, সৃষ্টি কোরে।

২. ভারতী = বাক্, অথবা, বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আসলে বাক্-ই কাব্যের স্রষ্টা।

৩. নির্মিতিম্ = নির্মিতি + দ্বিতীয়ার একবচন। সৃষ্টি অথবা সৃষ্ট বস্তুটিকে।

নিয়তিকৃত—রহিতাম্ : নিয়ত্যা কৃতো যো নিয়মঃ, তেন রহিতাম্।

নিয়তি = বিধাতা। রহিত = শূন্য।

বিধাতা-সৃষ্ট নিয়ম-বহির্ভূত।

হ্লাদৈকময়ীম্ : কেবল আনন্দময়। হ্লাদঃ এব একঃ, তন্ময়ীম্।

অনন্যপরতন্ত্রাম্ : ন অন্যপরতন্ত্রাম্। পরতন্ত্র = নির্ভরশীল।

নবরসরুচিরাম্ : নব = ক. নয় (৯).

খ. নতুন।

রুচির = মনোজ্ঞ।

বিলক্ষণ—ভিন্ন। বাঙ্‌নির্মিত—বাক্-শিল্প। সুখদুঃখমোহস্বভাব = সুখদুঃখমোহাত্মক।

উপাদানকারণ—সমবায়িকারণ।

সহকারি-কারণ—নিমিত্তকারণ।

পরামৃশতি—ভাবছেন, মনে করছেন।

আক্ষিপ্যতে—অনুমীয়তে।

বৃত্তি :

'কবিবাঙ্‌নির্মিতিঃ' অংশটুকু 'নির্মিতিমাদধতী কবেঃ' অংশটুকুর বৃত্তি। কবেঃ বাচা বাচো বা যা নির্মিতিঃ, সা কবিবাঙ্‌নির্মিতিঃ। অর্থাৎ কবি-বাক্‌ই কাব্যের জন্মদাতা।

'নির্মিতি'র চারটি বিশেষণের মাধ্যমে মম্মট বুঝিয়েছেন কবি-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব। এগুলিই ব্রহ্ম-সৃষ্টির থেকে কবি-সৃষ্টির পার্থক্য বুঝিয়ে দেয়। বলে দেয় কবি-সৃষ্টি উৎকৃষ্টতর। তাই জয়ী।

১. **নিয়তি—রহিতা** = বিধাতার রাজ্য নিয়মের রাজত্ব। প্রকৃতি বা বিধাতার নিয়মেই এই বিশ্ব নিয়ত বা সীমিত (limited)। নিয়তশক্ত্যা নিয়তরূপা…ব্রহ্মণোর্নির্মিতিঃ। যার ফলে, ব্রহ্মসৃষ্টিতে পদ্মের উদ্ভব কেবল জলেই সম্ভব। কিন্তু কবিসৃষ্টিতে মুখেও পদ্ম-উদ্ভব সম্ভব। কবি বলেন :

কমলে কমলোৎপত্তিঃ, শ্রূয়তে ন চ দৃশ্যতে।
বালে, তব মুখাম্ভোজে দৃষ্টমিন্দীবরদ্বয়ম্‌॥

২. **হ্লাদৈকময়ী** = বিশ্ব ত্রিগুণাত্মক। তিনটি গুণ হল সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। এদের ফলে সুখ, দুঃখ এবং মোহের উদ্ভব। তাই জগৎ সুখ, দুঃখ এবং মোহে ভরপুর (সুখদুঃখমোহস্বভাবা)। কিন্তু সাহিত্যের জগতে কেবল অবিমিশ্র আনন্দ। অর্থাৎ করুণ রসের কাব্য পড়েও আমরা কেবল আনন্দই উপলব্ধি করি।

৩. **অনন্যপরতন্ত্র**—জগৎ কার্য। অতএব কারণের উপর নির্ভরশীল। বিধাতার চেষ্টা (কর্ম) আর তিল তিল পরমাণুর ফলেই এ বিশ্বের সৃষ্টি। বিধাতার চেষ্টা, সহকারী বা নিমিত্ত কারণ। পরমাণু, উপাদান বা সমবায়ী কারণ। 'পরমাণ্বাদ্যুপাদানকর্মাদিসহকারিকারণপরতন্ত্রা'। এছাড়া বিশ্বসৃষ্টির পশ্চাতে অসমবায়ি-কারণের অস্তিত্বও অনস্বীকার্য। মম্মট অবশ্য তা উল্লেখ করেন নি।

অন্যদিকে, সাহিত্য, সমবায়ী প্রভৃতি তিন কারণের সাহায্য ছাড়াই সৃষ্টি হতে পারে। সাহিত্যিক নিজের খুশীমত সৃষ্টি করেন সাহিত্যের জগৎ :

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেকঃ প্রজাপতিঃ।
যথাস্মৈ রোচতে তৎ, তথেদং পরিবর্ততে॥

তাই কবিসৃষ্টির স্বতন্ত্রতা আছে। ব্রহ্মসৃষ্টির নেই। কবি-সৃষ্টি স্বাধীন। ব্রহ্মসৃষ্টি পরাধীন।

(৪) **নবরসরুচিরা**—বিশ্বে মধুর, অম্ল, লবণ, কটু, কষায় এবং তিক্ত—এই ছয়রকম রসের অস্তিত্ব রয়েছে। এদের সকলে আবার সুখকর নয়। "ষড়্‌রসা ন চ হৃদ্যৈব তৈঃ।" যেমন, তেতো ভালো নাও লাগতে পারে। কিন্তু সাহিত্যের সমস্ত রসই রমণীয়। সব রসই খুশী করে রসিককে। যেমন করুণ-রসের আস্বাদেও চরম তৃপ্তি লাভ করে রসিক। সাহিত্যে রসের সংখ্যা ৯. নয়টি রস হল : শৃঙ্গার, বীর, করুণ, রৌদ্র, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত এবং শান্ত। (কারিকা ৪. ৬+৪. ১২ খ)

এই রস অভিনব। লৌকিক রসের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে এর মিল নেই। তাই দেখা যায়, সাহিত্যের জগৎ নিয়মের বাঁধনে বাঁধা পড়ে না। সাহিত্য-জগৎ অসীম, অপরিমিত। স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা—এর অন্যতম গুণ। এই সৃষ্টি-কার্য কিন্তু কারণের উপর নির্ভরশীল নয়। সাহিত্য অফুরন্ত আনন্দের উৎস। এখানে কেবলই সুখ।

অন্যদিকে, বিধাতার জগতে উঠতে-বসতে নিয়ম। প্রকৃতিতে প্রতিটি বস্তুই নিয়মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই বিশ্ব সসীম (limited)। এ সৃষ্টির কোন স্বাধীনতা নেই। খুশীমত সৃষ্ট হতে পারে না বিশ্ব। সমবায়ী, অসমবায়ী এবং নিমিত্ত—এই তিন রকম কারণের উপর, এই কার্যবস্তুটি একান্তভাবে নির্ভরশীল। বিশ্বে সন্ধান মেলে, সুখ দুঃখ, মোহ, সব কিছুরই। জগৎ অবিমিশ্র আনন্দের উৎস নয়।

এর থেকে, কবি-সৃষ্টি যে ব্রহ্ম-সৃষ্টি হতে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ ব্রহ্মসৃষ্টির উপরে কবি-সৃষ্টি জয়ী—এ কথা অনুমান করতে কষ্ট হয় না।

প্লেটো এবং মম্মট

মম্মটের মতে কবিসৃষ্টি বা সাহিত্য, ব্রহ্মসৃষ্টি বা বিশ্বের চেয়ে অনেকাংশেই ভিন্ন। মম্মট জয়গান গেয়েছেন সাহিত্যের। দেখিয়েছেন : বিশ্বের বৈশিষ্ট্য সাধারণ। সাহিত্যের অসাধারণ। সাহিত্য বিশ্বের অনুকরণ নয়। বস্তুতঃ, সাহিত্যও সত্য-অনুসন্ধানী। সাহিত্যের সত্য ভিন্ন। সাহিত্যের সত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি স্মরণীয় :

যা রচিবে তাই সত্য হবে,
ঘটে যা তা, সব সত্য নয়।

ফলে উদ্ভূত। তাই অ-লৌকিক বা শ্রেষ্ঠ। আবার এই আনন্দে অন্য জ্ঞেয় বস্তুর অস্তিত্বও থাকে না। অন্যো বেদ্যঃ=বেদ্যান্তরম্। বিগলিতং দূরীভূতং বেদ্যান্তরং যস্মিন্, তম্।

সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে ছ দিক্ থেকে। এদের মধ্যে, মুখ্য এবং শ্রেষ্ঠ প্রয়োজন হল: আনন্দলাভ। মম্মট বলেছেন: আনন্দ হল সমস্ত প্রয়োজনের সেরা প্রয়োজন। মৌলি—মস্তক।

সাহিত্য অলৌকিক আনন্দ দেয় যেমন কবিকে, তেমনি পাঠককে। কবির আনন্দ সৃষ্টির। পাঠকের আনন্দ অনুভূতির। অবশ্য কখনও কখনও কবি, পাঠক অথবা সহৃদয়ের দলেও পড়েন।

কান্তাসম্মিততয়া উপদেশযুজে—প্রিয়া-সাদৃশ্যে (=প্রিয়ার মত) উপদেশ-প্রয়োগের জন্য।

সম্মিত—সদৃশ। সম্মিততা—সাদৃশ্য। উপদেশযুজে=উপদেশপ্রয়োগায়।

বৃত্তি: 'প্রভুসম্মিত ....ইত্যুপদেশম্ করোতি'।

কারিকার 'কাব্যং' এর বৃত্তি হল—'লোকোত্তর—কর্ম'। কাজেই মাঝখানে এই অংশটুকু বাদ।

ইতিহাস—রামায়ণ এবং মহাভারত।

গুণভাব—গৌণতা। রসাঙ্গভূতব্যাপার—ব্যঞ্জনাব্যাপার। ব্যাপার—বৃত্তি, ক্রিয়া। রস অঙ্গী, ব্যঞ্জনা বৃত্তি একটি অঙ্গ বা কারণ।

বর্তিতব্য—আচরিতব্য। যোগ—যোগ্যতা। যথাযোগম্—যোগ্যতা-অনুসারে। তত্র=তাতে অর্থাৎ কাব্য-রচনায় এবং পাঠে।

কাব্যের উপদেশ দেওয়ার ভঙ্গী কান্তার মত—কথাটি বোঝাতে গিয়ে মম্মট বৃত্তিতে বলেছেন: বেদ এবং পুরাণ ও ইতিহাস থেকে কাব্যের এখানেই পার্থক্য। বেদ শব্দ-প্রধান। বেদের শব্দ, পরিবর্তনের অযোগ্য; বেদ উপদেশ দেয়। ভঙ্গী প্রভুর মত। মনিব বা প্রভুর আদেশে শব্দ অপরিবর্তনীয়।

মৎস্য, কূর্ম ইত্যাদি পুরাণ আর রামায়ণ-মহাভারতে কিন্তু অর্থ ই বড় কথা (অর্থ-তৎপর)। শব্দগুলির উপর জোর না দিয়ে অর্থটুকু বেছে নিলেই হল। অর্থের মধ্যেই এদের উপদেশ। এ উপদেশ পথ-নির্দেশ পর্যায়ের। প্রভুর আদেশ বা প্রিয়ার অনুরোধ নয়। বন্ধু পথ-নির্দেশই করে। এই উপদেশ তাই বন্ধু-সম্মিত।

অন্যদিকে, কাব্যের উপদেশ অথবা অনুরোধ-প্রয়োগের ভঙ্গী প্রিয়ার মত। প্রিয়া কথা বলে না। তাই শব্দও নেই। অর্থও নেই। কেবল মনমাতানো ভাব-ভঙ্গীতেই 'কিস্তি মাৎ'। রস-সৃষ্টি করেই (সরসতা-আপাদনেন) আকৃষ্ট করে তোলে প্রিয়জনকে। না বলেই বলার কাজ সারে। 'অভিমুখীকৃত্য উপদেশং করোতি'। প্রিয়জনের বুঝতে বাকী থাকে না কান্তার অনুরোধ বা বক্তব্য ঃরামের মত বাঁচবে। রাবণের মত নয়।

এভাবে প্রভু-সম্মিত, বন্ধু-সম্মিত আর কান্তা-সম্মিত—এই তিন রকম উপদেশের স্বরূপ দেখিয়ে মম্মট আরও প্রকট করে তুলেছেন কান্তা-সম্মিত উপদেশের স্বরূপ এবং কাব্যের আবেদনের স্বরূপ।

ছয় দিক্ থেকে, কাব্যের উপযোগিতা (কাল, প্রয়োজন) দেখানো হয়েছে কারিকাটিতে। এর মধ্যে তিনটি ফল একেবারেই কবির। আর দুটি একে-বারেই পাঠকের (সহৃদয়ের)। কাব্য কবিকে এনে দেয় ঃ খ্যাতি-প্রতিপত্তি এবং ধন-সম্পৎ। দূর করে কবির অমঙ্গল।

সহৃদয় জানতে পারেন, রাজদরবারের অথবা সমাজের আদব-কায়দা। বুঝতে পারেন, জীবনের পথে চলতে গিয়ে কোনটিকে বেছে নিতে হবে।

এদের মধ্যে একটি ফল অবশ্য সাধারণ, কবি এবং সহৃদয়, দুজনের জন্যেই নির্দিষ্ট। এটি হল ঃ 'সদ্যঃ-পরনির্বৃতি' অথবা তাজা আর সেরা আনন্দ পাওয়া। কবির আনন্দ সৃষ্টির, প্রকাশের। সহৃদয়ের আনন্দ অনুভূতির। এজন্যেই মম্মট বৃত্তিতে একটি কথা জুড়ে দিয়েছেন ঃ যথাযোগং কবেঃ সহৃদয়স্য চ। অর্থাৎ কবি আর সহৃদয়, যার যেমন যোগ্যতা, সে তেমন ফল পায়।

কারিকা—৩

শক্তি—চিরন্তন জমাট অনুভূতি। এর অন্য নামগুলি হল ঃ সংস্কার, ভাব, ভাবনা, এবং বাসনা। দণ্ডী একে বলেছেন ঃ নৈসর্গিকী প্রতিভা। আমাদের মনে অহরহ রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, আর গন্ধের অনুভূতি জমছে তিল তিল করে। এই অনুভূতিগুলির ক্ষয় নাই। এগুলি জন্ম-জন্মান্তরেও মানুষকে অনুসরণ করে। কিন্তু তখন আর এদের পৃথক্ সত্তা থাকে না। মিলে মিশে একাকার হয়। চিরন্তন এই অনুভূতির নাম বাসনা অথবা সংস্কার।

অনলংকৃতী / নাস্তি (= স্ফুটরূপেণ ন অস্তি) অলংকৃতিঃ (= অলংকারঃ) যয়োঃ, তৌ ; 'শব্দাথৌ'র বিণ। পদটিতে ১মার দ্বিবচন। 'মুনী'র মত। মূল শব্দ হল 'অনলংকৃতি'। 'মুনি' শব্দের মত।

স্ফুট—স্পষ্ট, উল্লেখযোগ্য।

অনলংকৃতী পুনঃ কাপি /

কোথাও কোথাও আবার 'অনলংকৃত শব্দার্থ'ও কাব্য হতে পারে। মম্মটের মতে, 'অনলংকৃত' এর অর্থ 'অলংকারহীন' বা 'নিরলংকার' নয়। অনলংকৃত = অস্পষ্ট অলংকারযুক্ত। অর্থাৎ কাব্য সর্বত্র অলংকারযুক্ত ; কিন্তু সেই অলংকার কোথাও স্পষ্ট, কোথাও অস্পষ্ট। অস্পষ্ট অলংকারের অস্তিত্বে কাব্যত্ব ব্যাহত হয় না। (ক্বচিত্তু স্ফুটালংকারবিরহেঽপি ন কাব্যত্বহানিঃ)। ∴ 'অনলংকৃতী পুনঃ ক্বাপি' = 'প্রায়ঃসালংকারৌ' বলা ঠিক নয়। অবশ্য সাধারণভাবে তাই বলা হয়। 'ক্ব'-র সঙ্গে 'অপি'-র অন্বয় না করে যদি 'অনলংকৃতী'র সঙ্গে করা হয়, তাহলে অর্থ আরও সহজবোধ্য হয়। অর্থাৎ 'পুনঃ ক্ব (-চিৎ) অনলংকৃতী অপি শব্দাথৌ তৎ (ভবতি)'—এরকম অন্বয় করলে ভাল হয়। লক্ষণের 'তৎ' এই সর্বনামটির বিশেষ্য হল কারিকা ২ এর 'কাব্যম্' পদটি। লক্ষণে 'শব্দাথৌ'র বিশেষণ হল ৩টি : (১) অদোষৌ, (২) সগুণৌ, (৩) অনলংকৃতী।

শ্লোক ১ / অন্বয় / যঃ কৌমারহরঃ, স এব হি বরঃ। তাঃ এব চৈত্রক্ষপাঃ [অধুনা সন্তি]। তে চ উন্মীলিত-মালতী-সুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ [বহন্তি]। সা চৈবাস্মি। তথাপি, রেবারোধসি বেতসীতরুতলে, তত্র সুরতব্যাপার-লীলাবিধৌ, চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।

সুরতব্যাপার—মিলনকার্য, সঙ্গম। লীলাবিধি—ক্রীড়াকার্য।

সুরতব্যাপারঃ লীলাবিধিরিব। উপমিতসমাস।

শ্লোকটির রচয়িতা 'শীলাভট্টারিকা' নামে এক মহিলা কবি। একটি সুন্দর অনুভূতির বাহন এই কবিতাটি (শ্লোকটি)। কবিতাটি কোন এক যুবতীর স্বগত-সংলাপ। যুবতী প্রেমিককেই স্বামীরূপে পেয়েছেন। মিলিত হচ্ছেন স্বামীর সঙ্গে। কিন্তু মনে চরম অতৃপ্তি। এ মিলনে শংকা নেই। তাই তৃপ্তি নেই। যুবতীর এখন মনে পড়ছে : প্রাক্-বিবাহ মিলন। মিলনের স্থান ছিল রেবা-তীরের বেত-বন।

এখানে রস শৃঙ্গার। সমগ্র কবিতা জুড়ে রসের প্রাধান্য। এজন্যে 'রসবৎ' অলংকার নেই। (রস, 'রসবৎ' অলংকার হয় নি)। একটি রস, যখন আর একটি রসের (অলংকার্য, অঙ্গী, বা মুখ্য রসের) অঙ্গ হয়, তখন অঙ্গভূত (গৌণ) ঐ 'রস' অলংকার-পর্যায়ভুক্ত হয়ে পড়ে। 'অলংকারে' পরিবর্তিত 'রসের' নাম হয় 'রসবৎ' (উদারহণ ৫. ৪)।

শ্লোকটিতে ('যঃ কৌমারহরঃ'—তে) অলংকার আছে দুটি: বিভাবনা এবং বিশেষোক্তি। দুটিই অস্পষ্ট।

বিভাবনার অস্পষ্টতার কারণ / কারণ (ক্রিয়া) প্রতিষিদ্ধ (অস্বীকৃত), আর কার্য স্বীকৃত হলে, হয় বিভাবনা। অর্থাৎ কারণ ছাড়া কার্য হলে, বিভাবনা।

এখানে, কার্য হল 'চিত্তের উৎকণ্ঠা (অতৃপ্তি)'। 'স্বামীর ভিন্নতা' এর কারণ। কিন্তু এখানে 'স্বামীর ভিন্নতা নেই'। বলা হয়েছে: সেই স্বামী। অর্থাৎ প্রেমিক-ই স্বামী। তাহলে বলা হবে, কারণের অভাব আছে। কারণের অভাবে কার্য হওয়ায় বিভাবনা। কিন্তু এই বিভাবনা অস্পষ্ট। আসলে, 'বর [প্রেমিক থেকে] ভিন্ন নয়' এরকম না বলে, বলা হয়েছে 'স এব হি বরঃ'। বলা উচিত ছিল, নঞর্থক ভঙ্গীতে। বলা হয়েছে, সদর্থক ভঙ্গীতে।

বিশেষোক্তির অস্পষ্টতার কারণ/যেখানে কারণ থাকে, কিন্তু কার্য থাকে না অর্থাৎ কার্যাভাব থাকে, সেখানে হয় বিশেষোক্তি।

এখানে, হেতুঃ—বরাদীনাং তৎ-ত্বম্ (সে-ই বর)।

কার্যম্ (ফলম্) —অনুৎকণ্ঠা।

কার্যাভাবঃ—উৎকণ্ঠা।

'প্রেমিকের স্বামী হওয়া' ঘটনাটি, তৃপ্তি (অনুৎকণ্ঠা) জন্মায়। এখানে অতৃপ্তি (উৎকণ্ঠা) জন্মিয়েছে। তাই বিশেষোক্তি।

বিশেষোক্তিটি স্পষ্ট হত, যদি বলা হত—চেতঃ অনুৎকণ্ঠিতং ন। কিন্তু বলা হয়েছে—চেতঃ উৎকণ্ঠিতম্ (সমুৎকণ্ঠতে)। ∴ অস্পষ্ট।

ক্বাপীত্যনেন / 'কখনও কখনও' এই অংশের দ্বারা।

মম্মটের কাব্যলক্ষণ

শব্দ এবং অর্থ হল কাব্যের[১] বা সাহিত্যের মূল উপাদান। শব্দ এবং অর্থ

১ অলংকারশাস্ত্রে 'কাব্য' শব্দটি 'সাহিত্য' অর্থে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য কোথাও কোথাও কেবল 'কবিতা' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন ৪র্থ উল্লাসে—"কাব্যে নাট্যে চ তৈরেব" ইত্যাদিতে।

অথবা ভাব এবং ভাষাই, সব কিছুর আশ্রয়। কিন্তু এতে কয়েকটি বস্তু (অথবা কারও কারও মতে একটি বস্তু) অনুপ্রবিষ্ট হোয়ে লৌকিক জগতের ভাব-ভাষা বা সংলাপ থেকে পৃথক্ করে দেয়। মম্মটের মতে এগুলি হল : দোষের অভাব (অদোষত্ব), গুণের অস্তিত্ব (সগুণত্ব), এবং প্রায় সর্বত্রই অলংকারের[২] যোগ (প্রায়ঃসালংকারত্ব)।

লক্ষণের ত্রুটি—প্রথমতঃ, গুণের লক্ষণের প্রসঙ্গে মম্মট বলেছেন : রসই কাব্যের অঙ্গী, দেহী বা আত্মা[৩]। আত্মা বলতে অসাধারণ ধর্মকেই বোঝায়। অতএব 'রস' পদটি দিলেই লক্ষণ করা যেত। কিন্তু কাব্যের লক্ষণে রস পদের উল্লেখ নেই। মম্মটের সমালোচকেরা বলেন, যদি মম্মট রসকে কাব্যের আত্মা বলে মনে করেন, তবে 'সরসৌ শব্দার্থৌ কাব্যম্' বললেন না কেন ?

দ্বিতীয়তঃ, নিয়ম-অনুসারে, লক্ষণে কোন নঞর্থক শব্দের প্রয়োগ চলে না। আর, লক্ষণে উল্লেখ থাকে, লক্ষ্যের অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের। উৎকর্ষ-নির্ণায়ক বৈশিষ্ট্য বা ধর্মগুলির লক্ষণে উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। মম্মটের লক্ষণে উল্লিখিত 'অদোষত্ব', 'সগুণত্ব' এবং 'প্রায়ঃসালংকারত্ব'—কোনটিই কাব্যের অসাধারণ ধর্ম নয়। এগুলি কাব্যের উৎকর্ষ-নির্ণায়ক ধর্ম। আবার, 'অদোষত্ব' এবং 'ক্বাপ্যনলংকৃতত্ব' বিশেষণ দুটি নঞর্থক। লক্ষণে এদের প্রয়োগ রীতিবিরুদ্ধ।

তৃতীয়তঃ, 'অদোষ' বিশেষণটির প্রয়োগ বাস্তব-জ্ঞানের পরিচয় বহন করে না। কারণ, মানুষের সৃষ্টিতে কিছুই একেবারে দোষমুক্ত নয়। আর অল্প দোষ থাকলেও কাব্য হতে পারে। 'ন্যক্কারো হ্যয়মেব—' কবিতাটিতে দোষ থাকা সত্ত্বেও, কবিতাটি সাহিত্যের বা কাব্যের উদাহরণ। কেউ কেউ যদি আবার মম্মটকে সমর্থন করার জন্যে বলেন—'অদোষ' মানে 'অল্পদোষযুক্ত', তাহলে সমগ্র লক্ষণের অর্থ হবে : কাব্যে অল্প দোষ থাকবেই।

---

২ অলংকার বলতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান অলংকার বুঝতে হবে। বৃত্তি-অনুসরণের ফলে ওরকম মন্তব্য সহজেই মনে আসে।

৩ যে রসস্যাঙ্গিনো ধর্মাঃ শৌর্যাদয় ইবাত্মনঃ।
উৎকর্ষহেতবস্তে স্যুরচলস্থিতয়ো গুণাঃ॥

চতুর্থতঃ, মম্মট 'অনলংকৃতী' কথাটির 'অস্ফুটালংকৃত' অর্থ ক'রে যে উদাহরণ দিয়েছেন, তাতে দেখা যায়, বিভাবনা এবং বিশেষোক্তির যে অস্ফুটত্ব, তা কেবল পারিভাষিক। বস্তুতঃ, অলংকার এখানে চোখে পড়ার মতই। কেবল পারিভাষিক দিক্ থেকে বলা হয়েছে, অলংকার এখানে অস্পষ্ট। তাই তাঁর উদাহরণ এবং লক্ষণের মধ্যে অসঙ্গতি চোখে পড়ে।

পঞ্চমতঃ, মম্মটের মতে গুণ হল রস-ধর্ম, অথচ এখানে গুণকে শব্দার্থের ধর্ম বলা হয়েছে। এখানেও আর একটি অসঙ্গতি।

উপরি-উক্ত ত্রুটিগুলি প্রধানতঃ লক্ষ্য করেছেন খৃঃ ১৪শ শতকের আলংকারিক বিশ্বনাথ।

১৭শ শতকের আলংকারিক জগন্নাথ আবার বলেছেন: শব্দই কাব্যশব্দের মুখ্য অভিধেয়, শব্দার্থ নয়। কারণ আমরা বলি—'কাব্যং শ্রুতমর্থো ন জ্ঞাতঃ'। অর্থ না বুঝে আনন্দও পেয়ে থাকি, যা কাব্যের মুখ্য ফল (সকল-প্রয়োজন-মৌলিভূত)। বাংলা আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য।

সমর্থন

মম্মট-অনুসারী আলংকারিকেরা (=টীকাকারেরা), বিরুদ্ধ-অভিযোগের অনেকগুলিকেই, নস্যাৎ করে দিয়েছেন।

বলেছেন: (তৃতীয় অভিযোগের প্রতিবাদ) 'ন্যক্কারো হ্যয়মেব—' ইত্যাদি কবিতায় দোষ গুণে পরিণত হয়েছে বক্তা এবং শ্রোতার বৈশিষ্ট্যের ফলে। বলা হয়—'বক্ত্রাদ্যৌচিত্যবশাদ্ দোষোঽপি গুণঃ ক্বচিৎ'। এখানে বক্তা এবং শ্রোতা, বিদগ্ধ রাবণ। 'বিধেয়বিমর্শ' দোষ তাই গুণে রূপান্তরিত। কবিতাটি এজন্যে নির্দোষ-ই।

প্রতিবাদ করেছেন পঞ্চম অভিযোগেরও। বলেছেন: শব্দার্থ রসাভিব্যঞ্জক। গুণ রসবৃত্তি। ∴ উপচারের মাধ্যমে বলা হবে, গুণ শব্দার্থ-বৃত্তি, শব্দার্থের ধর্ম।

এছাড়া মম্মটের লক্ষণটিকে সমর্থন করা যেতে পারে, আরও কয়েকটি দিক্ থেকে। প্রথমতঃ, চিত্রকাব্যকে কাব্য-লক্ষণের অন্তর্ভুক্ত করার জন্যেই উল্লেখ করেন নি 'রস' পদটির। কেননা, চিত্রকাব্য নীরস (অব্যঙ্গ্য)। বস্তুতঃ, দশম শতক অবধি মাঘ-ভারবি এবং অন্যান্য কবিদের চিত্রকাব্য বিদগ্ধ-সমাজে এত প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল যে, চিত্রকাব্যকে অস্বীকার করার মত সামর্থ্য এবং সাহস

ধ্বনিকারেরই ছিল না। মম্মটের ত' দূরের কথা! আর এজন্তেই লক্ষণ করেছেন কৌশলে, যাতে তর্ক-যুক্তি না ছুঁতে পারে।

বিশ্বনাথের 'বাক্যং রসাত্মকং, কাব্যম্'—লক্ষণটি এজন্তেই সমালোচিত হয়েছে জগন্নাথের হাতে।

দ্বিতীয়তঃ, নব্য এবং প্রাচীন—সাহিত্যশাস্ত্রের এই দুই ধারার সমন্বয়-সাধনও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল দশম-একাদশ শতকে। রীতি, অলংকার, ধ্বনি, রস—ইত্যাদি এক একটি বস্তুর উপর জোর দিয়ে অসংখ্য মতবাদ গড়ে উঠেছিল ইতিপূর্বে। এদের সমন্বয়-সাধনের প্রথম প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন তীক্ষ্ণধী নন্দনতাত্ত্বিক আনন্দবর্ধন। প্রাচীন রীতিতে[৪] তাই তিনি (মম্মট) কাব্যশরীর (স্বরূপম্, ন লক্ষণম্) নির্দেশ করে দিলেন, আর তারই মধ্যে খুঁজে নিতে বললেন অসাধারণ ধর্মটিকে, যার ইঙ্গিত দিয়েছেন বারবার ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গে। তিনি মন্তব্য করেছেন: কাব্যে ভাব এবং ভাষা গৌণ[৫] রস-ই মুখ্য[৬]। রস-ই আত্মা[৭]। কাব্য-অনুভূতিতে যে অ-লৌকিক আনন্দ, তা মূলতঃ ভাব এবং ভাষা-আস্বাদনের ফলে নয়[৮]; তা হল রস-আস্বাদনের ফলেই। কাব্য রসের আধার। যেখানে রস নাই, সেখানে যতই ভাব অথবা ভাষাকে অলংকৃত করা হোক্ না কেন, সেখানে ঐ ভাব অথবা ভাষা কেবল 'বিচিত্র-উক্তি'তে রূপান্তরিত হয়[৯]। ঐ অলংকারকে তখন, আর অলংকার বলা চলবে না। যেমন মৃতদেহের অলংকারকে কেউ আর অলংকার মনে করে না। কারণ, নিষ্প্রাণ দেহে সৌন্দর্য-উৎপাদনের ক্ষমতা অলংকারের নাই। আবার বলা হয়েছে: কবিসৃষ্টি রমণীয়, নটি রসের জন্যই[১০]।

---

৪ দণ্ডী ইত্যাদির মত।

৫ শব্দার্থয়োর্গুণভাবেন রসাঙ্গভূতব্যাপারপ্রবণতয়া কারিকা ১.২ এর বৃত্তি।

৬ 'মুখ্যার্থহতির্দোষো, রসশ্চ মুখ্যঃ'। দোষলক্ষণ।

৭ যে **রসস্যাঙ্গিনো** ধর্মাঃ ...। গুণ-লক্ষণ।

৮ রসাস্বাদনসমুদ্ভূতং বিগলিতবেদ্যান্তরমানন্দম্...কারিকা ১.২ এর বৃত্তি।

৯ যত্র তু নাস্তি রসস্তত্রোক্তিবৈচিত্র্যমাত্রপর্যবসায়িনঃ।...অলংকারলক্ষণের বৃত্তি।

১০ নবরসরুচিরাম্। কা. ১.১

সব মিলিয়ে দেখা যায়, রসের পরিপ্রেক্ষিতেই গুণ, দোষ, অলংকার—শব্দগুলি বিবেচ্য। দোষ প্রত্যক্ষভাবে রসের সঙ্গে সম্বদ্ধ। গুণ এবং অলংকার পরোক্ষভাবে সম্বদ্ধ।

এখন, কাব্যের অসাধারণ ধর্মটিকে বের করার আর অসুবিধে নেই। মম্মট ধ্বনিকারের দৃঢ় সমর্থক। ইঙ্গিতে কাব্যের আত্মাটিকে বুঝিয়ে দেওয়া কম কথা নয়। আর এর ফলে যে দুটি উদ্দেশ্য[১১] সাধিত হয়েছে, তাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

পৃঃ ২, ৫১ কারিকা ৪ গ. ঘ.

অন্বয়/ বাচ্যাৎ ব্যঙ্গ্যে অতিশয়িনি [সতি] ইদম্ [ভবতি] উত্তমম্। [সঃ চ] বুধৈঃ ধ্বনিঃ [ইতি] কথিতঃ।

ব্যঙ্গ্যে—ভাবে ৭মী। অতিশয়িনি—'ব্যঙ্গ্যে'র বিণ।

অতিশয়ী = অতিক্রমকারী = সুন্দরতর।

ধ্বনিঃ—ধ্বনিকাব্যম্। অবশ্য 'ধ্বনি' শব্দটি ব্যঙ্গ্যার্থ এবং ধ্বনিকাব্য, দুই অর্থেই প্রসিদ্ধ। কারিকার 'ধ্বনিঃ' পদটির বৃত্তি হল—
"ন্যগ্‌ভাবিতবাচ্যব্যঙ্গ্যব্যঞ্জনক্ষমম্ শব্দার্থযুগলম্ (বিভক্তি বদলে)।"

বাচ্যাৎ—অপেক্ষার্থে ৫মী।

বুধৈঃ—পণ্ডিতগণ কর্তৃক। এখানে 'পণ্ডিত' মানে দুটি—(১) বৈয়াকরণ এবং (২) বৈয়াকরণ-অনুসারী [ধ্বনিবিদ্-] আলংকারিক। কারিকার 'বুধৈঃ' এর বৃত্তি হল—'তন্মতানুসারিভিঃ অন্যৈঃ'। তন্মত—বৈয়াকরণ-মত।

ন্যগ্‌ভাবিত—অপ্রধানীকৃত। ন্যগ্‌ভাবিতো বাচ্যো যেন ব্যঙ্গ্যেন, তস্য ব্যঞ্জনে ক্ষমস্য।

বুধৈর্বৈয়াকরণৈঃ....... ... .ব্যবহারঃ কৃতঃ।

বৈয়াকরণ-মতে ধ্বনি = শব্দ। শব্দ প্রকাশিত করে স্ফোটকে। ধ্বনতি (= ব্যনক্তি = প্রকাশয়তি) ব্যঙ্গ্যম্ (= স্ফোটম্) ইতি ধ্বনিঃ (= শব্দঃ)। স্ফোট ব্যঙ্গ্য। শব্দ ব্যঞ্জক। শব্দের আন্তর রূপের নাম স্ফোট। স্ফোটই শব্দের প্রধান বস্তু (প্রধানভূত)। স্ফোটই পরমার্থসৎ—tne real significant entity.

---

১১ চিত্রকাব্যকে অন্তর্ভুক্ত করা এবং দুই ধারার সমন্বয়-সাধন।

অতস্তন্মাতানুসারিভিঃ.......................................শব্দার্থযুগলস্ত।

অন্যৈঃ = অন্যৈঃ বুধৈঃ = আলংকারিকৈঃ।

আলংকারিকেরা বৈয়াকরণ-অনুসারী। আলংকারিকমতে, শব্দ এবং অর্থ—দুইই ধ্বনি (= ব্যঞ্জক) হতে পারে। বৈয়াকরণমতে, কেবল শব্দই ধ্বনি হতে পারে। আলংকারিকমতে, ব্যঙ্গ্য = স্ফোট নয়। ব্যঙ্গ্য = ব্যঙ্গ্যার্থ। এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ যেমন শব্দের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে, তেমনি হতে পারে অর্থের দ্বারা। অর্থাৎ শব্দ এবং অর্থ—দুইই ব্যঙ্গ্যার্থের ব্যঞ্জক (—ধ্বনি[১২]) হতে পারে। এখানে আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে।

'অতিশয়িনি ব্যঙ্গ্যে'—অংশটুকুর বৃত্তিপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে: ধ্বনি বলতে এমন শব্দ এবং অর্থকে বুঝব, যে শব্দ এবং অর্থ ব্যঙ্গ্যার্থের ব্যঞ্জক। আর ব্যঙ্গ্যার্থটি বাচ্যার্থকে যেখানে গৌণ করে দিয়েছে।

বৈয়াকরণদের ধ্বনি এবং আলংকারিকদের ধ্বনির মধ্যে সাদৃশ্য কেবল ব্যঞ্জকতায়। ধ্বনিকার বলেন: ব্যঞ্জকত্বসাম্যাদ্ ধ্বনিরিত্যুক্তঃ। অর্থাৎ উভয় মতেই ধ্বনি ব্যঞ্জক। যদিও দুয়ের ব্যঞ্জকতার প্রকৃতি একেবারে ভিন্ন।

স্ফোট

বৈয়াকরণেরা বলেন: শব্দের রূপ (form) দুটি। একটি বাহ্য, অন্যটি আন্তর (word-essence)[১৩]। বাহ্য রূপটি ধ্বংসশীল বর্ণসমূহের দ্বারা গঠিত। অতএব অনিত্য। আন্তর রূপটি কিন্তু নিত্য (Permanent eternal form)। এতে কোন ক্রম-সংঘটনা নাই। এটি সংহৃতক্রম, ক্রমাতীত বা অখণ্ড। কারণ এই রূপটি নিরবয়ব।

বাহ্য রূপটিতে অবয়ব আছে। অবয়ব হল বর্ণের। তাই এতে ক্রমও আছে। যেমন, কমল শব্দে, ক-এর পর ম, ম-এর পর ল ইত্যাদি।

১২. এখানে 'ধ্বনির অর্থ 'ব্যঞ্জক'। অন্যত্র 'ধ্বনি'র অর্থ 'ব্যঙ্গ্যার্থ'ও হতে পারে। অর্থাৎ ব্যঙ্গ্য এবং ব্যঞ্জক—'ধ্বনি' শব্দের দুই অর্থ ই হতে পারে।

১৩. যেমন মানুষের দুটি রূপ। হাত-পা—প্রভৃতি অঙ্গ (অবয়ব) নিয়ে একটি। আর নিরবয়ব এবং অখণ্ড একটি। প্রথমটি অনিত্য। দ্বিতীয়টি নিত্য। দ্বিতীয়টির নাম আত্মা। আত্মা মানুষকে কার্যে প্রবর্তিত করে। স্ফোটও শব্দকে অর্থপ্রকাশে প্রবর্তিত করে।

শব্দের নিত্য, নিরবয়ব, ক্রমাতীত বা অখণ্ড রূপটিকে বৈয়াকরণেরা বলেছেন স্ফোট।

এখন প্রশ্ন, এই রূপটি আমাদের মনে উদ্ভাসিত হয় কেমন ভাবে?

উত্তর হল—পূর্ববর্তী বর্ণ-সমূহের অনুভূতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমাদের মনে যখন শেষবর্ণের (অন্ত্য বা চরমবর্ণের) অনুভূতি (=বোধ=বুদ্ধি) জন্মে, তখনই মনে ভেসে ওঠে শব্দের ঐ ক্রমাতীত, নিত্য, নিরবয়ব রূপ—যার অন্য নাম স্ফোট[১৪]। একে তাই বলা হয় 'অন্ত্যবুদ্ধিনির্গ্রাহ্য'।

এই স্ফোটই অর্থের প্রকাশক (অর্থ-প্রত্যায়ক)। এর বলেই প্রকাশিত হয় শব্দের অর্থ। 'যদ্‌বলাদর্থপ্রতিপত্তিঃ স স্ফোটঃ'। বর্ণ কখনও অর্থের প্রকাশক হয় না—না ব্যষ্টিগতভাবে, না সমষ্টিগত ভাবে।

ব্যষ্টিগতভাবে অর্থ-প্রকাশের প্রসঙ্গ অবান্তর। কারণ 'কমল' শব্দের বর্ণগুলি (ক, ম অথবা ল) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে যদি প্রতীত হয়, তবে ত' পদ্ম এই অর্থ মনে প্রতীতই হয় না।

সমষ্টিগততার প্রসঙ্গও উঠে না। কারণ যখন 'ল' বর্ণটি উচ্চারিত হয় তখন বিনাশশীল অন্য দুটি বর্ণ ক এবং ম ধ্বস্ত।

অতএব বৈয়াকরণ মতে, বর্ণ বা বর্ণ-সংঘাত অর্থের প্রকাশক বা বাচক নয়। বর্ণ স্ফোটের ব্যঞ্জক। স্ফোট অর্থের প্রকাশক। বর্ণসমূহ বা শব্দ ব্যঞ্জক; স্ফোট ব্যঙ্গ্য।

বৈয়াকরণ মতে, প্রতিটি শব্দই ব্যঞ্জক। শব্দের অপর নাম ধ্বনি।

শ্লোক ২ অন্বয়/স্তন-তটম্ নিঃশেষচ্যুতচন্দনম্। অধরঃ নির্মৃষ্টরাগঃ। নেত্রে দূরম্ অনঞ্জনে। তব ইয়ং তন্বী তনুঃ, পুলকিতা। মিথ্যাবাদিনি বান্ধবজনস্য অজ্ঞাতপীড়াগমে দূতি! [ত্বম্] ইতঃ বাপীং স্নাতুং গতা অসি। ন পুনঃ তস্য অধমস্য অন্তিকম্ [গতা]।

শ্লোকটি অমরুশতকের। নিঃশেষম্ চ্যুতম্ চন্দনম্ যস্মাৎ।

তট—প্রান্ত। নির্মৃষ্টরাগঃ—নির্মৃষ্টঃ (মুছে গিয়েছে) রাগঃ (রাঙিমা) যস্য সঃ। 'অধরঃ'-এর বিণ।

দূরম্—একেবারেই। বাপীম্—সরোবরম্। অজ্ঞাতঃ পীড়ায়াঃ আগমঃ যস্যাঃ সা। ততঃ সম্বুদ্ধিঃ।

---

১৪. পূর্বপূর্ববর্ণানুভবসহিত-চরমবর্ণানুভবব্যঙ্গ্যঃ।

সংকেত-স্থানে যুবককে না দেখতে পেয়ে অধীর যুবতী দূতী পাঠাল যুবকের কাছে। দূতী নিজে মিলিত হয়েছে যুবকের সঙ্গে। কিন্তু দূতী ফিরে এসে যুবতীকে জানালো: যুবককে রাজী করানো গেল না, এখানে আসার জন্যে।

যুবতী লক্ষ্য করল: দূতীর অঙ্গে অঙ্গে রমণের ছাপ। তন্বী-তনুতে ঘন শিহরণের অপূর্ব রোমাঞ্চ। স্তনের কেবল প্রান্তদেশ থেকে নিঃশেষে মুছে গেছে চন্দনলেপ। কিন্তু মূলে তখনও রয়েছে লেপনের অল্প চিহ্ন। অর্থাৎ মর্দন চলেছে উপরিভাগে, স্তনবৃন্তের আশেপাশে। যুবক চুম্বন চালিয়েছে দূতীর ঠোঁটে আর চোখের কোণে। তাই মুছে গিয়েছে ঠোটের রাঙিমা, চোখের কোণের কাজল।

এখানে যেগুলিকে বলা হয়েছে, (=বাচ্যরূপে) বাপীস্নানের কারণ, আসলে সেগুলি 'তদ্-রমণে'র (=যুবকের সঙ্গে রমণের) কারণ। এখানে,

বাচ্যার্থ—বাপীং স্নাতুমিতো গতাসি।

ব্যঙ্গ্যার্থ—তদন্তিকমেব রন্তুং গতাসি।

(=রমন করতে তার কাছেই গিয়েছিলে)।

ইতি প্রাধান্যেন অধমপদেন ব্যজ্যতে—অংশটুকুর ব্যাখ্যা দুরকম। কেউ বলেন 'প্রাধান্যেন'র সঙ্গে সম্পর্ক হল অধমপদের। কেউ বলেন, 'প্রাধান্যেন', 'ব্যজ্যতে' ক্রিয়ার বিণ।

প্রথম ব্যাখ্যা: 'তদ্‌রমণ'—এই ব্যঙ্গ্যার্থ প্রধানতঃ 'অধম' পদের দ্বারা ব্যক্ত হয়। যুবক অধম না হলে দূতীকে রমণ করত না। তাই কৌশলে 'অধম'-শব্দ প্রয়োগ করে, রসিকের চিত্তে ব্যঙ্গ্যার্থ ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যঙ্গ্যার্থ-উদ্ভাসে 'অধম' শব্দের ভূমিকা প্রধান।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা: নাগেশের মতে, 'প্রাধান্যেন'-এর অর্থ হল—'অতিশয়িরূপেণ' বা 'রমণীয়তর-রূপেণ'। অর্থাৎ 'অধম' শব্দের মাধ্যমে রমণীয়-তর-রূপে ব্যঞ্জিত হয় ব্যঙ্গ্যার্থ। প্রশ্ন উঠবে: কার থেকে রমণীয়-তর-রূপে? উত্তর হবে: বাপী-স্নান-রূপ বাচ্যার্থের থেকে।

সম্ভবতঃ, দ্বিতীয় ব্যাখ্যাই মম্মটের অভিপ্রেত।

কারিকা ৫ ক. খ.

পৃঃ ৩, ৫২ **অন্বয় / ব্যঙ্গ্যে অতাদৃশি [সতি], তু মধ্যমম্ [কাব্যং ভবতি]। [তৎ] গুণীভূতব্যঙ্গ্যম্ [ইতি উচ্যতে]।**

গুণীভূতঃ (গৌণঃ) ব্যঙ্গ্যো যত্র, তৎ কাব্যং গুণীভূতব্যঙ্গ্যম্। ব্যঙ্গ্যে—ভাবে সপ্তমী।

শ্লোক ৩ অন্বয় / নব—করম্ গ্রামতরুণম্ পশ্যন্ত্যাঃ তরুণ্যাঃ মুখচ্ছায়া, মুহুঃ নিতরাম্ মলিনা ভবতি।

বঞ্জুল-মঞ্জরী—অশোকগুচ্ছ। সনাথ—সহিত।

কথা ছিল: অশোক-তরুকুঞ্জে মিলিত হবে তরুণ-তরুণী। তরুণী যেতে পারে নি। অশোক-মঞ্জরী নিয়ে তরু-কুঞ্জ থেকে ফিরে এল তরুণ। পথে তরুণীর সঙ্গে দেখা। তরুণীর আশেপাশে বয়োজ্যেষ্ঠের ভিড়। তরুণ অশোক-মঞ্জরী দেখাল তরুণীকে। সব বুঝে তরুণীর মুখ বিবর্ণ হয়ে এল। কবিতাটির ব্যঙ্গ্যার্থ এরকম: তরুণী যেতে পারে নি তরু-কুঞ্জে। এখানে বাচ্যার্থ (= মুখ বিবর্ণ হল) ব্যঙ্গ্যার্থের চেয়ে বেশী সুন্দর। ∴ বাচ্যার্থ মুখ্য। ব্যঙ্গ্যার্থ গৌণ। কাব্যের ভেদের নাম গুণীভূত-ব্যঙ্গ্য।

কারিকা ৫ গ. ঘ.

অন্বয় / শব্দচিত্রং বাচ্যচিত্রং তু [কাব্যম্] অবরং স্মৃতম্। [তদ্ বুধৈঃ] অব্যঙ্গ্যং [কথিতম্]।

অবর = অধম।

শ্লোক ৪ অন্বয় / স্বচ্ছন্দোচ্ছ—হ্নিকা উদ্ধতুদার—দরী দীর্ঘা—মদা মন্দাকিনী বঃ মন্দতাম্ অহ্নায় ভিন্দ্যাৎ।

মূল বাক্যাংশ / 'মন্দাকিনী বঃ মন্দতাং ভিন্দ্যাৎ'। মন্দতাম্—মূঢ়তাম্। ভিন্দ্যাৎ—ধ্বংস করুক। 'মন্দাকিনী'র বিণ তিনটি। এগুলি হল:

(১) স্বচ্ছন্দ—নাহ্নিকা, (২) উদ্ধতুদার—দরী, এবং (৩) দীর্ঘা—মদা।

(১) স্বচ্ছন্দম্ যথা স্যাৎ, তথা উচ্ছলতঃ অচ্ছস্য কচ্ছকুহরে ছাতেতরস্য অম্বুনঃ ছটয়া মূর্চ্ছন্তঃ মোহা যেষাম্, তাদৃশৈঃ মহর্ষিভিঃ হর্ষেণ বিহিতম্ স্নানাহ্নিকম্ যস্যাম্, তাদৃশী।

অচ্ছ = স্বচ্ছ, নির্মল। কচ্ছ = তীর। কুহর = গর্ত। ছাতেতর = বেগবান্। হর্ষ = আনন্দ।

(২) উদার-দর্দুর = বৃহৎ ব্যাঙ্। উজ্জৎ = কম্পমান।

(৩) অদ্রিরিদ্র—বিরাট্। মেদুরমদা—নিবিড়প্রবাহ-চাপল্যা। অহ্নায়—শিগ্ গির।

৪র্থ শ্লোকটি শব্দচিত্র-কাব্যের উদাহরণ। ছেকানুপ্রাস এবং বৃত্ত্যনুপ্রাস—দুইই শ্লোকটিতে বর্তমান। এখানে কেউ কেউ বলতে পারেন—শ্লোকটিতে ভক্তিরস রয়েছে। উত্তরে মম্মট কেবল বলতে পারেন—এই রস অস্ফুট। অবশ্য মম্মটের যুক্তি বিতর্কের বিষয়।

শ্লোক ৫ অর্থচিত্র-কাব্যের উদাহরণ।

নাট্যকার মেণ্ঠের 'হয়গ্রীব-বধ' নাটক থেকে নেওয়া।

অন্বয় / মানদম্ যম্ যদৃচ্ছয়া আত্মমন্দিরাৎ বিনির্গতম্ উপশ্রুত্য অপি, সসম্ভ্রমেন্দ্র—র্গলা অমরাবতী, ভিয়া নিমীলিতাক্ষী ইব ভবতি।

মূল বাক্যাংশ : অমরাবতী ভিয়া নিমীলিতাক্ষী ইব ভবতি। যদৃচ্ছা—স্বেচ্ছা। মানদ—[শক্রর] মান-হন্তা। আত্মমন্দির—রাজভবন। সসম্ভ্রমেণ (সভয়েন) ইন্দ্রেণ দ্রুতং পাতিতা অর্গলা যস্যাঃ সা। অমরাবতীর বিণ।

দৈত্যরাজ হয়গ্রীব প্রাসাদ থেকে বেরিয়েছেন, কেবল শুনেই ইন্দ্র অত্যন্ত ভয় পেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমরাবতীর তোরণ-দ্বারের খিল এঁটে দিলেন। ঘটনাটিকে কবি উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে সুন্দর করে বলেছেন : মনে হল অমরাবতী হয়গ্রীবের ভয়ে চোখ বন্ধ করল (আসলে তোরণ-দরজা বন্ধ হল)। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—এখানে মুখ্য হল বীররস। তাহলে কবিতাটি 'অব্যঙ্গ্য' কি করে হয়? 'অধম' কাব্যের উদাহরণই বা কিভাবে হতে পারে?

মম্মট বলবেন : রস স্ফুট নয়। অস্ফুট। যা আগের মতই বিতর্কের বিষয়।

কাব্যের শ্রেণী বিভাগ

মম্মটের মতে, কাব্য তিন রকম : (১) উত্তম বা ধ্বনিকাব্য, (২) মধ্যম বা গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্য, (৩) অধম বা চিত্র কাব্য।

(১) যে কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থ বাচ্যার্থের থেকে বেশী সুন্দর, সেই কাব্যকে বলা হয় ধ্বনিকাব্য বা উত্তমকাব্য। উদাহরণ হল : নিঃশেষচ্যুত-চন্দনম্...... ইত্যাদি। 'যুবকের সহিত দূতীর রমণ' এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ। বাচ্যার্থ হল 'দীঘিতে দূতীর স্নান'। ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি, বাচ্যার্থের চেয়ে বেশী সুন্দর। তাই কাব্যের নাম ধ্বনিকাব্য। এখানে 'ধ্বনি' মানে ব্যঙ্গ্যার্থ।

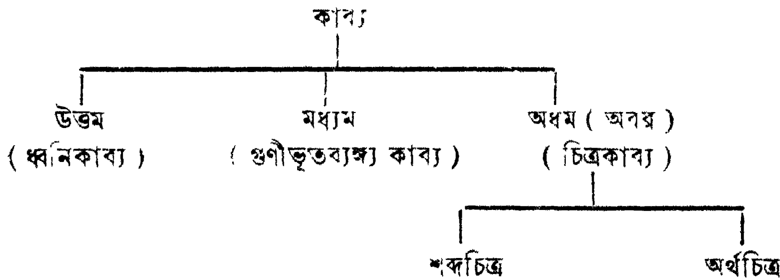
(২) ব্যঙ্গ্য, ব্যঙ্গ্যার্থ বা ধ্বনি, যে কাব্যে গৌণ বা কম সুন্দর, অথচ বাচ্যার্থই বেশী সুন্দর, সেই কাব্যকে বলা হয় গুণীভূতব্যঙ্গ্য বা মধ্যম কাব্য। 'গ্রামতরুণং—' ইত্যাদি উদাহরণে ব্যঙ্গ্যার্থ হল: কথা দিয়েও অশোককুঞ্জে তরুণীর না যাওয়া। বাচ্যার্থ: তরুণীর মুখ বিবর্ণ হয়ে এল। বলার ধরণে বাচ্যার্থই বেশী সুন্দর। পাঠককে আনন্দ দিতে বাচ্যার্থের ভূমিকা মুখ্য, ব্যঙ্গ্যার্থের গৌণ।

(৩) যে কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থ নেই, অথবা থাকলেও অস্পষ্ট কিন্তু শব্দ বা অর্থের বৈচিত্র্য (চিত্রত্ব) বর্তমান, তাকে বলা হবে চিত্রকাব্য। এ কাব্য নিকৃষ্ট শ্রেণীর।

চিত্রকাব্য ২ রকম: (ক) শব্দচিত্র আর (খ) অর্থচিত্র।

শব্দের বৈচিত্র্য আসে শব্দালংকারের ফলে আর অর্থের বৈচিত্র্য অর্থালংকারের ফলে। শব্দচিত্রের উদাহরণ: শ্লোক ৪। অর্থচিত্রের শ্লোক ৫. ৪র্থটি ছেকানুপ্রাস এবং বৃত্ত্যনুপ্রাসের ফলে চমৎকার। পাঁচটি উৎপ্রেক্ষা (অর্থালংকার) সত্যিই সুন্দর।

কাব্যের শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে, মম্মটের আদর্শ, ধ্বনিকার আনন্দবর্ধন।



দ্বিতীয় উল্লাস

পৃঃ ৩, ৫৩ **কারিকা ১ ক. খ./শব্দঃ অত্র ত্রিধা স্যাৎ—বাচকঃ লাক্ষণিকঃ ব্যঞ্জকশ্চ।**

মম্মটের মতে, শব্দার্থৌ = কাব্যম্।

শব্দ এবং অর্থের, স্বরূপ এবং প্রকার দেখাতে তিনি এখন ব্যস্ত। বলেছেন:

শব্দ তিন প্রকার—(১) বাচক (২) লাক্ষণিক (৩) ব্যঞ্জক।

মনে রাখতে হবে : তাৎপর্যের উপযুক্ত স্বীকৃতি দিয়েছেন নৈয়ায়িকেরা। নৈয়ায়িকের তাৎপর্য-লক্ষণ হল : বক্তুরিচ্ছা তু তাৎপর্যং পরিকীর্তিতম্।

অভিহিতান্বয়বাদী মীমাংসকেরা, অর্থাৎ কুমারিল এবং তদনুসারীরা কোথাও তাৎপর্যের উল্লেখ করেন নি। এঁদের মতে : সংসর্গ বা সম্বন্ধরূপ-বাক্যার্থকে বোঝায় লক্ষণা। এহল বাক্যলক্ষণা।

প্রসঙ্গটি মম্মট কৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন।

এভাবে তাৎপর্যার্থের প্রকৃতি বলতে গিয়ে এসে পড়েছে বাক্যার্থের স্বরূপের প্রশ্ন। প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে : বাক্যার্থের আকৃতি (বপু) হল বৈশিষ্ট্যযুক্ত (বিশেষযুতম্)। অনেকটা, তাজমহল কার তৈরী-এই প্রশ্নের উত্তরের মত। হাজার হাজার মিস্ত্রীর বহুদিনের শ্রমে তৈরী হল তাজমহল। অথচ উত্তর হল—শাজাহানের। উত্তরের প্রকৃতি বৈশিষ্ট্যযুক্ত।

বাক্যার্থের 'বপু'তে সমস্ত পদার্থ বিলীন হয়ে গিয়েছে। তাদের থেকে বাক্যার্থ তাই ভিন্ন। মানে, বাক্যার্থ বাচ্যার্থক নয়, লক্ষ্যার্থক নয়, ব্যঙ্গ্যার্থক নয়, কিন্তু তাৎপর্যার্থক।

মীমাংসক কুমারিল ভট্ট এবং তদনুসারী বাক্যতত্ত্বজ্ঞদের বলা হয় অভিহিতান্বয়বাদী। আর গুরু প্রভাকর এবং তদনুসারী বাক্যতত্ত্ববিদ্-দের বলা হয় অন্বিতাভিধানবাদী।

অন্বিতাভিধানবাদ

অন্বিতস্য [অর্থান্তর-] সম্বন্ধস্য [অর্থস্য] অভিধানং প্রতিপাদনং [শব্দেন ক্রিয়তে] ইতি বাদিনঃ = অন্বিতাভিধানবাদিনঃ।

অন্বিতাভিধানবাদী বলেন :

শব্দ বা পদ সম্বদ্ধ অর্থকেই প্রকাশ করে এবং অভিধা-বৃত্তির সাহায্যেই। সংসর্গ বা সম্বন্ধকে বোঝাবার জন্য তাই তাৎপর্য-নামক বৃত্তির অস্তিত্ব-স্বীকারের প্রয়োজন নেই।

গাম্ আনয়—বাক্যে 'গাম্' পদ অভিধাবৃত্তির দ্বারা আনয়নক্রিয়ান্বিত গাভীকে এবং 'আনয়' ক্রিয়াপদটি 'গোকর্মক-আনয়ন'কে বুঝিয়ে দেয়।

অন্বিত পদার্থে পদের সংকেত গ্রহণ করার পক্ষে অন্বিতাভিধানবাদী যে যুক্তি দেখিয়েছেন, তা হল এ রকম : শিশু যখন প্রথম সংকেত গ্রহণ করতে শেখে; তখন ব্যবহার থেকেই শেখে।

মা শিশুকে বলেন: 'গরু দেখ' 'ঘোড়া দেখ'। শিশু গরু, ঘোড়া এবং দেখ—শব্দের অর্থ বোঝে যোগ-বিয়োগ (অন্বয়ব্যতিরেকের) পদ্ধতির মাধ্যমে। দুই বাক্যেই সাধারণ ক্রিয়া 'দেখ'। শিশু 'গরু' বলতে দর্শন-ক্রিয়ার বিষয়ীভূত গরুকেই বোঝে এবং 'দেখ' বলতে গোকর্মক দর্শনক্রিয়াকেই বোঝে। সুতরাং 'ব্যবহার থেকেই যখন প্রথম শক্তি-গ্রহ হয় এবং ব্যবহারে অন্বিত পদার্থেরই বোধ হয়, তখন পদমাত্রেরই অন্বিত পদার্থে সংকেত-গ্রহণ করা উচিত। অন্বিতাভিধানবাদীগণের মতে তাই অভিধাবৃত্তির দ্বারা পদ অন্বিত পদার্থকে প্রকাশিত করায় পদার্থভূত বাক্যার্থ অভিধাবৃত্তির দ্বারাই প্রাকশিত হয়।

মনে রাখা প্রয়োজন, অন্বিতাভিধানবাদীর অভিধা যথেষ্ট শক্তিশালী। বাক্যের অর্থকে অভিধাই প্রকাশ করে। বাক্যার্থ তাই বাচ্য। পদার্থসমূহই বাক্যার্থ। অর্থাৎ বাক্যার্থ পদার্থভূত, অ-পদার্থ নয়। পদার্থ-সমূহের বপু এবং বাক্যার্থের বপু একই। আরও লক্ষণীয়: সম্বদ্ধ পদার্থগুলিই বাক্যার্থ। (বিশিষ্টা এব পদার্থা বাক্যার্থঃ—৫ম উল্লাস)। পদার্থগুলির পারস্পরিক অন্বয় বাক্যের অর্থ নয়। ("ন তু পদার্থানাং বৈশিষ্ট্যম্"—ঐ)।

[বিস্তৃত জানার জন্য পঞ্চম উল্লাস]

পৃঃ ৩, ৫৩ **কারিকা ২ ক. খ./প্রায়শঃ সর্বেষাম্ অপি অর্থানাম্ ব্যঞ্জকত্বম্ ইষ্যতে।**

অর্থাৎ কেবল ব্যঙ্গ্যার্থেরই ব্যঞ্জকত্ব আছে তা নয়, বাচ্য এবং লক্ষ্যার্থেরও ব্যঞ্জিত করার সামর্থ্য আছে। দেখা যাচ্ছে, অভিধা এবং লক্ষণা কেবল শব্দবৃত্তি; ব্যঞ্জনা কিন্তু শব্দ এবং অর্থ—দুয়েরই বৃত্তি হতে পারে।

প্রায়শঃ/ সব সময়ে ব্যঙ্গ্যার্থ ব্যঞ্জক হতে পারে না। ব্যঙ্গ্যার্থ যখন রস, তখন তা ব্যঞ্জক নয়।

শ্লোক ১ এটি গাথাসপ্তশতীর ৮৮৯ সংখ্যক শ্লোক। বাসরঃ—দিন।

শ্লোকের বক্তা কোন এক স্বৈরিণী। শ্রোতা শাশুড়ী। ব্যঙ্গ্যার্থ: যথেচ্ছ ভ্রমণ। অছিলা—তেল নুন আনতে যাওয়ার। বক্তৃবৈশিষ্ট্যের ফলে [স্বৈরিণীকে বক্তা বলে জানায়] বাচ্যার্থ থেকে উপরি-উক্ত ব্যঙ্গ্যার্থ বোঝা যাচ্ছে।

শ্লোক ২ গা. স. ৮৪৭

সাধয়ন্তী—খুশী করতে গিয়ে।

সুভগ=সৌভাগ্যযুক্ত।

'নিঃশেষচ্যুতচন্দনম্'—শ্লোকটির মতই এর প্রসঙ্গ। বক্তা প্রেমিকা। শ্রোতা (বোদ্ধব্য) প্রেমিকার সখী। সখীকে প্রেমিকা পাঠিয়েছিল প্রেমিকের কাছে। সখীর চোখে মুখে সম্ভোগের চিহ্ন দেখে প্রেমিক এই উক্তি করেছেন।

বাচ্যার্থ এখানে বাধিত। প্রবৃত্ত হয়েছে বিপরীতলক্ষণা। লক্ষ্যার্থ হল :

'বৈরিণি, স্বকৃতে সুভগং সাধয়ন্তী হৃষ্টাসি। অসম্ভাবশক্রত্ব-করণীয়-সদৃশং সম্ভাবয়েহকরণীয়-বিসদৃশং বা ত্বয়া বিরচিতম্'। 'শত্রু, নিজের জন্যে দয়িতকে খুশী করতে গিয়ে তুমি খুশিই হয়েছ। আচরণ করেছ শত্রুতা-সুলভ'।

লক্ষ্যার্থের ব্যঙ্গ্যার্থ হল : 'অপরাধী এক্ষেত্রে প্রেমিকই। হায় কপাল!'

শ্লোকটিতে তিনটি অর্থই রয়েছে। এদের মধ্যে বাচ্যার্থ বাধিত। লক্ষ্যার্থ বাধিত নয়। ব্যঙ্গ্যার্থ-সহ লক্ষ্যার্থও বোঝা যায়। ব্যঙ্গ্যার্থ বোঝা যাচ্ছে বোদ্ধব্য-বৈশিষ্ট্যের ফলে।

শ্লোক ৩ গা. স. ১.৯ নায়িকার উক্তি। শ্রোতা নায়ক।

বিসিনী = পদ্ম। বলাকা = বক।

বাচ্যার্থ—বকটি নিষ্পন্দ।

ব্যঙ্গ্যার্থ—∴ বকটি নিরুদ্বিগ্ন (অবিচলিত)।

(প্রথম)

২য় ব্যঙ্গ্যার্থ— ∴ স্থানটি জনশূন্য।

৩য় ,, — ∴ এই হল মিলনের উপযুক্ত স্থান।

তৃতীয় ব্যঙ্গ্যার্থটি বিকল্পে হতে পারে : মিথ্যা বলছ, তুমি এখানে আসনি। অন্যথায় স্থানটি জনশূন্য ছিল কেমন করে? বকটিও নড়েনি চড়েনি।

পৃঃ ৪, ৫৪ **কারিকা ২ গ. ঘ. যঃ সাক্ষাৎ সংকেতিতম্ অর্থম্ অভিধত্তে সঃ বাচকঃ।** অংশটুকু বাচক শব্দের লক্ষণ।

সংকেত Convention, agreement, conventional relation, সময়। শব্দ (বাচক) এবং অর্থের (বাচ্যের) মধ্যে যুগ যুগ ধরে প্রতিষ্ঠিত যে সম্বন্ধ, তাই সংকেত। যেমন—গরু শব্দের অর্থ গলকম্বলযুক্ত একটি প্রাণী। মানুষের বা ঈশ্বরের ইচ্ছায় দীর্ঘকাল ধরে চুক্তির মাধ্যমে দুটির মধ্যে একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্পর্কের বা সম্বন্ধের নাম সংকেত।

নৈয়ায়িক বলেন : সম্বন্ধ, সংকেত এবং ইচ্ছা তাই অভিন্ন। এমন কি, অভিধা বা শক্তির সঙ্গেও এই সংকেত অভিন্ন।

"অত্র তার্কিকাঃ—'অস্মাচ্ছব্দাদয়মর্থো বোদ্ধব্য" ইত্যাকারা... লাঘবাৎ। সৈব সংকেতঃ সম্বন্ধঃ'।" পরমলঘুমঞ্জুষা পৃঃ ৬ বৈয়াকরণ এবং আলংকারিক বলেন: সংকেত এবং অভিধা দুই ভিন্ন বস্তু। মম্মটের অভিধার সংজ্ঞা থেকেই নীতিটি স্পষ্ট হবে। সংকেত মূলতঃ জানা যায় লোক-ব্যবহার থেকে।

সাক্ষাৎ—অব্যবহিত। ব্যবহিত সংকেতের সাহায্যে লাক্ষণিক শব্দ লক্ষ্যার্থ প্রতিপাদিত করে। লক্ষ্যার্থ=ব্যবহিতসংকেতিতার্থ।

অভিধত্তে=প্রতিপাদয়তি। 'অভিধয়া প্রতিপাদয়তি' অর্থ নয়।

বস্তুতঃ, কেবল 'প্রতিপাদয়তি' শব্দ ব্যবহার করলে ভাল হত। 'অভিধত্তে' ব্যবহারে দোষ হয় 'অন্যোন্যাশ্রয়'।

কেউ কেউ অবশ্য বলেন: অভিধামূলব্যঞ্জক শব্দে লক্ষণের অতিব্যাপ্তি দূর করার জন্য 'অভিধত্তে' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, 'ভদ্রাত্মনো দুরধিরোহতনোঃ—' ইত্যাদিতে 'কর' শব্দের সাক্ষাৎ অর্থই হল শুঁড়। কিন্তু এটি অভিধা-বৃত্তি প্রতিপাদিত নয়, ব্যঞ্জনার মাধ্যমে 'শুঁড়' অর্থের প্রতীতি হয়।

পৃঃ ৪, ৫৪ **কারিকা ৩ ক. খ. / সংকেতিতঃ [অর্থঃ] জাত্যাদিঃ চতুর্ভেদঃ, জাতিঃ এব বা।**

আদি=গুণ, ক্রিয়া এবং যদৃচ্ছা। চত্বারঃ ভেদাঃ যস্য সঃ চতুর্ভেদঃ। 'জাত্যাদিঃ'র বিণ।

এখন প্রশ্ন: সংকেতিত অর্থ বা সংকেতের বিষয় বস্তুর কোন্ অংশটুকু? কোন্ বৈশিষ্ট্যটুকু? সংকেতিতার্থ বলতে বস্তুর কি বা কতটুকু বুঝি?

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রত্যেক বস্তুর তিন রকম বৈশিষ্ট্য (স্বরূপ) আছে। প্রথমতঃ, এর একটি বিশেষ আকৃতি আছে। যেমন, বল গোলাকার, বই চারকোণা, গরু চতুষ্পদ এবং গলকম্বলযুক্ত, মানুষ দ্বিপদ দ্বিহস্ত। দ্বিতীয়তঃ, যে কোন বস্তু-ই একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত। মানুষ যেমন প্রাণীদের মধ্যে একটি বিশেষ শ্রেণীর। এই শ্রেণীধর্ম (class-element, জাতি বা সামান্য / মনুষ্যত্ব) মানুষকে অন্য প্রাণী থেকে পৃথক্ করে বুঝিয়ে দেয়। এই শ্রেণীধর্ম হল সমষ্টিগত সত্তা।

তৃতীয়তঃ, বস্তুর একটি ব্যষ্টিগত সত্তাও (ব্যক্তিত্ব—individuality) বিদ্যমান। মানুষ একটি শ্রেণীভুক্ত কিন্তু প্রতিটি মানুষই (যা আমাদের চিন্তায় ভাসে) আবার ভিন্ন।

এই ব্যক্তি-মানুষ অথবা ব্যক্তি-গরুই আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটায় (অর্থক্রিয়াকারী)।

[অর্থ = প্রয়োজন, ক্রিয়া = সম্পাদন। অর্থক্রিয়াকারী = প্রয়োজন-সম্পাদনকারী।]

অর্থাৎ আমরা কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় অথবা কাজ থেকে নিবৃত্ত হওয়ার সময় ব্যক্তির দরজায় হানা দিই। এককথায়, ব্যক্তির প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা আছে বলে ব্যক্তিই মানুষকে কর্মে প্রবৃত্ত অথবা নিবৃত্ত করে। যেমন, দুধ পেতে গিয়ে গোব্যক্তির কাছেই যাই। গো-ব্যক্তিই দুধ দেয়। গোত্ব দুধ দেয় না।

কাজেই 'দুগ্ধার্থী গাং নিকষা গচ্ছতি'—বাক্যে 'গাম্'—পদের সংকেতিতার্থ গোব্যক্তিকেই বোঝা উচিত। এই মতের পৃষ্ঠপোষক নব্য নৈয়ায়িকেরা। এঁরা ব্যক্তিবাদী।

ব্যক্তিবাদের তিনটি দোষ ধরা পড়েছে বৈয়াকরণ এবং তদনুসারী আলংকারিকের চোখে। এ তিনটি হল : (১) আনন্ত্য (২) ব্যভিচার এবং (৩) বিষয়বিভাগাপ্রাপ্তি।

আনন্ত্য—সংকেতিত, বাচ্য বা মুখ্য অর্থ বলতে যদি বস্তুর ব্যক্তি-স্বরূপকে বুঝি, তা হলে হয় (১) ঐ শ্রেণীভুক্ত সমস্ত ব্যক্তিকে বুঝতে হবে, অথবা (২) একটি মাত্র ব্যক্তিকে বুঝতে হবে, অথবা (৩) কিছু ব্যক্তিকে বুঝতে হবে।

∴ গো শব্দের অর্থ হবে, বিশ্বের অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সমস্ত গরু অথবা কয়েকটি গরু (মনে করা যাক্ ১৫টি), অথবা একটিমাত্র গরু।

কিন্তু যদি গো-র সংকেতিতার্থের মধ্যে সমস্ত গো-ব্যক্তি থাকে, তাহলে গো-র সংকেতিতার্থ-গ্রহণ অসম্ভব হবে। কারণ বিশ্বে গরু অনন্ত। কেউই সবগুলিকে জানতে পারে না। ∴ দেখা যাচ্ছে, বস্তুর অনন্ততা-কল্পনায় জন্য শুদ্ধ জ্ঞান সম্ভব হচ্ছে না। যে দোষটির সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তার নাম আনন্ত্য।

কিন্তু ব্যবহারিক জগতে, গো-র সংকেতিতার্থ আমরা জানি। ∴ গো-র সংকেতিতার্থ বিশ্বের সমস্ত গো-ব্যক্তি হতে পারে না।

(২) এবং (৩) সংখ্যক ক্ষেত্রে ব্যভিচার দোস উপলব্ধ হবে। ব্যভিচার শব্দের অর্থ হল নিয়মের অতিক্রম।

এখানে নিয়মটি হল : 'সংকেতিতস্যৈব শাব্দবোধঃ'। —যাতে সংকেত গৃহীত হয়েছে, তাকেই অথবা ততদূর অবধিই শব্দের অর্থ প্রতীত হয়।

এখন, গো-শব্দের সংকেত যদি কালো গরুতে গৃহীত হয়ে থাকে, অথবা ১৫টি মাত্র গরুতে গৃহীত হয়ে থাকে, তাহলে সাদা গরুকে অথবা ষোড়শ গরুকে গো-শব্দ দিয়ে অভিহিত করতে পারি না। কেননা, পূর্বোক্ত নিয়ম তাহলে অতিক্রান্ত হয়। কারণ, ষোড়শ এবং সাদা গরু 'সংকেতাবিষয়'।

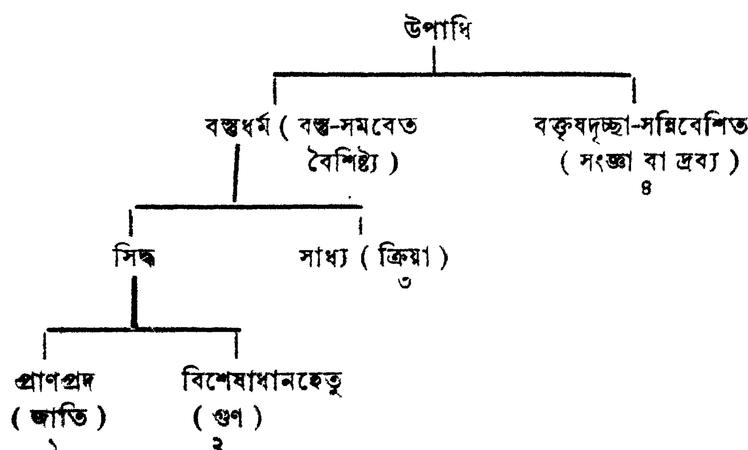
বিষয়বিভাগাপ্রাপ্তি এই দোষটিকে বোঝাতে গিয়ে বারবার এই বাক্যটি উদ্ধৃত করেছেন বৈয়াকরণেরা : গৌঃ শুক্লশ্চলো ডিত্থঃ। এখানে গো জাতিশব্দ, শুক্ল গুণশব্দ, চল ক্রিয়াশব্দ, আর ডিত্থ হল সংজ্ঞাশব্দ অথবা দ্রব্যশব্দ অথবা যদৃচ্ছাশব্দ।

সংকেতিতার্থ বলতে যদি গো-ব্যক্তিকে বুঝি তাহলে সব শব্দগুলি দিয়ে একটিই বস্তুকে অর্থাৎ গো-ব্যক্তিকে বুঝতে হয়। অন্য শব্দগুলির আর পৃথক্ সংকেতিত বিষয় থাকে না। এদের বিষয়-বিভাগও সম্ভব হয় না। কিন্তু বিষয়-বিভাগ সাধারণ বুদ্ধিতেই বুঝি। তাই ব্যক্তিতে সংকেত-গ্রহণ উচিত নয়।

ব্যক্তিতে সংকেত-গ্রহণ উচিত নয়—এ বিষয়ে বৈয়াকরণ এবং মীমাংসক একমত। কিন্তু কোথায় সংকেত-গ্রহণ উচিত, অথবা সংকেতিতার্থ কোনটি—এবিষয়ে দুয়ের মধ্যে মতবিরোধ। বৈয়াকরণ বলেন : সংকেত ব্যক্তির উপাধিতে (ধর্মে বা বৈশিষ্ট্যে) বোধ্য। এই উপাধি ৪ রকম : জাতি, গুণ, ক্রিয়া, দ্রব্য। বৈয়াকরণ তাই উপাধিবাদী বা জাত্যাদিবাদী।

মীমাংসকের মতে, সংকেতিতার্থ হল জাতি। মীমাংসক জাতিবাদী।

পৃঃ ৪, ৫৫ **উপাধিশ্চ..............মহাভাষ্যকারঃ।**



যদৃচ্ছা = স্বেচ্ছা। সিদ্ধ = পূর্ণ Complete, accomplished

সাধ্য বস্তুধর্ম / ক্রিয়া ; ক্রিয়া পূর্ণ বস্তু নয়, ক্রিয়ার কতকগুলি অবয়ব আছে, যাদের কিছু থাকে পূর্বক্ষণে কিছু পরক্ষণে / পূর্বাপরীভূতাবয়বা।

বিশেষাধানহেতুঃ / বিশেষস্য বৈশিষ্ট্যস্য আধানং স্থাপনং, তস্য হেতুঃ।

জাতি হল প্রাণপ্রদ বস্তুধর্ম। জাতিগত বৈশিষ্ট্যের ফলেই বস্তু ব্যবহারের দিক্ থেকে প্রাণ পায়। গরুকে গরু বলে ব্যবহার করি, আখ্যা দিই গোত্বের জন্যই, গরুর আকৃতির জন্য নয়। আকৃতির জন্য কোন বস্তুকে অ-গরুও বলতে পারি না। জাতির জন্যে তা পারি। ধারণাটিকে মম্মট সমর্থন করেছেন ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে : 'ন হি গৌঃ স্বরূপেণ গৌঃ, নাপ্যগৌঃ'।

বিশেষাধানহেতু সিদ্ধ বস্তুধর্ম / গুণ বস্তুকে বিশিষ্ট করে দেয়। যেমন শুক্লত্ব একটি অস্তিত্বশীল (ব্যবহারিক জগতে) বস্তুকে ভিন্ন করে দেয়। আখ্যাগত দিক্ থেকে কিংবা ব্যবহারগত দিক্ থেকে কোন বস্তুকে আসলে প্রাণ দেয় অথবা অস্তিত্বশীল করে তোলে জাতিই। লব্ধসত্তাকম্ = জাত্যা প্রাপ্তব্যবহারযোগ্যতাকম্। বস্তুকে [শব্দবিশেষে] ব্যবহারযোগ্য করে তোলে জাতি, অন্য বস্তু থেকে ভিন্ন করে দেয় গুণ।

ডিত্থাদিশব্দানাম্......... যদৃচ্ছাত্মক ইতি।

যদৃচ্ছাত্মকঃ (বক্তৃযদৃচ্ছাসন্নিবেশিতঃ) সঃ অয়ম্ (উপাধিঃ) সংজ্ঞারূপঃ (স্ফোটরূপ) ইতি।

জাতি, গুণ এবং ক্রিয়াবাচক শব্দের উপাধি বা বৈশিষ্ট্যগুলি হল জাতি, গুণ এবং ক্রিয়া। সংজ্ঞাশব্দ, যদৃচ্ছা শব্দ বা দ্রব্যশব্দের উপাধি হল ঐ নামের স্ফোট। 'অন্ত্যবুদ্ধিনির্গ্রাহ্যম্' এবং 'সংহৃতক্রমম্'—'স্বরূপম্' এর এই দুটি বিশেষণ দিয়ে তাই দেখানো হয়েছে।

অন্ত্য = শেষ অক্ষর। স্ফোট নিরবয়ব এবং অখণ্ড, তাই পূর্বাপর ক্রমরহিত।

'ডিত্থাদিশব্দানাং স্বরূপম্ স্ফোটরূপম্'।

পরমাণ্বাদীনাং তু গুণমধ্য......... গুণত্বম্।

বৈশেষিকদর্শনে সাতটি পদার্থের মধ্যে গুণ একটি। ২৪টি গুণের মধ্যে পরিমাণ একটি। পরিমাণ ৪ রকম : অণু, মহৎ, দীর্ঘ, হ্রস্ব। এছাড়া আরও ২ রকমের পরিমাণ রয়েছে। এদুটি হল—পরমাণু এবং পরমমহৎ।

পরমাণুপরিমাণ বা পরমাণুত্বের অন্য নাম পারিমাণ্ডল্য। পরমাণুত্ব, পরমাণুর প্রাণপ্রদ উপাধি বা ধর্ম। পরমাণু থেকে পরমাণুত্বকে পৃথক করা যায় না। তাই বৈয়াকরণ এবং আলংকারিকদের মতে পরমাণুত্ব একটি জাতি, এবং পরমাণু জাতিশব্দ।

কিন্তু বৈশেষিকেরা পরমাণুত্বকে জাতি বলতে পারেন না। তাঁদের নিয়মে, কোন বস্তুতে যদি ২টি জাতি থাকে, তাহলে তাদের মধ্যে সম্বন্ধ হবে পর-অপর*। কিন্তু পরমাণুত্বকে এরকম ক্ষেত্রে পর অথবা অপর—বলা মুস্কিল। তাই, একে জাতি বলতে পারেন নি বৈশেষিকেরা। কিন্তু বৈয়াকরণ এবং আলংকারিকদের ঐ ধরণের কোন নিয়ম নেই বলে একে অর্থাৎ পরমাণুত্বকে (পরমাণুপরিমাণকে) জাতি বলেন। আর বলেন: বৈশেষিকেরা যে বলেছেন পরমাণুত্ব গুণ, তা কেবল পরিভাষিক অর্থে, ধারণাগত (conceptual) অর্থে নয়।

জাতিবাচক শব্দের আলোচনা এখানে শেষ। জাতিবাচক শব্দের মুখ্য অর্থ হল জাতি।

পৃঃ ৫, ৫৫-৫৬ গুণ-ক্রিয়া-যদৃচ্ছানাং …… আলম্বনভেদাৎ।

শুক্ল প্রভৃতি গুণবাচক শব্দের সংকেত (convention) হল শুক্লতা-গুণে। বরফ, দুধ এবং শাঁখের শুক্লতা কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন। তাহলে প্রশ্ন উঠে: কোন্ শুক্লতাকে সংকেতিতার্থ বলে বুঝব? (১) একটিমাত্র শুক্লের পরিপ্রেক্ষিতেই কি সংকেত-গ্রহণ হবে? অথবা (২) সীমিত কয়েকটি শুক্লের পরিপ্রেক্ষিতে? অথবা (৩) সমস্ত শুক্লের পরিপ্রেক্ষিতে? কিন্তু দেখা যাবে, প্রথম দুটির ক্ষেত্রে দোষ হবে ব্যভিচার, আর শেষেরটিতে আনন্ত্য।

মম্মট সমাধানে বলেছেন: 'শুক্ল' সবক্ষেত্রেই এক (বস্তুতঃ একরূপঃ), কেবল আশ্রয়ভেদে ভিন্ন। যেমন, একই মুখ খাঁড়া, তেল, আয়না—প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আশ্রয়ে ভিন্ন ভিন্ন বলে প্রতীত হয়।

ক্রিয়াবাচক এবং যদৃচ্ছাবাচক শব্দের ক্ষেত্রেও একই কথা।

গুণ, ক্রিয়া এবং যদৃচ্ছাবাচক শব্দের অর্থ-প্রতীতির ক্রম হল এরকম:

(১) অভিধা দিয়ে গুণবাচক শব্দ গুণকে, ক্রিয়াবাচক শব্দ ক্রিয়াকে, যদৃচ্ছাবাচক শব্দ যদৃচ্ছাকে প্রকাশ করে (বোঝায়)।

---

* পর = ব্যাপক। অপর — কম ব্যাপক।

(২) পরে গুণ, ক্রিয়া, যদৃচ্ছা-র আশ্রয় ব্যক্তিকে বোঝা যায় আক্ষেপ অথবা অনুমানের মাধ্যমে।

পৃঃ ৫, ৫৬ হিমপয়ঃশঙ্খাদ্যাশ্রয়েষু ....ইতি অন্তে।

ইতিপূর্বে বৈয়াকরণদের জাত্যাদিসঙ্কেতবাদ বা উপাধিবাদ আলোচিত হয়েছে। এখন মীমাংসকের জাতিসঙ্কেতবাদের আলোচনা। মীমাংসক জাতিবাদপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন এভাবে :

শুক্লম্ হিমম্, শুক্লং পয়ঃ, শুক্লঃ শঙ্খঃ—এ সমস্ত স্থলে প্রতিটি শুক্লই সত্যিই (পরমার্থতঃ) ভিন্ন, যেমন প্রতিটি গো-ব্যক্তি পরস্পর ভিন্ন। কিন্তু গোত্বের মত এদের প্রত্যেকেই একটি শ্রেণীধর্মের (সামান্যের) আশ্রয়। They belong to the same class. যার ফলে প্রতিটি 'শুক্ল'কেই শুক্ল বলে বুঝছি (অভিন্নপ্রত্যয়) এবং শুক্ল বলে অভিহিত করছি (অভিন্নাভিধান)।

এই শুক্লত্ব-ই ভিন্ন ভিন্ন শুক্লকে শুক্ল বলে ব্যবহারের কারণ (প্রবৃত্তিনিমিত্তম্ —Connotation)। প্রবৃত্তৌ ব্যবহারে নিমিত্তম্ কারণম্=প্রবৃত্তিকারণম্।

মনে রাখা প্রয়োজন : মীমাংসকের মতে সমস্ত শব্দেরই প্রবৃত্তিনিমিত্ত হল জাতি। অর্থাৎ সমস্ত শব্দই জাতিবাচক। শুক্লত্ব বৈয়াকরণমতে গুণ। মীমাংসকের মতে শুক্লত্ব, পাকত্ব, ডিত্থত্ব—সমস্তই গোত্বের মত জাতি।

পৃঃ ৫, ৫৬ তদ্বান্ অপোহো বা শব্দার্থঃ কৈশ্চিদ্ উক্তঃ

(১) তদ্বান্ শব্দার্থঃ
(২) অপোহো বা " } —এই দুটি মত এখানে উদ্ধৃত।

প্রথমটি হল প্রাচীন নৈয়ায়িকের। দ্বিতীয়টি বৌদ্ধের।

(১) তদ্বান্=জাতিবান্। তৎ=জাতি

জাতিবান্ জাতিবিশিষ্টঃ পদার্থঃ ব্যক্তিরূপঃ শব্দার্থঃ শব্দস্য সংকেতিতঃ অর্থঃ।

ব্যক্তিকে সংকেতিত অর্থ বললে আনন্ত্য এবং ব্যভিচার দুই দোষের সম্মুখীন হতে হয়। জাতিতে সংকেত মেনে নিলে আবার ব্যক্তিকে বোঝা যায় না, কিন্তু ব্যক্তি ছাড়া বস্তু কখনও ব্যবহারযোগ্য হতে পারে না। তাই নৈয়ায়িকেরা শব্দের অর্থ বলতে—জাতিবিশিষ্টাব্যক্তিকে বোঝেন। আর প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা বস্তুর তিনটি বৈশিষ্ট্যকেই বোঝেন—জাত্যাকৃতিব্যক্তয়স্তু পদার্থঃ। (এটিরই সংক্ষেপে উল্লেখ বোধ হয় 'তদ্বান্ শব্দার্থঃ')।

(২) বৌদ্ধদের মতে, শব্দের অর্থ হল ভেদরূপ (distinction) অর্থাৎ অ-তদ্‌ব্যাবৃত্তি। ব্যাবৃত্তি = ভিন্নতা। যেমন, গরু বললে যা বুঝি তা হল অ-গরু থেকে ভিন্ন এক বস্তু (অ-গোব্যাবৃত্তি)। এই 'অ-তদ্‌ব্যাবৃত্তি'র অন্য নাম অপোহ। আসলে, বৌদ্ধেরা ক্ষণিকবাদী। জাতি, গুণ, ক্রিয়া, যদৃচ্ছা-র মত নিত্য কোন কিছু মানেন না। তা-ই এগুলিকে অর্থ বলতে পারেন না।

শব্দের সংকেতিত অর্থ কি ?—এই বিষয়ে সব মিসিয়ে মম্মট পাঁচটি মতবাদ উদ্ধৃত করেছেন। এগুলি হল :

(১) ব্যক্তিশক্তিবাদ বা ব্যক্তিসংকেতবাদ বা ব্যক্তিবাদ (নব্য নৈয়ায়িক)

(২) জাত্যাদিবাদ বা উপাধিবাদ (বৈয়াকরণ)

(৩) জাতিবাদ (মীমাংসক)

(৪) জাতিবিশিষ্টব্যক্তিবাদ (প্রাচীন নৈয়ায়িক)

(৫) অপোহবাদ (বৌদ্ধ)

মম্মট আলংকারিক। আলংকারিক বৈয়াকরণ-অনুসারী, কাজেই উপাধি-বাদের সমর্থক। যদিও কারিকাতে মম্মট উপাধিবাদ এবং জাতিবাদ-দুটিই উদ্ধৃত করেছেন। 'শব্দব্যাপারবিচারে' মম্মট উপাধিবাদকে স্পষ্টতঃ সমর্থন করেছেন।

সংকেত কিসে গৃহীত হয়—এতক্ষণ আলোচিত হল। সংকেত-গ্রহের উৎসের কথা কিন্তু মম্মট বলেন নি। এই উৎস-সংখ্যা হল ৮, এগুলি হল : ব্যাকরণ, উপমান, কোশ, আপ্তবাক্য, ব্যবহার, বাক্যের শেষ-অংশ, বিবৃতি, এবং সিদ্ধপদের সান্নিধ্য।

পৃঃ ৫, ৫৬ কারিকা ৩

ইতিপূর্বে মম্মট বাচক শব্দ, বাচ্যার্থ এবং অভিধার লক্ষণ করেছেন। এখন কারিকা ৩-এ লক্ষণা ও লক্ষ্যার্থের এবং কারিকা ৪ কএ লাক্ষণিক শব্দের লক্ষণ করলেন। 'যৎ অন্যঃ অর্থঃ লক্ষ্যতে সা ক্রিয়া লক্ষণা'—অংশটুকু লক্ষণার সংজ্ঞা। এর বৃত্তি হল : মুখ্যেন অমুখ্যোঽর্থো লক্ষ্যতে যৎ, স শব্দ-ব্যাপারঃ লক্ষণা।

যৎ = যেন শব্দব্যাপারেণ।

অন্যঃ অর্থঃ = অমুখ্যঃ অর্থঃ = লক্ষ্যার্থঃ।

শব্দব্যাপারঃ = শব্দবৃত্তিঃ।

বৃত্তি অথবা কারিকায় 'লক্ষ্যতে'র বদলে 'প্রতিপাদ্যতে' বললে ভাল হত। 'লক্ষ্যতে' বলায় 'স্বাশ্রয়' দোষ হয়।

লক্ষ্যার্থের সংজ্ঞা বুঝে নিতে হবে : যঃ অন্য অর্থঃ লক্ষ্যতে, স লক্ষ্যার্থঃ।

লক্ষ্যার্থ এখানে কার্য। শব্দ হল কর্তা। বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ করণ। মুখ্যার্থের বৃত্তি বা ব্যাপার হল লক্ষণা। যেহেতু 'করণং ব্যাপারবৎ'। তাই বলা হয়, লক্ষণা মুখ্যার্থনিষ্ঠ। বৃত্তিতে মুখ্যার্থের প্রতিশব্দ হল সান্তরার্থ। 'অন্তরেণ ব্যবধানেন সহিতঃ অর্থঃ সান্তরার্থঃ'। ব্যবধান অভিধা-নামক ব্যাপারের। কারণ প্রথমে শব্দ, মাঝখানে অভিধা, পরে বাচ্যার্থ বা মুখ্যার্থ। শব্দ—অভিধা—বাচ্যার্থ। শব্দ আর বাচ্যার্থের মাঝখানে ব্যবধান অভিধার। প্রশ্ন উঠবে, লক্ষণা যদি 'বাচ্যার্থ-ব্যাপার' হয়, তবে কেন বলা হল শব্দ-ব্যাপার ? উত্তরে বলা হয়—ঔপচারিক প্রয়োগের ফলে অথবা আরোপের ফলে এরকম সম্ভব। এখানে বাচ্যার্থের ধর্ম* আরোপ করা হল শব্দে। লক্ষণাকে বলা হল আরোপিত শব্দ-ব্যাপার। অর্থাৎ লক্ষণা শব্দের স্বাভাবিক বৃত্তি বা ব্যাপার নয়। এককথায়, 'আরোপিতঃ শব্দব্যাপারঃ' বললে বোঝায় 'সান্তরার্থনিষ্ঠঃ শব্দব্যাপারঃ'। ঔপচারিক বা আরোপমূলক প্রয়োগের উদাহরণ হল 'বিনিদ্র রজনী যাপন করিলাম'। আমি বিনিদ্র ছিলাম। কিন্তু এই বিনিদ্রতা-ধর্ম রজনীর উপর প্রয়োগ করা হল।

কারিকায় 'মুখ্যার্থবাধে……প্রয়োজনাৎ'—অংশটুকুতে লক্ষণা প্রবর্তিত হওয়ার জন্য যে তিনটি শর্ত প্রয়োজন, তা বলা হয়েছে।

'মুখ্যার্থবাধে' 'তদ্‌যোগে'-তে ভাবে ৭মী। 'প্রয়োজনাৎ'-এ হেতৌ ৫মী। রূঢ়িতঃ—পঞ্চম্যর্থে তসিল্।

লক্ষণার তিনটি শর্ত হল : (১) মুখ্যার্থবাধ, (২) তদ্‌যোগ এবং (৩) রূঢ়ি অথবা (৩) প্রয়োজনের যে কোন একটি।

লক্ষণার প্রথম শর্ত : **'মুখ্যার্থ-বাধঃ'**

মুখ্যার্থস্য বাচ্যার্থস্য সংকেতিতার্থস্য বা বাধঃ অনুপপত্তিঃ অনৌচিত্যং বা ইত্যর্থঃ।

বাধ = অপ্রযোজ্যতা, অনুপপত্তি, অনৌচিত্য।

---

* ধর্ম = ব্যাপার = ক্রিয়া = বৃত্তি।

পৃঃ ৫, ৫৬-৫৭ বৃত্তি '**কর্মণি কুশল**ঃ...... ...... **মুখ্যার্থস্য বাধে।**

অযোগ—অ-প্রসঙ্গ।

দর্ভগ্রহণাদ্যযোগাৎ—দর্ভ-গ্রহণের প্রসঙ্গ না থাকায়।

ঘোষাদ্যধিকরণত্বাসম্ভবাৎ—ঘোষপল্লী-প্রভৃতির আধারত্বের অসম্ভব-হেতু, অর্থাৎ গঙ্গা-স্রোত ঘোষপল্লীর আধার হতে পারে না বলে।

প্রশ্ন হল, ''কর্মণি কুশলঃ' এবং 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—তে মুখ্যার্থের অপ্রযোজ্যতা কেন?

উত্তরে বলা হবে, 'কর্মণি কুশলঃ'—বাক্যে কুশল-শব্দের মুখ্যার্থ দর্ভ-গ্রহীতা 'কর্ম'—শব্দের অর্থের সঙ্গে অপ্রযোজ্য। 'কাজে দর্ভগ্রহীতা'—বললে কোন অর্থ ই হয় না।

কুশল-শব্দের বাচ্যার্থ দর্ভ-গ্রহীতার এই অপ্রযোজ্যতা-(বাধ)-র জন্য কুশল-শব্দের অন্য অর্থ আমাদের মনে ভেসে ওঠে। অন্য অর্থ হল : পটু বা চতুর। কুশলশব্দের অভিধা এই অর্থকে প্রকাশ করতে পারে না, কিন্তু লক্ষণা (অধিকতর শক্তিশালী বৃত্তি) পারে। অর্থাৎ মুখ্যার্থের অপ্রযোজ্যতার (বাধের) জন্যেই লক্ষণার অবগতি বা আশ্রয়।

'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—উদাহরণে গঙ্গা-শব্দের বাচ্য অর্থ গঙ্গা-প্রবাহ ঘোষপল্লীর সঙ্গে অন্বিত হতে পারে না। কেননা, গঙ্গা-প্রবাহ বা গঙ্গা-স্রোত ঘোষপল্লীর আধার হতে পারে না। এজন্যেই মুখ্যার্থের এখানে অনুপপত্তি বা অনববোধ (বাধঃ), বা অপ্রযোজ্যতা।

আর এজন্যেই গঙ্গা-শব্দের অর্থ বুঝছি : গঙ্গাতট। এটি লক্ষণা-বৃত্তি প্রতিপাদিত অর্থ। মুখ্যার্থের অনুপপত্তিই এই বৃত্তির বোধের কারণ।

দ্বিতীয় শর্ত : **তদ্-যোগঃ**। তস্য মুখ্যার্থস্য লক্ষ্যার্থেন যোগঃ সম্বন্ধঃ ইত্যর্থঃ

তদ্‌যোগে=বিবেচকত্বাদৌ সামীপ্যে চ সম্বন্ধে। —বৃত্তি।

প্রয়োগের বৈশিষ্ট্যে কোন শব্দের অভিধানিক অর্থ ছাড়া অতিরিক্ত অর্থ যখন আমরা বুঝি, তখন সেই অতিরিক্ত অর্থকেই বলি লক্ষ্যার্থ। যেমন—বোলপুর কলেজ এবার শীল্ড্ পেল। 'বোলপুর কলেজ'—বলতে বোলপুর কলেজের খেলোয়াড়দের বুঝি। খেলোয়াড—অর্থ টুকু হল অতিরিক্ত অর্থ বা লক্ষ্যার্থ। অতিরিক্ত অর্থ বা লক্ষ্যার্থ কিন্তু কোন সময়েই একেবারে অবান্তর

হবে না। শব্দের বাচ্যার্থের সঙ্গে লক্ষ্যার্থের যোগ বা সম্বন্ধ থাকা চাই। অন্য কথায়, লক্ষণা-র জন্য 'তদ্-যোগ' প্রয়োজন। 'বোলপুর কলেজ'—বাচ্যার্থের সঙ্গে 'খেলোয়াড'—লক্ষ্যার্থের সম্বন্ধ হল আধার-আধেয়। কলেজ আধার, খেলোয়াড় আধেয়।

'কর্মণি কুশল'—এখানে কুশল-শব্দের বাচ্যার্থ 'দর্ভগ্রহীতা' আর লক্ষ্যার্থ 'চতুর'—দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ হল : বিবেচকত্ব বা বাছাই-করার গুণ। দর্ভগ্রহীতা এবং চতুর—দুইই ভাল-মন্দর মধ্যে ভাল বাছাই করতে সমর্থ।

'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—এখানে গঙ্গা-শব্দের মুখ্যার্থ 'গঙ্গাস্রোত' এবং লক্ষ্যার্থ 'তট'—দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ হল সামীপ্য। গঙ্গার গায়েই (= সমীপে) গঙ্গাতীর।

কারিকার 'প্রয়োজনাৎ'—অংশটুকুর বৃত্তি করা হয়েছে :

'গঙ্গাতটে ঘোষঃ' ইত্যাদেঃ .... তথাপ্রতিপাদনাত্মনঃ প্রয়োজনাৎ।

একটি উদ্দেশ্য ছাড়া (প্রয়োজন ছাড়া) লাক্ষণিক শব্দ প্রয়োগ করা হয় না। 'গঙ্গাতটে ঘোষপল্লী (অবস্থিত)' বললে ঘোষপল্লীটি যে শীতল-স্নিগ্ধ এবং পবিত্র,—তা বোঝা যায়। (গঙ্গার হাওয়ায় শীতল-স্নিগ্ধ, এবং গঙ্গামাটির উপরে হওয়ায় পবিত্র)। কিন্তু ঘোষপল্লীর স্নিগ্ধতা, পবিত্রতা প্রভৃতির আতিশয্য* বোঝাতে গেলে বলতে হয়—ঘোষপল্লীটি গঙ্গাগর্ভে (অবস্থিত) বা 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'। যেমন গঙ্গার খুব কাছেই আমার মামার বাড়ী—এরকম বোঝাতে অর্থাৎ অতিনৈকট্য বোঝাতে বলি—গঙ্গার উপরেই আমার মামার বাড়ী। এখানে গঙ্গা-শব্দ লাক্ষণিক। গঙ্গা-শব্দের অর্থ এখানে গঙ্গা-প্রবাহ বা গঙ্গাস্রোত নয়। কারণ গঙ্গাস্রোতের উপর বাড়ী থাকা অসম্ভব। গঙ্গা-শব্দের অর্থ হল : গঙ্গাতীরের খুব কাছে।

পৃঃ ৫, ৫৭ যেষাং ন তথা প্রতিপত্তিঃ

ন তথা = ন অতিশয়রূপেণ

যেষাং = যেষাং ধর্মাণাং বৈশিষ্ট্যাণাং বা।

তথাপ্রতিপাদনাত্মনঃ = তথা অতিশয়রূপেণ প্রতিপাদনম্ বোধনম্ আত্মা স্বরূপং যস্য, তস্মাৎ। 'প্রয়োজনাৎ'-এর বিণ।

---

* অতিশয্য = অতিশয় = আধিক্য = প্রাচুর্য।

লক্ষণার তৃতীয় শর্ত : রূঢ়ি (প্রসিদ্ধি) এবং প্রয়োজন (উদ্দেশ্য)—দুয়ের মধ্যে একটি। রূঢ়ি-প্রয়োজনান্যতরত্ব।

বস্তুতঃ, সমস্ত লাক্ষণিক শব্দ-ব্যবহারের কারণ হল একটি উদ্দেশ্য অথবা বিশেষ প্রয়োজন। যদিও বলা হয়েছে কখনও কখনও প্রসিদ্ধির ফলে (রূঢ়িতঃ) লাক্ষণিক শব্দের ব্যবহার করা হয়।

'কর্মণি কুশলঃ'—এখানে লাক্ষণিক শব্দ হল 'কুশলঃ'। এখানে লক্ষণা-বৃত্তির প্রবর্তনার অন্যতম হেতু হল প্রসিদ্ধি। এটি রূঢ়িলক্ষণার উদাহরণ। কুশল-শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ বা বাচ্যার্থ হল কুশ-ছেদক বা দর্ভগ্রহীতা (কুশং লাতি ছিনত্তি ইতি)।

'কর্মে (ছবি-আঁকা, মূর্ত্তি-নির্মাণ ইত্যাদি কাজে) কুশল'—এরকম বাক্যে কুশলের বাচ্যার্থ দর্ভগ্রহীতার সঙ্গে 'কর্মে'র সম্বন্ধ-স্থাপন অসম্ভব হয় (মুখ্যার্থ-বাধ হয়)। কিন্তু কুশল-শব্দের অন্য অর্থ পটু বা চতুর। এটি বাচ্যার্থ নয়। প্রশ্ন তবে কোন্ অর্থ ? উত্তর—লক্ষ্যার্থ। আর এরকম অর্থ শব্দের লক্ষণা-বৃত্তির ফলে সম্ভব।

কুশল-শব্দের লাক্ষণিক অর্থ পটু বা চতুর কিন্তু প্রসিদ্ধ, সর্ব-জন-জ্ঞাত।

প্রসিদ্ধি বা রূঢ়ির ফলেই এখানে লক্ষণা বোঝা সম্ভব হল।

মূলতঃ, এখানেও কিন্তু একটি বিশেষ প্রয়োজনেই লক্ষণা-স্বীকার করতে হয়েছিল। প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যটি হল—ভাল-মন্দ বাছাই করার প্রবল ক্ষমতা বোঝানো (বিবেচকত্বাতিশয়ঃ)। 'কর্মণি চতুরঃ' বললে 'কাজে বিবেচক বা পটু'—এরকম বুঝি কিন্তু 'বিবেচকত্বাতিশয়' বোঝা যায় না।

আসলে, দীর্ঘকাল ধরে শব্দগুলি এভাবে প্রযুক্ত হওয়ায় এর প্রয়োগের মধ্যে যে বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল, তা আমরা ভুলে গিয়েছি।

তাই রূঢ়িলক্ষণাও মূলতঃ প্রয়োজন-লক্ষণাই।

পৃঃ ৫, ৫৭ কারিকা ৫

স্বসিদ্ধয়ে পরাক্ষেপঃ = উপাদানম্।

স্ব = মুখ্যার্থ

সিদ্ধি = অন্বয়সিদ্ধি

পর = লক্ষ্যার্থ

আক্ষেপ = লক্ষণ, লক্ষণা-দ্বারা প্রতিপাদন।

উপাদান = গ্রহণ, অন্তর্ভাব।

'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি'............উপাদানেনেয়ং লক্ষণা।

আক্ষিপ্যন্তে—লক্ষণয়া প্রতিপাদ্যন্তে।

স্ব-সংযোগিনঃ = যষ্টি-সংযোগিনঃ পুরুষাঃ।

আত্মনঃ = নিজের = মুখ্যার্থের = কুন্ত এবং যষ্টি-রূপ মুখ্যার্থের।

কুন্ত = বর্শা, কুন্তী = বর্শাধারী। কুন্তাদিভিঃ—কর্তরি তৃতীয়া।

উপাদান-লক্ষণা

মুখ্যার্থের অন্তর্ভাব-সহ বা মুখ্যার্থ-সহ যখন লক্ষণা প্রবর্তিত হয়, তখন সেই লক্ষণাকে বলা হয় উপাদান-লক্ষণা। বাক্যার্থের সঙ্গে কোন পদের মুখ্যার্থের সম্বন্ধ-স্থাপনের জন্যই (= স্বসিদ্ধয়ে) লক্ষ্যার্থের প্রবর্তনা।

বৃত্তিতে মম্মট উপাদান-লক্ষণার উদাহরণ দিয়েছেন দুটি: (১) কুন্তাঃ প্রবিশন্তি—বর্শাগুলি ঢুকছে। (২) যষ্টয়ঃ প্রবিশন্তি—লাঠিগুলি ঢুকছে। বর্শা বা লাঠিগুলি ঢুকছে—বললে বুঝি বর্শাওয়ালা লোকেরা বা লাঠিধারী সৈনিকেরা ঢুকছে। বর্শা বা লাঠিগুলি ঢুকছে—বলার উদ্দেশ্য (প্রয়োজন) হল: কাতারে কাতারে বর্শাওয়ালা লোক বা লাঠিয়াল ঢুকছে—বোঝানো। 'বর্শাওয়ালা লোকগুলি আসছে' বললে তাদের অসংখ্যত্ব বোঝা যায় না।

লক্ষণা তাই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বা প্রয়োজনবতী। এখানে লক্ষ্যার্থদুটি হল—'বর্শাওয়ালা লোক এবং লাঠিয়াল'। 'বর্শাওয়ালা লোক'—এই লক্ষ্যার্থের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'কুন্ত' শব্দের মুখ্যার্থ 'বর্শা'। লক্ষণা তাই উপাদান-লক্ষণা। 'লাঠিয়ালে'র বেলায়ও লক্ষণা একই রকম।

এখানে লক্ষণার তিনটি শর্ত হল এ রকম:

প্রথম শর্ত মুখ্যার্থবাধ। 'বর্শাগুলি প্রবেশ করছে'—বললে প্রবেশ-রূপ অর্থের সঙ্গে 'বর্শা' শব্দের 'বল্লম' রূপ অর্থের অসংগতি বা অনন্বয় (বাধ) লক্ষ্য করা যায়। কারণ 'বল্লম' নির্জীব বলে প্রবেশ করতে পারে না। তাই এখানে 'বর্শা'-শব্দের ব্যবহারিক অর্থ (লক্ষ্যার্থ) দাঁড়ায় বর্শা-ওয়ালা লোক (স্ব-সংযোগী পুরুষ)।

দ্বিতীয় শর্ত, তদ্‌যোগ। 'বর্শা' শব্দের মুখ্যার্থের সঙ্গে 'বর্শাওয়ালা লোকে'র—লক্ষ্যার্থের সম্বন্ধ হল সংযোগ।

তৃতীয় শর্ত, প্রয়োজন। এখানে প্রয়োজন হল বর্ষা-ওয়ালাদের অসংখ্যত্ব বোঝানো।

এখন সুরু হল নতুন প্রসঙ্গ :

'গৌরনুবন্ধ্যঃ' এবং 'পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে'—বাক্য দুটিকে উপাদান-লক্ষণার উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন মুকুলভট্ট।

মম্মটের মতে, দুটির কোনটিতেই উপাদান-লক্ষণা নেই। বৃত্তিতে মম্মট বলেছেন—'**গৌরনুবন্ধ্যঃ'**…………**তু নোদাহর্তব্যা**।

শ্রুতিচোদিতম্ = বেদবিহিতম্।

অনুবন্ধনম্ = হননম্।

আক্ষিপ্যতে = লক্ষণয়া বোধ্যতে।

মে = জাত্যাঃ। জাতির।

জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে তিনটি প্রাণী-হত্যার নিয়ম ছিল। এর মধ্যে একটি হল ষাঁড়। একটি বৈদিক বিধি রয়েছে এর জন্যে : গৌরনুবন্ধ্যঃ।

মুকুল ভট্টের মতে, বৈদিক এই বাক্যটির গো-শব্দটি লাক্ষণিক। গো-শব্দের বাচ্যার্থ হল গোত্ব-জাতি। কেননা, জাতিরূপ উপাধিই হল শব্দের সংকেতিতার্থ। 'গোত্ব-জাতি'—এই মুখ্যার্থ 'অনুবন্ধ্যঃ'এর অর্থ অনুবন্ধন বা হননের সঙ্গে অন্বিত হতে পারে না। কারণ, জাতি নিত্য পদার্থ। জাতির হনন অসম্ভব। জাতি তাই ভাবতে থাকে—বেদের বিধান অনুসারে আমার হনন কিভাবে সম্ভব? এভাবে গোত্ব-জাতিরূপ মুখ্যার্থ বাধিত হয়। জাতির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক আধারাধেয়-রূপ। ব্যক্তি আধার, জাতি আধেয়। তাই 'মুখ্যার্থবাধ' এবং 'তদ্‌যোগ' থাকায় গোত্ব-জাতি গো-ব্যক্তিকে আক্ষিপ্ত করে, (লক্ষিত করে)। গো-ব্যক্তি লক্ষ্যার্থ। গো-ব্যক্তিকে বোঝাতে গো-শব্দের অভিধা অসমর্থ। তাই গো-শব্দের লক্ষণা স্বীকার করতে হয়। অভিধা একমাত্র গোত্ব-জাতিকে বোঝায়। গোত্ব-জাতি হল বিশেষণ-ধর্ম বা ভেদক-ধর্ম। বিশেষ্য গো-ব্যক্তি। অভিধার শক্তি গোত্ব-জাতিকে বা বিশেষণকে বুঝিয়েই ক্ষান্ত হয়। বিশেষ্যকে বা গোব্যক্তিকে আর বোঝাতে পারে না। তাই গোব্যক্তি অভিধা-বৃত্তি-প্রতিপাদিত অর্থ নয়। এটি লক্ষ্যার্থ।

এ প্রসঙ্গে একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন মুকুলভট্ট। উক্তিটি হল : বিশেষ্যং নাভিধা গচ্ছেৎ ক্ষীণশক্তির্বিশেষণে। বিশেষণেই অর্থাৎ বিশেষণকে বোঝাতে

গিয়েই [অভিধার] শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়ে। অভিধা বিশেষ্যকে তাই আর বোঝায় না (ন গচ্ছেৎ)।

এই উক্তি বা নীতিটি একটি সত্যের প্রতিষ্ঠা করে। কেননা, অভিধা যদি একের পর এক অর্থকে বোঝাত, তাহলে অভিধা-নামক শব্দ-ক্ষমতার আর শেষ বলে কিছু থাকত না।

পৃঃ ৬, ৫৭-৫৮ "গৌরনুবন্ধ্যঃ" ইত্যাদৌ······ইতি ন্যায়াৎ। অংশটুকু মুকুলভট্টের বক্তব্য।

মম্মট বলেছেন—ইতি অর্থাৎ উপরি-উক্ত ভাবে 'গৌরনুবন্ধ্যঃ'—বাক্যে উপাদান-লক্ষণা আছে, বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ:

লক্ষণার প্রথম দুটি শর্ত পূরণ হয়েছে, কিন্তু তৃতীয় শর্তটি অর্থাৎ 'রূঢ়ি-প্রয়োজনান্যতরত্ব' পূরণ হয় নি।

প্রথমতঃ, এখানে মুখ্যার্থ হল গোত্ব-জাতি। জাতির কোন বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে না। তাই 'গৌরনুবন্ধ্যঃ'-কে লক্ষণার উদাহরণ বললে, এর জন্যে সম্ভবতঃ কোন 'প্রয়োজন' থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, রূঢ়ি বা প্রসিদ্ধি লক্ষণার অন্যতম শর্ত। রূঢ়িভিত্তিক লক্ষণা তখনই হতে পারে, যখন দেখি, শব্দটি বেশ কিছুদিন মুখ্যার্থে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং পরে লক্ষ্যার্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হচ্ছে আর পুরোমাত্রায় এখন মুখ্যার্থ ত্যাগ করেছে। যেমন 'কুশল' শব্দ একসময় 'দর্ভ-গ্রহীতা'র অর্থে ব্যবহৃত হত, এখন ব্যবহৃত হয় 'প্রবীণ' বা 'দক্ষ' অর্থে। এখন কুশল-শব্দটি দর্ভগ্রহীতার অর্থ পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছে।

(১) 'গৌরনুবন্ধ্যঃ'-র গো কিন্তু কখনই গোত্বজাতির (মুখ্যার্থের) অর্থে ব্যবহৃত হত না।

(২) আর গো-র কল্পিত লক্ষ্যার্থ গোব্যক্তি পুরোপুরি [মুখ্যার্থ-কল্পিত] গোত্বজাতিকে ছেড়ে থাকতে পারে না। কারণ গোত্বজাতি যদি না থাকে, তাহলে গোব্যক্তিকে গো বলা যায় না।

'গৌরনুবন্ধ্যঃ'—বাক্যে গো-পদের মুখ্যার্থ গোত্ব-জাতি থেকে ধারণা আসে গো-ব্যক্তির। মাধ্যম অনুমান। কারণ, জাতি এবং ব্যক্তির মধ্যে সম্বন্ধ নিত্য (সমবায়)। জাতি ভাবগত ধারণা (**abstract idea**) বলে

ব্যবহারের বিষয়ও হতে পারে না। তাই অনুমানের মাধ্যমে ব্যক্তিকে দ্যোতিত করে। ব্যক্তি জাতির আশ্রয়।

ঘটনাটির সঙ্গে সাধারণ একটি ঘটনার মিল আছে। একটি লোককে যখন জল আনতে বলা হল তখন পরোক্ষভাবে একটি বালতিও আনতে বলা হল কারণ, সে বালতিতেই জল আনবে।

যথা ক্রিয়তামিত্যত্র…………… .. ……… ……ভক্ষয় ইত্যাদি চ

অবিনাভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত চারটি অনুমানের উদাহরণ দিয়েছেন মম্মট। (১) ক্রিয়তাম্ (২) কুরু (৩) প্রবিশ (৪) পিণ্ডীম্।

'…কথং মে স্যাদি'তি জাত্যা ব্যক্তিরাক্ষিপ্যতে।

'আক্ষিপ্যতে' পদটি এখানে 'লক্ষ্যতে' অর্থে ব্যবহৃত অথচ একটু পরেই 'ব্যক্ত্য-বিনাভাবিত্বাৎ…জাত্যা ব্যক্তিঃ আক্ষিপ্যতে' তে 'অনুমীয়তে' অর্থে ব্যবহৃত।

তেমনি 'ন তু শব্দেন উচ্যতে'তে উচ্যতে 'অভিধীয়তে'র অর্থে ব্যবহৃত।

এইগুলি বোঝা দুষ্কর। মম্মটের শিথিল শব্দ-প্রয়োগ অনেকখানি বিরক্তিকর।

'পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে'—মুকুলভট্ট এটিকে উপাদানলক্ষণার উদাহরণ বলেছেন। পীন = মোটা, স্থূল।

স্বপক্ষে যুক্তি হল এরকম :

'দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে'র মুখ্যার্থ, 'দেবদত্তস্য পীনত্বম্'-এর সঙ্গে অন্বিত হতে পারে না। ∴ মুখ্যার্থবাধ। তাই মুখ্যার্থ লক্ষিত করে : দেবদত্ত দিনে খায় না, তবে রাতে খায়। এখানে লক্ষ্যার্থ = দিনাভোজনোপলক্ষিতরাত্রিভোজন।

মুখ্যার্থ = দিবা অভোজন।

এখানে লক্ষ্যার্থের মধ্যে মুখ্যার্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই উপাদান-লক্ষণা।

লক্ষণার দ্বিতীয় শর্ত 'তদ্‌যোগ'। এখানে লক্ষ্যার্থ 'রাত্রিভোজন' এবং মুখ্যার্থ 'দিবা অভোজন'-এর মধ্যে সম্বন্ধ হল কার্যকারণরূপ। রাত্রিভোজন কার্য, দিবা-অভোজন কারণ।

তৃতীয় শর্ত : প্রসিদ্ধি অথবা উদ্দেশ্য থাকা। এখানে লক্ষণার মূলে উদ্দেশ্য হল ; উৎকর্ষ-প্রতীতি বা আশ্চর্যপ্রতীতি। লক্ষণা তাই প্রয়োজনবতী। এভাবে উপাদানলক্ষণার উদাহরণ হিসাবে সমস্ত শর্তগুলিই পূর্ণ হয়।

এর বিরুদ্ধে মম্মট কেবল বলেন : রাত্রিভোজন লক্ষ্যার্থ নয় (ন লক্ষ্যতে)। কারণ 'পীনো · ভুঙ্‌ক্তে' বাক্যটি শ্রুতার্থাপত্তি বা অর্থাপত্তির বিষয়।

অর্থাপত্তি

মীমাংসক এবং এক শ্রেণীর বৈদান্তিক অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধিকে যথাক্রমে ৫ম এবং ৬ষ্ঠ প্রমাণ বলেন। অর্থাপত্তি = অর্থের স্বীকার বা গ্রহণ।

কোন বস্তু দেখে বা শুনে, বস্তুর স্বরূপসিদ্ধির জন্য কখনও কখনও অতিরিক্ত অর্থের স্বীকার বা অনুমান করতে হয়। সম্যক্ জ্ঞান (প্রমা) লাভের এটিও একটি হাতিয়ার (= প্রমাণ)। 'কখনও দেখে, কখনও শুনে'—বলেই অর্থাপত্তি দুরকম : দৃষ্টার্থাপত্তি এবং শ্রুতার্থাপত্তি।

প্রভাকর এবং প্রভাকর-অনুসারী মীমাংসকেরা স্বীকার করেন দৃষ্টার্থাপত্তি। আর কুমারিল ও কুমারিল-অনুসারীরা স্বীকার করেন শ্রুতার্থাপত্তি।

মম্মটের যুক্তি এখানে খুব দুর্বল। কেননা, অর্থাপত্তিকে প্রমাণ বলেন মীমাংসকেরা, আলংকারিকেরা নয়। 'পীনো ভুঙ্‌ক্তে'-তে উপাদান-লক্ষণা —বলেছেন মুকুলভট্ট, যিনি অন্যতম আলংকারিক। আবার উদাহরণটি তিনটি শর্তও পূরণ করে। কাজেই আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক, মুকুল-ভট্টের যুক্তিই এখানে সঠিক।

পৃঃ ৬; ৫৮ 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ইত্যত্র...লক্ষণেনৈষা লক্ষণা।

উপাদান-লক্ষণার আলোচনার শেষে, 'গৌরনুবন্ধ্যঃ', এবং 'পীনো দেবদত্তো দিবা ন ভুঙ্‌ক্তে' মুকুলভট্ট-উদ্ধৃত এই দুটি উদাহরণকে উপাদান-লক্ষণার উদাহরণ হতে পারে না প্রমাণ করে, মম্মট লক্ষণ-লক্ষণার আলোচনা সুরু করেছেন এখানে।

লক্ষণ-লক্ষণা = লক্ষণোপলক্ষিতা লক্ষণা।

লক্ষণম্ = স্বার্থসমর্পণম্। স্বার্থ—মুখ্যার্থ।

'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' তে কেবল গঙ্গাশব্দই লাক্ষণিক। 'ঘোষ' বাচক। ঘোষপল্লী ঘোষশব্দের মুখ্যার্থ।

গঙ্গা-শব্দের লক্ষণা প্রয়োজনবতী। প্রয়োজন হল, শৈত্যপাবনত্বাদ্যতিশয়-প্রতীতি।

উভয়রূপা চেয়ং.................................অমিশ্রিতত্বাৎ।

এটুকু 'উক্তা শুদ্ধৈব সা দ্বিধা'-র বৃত্তি।

উপাদান-লক্ষণা এবং লক্ষণ-লক্ষণা—শুদ্ধ; উপচারমিশ্রিত নয় বলে। 'উপচারামিশ্রিতা শুদ্ধা। উপচারমিশ্রিতা গৌণী'।

উপচার-শব্দের অর্থ ২ রকম। (১) সাধারণ এবং (২) বিশেষ।

(১) উপচার বা ঔপচারিক প্রয়োগের সাধারণ অর্থ হল—শব্দের অতি-প্রসিদ্ধ অর্থ ছাড়া অন্য অর্থে ব্যবহার। যেমন, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ', 'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি'—প্রভৃতি প্রয়োগগুলিতে গঙ্গা এবং কুন্ত-শব্দ অনতিপ্রসিদ্ধ বা একটু অপ্রসিদ্ধ অর্থে ব্যবহৃত।

'ক্বচিৎ তাদর্থ্যাদুপচারঃ'—অংশটুকুতে উপচার শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

(২) উপচার শব্দের বিশেষ অর্থ হল—মুখ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থের মধ্যে সাদৃশ্যবশতঃ কোন শব্দের লক্ষ্যার্থে প্রয়োগ।

আলোচ্য বৃত্তিতে অর্থাৎ 'উপচারেণামিশ্রিতত্বাৎ'—অংশটুকুতে উপচার-শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। মুখচন্দ্রঃ, মানবকঃ অগ্নিঃ—প্রভৃতি এর উদাহরণ।

মুকুলভট্ট তাই বলেছেন উপচার দু'রকম—(১) শুদ্ধ উপচার (সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত) এবং (২) গৌণ উপচার (বিশেষার্থক)।

অনয়োর্ভেদয়োঃ ··· ···················লক্ষণায়াঃ কো ভেদঃ?

এই অংশটুকু মুকুলভট্টের মতবাদের প্রতিবাদ। মুকুলের মতে, উপাদান এবং লক্ষণ-লক্ষণায় বাচ্যার্থ (লক্ষক) এবং লক্ষ্যার্থ (লক্ষ্য)-কে ভিন্ন (তটস্থ) বলে বোঝা যায়। অন্যদিকে, সারোপ এবং সাধ্যবসান-লক্ষণায় দুটিকে অভিন্ন বলে মনে হয়। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—তে গঙ্গা-শব্দের বাচ্যার্থ জলপ্রবাহ এবং লক্ষ্যার্থ তট পরস্পর ভিন্ন এবং নিরপেক্ষ। 'গঙ্গায়াম্'-এ লক্ষণ-লক্ষণা।

'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি'-র কুন্ত (বর্শা) এবং কুন্ত-ওয়ালা-রূপ অর্থ ও তাই। 'কুন্তাঃ' তে উপাদান-লক্ষণা।

মম্মট এর বিরোধিতা করেছেন 'অনয়োঃ···কো ভেদঃ' অংশটুকুতে। মম্মট বলেন: সারোপ এবং সাধ্যবসান-লক্ষণায় মুখ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থের মধ্যে যতখানি অভেদবুদ্ধি হয়, উপাদান এবং লক্ষণ-লক্ষণায় ততখানিই অভেদ-প্রতিপত্তি সম্ভব। কারণ, উপাদান এবং লক্ষণ-লক্ষণা উভয়েই প্রয়োজনবতী।

সাধারণতঃ লক্ষণার উদ্দেশ্য হল—কিছু বৈশিষ্ট্যকে ব্যঞ্জিত করা, যে বৈশিষ্ট্যগুলি আসলে মুখ্যার্থনিষ্ঠ কিন্তু লক্ষ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ।

প্রতিপাদনের ইচ্ছা = প্রতিপিপাদয়িষা।

প্রতিপিপাদয়িষিত = প্রতিপাদ্য।

প্রতিপাদনে = লক্ষণয়া বোধনে।

'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—বাক্যে গঙ্গা-শব্দে লক্ষণ-লক্ষণা। গঙ্গা-র লক্ষ্যার্থ হল গঙ্গাতট। উদ্দেশ্য (প্রতিপিপাদয়িষিতপ্রয়োজন) হল, তট অতিশয় শৈত্য-পবিত্রতাদিযুক্ত—এরকম বোঝা (সম্প্রত্যয়)।

এখন ঐ উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন বোঝা যেতে পারে যদি তটকে জলপ্রবাহের সঙ্গে অভিন্ন বলে বুঝি। কারণ, শৈত্য এবং পবিত্রতার মত গুণগুলি যথার্থভাবে প্রবাহেরই বৈশিষ্ট্য। ঐগুলি তটের বৈশিষ্ট্য বলে প্রতীত হতে পারে তবেই যদি তট এবং প্রবাহের অভেদবোধ হয়। কিন্তু 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' থেকে প্রবাহের সঙ্গে তীরের যদি সাধারণ সম্বন্ধই বুঝি এবং অভেদ-সম্বন্ধ না বুঝি তাহলে 'গঙ্গাতটে ঘোষঃ' অর্থাৎ গঙ্গা-শব্দ যেখানে বাচক এবং 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' অর্থাৎ গঙ্গা-শব্দ যেখানে লাক্ষণিক—তার মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকবে না।

পৃঃ ৬,৫৯ **অন্যা সারোপা, যত্র তু বিষয়ী তথা বিষয়ঃ উক্তৌ। কারিকা ৬ ক. খ.**

বিষয়ী = আরোপ্যমাণঃ = উপমানম্।

বিষয়ঃ = আরোপবিষয়ঃ = উপমেয়ঃ।

পৃঃ ৬,৫৯/৬ গ.ঘ. **অন্যস্মিন্ (বিষয়ে) বিষয্যন্তঃকৃতে [সতি] সা [লক্ষণা] সাধ্যবসানিকা (= সাধ্যবসানা) স্যাৎ।**

অন্যস্মিন্—ভাবে ৭মী। বিষয়ে, আরোপবিষয়ে, উপমেয়ে। বিষয়িণা অন্তঃকৃতে = বিষয্যন্তঃকৃতে, ৩য়া তৎ।

বিষয়িণা = আরোপ্যমাণেন = উপমানেন।

'মুখচন্দ্রঃ উদেতি'—বাক্যে মুখ বিষয়, চন্দ্র বিষয়ী। মুখ-শব্দে লক্ষণা (সারোপা)। সারোপা আরোপভিত্তিক। তাই রূপক অলংকারের মূল।

অন্যদিকে, অধ্যবসান (নিগরণ, গ্রাস)-এর উপর প্রতিষ্ঠিত হল সাধ্যবসান লক্ষণা। এই লক্ষণা অতিশয়োক্তি-অলংকারের মূল। এখানে উপমেয়ের বা বিষয়ের উল্লেখ থাকে না। খুব সুন্দর মুখ দেখে যখন বলি—'চন্দ্রঃ উদেতি,' তখন দেখা যায় মুখের উল্লেখ নেই অথচ মুখের অর্থ উপস্থিত। এখানে লক্ষণা সাধ্যবসানা।

সারোপ লক্ষণায় বিষয় এবং বিষয়ীর ভেদ গোপন করা হয় না (অনপহ্নুত-ভেদ), দুটিই উল্লিখিত থাকে। যেমন, মুখচন্দ্রঃ উদেতি।

সাধ্যবসানায় ভেদ গোপন থাকে। বিষয়ের উল্লেখ থাকে না। যেমন চন্দ্রঃ উদেতি।

৭ ক. খ. গ. তথা [চ]—ইমৌ ভেদৌ সাদৃশ্যাৎ সম্বন্ধান্তরতঃ চ গৌণৌ শুদ্ধৌ চ বিজ্ঞেয়ৌ।

সম্বন্ধান্তরতঃ = অন্য সম্বন্ধের ফলে = সাদৃশ্যভিন্ন অন্য সম্বন্ধের জন্য।

এই সম্বন্ধগুলি হল : সামীপ্য, সারূপ্য, সমবায়, বৈপরীত্য এবং কারণ-কার্যভাব।

বৃত্তি/'ভেদৌ' এর বিণ ৩টি (১) ইমৌ (২) আরোপাধ্যবসানরূপৌ (৩) সাদৃশ্যহেতূ।

'অত্র হি স্বার্থসহচারিণঃ গুণাঃ............ইত্যপরে' অংশটুকুতে 'গৌর্বাহীকঃ' উদাহরণকে কেন্দ্র করে গৌণ-লক্ষণার প্রবর্তনা পদ্ধতি সম্পর্কে তিনটি মত উল্লেখ করা হয়েছে। ইতি কেচিৎ, ইতি অন্যে, ইতি অপরে—এরকম বলা হয়েছে। এদের মধ্যে দ্বিতীয়টি প্রথমটির প্রতিবাদ। এবং তৃতীয়টি অভ্রান্ত। মম্মটের মতও এটিই।

গৌণলক্ষণার প্রবর্তনা-পদ্ধতি সম্পর্কে তিনটি মত :

(১) প্রথম মত :

গোশব্দ অভিধা-দ্বারা প্রকাশ করে মুখ্যার্থ গোত্ব, লক্ষণা-দ্বারা প্রকাশ করে গো-গত-জাড্যমান্দ্যাদি এবং পুনরায় অভিধা-দ্বারা প্রতিপাদন করে 'বাহীক'-রূপ অর্থ (পরার্থাভিধানে প্রবৃত্তিনিমিত্তত্বমুপযান্তি)।

গোশব্দাৎ অভিধয়া গোত্বম্,
লক্ষণয়া গোগতজাড্যাদয়ঃ,
পুনরভিধয়া বাহীকঃ।

মতটি ভ্রান্ত। কেননা প্রথম স্তরে অভিধা গোত্বকে বুঝিয়েই বিরত হয়, (ক্লান্ত হয়)। তৃতীয় স্তরে আর অভিধা প্রবর্তিত হতেই পারে না।

পরার্থাভিধানে = পরার্থো বাহীকঃ, তস্য অভিধানে অভিধয়া বোধনে।

(২) দ্বিতীয় মত :

গোশব্দাৎ—অভিধয়া গোত্বম্,

লক্ষণয়া স্বার্থসহচারিগুণাভেদরূপসম্বন্ধেন বাহীকগতাঃ জাড্যাদয়ঃ,

আক্ষেপেণ অনুমানেন অবিনাভাবেন বা বাহীকঃ।

এটি প্রথম মতের প্রতিবাদ। প্রথম মতে বলা হয়েছে—তৃতীয় স্তরে গোশব্দের অভিধা আবার কাজ করে এবং পরার্থ (বাহীকার্থ) বোঝায়। বলা হয়েছে—ন তু পরার্থোঽভিধীয়তে। গোশব্দের অভিধা দ্বারা নয়, কিন্তু বাহীক-গত গুণগুলি থেকে অনুমানের দ্বারা বাহীক-রূপ অর্থ পাওয়া যায়।

সমালোচনা : গোশব্দের লক্ষণা কর্তৃক বাহীকগত জড়তাদির প্রতিপাদন—ঘটনাটিকে অসম্ভব বলে মনে হয়। আবার তার পরে লক্ষ্যার্থ হ'তে 'বাহীক' অর্থের অনুমান—ঘটনাটিও বিশ্বাস-উৎপাদক নয়।

(৩) তৃতীয় মত :

গোশব্দাৎ—অভিধয়া গোত্বম্,

লক্ষণয়া সাধারণ-গুণাশ্রিতয়া বাহীকঃ।

গোশব্দের মুখ্যার্থ গোত্ব। লক্ষ্যার্থ বাহীক। দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ—সাধারণগুণাশ্রয়ত্ব বা সামানাধিকরণ্য-রূপ। মুখ্যার্থ গোত্বের সঙ্গে বাহীকের সম্বন্ধ-স্থাপন না হওয়ায় মুখ্যার্থবাধ।

এখানে একটি তথ্য মনে রাখা প্রয়োজন : গো-শব্দ জাতিবাচক। জাতি-ই গো-শব্দের উপাধি। উপাধি শব্দের মুখ্যার্থ। ∴ গোশব্দের বাচ্যার্থ গোত্ব। কিন্তু 'আক্ষেপে'র মাধ্যমে এখানে গো-ব্যক্তিকেও বুঝব। কেননা, জাতি, গুণ, ক্রিয়া, সংজ্ঞা—ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে মুখ্যার্থে তত্তদ্ ব্যক্তিকেও বুঝি আক্ষেপের মাধ্যমে।

তৃতীয় মতটিই অভ্রান্ত। মম্মটের মতও এটিই। মম্মট এটিকে সমর্থন করেছেন কুমারিলের উদ্ধৃতি দিয়ে। উদ্ধৃতির মূল অংশটি হল :

লক্ষ্যমাণগুণৈর্যোগাদ্ বৃত্তেরিষ্টা তু গৌণতা।

এটি কুমারিলের গৌণী বৃত্তির- (=যা মম্মটের গৌণ লক্ষণার অনুরূপ) লক্ষণ। এখানে বলা হয়েছে : লক্ষ্যার্থের গুণগুলির সঙ্গে বাচ্যার্থের সম্বন্ধ থাকার ফলেই এই বৃত্তি ব্যাপৃত হয়। গুণ-গত (গুণ-সম্পর্কিত) বৃত্তি বলে বৃত্তির নাম গৌণ। মূলতঃ—'সাধারণগুণাশ্রয়ত্বেন' অংশটুকু সমর্থনের জন্য এই উদ্ধৃতি।

এটিকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে এভাবে :

লক্ষ্যমাণো যো বাহীকঃ, তস্য গুণৈঃ জাড্যমান্দ্যাদিভিঃ যোগঃ সম্বন্ধঃ বাচ্যার্থস্য গাবঃ ইত্যর্থঃ, তস্মাৎ। লক্ষ্যমাণে বাহীকে যে জাড্যমান্দ্যাদয়ো গুণাঃ সন্তি তে এব বাচ্যে গবি বর্তন্তে অতঃ সদৃশগুণাশ্রয়ত্বাৎ সাদৃশ্যাদ্ বা ইয়ং বৃত্তিঃ গৌণী ইতি ইষ্যতে।

এখানে 'যোগ' বলতে বাচ্যার্থ এবং লক্ষ্যার্থের গুণগুলির মধ্যে যোগ। 'বাচ্যার্থস্য লক্ষ্যার্থগুণানাং চ মধ্যে যোগঃ'। বাচ্যার্থের গুণগুলিও লক্ষ্যার্থের গুণের মত বলেই এই সম্বন্ধপ্রতিষ্ঠা বা যোগ। আর এই সম্বন্ধই গৌণী বৃত্তিকে ব্যাপৃত করে অর্থপ্রকাশে।

কুমারিলের সমগ্র কারিকাটি হল এরকম :

"অভিধেয়াবিনাভূত-প্রতীতির্লক্ষণোচ্যতে।
লক্ষ্যমাণগুণৈর্যোগাদ্ বৃত্তেরিষ্টা তু গৌণতা॥"

শ্লোকটি কুমারিলের 'তন্ত্রবার্তিক' থেকে উদ্ধৃত। প্রথম লাইনটি কুমারিলকৃত লক্ষণার লক্ষণ। মম্মটের শুদ্ধলক্ষণা এবং কুমারিলের লক্ষণার স্বরূপ এক।

অভিধেয়ঃ বাচ্যার্থঃ (প্রবাহাদিঃ মঞ্চাদির্বা), তেন অবিনাভূতঃ সম্বদ্ধঃ অর্থঃ ইত্যর্থঃ (তটাদিঃ মঞ্চস্থবালকাদির্বা), তস্য প্রতীতিঃ জ্ঞানং লক্ষণা ইতি উচ্যতে।

কুমারিলের মতে, বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ অর্থের প্রতীতিই লক্ষণা। 'অবিনাভাব' বলতে এখানে নান্তরীয়কত্ব, নিয়ত সম্বন্ধ, অব্যভিচারী সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ বোঝানো হয় নি। 'অবিনাভাবে'র অর্থ সাধারণ সম্বন্ধ। কারণ 'অবিনাভাবে'র অর্থ নিয়ত সম্বন্ধ হলে (তত্ত্বে=অবিনাভাবস্য নান্তরীয়কত্বে), 'মঞ্চাঃ ক্রোশন্তি' উদাহরণে 'মঞ্চাঃ'-তে লক্ষণা বুঝতাম না। কেননা, 'মঞ্চাঃ' বলতে 'মঞ্চস্থবালকাঃ' বোঝায়। আর বালকেরা সব সময়ের জন্য মাচায় শুয়ে নেই।

দ্বিতীয়তঃ, অবিনাভাবের অর্থ ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ হলে বাচ্যার্থের দ্বারা (=মাঁচা-অর্থের দ্বারা) লক্ষ্যার্থ (মাঁচায় শুয়ে থাকা বালকেরা) অনুমিত হত। লক্ষ্যার্থ হত অনুমেয়। লক্ষণা-স্বীকারের দরকার হত না, বদলে অনুমানেই কাজ চুকে যেত।

তাই অবিনাভাব = সম্বন্ধ = সাদৃশ্যভিন্ন সম্বন্ধ, কারণ শুদ্ধ লক্ষণা-স্বরূপেই কুমারিলের লক্ষণার লক্ষণ।

এভাবে দেখা গেল—গৌণীলক্ষণার প্রবর্তনা-পদ্ধতি সম্পর্কে তিনটি মতের অবতারণা করেছেন মম্মট। কিন্তু মনে হতে পারে—'বাহীকো গৌঃ'—এরকম গৌণীলক্ষণার ক্ষেত্রে সকলেই বুঝতে পারে: 'গৌঃ' লক্ষিত করে 'গোসদৃশ-জাড্যাদিমান্ পুরুষঃ'—কে অর্থাৎ 'বাহীকঃ'কে। দুয়ের মধ্যে সাদৃশ্যই এর কারণ। আর দুটি শব্দই একই অর্থকে দ্যোতিত করে (একার্থাভিধায়ক)। এদের সামানাধিকরণ্যও তাই সমর্থনীয়।

বস্তুতঃ, এরকম বুঝলেই যথেষ্ট। তাই এই সরল-সহজ বিষয়ের উপর আরও দুটো মতের অবতারণার দরকার ছিল বলে মনে হয় না।

পৃঃ ৭, ৬০ 'আয়ুর্ঘৃতম্' ....আরোপাধ্যবসানে।

অন্যঃ সম্বন্ধঃ সম্বন্ধান্তরম্।

কার্যকারণভাবাদিলক্ষণং স্বরূপং যস্য তৎ, ঈদৃশং পূর্বং কারণং যয়োঃ তে = কার্য-কারণ-ভাবাদিলক্ষণপূর্বে।

আয়ুর্ঘৃতম্ / ঘৃত—কারণ, আয়ুঃ—কার্য।

আয়ুঃ = আয়ুজনক। 'আয়ুঃ' শব্দের লক্ষণা শুদ্ধ সারোপা লক্ষণা।

আয়ুরেবেদম্ / ইদম্ ('ঘৃতম্' অনুল্লিখিত) কারণ, আয়ুঃ—কার্য্য। 'আয়ুঃ' শব্দে লক্ষণা শুদ্ধা সাধ্যবসানা।

'অপি' = তাদর্থ্য, তাৎকর্ম্য, অবয়বাবয়বী, স্বস্বামিভাব প্রভৃতি সম্বন্ধ।

অত্র গৌণভেদয়োঃ............কার্যকারিত্বাদি।

এই অংশটুকুতে চার রকমের লক্ষণার প্রয়োজন অথবা উদ্দেশ্য কী, তা বলা হয়েছে।

প্রথমে গৌণ লক্ষণার দুটি ভেদের প্রয়োজন। পরের লাইনে শুদ্ধ লক্ষণার দুটি ভেদের (শুদ্ধ সারোপ এবং শুদ্ধ সাধ্যবসানের) প্রয়োজন বলা হয়েছে।

বলা হয়েছে: যে কোন গৌণ সারোপ লক্ষণার ক্ষেত্রেই প্রয়োজন হল—'ভেদেহপি তাদ্রূপ্যপ্রতীতিঃ'। 'বাহীকো গৌঃ', 'মুখং চন্দ্রঃ', 'মানবকঃ অগ্নিঃ' —এই সব গৌণ সারোপ লক্ষণায় 'প্রয়োজন' হল 'ভেদেহপি তাদ্রূপ্যপ্রতীতিঃ'।

তেমনি, যে কোন গৌণ সাধ্যবসান লক্ষণায় (গাম্ আহ্বয়তি, চন্দ্রঃ উদেতি, অগ্নিঃ কুপ্যতি-র মত) প্রয়োজন হল 'সর্বথা অভেদাবগমঃ'। আসলে, একমাত্র সম্বন্ধ সাদৃশ্যের উপর গৌণ লক্ষণা প্রতিষ্ঠিত বলে এর সব উদাহরণেই একটি সাধারণ উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব। শুদ্ধ লক্ষণার (শুদ্ধ সারোপ এবং শুদ্ধ সাধ্যবসানের) ক্ষেত্র কিন্তু পৃথক্। অন্যত্র সম্বন্ধের ফলে এই লক্ষণার উদ্ভব। তাই প্রতিটি উদাহরণে একটি পৃথক্ উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব।

যেমন, আয়ুর্ঘৃতম্ (শুদ্ধ সারোপ)-এ প্রয়োজন 'অন্যবৈলক্ষণ্যেন কার্য-কারিত্বম্' এবং 'আয়ুর্ঘৃতম্' (শুদ্ধ সাধ্যবসান)-এ 'অব্যভিচারেণ কার্যকারিত্বম্'। আরও ৪টি শুদ্ধ সাধ্যবসানের প্রয়োজন এরকম :

ইন্দ্রঃ / ব্যভিচারেণ ইষ্টপ্রদত্বম্।

রাজা / অনতিক্রমণীয়াজ্ঞত্বম্।

অগ্রহস্তঃ/ বলাধিক্যম্।

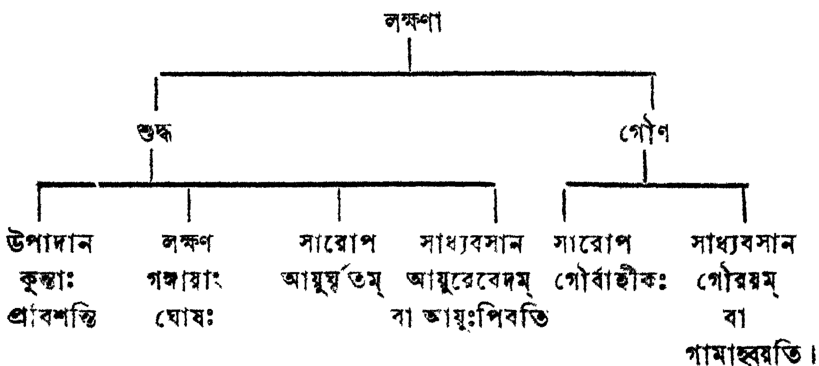
তক্ষা / তক্ষাকর্মনৈপুণ্যম্।

পৃঃ ৭, ৬০ কা. ৭ ঘ. লক্ষণা তেন ষড়্‌বিধা।

কারিকা ৭ ক. খ. গ. এ লক্ষণার চাররকম ভেদ বলা হয়েছে—(১) গৌণ সারোপ, (২) গৌণ সাধ্যবসান, (৩) শুদ্ধ সারোপ, এবং (৪) শুদ্ধ সাধ্যবসান।

∴ (তেন = উক্তচাতুর্বিধ্যপ্রতিপাদনেন) দুটি ভেদ সহ (আদ্যভেদাভ্যাং সহ), অর্থাৎ শুদ্ধ উপাদান এবং শুদ্ধ লক্ষণা সহ লক্ষণা হয় ৬ রকম।

তাই মম্মটের লক্ষণার ভেদ হল এরকম :



পৃঃ ৭, ৬০ ক্বচিৎ তাদর্থ্যাৎ…………অতক্ষা তক্ষা।

বলা হয়েছে: সাদৃশ্যভিন্ন সম্বন্ধের ফলে শুদ্ধ লক্ষণার উদ্ভব। এই সম্বন্ধ হতে পারে—(১) সামীপ্য, (গঙ্গায়াং ঘোষঃ) (২) কার্যকারণভাব (আয়ুর্ঘৃতম্) (৩) সারূপ্য (৪) বৈপরীত্য এবং (৫) সমবায়।

সমবায়ের মধ্যে আছে—(১) অবয়ব-অবয়বিভাব।
(২) জাতি-ব্যক্তিভাব।
(৩) আধার-আধেয়ভাব।
(৪) সামান্য-বিশেষভাব।
(৫) গুণ-গুণীভাব।
(৬) ভৃত্যস্বামিভাব।
(৭) সংযোগ।

এই বৃত্তিটুকুতে মম্মট চারটি সম্বন্ধের ফলে উদ্ভূত চারটি শুদ্ধ (সাধ্যবসান) লক্ষণার উদাহরণ দিয়েছেন। এই সম্বন্ধগুলি হল (১) তাদর্থ্য
(২) ভৃত্যস্বামিভাব
(৩) অবয়বাবয়বিভাব
(৪) তাৎকর্ম্য

স্থূণা বা হাড়িকাঠ ইন্দ্রের জন্য (ইন্দ্রার্থ, তদর্থ)। তাই হাড়িকাঠ এবং ইন্দ্রের মধ্যে সম্বন্ধ হল তাদর্থ্য। ইন্দ্রের (বিষয়ীরও) জন্য হাড়িকাঠকেও (বিষয়কেও) ইন্দ্র বলা হয়।

বিষয় হাড়িকাঠ অনুল্লিখিত। বিষয়-বিষয়ীর সম্বন্ধ সাদৃশ্য-সম্বন্ধ নয়। তাই লক্ষণা শুদ্ধ সাধ্যবসান। অন্যগুলিও এরকম। অ-সূত্রধারকে (বিষয়) সূত্রধার (বিষয়ী) বলা হলে দেখা যাবে অসূত্রধার 'তৎকর্ম'* হয়ে গিয়েছে। সূত্রধার ও অসূত্রধারের সম্পর্ক তাই তাৎকর্ম্য।

মম্মট-কৃত লক্ষণার শ্রেণীবিভাগের সমালোচনা

(১) ভেদগুলি স্পষ্ট এবং বিশিষ্ট নয়। একটি ভেদ আর একটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। যেমন, আয়ুর্ঘৃতম্, আয়ুরেবেদম্, গৌর্বাহীকঃ, গৌরয়ম্—এই চারটিকে যথাক্রমে, শুদ্ধ সারোপ, শুদ্ধ সাধ্যবসান, গৌণ সারোপ এবং গৌণ সাধ্যবসানের উদাহরণ বলা হয়েছে। কিন্তু এই ৪টিকেই লক্ষণ-

* তস্য সূত্রধারস্য কর্ম যস্য সঃ—তৎকর্ম।

লক্ষণারও উদাহরণ বলা যেতে পারে। কারণ, সবগুলিতেই 'আয়ুঃ' এবং 'গৌঃ' শব্দের মুখ্যার্থ পরিত্যক্ত হয়েছে।

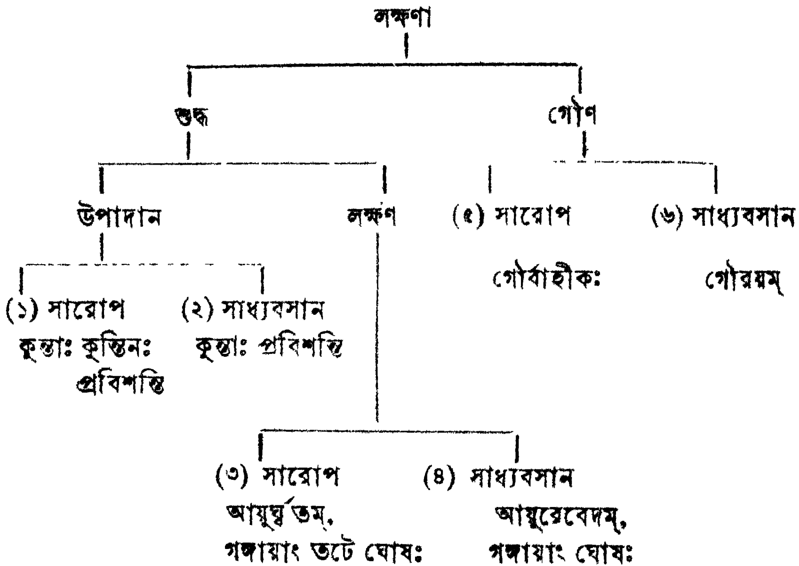
(২) 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' এবং 'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি'—উদাহরণ দুটিকে যথাক্রমে লক্ষণ-লক্ষণা এবং উপাদান-লক্ষণার উদাহরণ বলা হয়েছে। কিন্তু এদুটি আবার সাধ্যবসান লক্ষণার উদাহরণ হতে পারে। কারণ, প্রথম উদাহরণে—বিষয় তট, বিষয়ী গঙ্গা-কর্তৃক গ্রস্ত হয়েছে (=তটের idea একেবারে out হয়ে গিয়েছে)।

গ্রাস = অধ্যবসান।

দ্বিতীয় উদাহরণে—বিষয় 'কুন্তী পুরুষ', বিষয়ী 'কুন্ত' কর্তৃক গ্রস্ত।

কাজেই দেখা যায়, মম্মটের লক্ষণার শ্রেণীবিভাগ সহজ-সরল এবং ব্যবহার-উপযোগী কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ নয়।

মম্মটের কারিকা এবং বৃত্তি থেকে উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগই মম্মটের ঈপ্সিত —এরকম মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু কাব্যপ্রকাশের বিখ্যাত টীকাকার গোবিন্দ ঠক্কুর বলেন—উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ মম্মটের ঈপ্সিত নয়। তাঁর মতে, মম্মট-অভিপ্রেত শ্রেণীবিভাগ হল এরকম :

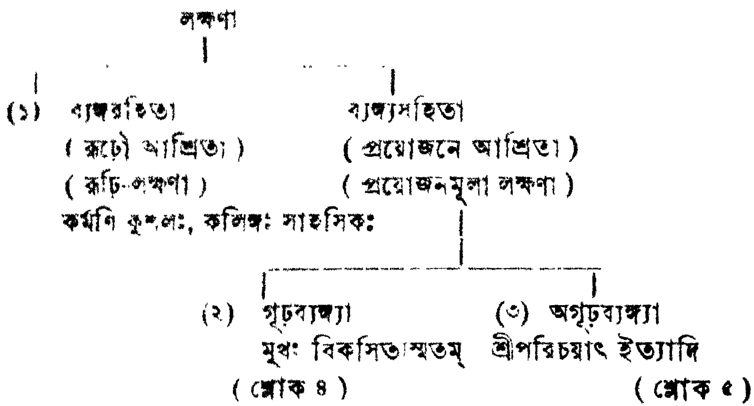


আসলে, মম্মটের প্রকৃত শ্রেণীবিভাগের দোষগুলি এড়াবার জন্যে গোবিন্দ-ঠক্কুর এরকম বলেছেন। কিন্তু মম্মট যে সত্যি সত্যি এভাবে লক্ষণাকে ভাগ করতে পারেন নি, তা দুটি তথ্য দিয়ে প্রমাণ করা যেতে পারে।

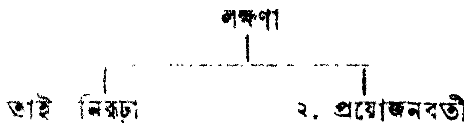
প্রথমতঃ, 'কুন্তাঃ কুন্তিনঃ প্রবিশন্তি' এবং 'গঙ্গায়াং তটে ঘোষঃ'—বাক্য ভাষায় ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু এ দুটিকে যথাক্রমে 'শুদ্ধ উপাদান সারোপ' এবং 'শুদ্ধ লক্ষণ সারোপ'—এর উদাহরণ বলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ, উপরি-উক্ত শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করলে বলতে হয়ঃ মম্মট 'শুদ্ধ উপাদান সারোপ'-এর উদাহরণ দেন নি এবং 'শুদ্ধ লক্ষণ সাধ্যবসান'-এর ২টি উদাহরণ দিয়েছেন।

কারিকা ৮এ নতুন মানদণ্ড নিয়ে লক্ষণাকে ভাগ করেছেন মম্মট। মানদণ্ডটি হল ব্যঙ্গ্যার্থের অস্তিত্ব এবং অনস্তিত্ব। এ রকম বিভাগে লক্ষণা হল তিন রকম।



তাই জগন্নাথের লক্ষণার শ্রেণীবিভাগের প্রধান দুটি ভাগ হল :



পৃঃ ৭,৬১ শ্লোক ৪/অন্বয়/ মুখম্ বিকসিতস্মিতম্। প্রেক্ষিতম্ বশিত-বক্রিম। গতিঃ সমুচ্ছলিত বিভ্রমা। মতিঃ অপাস্ত-সংস্থা। উরঃ মুকুলিত-স্তনম্। জঘনম্ অংসবন্ধোদ্ধুরম্। বত, ইন্দুবদনা-তনৌ তরুণিমোদ্গমঃ মোদতে।

প্রেক্ষিত—দৃষ্টি। বিভ্রম—বিলাস। সংস্থা—স্থৈর্য। তরুণিমা—তারুণ্য।

তন্বী তনুতে নতুন যৌবন এসেছে। খুশী করছে সকলকে। শ্লোকটির বক্তব্য হলঃ শ্লোকটি গূঢ়-ব্যঙ্গ্য লক্ষণার উদাহরণ। সর্বসমেত লাক্ষণিক শব্দ এখানে ৮টি। শব্দগুলির লক্ষ্যার্থ, মুখ্যার্থ-সম্বন্ধ এবং প্রয়োজন একটি ছকে দেখানো যেতে পারে।

লাক্ষণিকঃ শব্দঃ	মুখ্যার্থবাধঃ	লক্ষ্যার্থঃ	মুখ্যার্থসম্বন্ধঃ	গূঢ়ং ব্যঙ্গ্যং প্রয়োজনম্
বিকশিত	বিকাসস্য পুষ্পধর্মস্য স্মিতে বাধঃ	প্রসৃত	কার্যকারণভাবঃ। বিকাসঃ প্রসরণস্য কারণম্।	সৌরভম্
বশিত	বশীকরণস্য চেতনধর্মস্য প্রেক্ষিতে বাধঃ	স্বাধীন	কার্যকারণভাবঃ। বশীকরণং স্বাধীনত্বস্য কারণম্।	স্বেচ্ছয়া স্বীকারঃ
সমুচ্ছলিত	সমুচ্ছলনস্য ঊর্ধ্বগমনস্য মূর্তধর্মস্য অমূর্তে বিভ্রমে বাধঃ	প্রাদুর্ভূত	কার্যকারণভাবঃ। সমুচ্ছলনং প্রাদুর্ভাবস্য কারণম্।	বাহুলং সাহজিকত্বং বা
অপাস্ত	অপাসনস্য ত্যাগস্য চেতনধর্মস্য অচেতনায়াং মত্যৌ বাধঃ	দূরীভূত	কার্যকারণভাবঃ। অপাসনং দূরীভবনস্য কারণম্।	অতিশয়িতত্বম্
মুকুলিত	মুকুলিতত্বস্য পুষ্পধর্মস্য স্তনয়োবাধঃ	কিঞ্চিদুন্নতত্বম্	সাধর্ম্যম্। মুকুলিতত্বং কিঞ্চিদুন্নতত্বং চ দিকসিতাবয়বত্বাৎ সমানে।	আলিঙ্গনযোগ্যত্বং কঠিনত্বং বা
উদ্ধুর	উদ্ধৃতধুরাবত্বস্য চেতনধর্মস্য জঘনে বাধঃ	সিদ্ধ	সাধর্ম্যম্। উদ্ধুরং সিদ্ধং চ ভারসহনক্ষমত্বাৎ সমানে।	রতিযোগ্যত্বম্
উদ্গমঃ	উদ্গমনস্য মূর্তধর্মস্য অমূর্তে যৌবনে বাধঃ	প্রাদুর্ভাবঃ	কার্যকারণভাবঃ। উদ্গমনং প্রাদুর্ভাবস্য কারণম্।	আকর্ষকত্বম্
মোদতে	মোদস্য চেতনধর্মস্য যৌবনোদ্গমে বাধঃ	সাতিশয়ং প্রসরতি	ধর্মধর্মিভাবঃ। সাতিশয়প্রসরণং মোদস্য ধর্মঃ।	আনন্দজনকত্বম্

শ্লোক ৫ ঐশ্বর্যের আশ্চর্য ক্ষমতা বলা হয়েছে শ্লোকটিতে। জড়বুদ্ধিও ঐশ্বর্যশালী হ'য়ে বিদগ্ধজনের কার্যকলাপে দক্ষ হতে পারে। আর একটি ঘটনা দিয়ে

তথ্যটি সমর্থন করা হয়েছে। যৌবন বস্তুটি একাই তরুণীকে মোহন ভঙ্গীতে পটু করে তোলে।

এখানে লাক্ষণিক শব্দ 'উপদিশতি'।

'উপদেশ দেওয়া' চেতনধর্ম বলে 'উপদিশতি' অচেতন যৌবন-মদের সঙ্গে সম্বন্ধ হয় না। মুখ্যার্থ বাধিত হয়। লক্ষ্যার্থের অবকাশ মেলে। লক্ষ্যার্থ তাই 'আবিষ্করোতি'। সম্বন্ধ কার্যকারণভাব। প্রয়োজন: চেষ্টা ছাড়াই শিক্ষা।

শ্লোক ৪ / 'গূঢ়-ব্যঙ্গ্য' বলে উত্তম কাব্যের উদাহরণ।

শ্লোক ৫ / 'অগূঢ়-ব্যঙ্গ্য' বলে মধ্যম বা গুণীভূতব্যঙ্গ্যের উদাহরণ।

ত্রয়কমের লক্ষণার এই ভেদকে একত্রিত করা যেতে পারে। আগের ৬টি ভেদের সব কটিই প্রয়োজনবতী। এই প্রয়োজন বা ব্যঙ্গার্থ গূঢ় অথবা অগূঢ় হতে পারে বলেই, প্রয়োজনবতী লক্ষণা হতে পারে ১২ রকম। অন্যদিকে, নিরূঢ়ি বা অব্যঙ্গ্যা লক্ষণা এক-রকম। সব মিলে মম্মটের মতে লক্ষণা ১৩ রকম।

তদ্ভূর্লাক্ষণিকঃ। তস্যাঃ লক্ষণায়াঃ ভূঃ আশ্রয়ঃ = তদ্ভূঃ। এটি লাক্ষণিক বা লক্ষক শব্দের লক্ষণ।

পৃঃ ৮, ৬১

লক্ষক-শব্দের লক্ষণ এবং আলোচনা এখানেই শেষ। এখন ব্যঞ্জক শব্দের কথা বলা প্রয়োজন। এজন্য ব্যঞ্জনা কি, তা বলা প্রয়োজন। তাই বলেছেন:

'তত্র ব্যাপারো ব্যঞ্জনাত্মকঃ'।

ব্যঞ্জনা

অভিধা এবং লক্ষণাকে শব্দের বৃত্তি বলে অনেকেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু শব্দের আরও একটি বৃত্তি ব্যঞ্জনাকে মানেন নি—মীমাংসক, নৈয়ায়িক এবং আরও অনেকে।

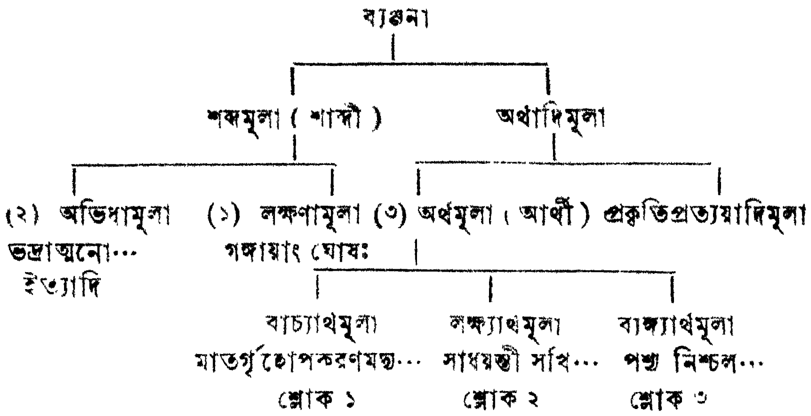
মম্মট ব্যঞ্জনার আলোচনা সুরু করেছেন এভাবে: তত্র ব্যাপারো ব্যঞ্জনাত্মকঃ।

তত্র = লাক্ষণিকে শব্দে।

ব্যঞ্জনাত্মকঃ = লক্ষণামূল-ব্যঞ্জনাত্মকঃ।

মম্মট 'লক্ষণামূলব্যঞ্জনা' দিয়ে ব্যঞ্জনার আলোচনা সুরু করেছেন, ব্যঞ্জনার সাধারণ লক্ষণ দিয়ে নয়।

ব্যঞ্জনার শ্রেণীবিভাগ এরকম :



মম্মট অভিধামূল এবং লক্ষণামূল ব্যঞ্জনার কথা বলেছেন দ্বিতীয় উল্লাসে। অর্থমূল ব্যঞ্জনা আলোচিত হয়েছে তৃতীয় উল্লাসে। এই উল্লাসেই অবশ্য আর্থী ব্যঞ্জনার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে কারিকা ২ ক. খ. র নীচে।

পৃঃ ৮, ৬১ কা. ৯ গ. ঘ. + ১০ ক.খ.

যস্য [ফলস্য] প্রতীতিম্ আধাতুম্ লক্ষণা সমুপাস্যতে. [তস্মিন্] ফলে শব্দৈকগম্যে [সতি] অত্র ক্রিয়া ব্যঞ্জনাৎ অপরা ন [ভবতি]।

যস্য = শীতত্বপাবনত্বাদিরূপস্য ফলস্য।

প্রতীতিম্ = জ্ঞানম্।

আধাতুম্ = জনয়িতুম্।

সমুপাস্যতে = আশ্রিয়তে।

ফলে = প্রয়োজনে।

অত্র = প্রয়োজনস্য বিষয়ে, with reference to this motive.

বৃত্তি—

তস্মাদেব শব্দাৎ = তস্মাৎ লাক্ষণিকাৎ শব্দাৎ। 'শব্দাৎ' এর উপর জোর থেকে বোঝা যায়, মম্মট হয়ত বলতে চেয়েছেন : শব্দাৎ এব, ন তু শব্দেতরপ্রমাণাভ্যাম্ অর্থাৎ অনুমানপ্রত্যক্ষাভ্যাম্।

দুটি কারিকার এই অংশটুকুতে 'লক্ষণামূলক ব্যঞ্জনা'র লক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আসলে ব্যঞ্জনার প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে এই লক্ষণ।

পৃঃ ৮, ৬২ / কারিকা ১০ গ.

সময় = সংকেত।

বৃত্তি / তত্র = পাবনত্বাদৌ = পবিত্রতাদিরূপ অর্থে।

কারিকা ৯ গ. ঘ., ১০ ক. খ. এবং গ.—অংশটুকুতে সাধারণভাবে ব্যঞ্জনার সত্যতা বোঝাতে চেষ্টা করেছেন মম্মট। দেখিয়েছেন : যে বৃত্তিটি 'প্রয়োজন' প্রতিপাদন করল তা 'অভিধা' নয় কারণ গঙ্গা-শব্দের অভিধা 'প্রবাহে'ই শেষ। 'জলপ্রবাহ' অবধিই গঙ্গা-শব্দের সময় বা সংকেত, তটের শৈত্যপাবনত্বাদি অবধি নয়।

কারিকা ১০ ঘ. থেকে কারিকা ১২ ক. খ. অবধি (এগুলির বৃত্তিতেও অর্থাৎ 'প্রকৃতাপ্রতীতিকৃৎ অনবস্থা ভবেৎ'-অবধি) অংশটুকুতে মম্মট বক্তব্য রেখেছেন দ্বিতীয় লক্ষণাবাদীর বিরুদ্ধে।

কা. ১১/ নো = 'ন'—অর্থক অব্যয়। এতস্মিন্ = প্রয়োজনে [লক্ষয়িতব্যে]।

ন প্রয়োজনম্ = অন্যৎ প্রয়োজনম্ ন।

'এতস্মিন্ ন প্রয়োজনম্'-র বৃত্তি 'নাপি প্রয়োজনে লক্ষ্যে কিঞ্চিৎ প্রয়োজনম্'।

কারিকা ১১/ স্খলদ্গতিঃ = স্খলন্তী প্রচ্যুতা ভবন্তী গতিঃ বোধকতারূপ-সামর্থ্যং যস্য তাদৃশঃ।

'ন চ শব্দঃ স্খলদ্গতিঃ'-র বৃত্তি হল :

নাপি গঙ্গাশব্দঃ তটমিব প্রয়োজনম্ প্রতিপাদয়িতুম্ অসমর্থঃ।

∴ স্খলদ্গতিঃ = প্রতিপাদয়িতুমসমর্থঃ।

গঙ্গা-এই লাক্ষণিক শব্দটি কেবল তট-রূপ লক্ষ্যার্থ প্রকাশ করে তাই নয়, পবিত্রতাদি-প্রয়োজনকেও প্রতিপন্ন করে। 'প্রয়োজন' প্রতিপন্ন করতে শব্দটির সামর্থ্য খণ্ডিত হয় নি বা হারিয়ে যায় নি। 'প্রয়োজন' অবশ্য প্রতিপন্ন করে ব্যঞ্জনার মাধ্যমে।

যোগঃ ফলেন নো/ ফলেন = প্রয়োজনেন, দ্বিতীয়-লক্ষণাবাদী প্রস্তাবিত লক্ষ্যার্থের সঙ্গে।

কারিকা ১২ / মূলক্ষয়কারিণী = প্রকৃতাপ্রতীতিকৃৎ।

এবমপি = প্রয়োজনং চেৎ লক্ষ্যতে

= পাবনত্বাদি-প্রয়োজনং দ্বিতীয়য়া লক্ষণয়া লক্ষ্যতে চেৎ।

প্রয়োজন লক্ষিত হতে পারে না। কারণ ২টি—(১) প্রস্তাবিত দ্বিতীয় লক্ষণার ক্ষেত্রে তিনটি শর্তের কোনটিই নেই। (২) দ্বিতীয় লক্ষণা স্বীকার করলে অনবস্থার সম্মুখীন হতে হবে।

অনবস্থা/ একটি দোষ। কোন একটি অবস্থা বা সিদ্ধান্তে না আসাই অনবস্থা।

লক্ষণা হয় প্রয়োজনভিত্তিক না হয় প্রসিদ্ধিভিত্তিক হবে। অর্থাৎ লক্ষণা আমাদের একটি প্রয়োজন প্রতিপন্ন করবে। গঙ্গা-শব্দের লক্ষণা প্রতিপন্ন করছে তটের শৈত্য এবং পবিত্রতা। দ্বিতীয়-লক্ষণাবাদীর মতে, তট-রূপ অর্থেরও লক্ষণা রয়েছে। প্রকাশ করছে শৈত্য-পবিত্রতাদি লক্ষ্যার্থ। কিন্তু দ্বি. ল. বা. কে প্রশ্ন করা চলে, এই লক্ষণা কোন্ প্রয়োজন প্রতিপন্ন করল? দ্বি. ল. বা. উত্তর দিতে পারবেন না। আর উত্তর দিলেও বিপদ্। দ্বি. ল. বা. যদি বলেন, প্রয়োজন প্রতিপন্ন করল। ধরা যাক্—'ঘোষ'। ব্যঞ্জনাবাদী বলেন: এতে অনবস্থার সৃষ্টি হবে। কেননা, দ্বিতীয় এই প্রয়োজনকে ('ঘোষ' বলে কল্পিত) লক্ষিত করার জন্যে পাবনত্বাদি-রূপ লক্ষ্যার্থে অবস্থিত আর একটি তৃতীয় লক্ষণার দরকার হবে। ৩য় লক্ষণায়ও একটি ৩য় প্রয়োজন কল্পনা করতে হবে। এইভাবে যেমন লক্ষণা-স্বীকারের দিক্ থেকে, তেমনি প্রয়োজন-স্বীকারের দিক্ থেকে আমরা এমন একটি অবস্থায় আসতে পারব না, যেখানে থামতে পারব। যুক্তির দিক্ থেকে এই সিদ্ধান্ত-হীনতা বাঞ্ছনীয় নয়। অতএব পাবনত্বকে লক্ষ্যার্থ না বলে ব্যঙ্গ্যার্থ বলাই যুক্তিযুক্ত।

ব্যঞ্জনাবাদীর বিরোধী পক্ষ দুটি: (১) দ্বিতীয়-লক্ষণাবাদী এবং (২) বিশিষ্টলক্ষণাবাদী। এই দুই বিরোধী পক্ষের যুক্তিকে নস্যাৎ করে মম্মট প্রতিষ্ঠা করেছেন ব্যঞ্জনা। দেখিয়েছেন, ব্যঞ্জনা একটি পৃথক্ বৃত্তি, ব্যঞ্জনার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য।

মম্মটের বক্তব্য: 'গঙ্গাতটে ঘোষঃ' এর বদলে 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' ব্যবহার করার সময় আমরা একটি 'প্রয়োজনে'র দিকে লক্ষ্য রাখি, একটি প্রয়োজন বা উদ্দেশ্যকে বোঝাতে চাই ('প্রয়োজন-প্রতিপিপাদয়িষা' থাকে)। অর্থাৎ এখানে বোঝাতে চাই—ঘোষপল্লী অথবা তট অত্যন্ত শীতল এবং পবিত্র। তাই 'প্রয়োজন'টি হল: ঘোষপল্লী বা তটের শৈত্যপাবনত্ব প্রভৃতি। এখন বক্তব্য হল: 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' তে লক্ষক 'গঙ্গা'শব্দ লক্ষণার মাধ্যমে 'গঙ্গাতট' অবধি অর্থ প্রকাশ করে। আর তটের শৈত্যপাবনত্ব-রূপ বাড়তি

অর্থটুকু গঙ্গা-শব্দের 'ব্যঞ্জনা' প্রতিপন্ন করে। একদল বলবেন : তটের শীতলতা এবং পবিত্রতাকে প্রতিপন্ন করে গঙ্গা-শব্দের অভিধা। উত্তরে মম্মট বলেন : গঙ্গা শব্দের সংকেত, স্রোত বা জলপ্রবাহে-ই শেষ। ঐ শব্দের অভিধা তাই স্রোত অবধি বোঝাতে পারে। আসলে, তট অবধিই গঙ্গা-শব্দের সংকেত নেই। গঙ্গাতটের ধর্ম শৈত্য, পাবনত্ব তাহলে কেমন করে বাচ্যার্থ হতে পারে? মম্মট বলেন : শৈত্য-পাবনত্বাদি অর্থ কেবল ব্যঞ্জনাই বোঝাতে পারে।

মম্মট বনাম দ্বিতীয় লক্ষণবাদী

দ্বিতীয় লক্ষণবাদীর বক্তব্য : বিরোধী একদল চিন্তাবিদ্ বলেন : 'পাবনত্বাদি ধর্ম'-কে লক্ষণাই বোঝাতে পারে। গঙ্গা-শব্দের প্রথম লক্ষণা যেমন গঙ্গাতটকে বুঝিয়েছে, তেমনি 'গঙ্গাতট'-অর্থের লক্ষণা (গঙ্গা-শব্দের ২য় লক্ষণা) পাবনত্বাদিকে বোঝায়। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন : লক্ষণা আসলে অর্থ-বৃত্তি (মুখ্যার্থ-ব্যাপার), লক্ষণাকে ঔপচারিক অর্থে শব্দবৃত্তি (শব্দ-ব্যাপার) বলা হয়। দ্বিতীয়-লক্ষণাবাদী এটুকু (লক্ষণা অর্থব্যাপার বা অর্থ নিষ্ঠ বৃত্তি) মনে রেখে বলেছেন : গঙ্গাতট-অর্থের লক্ষণা (ঔপচারিক প্রয়োগের সাহায্যে—গঙ্গা-শব্দের দ্বিতীয় লক্ষণা) পাবনত্বাদি-অর্থটুকু ('প্রয়োজন'টুকু) প্রতিপাদন করে।

মম্মটের বক্তব্য : কিন্তু দ্বি. ল. বা. ভুলে গেছেন : লক্ষণা অর্থনিষ্ঠ ব্যাপার ঠিক কথা; কিন্তু অর্থনিষ্ঠ মানে মুখ্যার্থ-নিষ্ঠই, লক্ষ্যার্থনিষ্ঠ নয়। দ্বি. ল. বা. বলেছেন : 'পাবনত্বাদি' অর্থটুকু গঙ্গাতট-অর্থের লক্ষণা (∴ গঙ্গা-শব্দের ২য় লক্ষণা) বোঝাবে। কিন্তু গঙ্গাতট মুখ্যার্থ নয়। গঙ্গাতট লক্ষ্যার্থ। কাজেই ২য় লক্ষণা গঙ্গাতট-রূপ অর্থনিষ্ঠ হতে পারে না।

আর, গঙ্গাতট-রূপ লক্ষ্যার্থনিষ্ঠ লক্ষণা প্রবর্তিত হতে গেলে তিনটি শর্তেরও প্রয়োজন। শর্ত-তিনটি হল—মুখ্যার্থবাধ, মুখ্যার্থযোগ এবং রূঢ়িপ্রয়োজনান্যতরত্ব। মম্মট দেখিয়েছেন : তিনটি শর্তের একটি শর্তও নেই। প্রথমতঃ, গঙ্গাতটকে যদি মুখ্যার্থ বলা হয় (আসলে লক্ষ্যার্থ), তাহলে দেখা যাবে, গঙ্গাতট-রূপ অর্থের ঘোষপল্লীরূপ অর্থের সঙ্গে অসঙ্গতি (বাধা) নেই। যেহেতু গঙ্গাতটে ঘোষপল্লী অস্তিত্বশীল হতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, 'গঙ্গাতট'কে মুখ্যার্থ বলা হলে, আর 'পাবনত্বাদি'কে লক্ষ্যার্থ বলা হলে দুয়ের মধ্যে কোন

যোগ বা সম্বন্ধও পাওয়া যাবে না। কারণ পাবনত্বাদি গঙ্গার ধর্ম (বৈশিষ্ট্য), গঙ্গাতটের ধর্ম নয়। তৃতীয়তঃ, বলা যাবে না যে, তট শব্দের 'পবিত্রত্বাদি'-অর্থে কোন রূঢ়ি বা প্রসিদ্ধি আছে। আবার, 'গঙ্গাতটে ঘোষঃ' এর বদলে 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' প্রয়োগ করার পেছনে যেমন যুক্তি দেখাই যে, গঙ্গার প্রয়োগ (গঙ্গা-র লক্ষণা) একটি প্রয়োজন (১ম প্রয়োজন) প্রতিপন্ন করে; তেমনি গঙ্গাতট-রূপ অর্থের লক্ষণাও একটি প্রয়োজন ব্যক্ত করে—এরকম বলতে পারি না। কারণ, সেরকম কোন প্রয়োজনের কথা মনে আসে না।

মম্মটের আরও একটি যুক্তি হল এরকম: সাধারণতঃ, কোন শব্দ যখন [অভিধা দিয়ে] একটি [বাক্যার্থের সঙ্গে] সঙ্গত অর্থ বোঝাতে সামর্থ্যহীন হয়, তখনই শব্দটির লক্ষণা-বৃত্তি স্বীকার করি। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'—তে গঙ্গাশব্দ (বাচক গঙ্গাশব্দ) তট-রূপ অর্থ বোঝাতে শক্তিহীন হয়ে পড়ায় আমরা বলেছি: ওর আর একটি ক্ষমতা (লক্ষণা) তটকে বোঝাচ্ছে। কিন্তু 'পাবনত্বাদি' বোঝাতে গঙ্গা-শব্দ শক্তিহীন নয় (ন স্খলদ্‌গতিঃ), পাবনত্বাদিকে বোঝাচ্ছে, এবং 'ব্যঞ্জনার' মাধ্যমে।

এই যুক্তিটি অবশ্য খুব সবল নয়।

উপরন্তু, দ্বিতীয়লক্ষণাবাদী যদি বলেন: প্রথম লক্ষণার [প্রয়োজনবতী লক্ষণার] প্রয়োজন (শৈত্যপাবনত্বাদি) বোঝাতে দ্বিতীয় লক্ষণা সমর্থ; তাহলে মম্মট দ্বি. ল. বা. কে প্রশ্ন করবেন: ২য় লক্ষণার (=প্রয়োজনবতী লক্ষণার) প্রয়োজন বোঝাবে কে? তৃতীয় লক্ষণা কি? আর তৃতীয় লক্ষণা স্বীকার করলে উত্তরোত্তর একটি শব্দেরই [গঙ্গার] অসংখ্য লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার করতে হয়। একটি স্থির অবস্থায় এসে পৌঁছবও না। অনবস্থার মধ্যে পড়ে যেতে হবে।

সব মিলিয়ে মম্মটের বক্তব্যের সারাংশ হল দুটি তথ্যে। (১) প্রস্তাবিত ২য় লক্ষণা প্রবর্তিত হতে পারে না, তিনটি শর্তের অভাবের ফলে। (২) ২য় লক্ষণা স্বীকার করলে আবার ৩য় লক্ষণা, ৩য় লক্ষণা স্বীকার করলে আবার ৪র্থ লক্ষণা স্বীকার করতে হয় এবং উত্তরোত্তর অসংখ্য লক্ষণা স্বীকার করতে হয় এবং অনবস্থার সম্মুখীন হতে হয়; যা বুদ্ধিজগতে বাঞ্ছনীয় নয়। এবার বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদীর সঙ্গে যুদ্ধ বেধেছে ব্যঞ্জনাবাদীর (মম্মটের)।

'পাবনত্বাদিধর্মযুক্তমেব⋯ ⋯তৎ কিং ব্যঞ্জনয়া?' অংশটুকু বিশিষ্টলক্ষণাবাদীর মন্তব্য। 'নন্থ' দিয়ে আলাদা করে দিয়েছেন মম্মট। অন্যদিকে **কারিকা ১২গ.ঘ. এবং সমগ্র ১৩ কারিকায় (বৃত্তি সমেত)** রয়েছে ব্যঞ্জনাবাদীর যুক্তি ও বক্তব্য।

পৃঃ ৮,৬৩ মন্থ ………… ………ব্যঞ্জনেন ?

বক্তব্য বিশিষ্ট লক্ষণাবাদীর। প্রয়োজনম্=অধিকস্ত অর্থস্ত প্রতীতিঃ—পাবনত্বাদিপ্রতীতিঃ।

কা. ১২ গ. ঘ. সহিতম্=বিশিষ্টম্।
লক্ষণীয়ম্—লক্ষ্যার্থঃ।

বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদী বনাম ব্যঞ্জনাবাদী

বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদী / 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ' তে গঙ্গা শব্দের লক্ষ্যার্থ কেবল গঙ্গাতট নয়, একেবারে 'শীতলতা, পবিত্রতা-প্রভৃতি যুক্ত তট' (পাবনত্বাদি-ধর্মযুক্ততট)। অর্থাৎ গঙ্গা-শব্দের লক্ষণা বৈশিষ্ট্যযুক্ত অর্থকেই প্রতিপন্ন করেছে, লক্ষণাও তাই বিশিষ্টলক্ষণা।

প্রশ্ন হল লক্ষণার প্রয়োজন কি ? উত্তরে বলা যাবে—যা প্রয়োগ করতে পারতাম (গঙ্গাতটে ঘোষঃ) অথচ প্রয়োগ করছি না বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্যে, তার চেয়ে ('গঙ্গাতটে ঘোষঃ'-এর চেয়ে) যে বাড়তি অর্থটুকু লাক্ষাণিক প্রয়োগে (গঙ্গায়াং ঘোষঃ-তে) পাই, তার **জ্ঞান-ই** প্রয়োজন। এখানে বাড়তি অর্থ হল পাবনত্বাদি। ∴ 'পাবনত্বাদি-প্রতিপত্তি' হল প্রয়োজন।

কারিকা ১৩ ক. খ. জ্ঞানস্য=প্রমাণস্য—প্রত্যক্ষাদেঃ প্রমাণস্য
=প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শাব্দ—এই চার প্রমাণের।

পৃঃ ৯, ৬৩ বৃত্তি। **প্রত্যক্ষাদের্নীলাদিবিষয়ঃ……………সংবিত্তির্বা।**

'নীলপদ্ম' প্রত্যক্ষ করলে 'নীলবস্তুজ্ঞান' জন্মায়। এই 'জ্ঞানে'র ফলকে দুদিক্ থেকে (ব্যক্তি এবং বস্তুর দিক্ থেকে) বিচার করা যেতে পারে। বস্তুর দিক্ থেকে (objectively) জ্ঞানের ফল বললে বলা যাবে : আমাদের জ্ঞানের বিষয় ঐ নীলবস্তুটি একটি নতুন বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে। তা হল জ্ঞাততা বা প্রকটতা। অর্থাৎ জ্ঞাততা বা প্রকটতা হল নীলবস্তুধর্ম। এই ধর্মের ফলে আমাদের জ্ঞানের বিষয় নীলপদ্ম-রূপ নীলবস্তুটি অন্য নীলবস্তু থেকে ভিন্ন বলে প্রতীত হয়। এভাবে বস্তুর দিক্ থেকে জ্ঞানের ফল বিচার করেন ভাট্ট মীমাংসকেরা।

অন্যদিকে, ব্যক্তির প্রসঙ্গে (subjectively) জ্ঞানের ফল বিচার করেন প্রাভাকর মীমাংসকেরা এবং নৈয়ায়িকেরা। এঁদের মতে, পূর্বোক্ত জ্ঞানের ফল হল : 'অহং নীলবস্তু জানামি'—এই রকমের বোধ, যে বোধ উৎপন্ন হয় আমাদের মধ্যে। এই বোধই জ্ঞাত নীলবস্তুটিকে অজ্ঞাত নীল বস্তুগুলি থেকে ভিন্ন করে দেয়। মম্মট এই বোধের নাম দিয়েছেন 'সংবিত্তি'। 'সংবিত্তি' হল আত্মধর্ম, বস্তুধর্ম নয়।

'অহং নীলং জানামি'—তে জ্ঞানবিষয় হল নীলবস্তু, জ্ঞানফল হল প্রকটতা বা সংবিত্তি। 'জ্ঞানবিষয়' তাই 'জ্ঞানফল' থেকে ভিন্ন। আবার বলা যেতে পারে, বিষয় এবং ফল—দুইই জ্ঞান থেকে ভিন্ন। জ্ঞানবিষয়য়োর্ভেদঃ জ্ঞান-ফলয়োশ্চ ভেদঃ অত্র প্রতীয়তে।

'জ্ঞানস্য বিষয়ো হ্যন্যঃ, ফলমন্যদুদাহৃতম্'—নীতিটির অর্থও পূর্বোক্ত দুরকম। এই কারিকা-অংশটুকু (১৩ ক.খ.) বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদীর বিরুদ্ধে একটি যুক্তি বিশেষ। বিশিষ্ট লক্ষণা স্বীকার করলে এই বহুপ্রতিষ্ঠিত নীতিটি অতিক্রান্ত হয়। কিন্তু আমাদের সাধারণ জ্ঞানও নীতিটির সমর্থনে রায় দেয়।

নীতিটিকে বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদের বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে খাড়া করতে গিয়ে টীকাকারেরা বলেছেন : নীতিটির ব্যাখ্যা দুরকম। বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদীর কল্পিত একটি যুক্তি, নীতিটির প্রথম ব্যাখ্যাকে নস্যাৎ করে দেয় বলেই নীতিটির দ্বিতীয় ব্যাখ্যা দরকার হয়েছে।

নীতিটির ব্যাখ্যা জানার আগে আর একটি বিষয় জানা অপরিহার্য। বিষয়টি এরকম : **মম্মট 'প্রয়োজন' শব্দটিকে দুটি অর্থে ব্যবহার করেছেন দুই অংশে।** **প্রথমতঃ,** 'নন্থ, পাবনত্বাদি............তৎ কিং ব্যঞ্জনেন ইতি' —অংশে 'প্রয়োজন' শব্দের অর্থ হল 'অধিকস্য অর্থস্য [পাবনত্বাদেঃ] প্রতিপত্তিঃ' অর্থাৎ 'পাবনত্বাদিপ্রতিপত্তিঃ'। 'পাবনত্বাদিপ্রতিপত্তি' হল 'লক্ষ্যার্থজ্ঞানজন্য' (লক্ষ্যার্থস্য পাবনত্বাদিবিশিষ্টতটস্য জ্ঞানেন জন্যা)। কারণ, লক্ষ্যার্থ পাবনত্বাদি-বিশিষ্টতট-কে জানতে গিয়ে আমাদের 'পাবনত্বাদিপ্রতীতি'ও হয়। যাই হোক্, দেখা গেল, প্রয়োজন 'পাবনত্বাদিপ্রতিপত্তি' হল লক্ষ্যার্থজ্ঞানজন্য (অথবা সংক্ষেপে, 'জ্ঞানজন্য' বা 'জন্য')। **দ্বিতীয়তঃ** কারিকা ১২ গ.ঘ. অংশে 'প্রয়োজন' -এর অর্থ হল 'পাবনত্বাদি'। 'পাবনত্বাদি' হল 'লক্ষ্যার্থজ্ঞানজন্যপ্রতীতি-বিষয়' ('লক্ষ্যার্থস্য পাবনত্বাদিবিশিষ্টতটস্য জ্ঞানেন জন্যা যা পাবনত্বাদিপ্রতীতিঃ, তস্যাঃ বিষয়ঃ', অর্থাৎ পাবনত্বাদিরেব)। কারণ, পাবনত্বাদিবিশিষ্টতটের (লক্ষ্যার্থের)

প্রতীতি হলেই পাবনত্বাদির প্রতীতি হবে। 'পাবনত্বাদিপ্রতীতি'র বিষয় হল পাবনত্বাদি। ∴ 'পাবনত্বাদি'-রূপ **প্রয়োজন** হল—'লক্ষ্যার্থজ্ঞানজন্যপ্রতীতি-বিষয়' (সংক্ষেপে, জ্ঞানজন্যপ্রতীতিবিষয় বা জন্যপ্রতীতিবিষয় বা জ্ঞাপ্য)।

যুক্তি বা নীতিটির ব্যাখ্যা

সোজা কথায়, নীতিটির অর্থ হল : জ্ঞানের বিষয় থেকে জ্ঞানের ফল ভিন্ন। যেমন 'নীলমহং জানামি'র ক্ষেত্রে, নীলবস্তু (জ্ঞানবিষয়) প্রকটতা অথবা সংবিত্তি (জ্ঞানফল) থেকে ভিন্ন। 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'-র ক্ষেত্রে [যখন স্বীকার করি ফল বা প্রয়োজন (পাবনত্বাদি) হল ব্যঙ্গ্যার্থ ; মানে বিশিষ্টলক্ষণাবাদের বিরুদ্ধ মতবাদ] দেখি, জ্ঞানবিষয় হল গঙ্গাতট, জ্ঞান ফল পাবনত্বাদি। আর এ দুটি পরস্পরভিন্ন। কিন্তু বিশিষ্টলক্ষণাবাদ অনুসারে, জ্ঞানবিষয় হল পাবনত্বাদিবিশিষ্টতট, জ্ঞানফল হল পাবনত্বাদি। এখানে জ্ঞানবিষয় জ্ঞানফল থেকে ভিন্ন নয়। জ্ঞানফল জ্ঞানবিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। যেহেতু নিয়ম হল : বিশেষণ (পাবনত্বাদি) বিশিষ্টের (পাবনত্বাদিবিশিষ্টতটের) অন্তর্ভুক্ত। বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদে তাই সাধারণ নিয়ম ব্যভিচরিত (অতিক্রান্ত) হয়। ∴ বিশিষ্টলক্ষণা যুক্তিসঙ্গত নয়।

এখানে অবশ্য বিশিষ্টলক্ষণাবাদী ব্যঞ্জনাবাদের বিরুদ্ধে একটি যুক্তি দিতে পারেন। বলতে পারেন : [জ্ঞানের] ফল কখনও 'পাবনত্বাদি' হতে পারে না। কারণ জ্ঞানের ফল অবশ্যই 'জ্ঞানজন্য', 'জ্ঞানজন্যপ্রতীতিবিষয়' নয়। সুতরাং এখানে জ্ঞানের ফল হল 'পাবনত্বাদিজ্ঞান', এবং তা জ্ঞানের বিষয় 'পাবনত্বাদিবিশিষ্টতট' থেকে অবশ্যই ভিন্ন।

বিশিষ্টলক্ষণাবাদের বিরুদ্ধে মম্মট বলেন : বিশিষ্টলক্ষণাবাদী ফল বলতে যদি 'জ্ঞানজন্য'কে বোঝেন, তাহলে আমিও (মম্মটও) সাধারণ নীতিটির ব্যাখ্যা অন্যরকম করে করব ; এবং দেখা যাবে, বিশিষ্ট-লক্ষণা স্বীকারের ফলে তখন এই নীতিটি অবমানিত হচ্ছে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা : [জ্ঞানাৎ] জ্ঞানবিষয়ঃ অন্যঃ, [জ্ঞানাৎ] জ্ঞানফলম্ চ অন্যৎ। অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞানবিষয়, এবং জ্ঞানফল—তিনটি ভিন্ন পদার্থ। যেমন, 'নীলমহং জানামি'র ক্ষেত্রে,

জ্ঞানম্ = নীলজ্ঞানম্
বিষয়ঃ = নীলম্
ফলম্ = প্রকটতা সংবিত্তির্বা।

এখানে 'নীলম্' এবং 'প্রকটতা বা সংবিত্তিঃ' 'নীলজ্ঞানম্' থেকে পৃথক্।

কিন্তু বিশিষ্ট-লক্ষণাবাদ অনুযায়ী 'ফল (প্রয়োজন)' যদি হয় 'পাবনত্বাদি-জ্ঞান', 'বিষয়' যদি হয় 'পাবনত্বাদিবিশিষ্টতট' আর 'জ্ঞান' যদি 'পাবনত্বাদি-বিশিষ্টতটজ্ঞান' হয়, তাহলে দেখা যাবে, জ্ঞান থেকে বিষয় ভিন্ন, কিন্তু ফল জ্ঞান থেকে ভিন্ন নয়। দেখা যাবে, ফল জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। কারণ নিয়ম হল: বিশেষণজ্ঞান (দণ্ডজ্ঞান) বিশিষ্টজ্ঞানের (যেমন, দণ্ডিজ্ঞানের) অন্তর্ভুক্ত। 'নাগৃহীতবিশেষণাবুদ্ধিঃ বিশিষ্টেষুপজায়তে'।

∴ জ্ঞান এবং জ্ঞানের ফল হবে ভিন্ন—এই অংশটুকু অবমানিত হচ্ছে।
∴ বিশিষ্টলক্ষণা গ্রহণযোগ্য নয়।

* * *

লক্ষণামূল ব্যঞ্জকত্ব=লক্ষণামূল ব্যঞ্জনা। এখানে লক্ষণা=প্রয়োজনবতী লক্ষণা। যেখানে প্রয়োজনবতী লক্ষণা থাকে, সেখানে লক্ষণামূল ব্যঞ্জনাও থাকে। যেখানে প্রয়োজনবতী লক্ষণা থাকে না, লক্ষণামূল ব্যঞ্জনাও সেখানে থাকে না।

অভিধামূল ব্যঞ্জনার ক্ষেত্র কিন্তু এরকম নয়। প্রত্যেক বাচক শব্দেই অভিধা থাকে। কিন্তু সব বাচক শব্দ ব্যঞ্জক নয়। কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্রের উপর অভিধামূল ব্যঞ্জনা নির্ভরশীল।

* * *

অভিধা, লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা—এই তিন বৃত্তির মধ্যে কেবল অভিধা অন্যনিরপেক্ষ স্বাধীন বৃত্তি। অন্য কোন ক্রিয়ার (বৃত্তি বা ব্যাপারের) সাহায্যের এর প্রয়োজন নেই। লাক্ষণিক অথবা ব্যঞ্জক না হয়েই একটি শব্দ বাচক হতে পারে। লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনা, এরকম নয়।

লক্ষণা তিনটি শর্তের উপর নির্ভরশীল। নির্ভরশীল অভিধার উপর। একটি শব্দ কেবল লাক্ষণিক হতে পারে না। প্রথমে এটি বাচক, পরে এর বাচ্যার্থ বাধিত হলে, এটি হয়ে ওঠে লাক্ষণিক। তখন কিন্তু শব্দটিকে আর বাচক বলা যাবে না।

ব্যঞ্জনা, অভিধা এবং লক্ষণা—দুয়ের উপর নির্ভরশীল। একটি শব্দ কেবল ব্যঞ্জক হতে পারে না। অবশ্যই তাকে বাচক অথবা লাক্ষণিক হতে হবে। কিন্তু লাক্ষণিক শব্দের সঙ্গে ব্যঞ্জকের পার্থক্য হল: ব্যঞ্জক শব্দ একই সঙ্গে হয় বাচক অথবা লাক্ষণিক।

পৃঃ ৯, ৬৪

কারিকা ১৪ অভিধামূল ব্যঞ্জনার লক্ষণ

সংযোগাদ্যৈঃ অনেকার্থস্য শব্দস্য বাচকত্বে নিয়ন্ত্রিতে [সতি],
অবাচ্যার্থধীকৃৎ যা ব্যাপৃতিঃ [প্রবর্ত্ততে], সা অঞ্জনম্‌ [নাম]।

সংযোগাদ্যৈঃ = সংযোগবিপ্রয়োগাদিভিঃ। সংযোগঃ আদ্যঃ যেষাং তৈঃ।

বাচকত্বে = অভিধায়াম্‌, অর্থপ্রকাশ-সামর্থ্যে বা। ভাবে ৭মী।

অবাচ্যার্থধীকৃৎ = অপ্রাকরণিকার্থ-প্রতীতিকৃৎ।

ব্যাপৃতিঃ = ব্যাপারঃ, শক্তিঃ, বৃত্তিঃ।

অঞ্জনম্‌=ব্যঞ্জনম্‌, ব্যঞ্জনা।

সংগ্রহশ্লোক

শব্দার্থস্য = অনেকার্থকস্য শব্দস্য।

অনবচ্ছেদ = অনিশ্চয়ে সতি (কতমোঽর্থোঽত্র বিবক্ষিত ইতি সন্দেহে সতি)।

বিশেষস্মৃতিহেতবঃ = বিশেষস্য বিবক্ষিতার্থস্য যা স্মৃতির্জ্ঞানং তদ্ধেতবঃ, তজ্জনকাঃ। এখানে স্মৃতি-শব্দের অর্থ প্রতীতি, স্মরণ নয়। বিশেষ = বিশেষ অর্থ = বিবক্ষিত অর্থ = প্রাসঙ্গিক অর্থ।

সংযোগ-প্রভৃতি বোঝাবার জন্যে মম্মট দুটি শ্লোক উদ্ধৃত করেছেন ভর্তৃহরির বাক্য-পদীয়ের থেকে। এ দুটি হল : সংযোগঃ ....।
.........বিশেষস্মৃতিহেতবঃ ॥

সংযোগ ছাড়া আর ১৩টি বিষয় এখানে বুঝতে হবে। এগুলি হল এরকম :

(১) সশঙ্খচক্রো হরিঃ, (২) অশঙ্খচক্রো হরিঃ—এই দুটি ক্ষেত্রে হরি শব্দের *অর্থ হল বিষ্ণু। যদিও হরি শব্দের অর্থ*—বিষ্ণু, যম, সূর্য, চন্দ্র, সিংহ, অশ্ব, বানর ইত্যাদি। কিন্তু শঙ্খ চক্র থাকা (সংযোগ) অথবা না থাকা (বিয়োগ) বিষ্ণুর প্রসঙ্গেই বলা যেতে পারে।

(৩) 'রামলক্ষ্মণৌ' এর বেলায় রাম-শব্দের অর্থ দশরথের ছেলে রাম। রাম-শব্দের অর্থ পরশুরামও হতে পারে। কিন্তু লক্ষ্মণের সাহচর্য একমাত্র দশরথের ছেলের পক্ষেই সম্ভব।

(৪) 'রামার্জুন-গতিস্তয়োঃ' এর বেলায় রাম এবং অর্জুন বলতে পরশুরাম এবং কার্তবীর্যার্জুনকে বুঝতে হবে। দশরথের ছেলে রাম বা তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন নয়। কেননা, দুই নৃপতির বিরোধিতা বা প্রসিদ্ধ শত্রুতা-প্রসঙ্গেই কথাটি বলা।

(৫) অর্থ = উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। ভবচ্ছিদ্ = সংসারনাশঃ = মোক্ষঃ।

(৬) লিঙ্গ = বৈশিষ্ট্য। 'মকরধ্বজ' এর অর্থ 'মকরাকার ধ্বজ' এবং 'কামদেব' —দুই হলেও 'কোপ' এই লক্ষণ, লিঙ্গ বা বৈশিষ্ট্যের ফলে মকরধ্বজের অভিধা কামদেব-রূপ অর্থে নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৭) মধু বা বসন্তেরই কোকিলকে মাতানোর ক্ষমতা (সামর্থ্য) আছে। পুষ্পরস প্রভৃতির নাই।

(৮) ঔচিত্য = উপযুক্ততা, যাথার্থ্য।

প্রিয়ার আনুকূল্য-ই শান্ত করতে পারে তোমাদের।

ইন্দ্রশত্রুঃ / শত্রু = শাতয়িতা (ঘাতক)। এখানে শত্রু শব্দের অর্থ রিপু বা অরি নয়। ত্বষ্টা ইন্দ্রের উপর বিরক্ত হয়ে একজন পুত্র চাইলেন, যে ইন্দ্রের ঘাতক হবে। সুরু করলেন যজ্ঞ। আহুতি দেবার সময় বললেন: 'স্বাহেন্দ্রশত্রুর্বর্ধস্ব' (স্বাহা, ইন্দ্রশত্রু বেড়ে উঠুক, বা জন্মাক্)। বলতে চেয়েছিলেন, ষষ্ঠী সমাসে। কিন্তু ষষ্ঠী সমাসের জন্য প্রয়োজন ছিল অন্ত্যোদাত্ততার। মানে 'উ'কে উদাত্ত-স্বরে উচ্চারণের। কারণ, ষষ্ঠী সমাসের (সাধারণভাবে সমাসের) অন্ত্য স্বর উদাত্ত।

কিন্তু ভুলক্রমে ত্বষ্টা 'ই'র উদাত্ত উচ্চারণ করে ফেলেছেন। পদটি হয়েছে বহুব্রীহি-সমাসান্ত—ইন্দ্রঃ শত্রুঃ (শাতয়িতা) যস্য। ['বহুব্রীহৌ প্রকৃত্যা পূর্বপদম্' পা. ৬.২.১]

শেষ পর্যন্ত পুত্রের জন্ম হয়েছে। কিন্তু সে ঘাতক হতে পারে নি ইন্দ্রের। ইন্দ্রই হয়েছে তার ঘাতক।

মনে রাখতে হবে: 'ইন্দ্রশত্রু' উহ্য 'পুত্রঃ' এর বিণ। আর 'বর্ধস্ব' 'বর্ধতাম্' এর অর্থে প্রযুক্ত।

পৃঃ ১০, ৬৫-৬৬

শ্লোক ৭ শাব্দী অভিধামূল ব্যঞ্জনা বা শব্দশক্তিমূলধ্বনির উদাহরণ। কোন রাজা নিরবচ্ছিন্ন দান করে চলেছেন—বলা হয়েছে শ্লোকটিতে।

ব্যঙ্গ্য উপমা হল এভাবে: রাজা কাতীটির সঙ্গে তুলনীয়।

অন্বয়/ভদ্রাত্মনঃ দুরধিরোহ-তনোঃ বিশাল-বংশোন্নতেঃ কৃত-শিলীমুখ-সংগ্রহস্য অনুপপ্লুত-গতেঃ পরবারণস্য যস্য করঃ সততম্ দানাম্বুসেক-সুভগঃ অভূৎ।

ভদ্রাত্মন্—মহাত্মন্, হাতীর বেলায় ভদ্র-শ্রেণীর।

অনুপপ্লুত—অবাধ। শিলীমুখ—বাণ, হাতীর বেলায় মৌমাছি।

পর-বারণ—শত্রুনিবারক, হাতীর বেলায় শ্রেষ্ঠ হাতী।

বারণ=হাতী। কর—হাত, শুঁড়। দান—gift, মদ-বারি। ভদ্র, দুরধিরোহ, বংশ, শিলীমুখ, পর, বারণ, কর, দান প্রভৃতি শব্দগুলি শ্লিষ্ট হওয়ায় আর একটি চিত্র ভেসে উঠে। চিত্রটি ভদ্র-শ্রেণীর হাতীর। অপ্রকৃত চিত্রটিকে মনে হয় উপমান। দুটো মিলিয়ে একটি অর্থও ভেসে উঠে: শ্রেষ্ঠ হাতীর শুঁড় যেমন মদজলের অভিষেকে হয়ে উঠে মনোজ্ঞ, তেমনি দান-বৃষ্টির অভিসিঞ্চনে রমণীয় হয়ে উঠত রাজার হাত। অন্য বিশেষণগুলি আর প্রয়োগ করা হল না এখানে।

এখানে শব্দের যে শক্তির ফলে উপমান-চিত্রটির প্রতীতি হয়, সেই শক্তিটি হল শাব্দী ব্যঞ্জনা।

তৃতীয় উল্লাস

এই উল্লাসের আলোচ্য বিষয় হল অর্থের ব্যঞ্জকত্ব। তৃতীয় উল্লাসের নাম তাই 'অর্থব্যঞ্জকতা-নির্ণয়'। বিষয়টি অবশ্য সুরু হয়েছে দ্বিতীয় উল্লাসের কা. ২ ক. খ. থেকে—সর্বেষাং প্রায়শোঽর্থানাং ব্যঞ্জকত্বমপুষ্যতে।

তৃতীয় উল্লাসের কারিকা ১ গ. ঘ. এবং ২ হল অর্থ-ব্যঞ্জকতা অথবা আর্থী ব্যঞ্জনার লক্ষণ।

অন্বয়/ **বক্তৃ-বোদ্ধব্য-কাকূনাম্ বাক্য-বাচ্যান্যসন্নিধেঃ প্রস্তাব-দেশ-কালাদেঃ [চ] বৈশিষ্ট্যাৎ অর্থস্য যঃ ব্যাপারঃ প্রতিভাজুষাম্ অন্যার্থ-ধী-হেতুঃ, সা ব্যক্তিঃ এব।**

বোদ্ধব্যঃ=শ্রোতা। বাক্যম্=পদসমূহঃ। বাচ্যঃ=শক্যঃ অর্থঃ। সন্নিধিঃ=সান্নিধ্যম্। প্রতিভাজুষাম্=সহৃদয়ানাম্। ব্যক্তিঃ=ব্যঞ্জনা।

শ্লোক ১ পৃথুল—বড়।

বক্তা এখানে বিশিষ্ট। অর্থাৎ বক্তা স্বৈরিণী। শ্লোকের বাচ্যার্থ তাই ব্যঞ্জক বা ব্যঙ্গ্যার্থ-প্রতিপাদক।

ব্যঙ্গ্যার্থ হল : গোপন মিলনের (চৌর্য-রত) গোপনতা।

স্বৈরিণী জল-বহনের ক্লান্তির মাধ্যমে গোপন করতে চেয়েছে শৃঙ্গার-জনিত ক্লান্তি।

পৃঃ ১১,৬৭

শ্লোক ২ শ্রোতৃ-বৈশিষ্ট্যাৎ বাচ্যার্থস্য ব্যঞ্জকত্বম্।

শ্লোক ২ এর পরিবেশ এবং অর্থ 'নিঃশেষচ্যুত—'এর মত। ব্যঙ্গ্যার্থ : বিনিদ্রতা, দুর্বলতা ইত্যাদি প্রমাণ করছে, দূতীকে বক্তার প্রেমিক উপভোগ করেছে ভাল রকম।

শ্রোতা (বোদ্ধব্য) এখানে দূতী, বক্তার কাছে সে বিশিষ্ট ব্যক্তি। বক্তা শ্রোতাকে আপন দয়িত-অভিলাষিনী বলেই জানে।

'নিঃশেষচ্যুত-চন্দনম্—' ইত্যাদিও বোদ্ধব্যবৈশিষ্ট্যে বাচ্যার্থ-ব্যঞ্জকতার উদাহরণ।

শ্লোক ৩ বেণীসংহার ১.১১

প্রশ্নকারী—ভীম। শ্রোতা—সহদেব।

অন্বয়/ নৃপসদসি পাঞ্চালতনয়াম্ তথাভূতাম্ দৃষ্ট্বা, বনে ব্যাধৈঃ সার্ধম্ বল্কলধরৈঃ [অস্মাভিঃ] সুচিরম্ উষিতম্, বিরাটস্য আবাসে অনুচিতারম্ভনিভৃতম্ স্থিতম্ [চেতি চিন্তয়িত্বা]—খিন্নে ময়ি, খেদং ভজতি গুরুঃ, কুরুষু [তু] ন অদ্যাপি।

নৃপসদসি=রাজসভায়াম্। আরম্ভঃ=কার্যম্।

অনুচিতেন আরম্ভেন (রন্ধনাদিনা) নিভৃতম্ (গুপ্তম্) যথা স্যাৎ তথা।

শ্লোকটি বলা হয়েছে যুধিষ্ঠিরের সম্পর্কে। ব্যঙ্গ্যার্থ : যুধিষ্ঠিরের উচিত হবে কৌরবদের উপর ক্রুদ্ধ হওয়া। ভীমের উপর নয়।

ভীমের স্বরবিকৃতি থেকে 'গুরুঃ খেদং খিন্নে ময়ি ভজতি, নাদ্যাপি কুরুষু'—অংশটুকুতে প্রশ্নের বোধ হতে পারে। মনে হতে পারে ভীম প্রশ্ন করছেন : খিন্নে ময়ি খেদং ভজতি গুরুঃ? কুরুষু [তু] অদ্যাপি ন? এবং তারপরেই স্বাভাবিকভাবে 'আমার উপরে ক্রোধ যুক্তিযুক্ত নয়, কৌরবদের উপরই

যুক্তিযুক্ত'—এই ব্যঙ্গ্যার্থের বোধ হতে পারে। তাই কেউ বলতে পারেন : এই শ্লোকে 'ক্রুদ্ধ আমার উপরেই শ্রদ্ধাভাজন তিনি ক্রুদ্ধ হচ্ছেন, আর কৌরবদের উপর আজও ক্রুদ্ধ হচ্ছেন না'—র বাচ্যার্থকে যুক্তিসঙ্গত করে বোধ্য করার জন্যে 'কাকু' এবং ব্যঙ্গ্যার্থের প্রয়োজন। অন্যথায়, 'কাকু' ছাড়া উপরি-উক্ত অংশের বাচ্যার্থ ভীমের বর্তমান মনোভাবের সঙ্গে সম্বন্ধযোগ্য হবে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—বাচ্যার্থকে অর্থবহ করে তুলতে (বাচ্যার্থ-সিদ্ধির পথে), কাকু এবং ব্যঙ্গ্যার্থ প্রয়োজনীয়। ∴ শ্লোকটিকে 'কাকু-আক্ষিপ্ত গুণীভূত্যব্যঙ্গ্য' কাব্য বললে কি ক্ষতি ?

মম্মটের উত্তর হল : না, এরকম আশংকা অ-মূলক। 'ন চ বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গমত্র কাকুরিতি গুণীভূতব্যঙ্গ্যত্বং শংক্যম্'। যুক্তি হল : প্রশ্নমাত্রেণাপি কাকোর্বিশ্রান্তেঃ। অর্থাৎ কেবল প্রশ্ন বুঝিয়েই 'কাকু' বিরত হয়, ব্যঙ্গ্যার্থ সমেত কাকু-ই বোঝায় এমন নয়। কারণ শ্লোকের পদ-সংস্থানই ভীমের বিস্ময় এবং দুঃখমূলক ব্যঙ্গ্যার্থ প্রকাশ ক'রে বাচ্যার্থকে অর্থবহ (সিদ্ধ) করতে পারে। ∴ দেখা যাবে কাকু-র ভূমিকা নগণ্য। বাচ্যার্থও প্রায় স্বয়ংসম্পূর্ণ (প্রায় স্বয়ংসিদ্ধ)।

আসলে, তৃতীয় উল্লাসের এই শ্লোকগুলি সবই ব্যঞ্জনাপ্রধান বা ধ্বনিপ্রধান। তাই উত্তমকাব্যের উদাহরণ, গুণীভূতব্যঙ্গ্য বা মধ্যমশ্রেণীর উদাহরণ নয়।

শ্লোক ৪/ বক্তা নায়িকা। শ্রোতা নায়ক। কিছুক্ষণ নায়িকার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল সখী এবং নায়িকা। সখীর মুখ প্রতিফলিত হয়েছিল নায়িকার গালে। নায়ক সখীর মুখ দেখার জন্যেই নায়িকার গালের দিকে তাকিয়েছিল। এখন সখী চলে গিয়েছে। নায়কও দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়েছে।

এটি বাক্যের বৈশিষ্ট্যে অর্থের ব্যঞ্জকত্বের উদাহরণ। তদা, ইদানীম্, সা—তাৎপর্যপূর্ণ শব্দগুলি দিয়ে বাক্যকে বিশিষ্ট করে নিয়েছেন নায়িকা। ব্যঙ্গ্যার্থ তাই প্রতিপন্ন হতে পারল।

শ্লোক ৫/ বাচ্যবৈশিষ্ট্যের উদাহরণ। বক্তা নায়ক, নায়িকাকে যিনি সঙ্গে করে নিয়েছেন। শ্রোতা নায়িকা।

নায়ক বারবার প্রশংসা করছেন জায়গাটুকুর। ব্যঙ্গ্য অর্থ তাই স্পষ্ট : এটা মিলনের উপযুক্ত জায়গা। আর এতে অংশগ্রহণ করতে হবে নায়িকাকে।

শ্লোক ৫ অন্বয়/

তন্বি, সরস-কদলী-শ্রেণি-শোভাতিশায়ী নর্মদায়াঃ অয়ম্ উদ্দেশঃ কুঞ্জোৎকর্ষা-ঙ্কুরিতরমণীবিভ্রমঃ। কিংচ এতস্মিন্ [প্রদেশে] সুরত-সুহৃদঃ তে বাতাঃ বান্তি, যেষাম্ অগ্রে কলিতাকাণ্ডকোপঃ মনোভূঃ সরতি।

'সরস—তিশায়ী' এবং 'কুঞ্জোৎ—বিভ্রমঃ' 'উদ্দেশঃ' এর বিণ। উদ্দেশঃ = উচ্চতীর-ভূপ্রদেশঃ। সরসানাম্ কদলীনাম্ শ্রেণ্যাঃ যা শোভা, তয়া অতিশায়ী। কুঞ্জানাম্ উৎকর্ষেণ অঙ্কুরিতঃ রমণীনাম্ বিভ্রমঃ যস্মিন্, সঃ। 'উদ্দেশঃ'-এর বিণ।

বিভ্রমঃ = 'চিত্তবৃত্ত্যনবস্থানং শৃঙ্গারাদ্ বিভ্রমো মতঃ।' চাঞ্চল্য।

শ্লোক ৬ নুদতি = প্রেরয়তি। গৃহভরে = গৃহকার্যনির্বাহে। অন্যসন্নিধি-বৈশিষ্ট্যের উদাহরণ। বক্তা তরুণী। শ্রোতা তরুণীর প্রতিবেশী। কিন্তু আসল শ্রোতা তরুণীর প্রেমিক, উদাসীন (তটস্থ) ভঙ্গীতে, যে অদূরে দাঁড়িয়ে (স ন্নহিত), কিন্তু মিলনের সময় জানতে অথবা পেতে যে উদ্‌গ্রীব। অন্যের (প্রেমিকের) সান্নিধ্য থেকেই ব্যঙ্গ্যার্থ বোঝা যায়।

শ্লোক ৭ বক্তা স্বৈরিণী নায়িকার সখী। সখী স্বৈরিণীর স্বামীর আসার খবর পেয়েছে। তাই অভিসারে যেতে উন্মুখ স্বৈরিণীকে সাবধান করে দিয়েছে সখী। 'অভিসারে যাওয়া বন্ধ কর'—ব্যঙ্গ্যার্থ।

শ্লোক ৮ বক্তা মিলনেচ্ছু অপ্সরী। শ্রোতা বান্ধবীর দল। দেশবৈশিষ্ট্যের উদাহরণ।

শ্লোক ৯ কালবৈশিষ্ট্যের উদাহরণ। কাল বসন্ত।

শ্লোক ১০ দ্বারোপান্তস্থ নিরন্তরে (সন্নিহিতে) ময়ি। প্রোল্লাস্য = প্রসার্য। শিরোহংশুকম্ = শিরোবস্ত্রম্, ঘোমটা। দোর্লতে = বাহু-লতে।

কাজের বৈশিষ্টের ফলে এখানে নিম্নোক্ত ব্যঙ্গ্যার্থগুলি প্রকাশিত হয়।

যেমন 'উরুযুগলের প্রসার' হল রমণেচ্ছার ব্যঞ্জক। তেমনি উরুযুগলের একত্রীকরণ ব্যঞ্জিত করে, 'তোমার আসা চাই' এরকম অর্থ।

এভাবে, 'ঘোমটা টানা' ব্যক্ত করে—'মাথায় কাপড় দিয়ে গোপনে আসবে'।

'চোখ নামানো' ব্যক্ত করে—'এদিক্ ওদিক্ না তাকিয়ে।'

'কথাবার্তা বন্ধ' ব্যক্ত করে—'চুপিসারে'।

'হাতগোটানো' ব্যক্ত করে—'আলিঙ্গন-স্পৃহা'।

কারিকা ২ অন্বয়/ সঃ তু অপরঃ [ধ্বনিঃ], যত্র বাচ্যম্ বিবক্ষিতম্ অন্যপরম্ চ। [সঃ তু অপরঃ] কঃ অপি (= কশ্চিদপি) অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যঃ, পরঃ [চ] লক্ষ্যব্যঙ্গ্য-ক্রমঃ।

কারিকা ২ ক. খ. তে বলা হল, 'বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য' ধ্বনির কথা। ২ গ. ঘ. তে বলা হল : সেই ধ্বনি দুরকম : (১) অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য।
(২) লক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য।

অলক্ষ্যক্রমম্ ব্যঙ্গ্যং যস্মিন্ সঃ, অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যঃ।

অলক্ষ্যঃ অজ্ঞেয়ঃ ক্রমঃ [বাচ্যার্থেন সহ] যস্য, তৎ অলক্ষ্যক্রমম্।

'ব্যঙ্গ্যম্' এর বিণ।

ক্রম—পৌর্বাপর্য।

বাচ্য অর্থ বা বিষয় হল, বিভাব অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব। এগুলি বাচ্য কিন্তু ব্যঞ্জক।

অর্থাৎ ব্যঞ্জকের সঙ্গে যে ব্যঙ্গ্যের ক্রম লক্ষ্য করা যায় না, সেই ব্যঙ্গ্য যে ধ্বনিতে অস্তিত্বশীল, তাই হয় অলক্ষ্যক্রম্যব্যঙ্গ্য ধ্বনি বা অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনি।

আসলে, ব্যঙ্গ্য বস্তু (রস প্রভৃতি) এবং বাচ্য বা ব্যঞ্জক বস্তুগুলির (বিভাব অনুভাব, ব্যভিচারীভাবের) মধ্যে পৌর্বাপর্য আছে। কারণ, ব্যঞ্জক এবং বাচ্য বিভাব প্রভৃতি কারণ। কার্য হল ব্যঙ্গ্য (রস প্রভৃতি)। কারণ এবং কার্যের মধ্যে কালগত পৌর্বাপর্য ত' আছেই। আগে অস্তিত্বশীল কারণ, পরে কার্য।

কিন্তু এই পৌর্বাপর্য বা ক্রম সাধারণ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না। যেমন অনেকগুলি পদ্মের পাপড়ি একসঙ্গে নিয়ে একটি সূঁচ দিয়ে বিঁধলে মনে হবে : সব পাপড়িগুলিই একসঙ্গে বিদ্ধ হল। অর্থাৎ বিদ্ধ হওয়ার ক্রম লক্ষ্য করা গেল না। *কিন্তু সেকেণ্ড পরে পরে হলেও একটির পর আর একটি বিদ্ধ হয়েছে।*

বৃত্তিতে মম্মট বলেছেন : বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাব আর রস অভিন্ন নয়। প্রথম তিনটি চতুর্থটির কারণ। অভিন্ন হলে অবশ্য ক্রম থাকত না।

কারিকা ৩ অন্বয় / অক্রমঃ রস-ভাব-তদাভাস-ভাবশান্ত্যাদিঃ রসাত্ত-লংকারাৎ ভিন্নঃ, অলংকার্যতয়া [চ] স্থিতঃ।

অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য (অলক্ষ্যক্রম-ব্যঙ্গ্য)

(১) রস (২) ভাব (৩) রসাভাস (৪) ভাবাভাস (৫) ভাবোপশম (৬) ভাবোদয় (৭) ভাবসন্ধি (৮) ভাবসঙ্কর

কারিকা এবং বৃত্তি মিলিয়ে বোঝা গেল অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য হল এই আট প্রকার। অবশ্য ব্যঙ্গ্যের এতগুলি (অনন্ত) ভেদ হওয়ার জন্তে (কা. ১৯ ক.খ.) অ. ল. ক্র. ব্য.-কে একপ্রকার বলে ধরা হয়েছে।

করিকা ৩ ভিন্নো রসাদ্যলংকারাদ্ অলংকার্যতয়া স্থিতঃ।

রস, ভাব, রসাভাস এবং ভাবশান্তি কাব্যে (প্রধানে বাক্যার্থে) যখন গৌণ ভূমিকা (অঙ্গভূত, উপকারক) গ্রহণ করে, তখন এরা অলংকার্য হবার যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে, পরিণত হয় নিম্নলিখিত অলংকারে (যথাক্রমে): রসবৎ, প্রেয়, ঊর্জস্বি এবং সমাহিতে।

যেহেতু অলংকার আসলে উপকারক।

অন্যদিকে, রস প্রভৃতির ভূমিকা মুখ্য হলে (প্রধানতয়া স্থিতঃ), তা অলংকার্য হতে পারে। বিষয় হতে পারে ধ্বনিকাব্যের।

আর যেখানে (যে কাব্যে) রস প্রভৃতির (ব্যঙ্গার্থের) ভূমিকা গৌণ (গুণীভূত) হয়, সেই কাব্যকে বলা হয় গুণীভূতব্যঙ্গ্য।

পৃঃ ১৪, ৭১ কারিকা ৪ এবং ৫

কা. ৪ এবং ৫ ক. খ.-তে বিভাব, অনুভাব এবং ব্যাভিচারী ভাবের লক্ষণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে: সাহিত্যজগতে স্থায়ী অনুভূতির কারণ কার্য এবং সহকারী কারণকে, যথাক্রমে বলা হয়, বিভাব অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব। এগুলি সাহিত্যতত্ত্বের পরিভাষিক শব্দ। এখন স্থায়ীভাব বিভাব অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব কাকে বলে দেখা যাক্।

স্থায়ীভাব—ভাব মানে অনুভূতি (emotion or feeling)। আমাদের অন্তরের গূঢ় প্রদেশে প্রবাহিত হয়ে চলেছে কয়েকটি ভাব। এগুলির সংখ্যা প্রধানতঃ আট। এগুলি হল: রতি বা যৌনভাব (sex-emotion),

হাস বা Sense of the ludicrous, করুণ বা pathos, বীর বা heroic, ক্রোধ বা anger, ভয় বা fear, বীভৎস বা disgust, অদ্ভুত বা wonder। (কা. ৮)

এদের অনেকগুলিই সর্বপ্রাণি-সাধারণ instinctive emotions; আলঙ্কারিকেরা বলেন যে এই বৃত্তিগুলি সকলের চিত্তের মধ্যেই স্থায়ীভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। উদ্বোধক বস্তুর ও আলম্বন বস্তুর সান্নিধ্যে এরা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। উদ্বুদ্ধ (অভিব, ক্ত) স্থায়ীভাবের নামই রস।

বিভাব—অনুরাগ (রতি) প্রভৃতি অনুভূতিগুলির (ভাবগুলির) কারণের নাম বিভাব। [নাট্যকাব্যয়োঃ রত্যাদেঃ স্থায়িনঃ কারণানি বিভাবাঃ]। বিভাব দুরকমঃ আলম্বন এবং উদ্দীপন বিভাব। যে ব্যক্তি বা বস্তুকে কেন্দ্র করে (অবলম্বন করে) রসোদ্‌গম হয় তাকেই বলে আলম্বন বিভাব। স্থায়ীভাব উদ্বুদ্ধ হওয়ার এটিই মূল কারণ। দুষ্মন্তের অনুরাগের (স্থায়ী অনুভূতি রতির) আলম্বন বিভাব হল শকুন্তলা। ঠিক তেমনি শকুন্তলার অনুরাগের আলম্বন বিভাব হল দুষ্মন্ত। উদ্দীপন বিভাব হল স্থায়ীভাবের উদ্দীপক কারণ। যেমন, চাঁদ, অরণ্য, নিজন পরিবেশ, মলয় সমীরণ ইত্যাদি হল রতি এই স্থায়ীভাবের উদ্দীপক।

অনুভাব—স্থায়ীভাব উদ্বুদ্ধ হওয়ার পরমুহূর্তে যে বস্তুগুলির মধ্যে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাদেরকেই বলা হয় অনুভাব। অনুরাগের ক্ষেত্রে যেমন কটাক্ষ, মুচকি হাসি আলিঙ্গন প্রভৃতি। অন্যকথায় emotion এর expression হল অনুভাব।

ব্যভিচারী ভাব—স্থায়ীভাবের সহকারীকারণকে বলা হয় ব্যভিচারী ভাব। যেমন, শৃঙ্গারাদি কোন একটি প্রধান ভাব-উপভোগের সময় তার উপাদান-স্বরূপ যে সমস্ত চঞ্চলভাব চিত্তকে অনুরঞ্জিত করে, তাদেরকে ব্যভিচারীভাব বলে। শৃঙ্গারাত্মক মনোভাবে চিত্ত অভিষিক্ত হলে কোন সময় লজ্জা, কোন সময় আনন্দ, কোন সময় শঙ্কা ইত্যাদি ছোট ছোট ভাব দ্রুত বেগে সংমিশ্রিত হয়ে থাকে। এগুলিকে ব্যভিচারী বা সঞ্চারীভাব বলে। ব্যভিচারীভাবের সংখ্যা হল তেত্রিশ অথবা চৌত্রিশ। (ক. ৮-১১) এই ভাবগুলির এক একটি কোন বিশেষ রসের সঙ্গে যুক্ত নয়। সমুদ্রের তরঙ্গের

মতো এগুলি আসে এবং যায়। এই অনুভূতিগুলি সব সময়েই সহকারী কারণ, সবসময়েই এগুলি সঞ্চরণশীল। এগুলি স্থায়ী ভাবের বিপরীত-ধর্মী। ব্যভিচারীভাব কোন রসেরই আশ্রয় হতে পারে না।

স্থায়ীভাব এবং ব্যভিচারীভাবকে সংক্ষেপে বলা হয় স্থায়ী এবং ব্যভিচারী।

তানি চেন্নাট্যকাব্যয়োঃ / মনে রাখতে হবে, এই কারণ, সহকারী কারণ, এবং কার্য সাহিত্যের জগতের পরিপ্রেক্ষিতেই বোধ্য। বাস্তব জগতে কোন তরুণ যদি কোন তরুণীর প্রতি অনুরক্ত হয় তাহলে তরুণের অনুরাগকে স্থায়ীভাব বলা চলবে না। তরুণীকেও আলম্বন বিভাব বলা চলবে না। তরুণের রোমাঞ্চ অথবা তরুণীর কটাক্ষও অনুভাব নয়। তরুণের লজ্জা, শঙ্কা ইত্যাদিও ব্যভিচারীভাব নয়। অন্যদিকে তরুণ-তরুণী যদি সাহিত্যের চরিত্র হয় তাহলে তাদেরকে বিভাব এবং তাদের লজ্জাকে অনুভাব ইত্যাদি বলা যেতে পারে।

কা. ৫ গ.ঘ. এই অংশটুকুতে লক্ষণ করা হয়েছে 'রসে'র। বলা হয়েছে ঃ বিভাব অনুভাব এবং ব্যভিচারীভাব যখন স্থায়ীভাবকে উদ্বুদ্ধ (ব্যক্ত) করে তখন উদ্বুদ্ধ স্থায়ীভাবের নাম হয় রস। লক্ষণটিকে সমর্থন করার জন্য মম্মট উদ্ধৃত করেছেন ভরতের রসসূত্র। সুযোগ পেয়েছেন এই রস-সূত্রের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বেশ কয়েকটি মতবাদের চারটিকে দেখানোর।

রস—সাধারণ কথায় যা আস্বাদের উপযুক্ত, অথবা যার আস্বাদন সম্ভব, তাকেই বলি রস। ('রস ইতি কঃ পদার্থঃ? উচ্যতে। আস্বাদ্যত্বাম্'। 'রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ'।) যেমন, রসগোল্লার রস আস্বাদনের যোগ্য অথবা আস্বাদিত হয় বলেই নাম পেয়েছে রস। সাহিত্যের জগতেও আমরা সাহিত্যের চরিত্রের মানসিক অবস্থা (চিত্তবৃত্তি, অনুরাগ প্রভৃতি অনুভূতি) আস্বাদন করি। আমাদের চিত্তবৃত্তির মাধ্যমেই (অনুভূতির মাধ্যমেই) এই আস্বাদন সম্ভব। ∴ আস্বাদ্যমান (রস্যমান) চিত্তবৃত্তির (মানসিক অবস্থার) নাম 'রস'। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, আমার চিত্তের অনুরাগ-অনুভূতিটিকে আস্বাদ করতে করতে গেলে প্রয়োজন হয় কচ-দেবযানীর মতো চরিত্রের, নির্জন আশ্রমে তাদের উপস্থিতির, কচ এবং দেবযানীর দুজনের সংলাপের মধ্যে দুজনের রোমাঞ্চ লক্ষ্য করার। প্রয়োজন হয় মাঝে মাঝে দুজনের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে যাওয়া শঙ্কা লজ্জা প্রভৃতি লক্ষ্য করার।

রসের পরিভাষিক সংজ্ঞা তাই :

বিভাব অনুভাব এবং ব্যভিচারীভাব কর্তৃক অভিব্যক্ত (উদ্বুদ্ধ, ব্যঞ্জিত, প্রকাশিত) স্থায়ী ভাব হল রস।

মম্মট নিজের দেওয়া রসের এই লক্ষণটিকে সমর্থন করার জন্যে উদ্ধৃত করেছেন ভরতের উক্তি। কা. ৫ গ. ঘ.-এ মম্মট লক্ষণ করেছেন রসের। বৃত্তিতে উদ্ধৃত করেছেন ভরতের উক্তি :

"বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্ রসনিষ্পত্তিঃ।"

বিভাবানুভাবব্যভিচারিভিঃ [স্থায়িভাবস্য] সংযোগাৎ, রসনিষ্পত্তিঃ ইত্যর্থঃ।

দেখা যাবে, অভিনব গুপ্তের মতোই মম্মটও 'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ মেনে নিয়েছেন—অভিব্যক্তি। কাজেই 'সংযোগ' শব্দের অর্থ মম্মটের মতে 'ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব'। লক্ষণীয় হল, ভরতের রসসূত্রে স্থায়ীভাব কথাটি নেই। কিন্তু মম্মটের রস-লক্ষণে (কা. ৫ গ. ঘ.) 'স্থায়ীভাব' কথাটি আছে। আসলে, স্থায়ীভাবই যে রস-পদবীতে উত্তীর্ণ হয়, তা ভরতের যুগে প্রায় সকলেরই জানা ছিল। ভরত তাই প্রয়োজন মনে করেন নি, লক্ষণে 'স্থায়ীভাব' শব্দটি বসানোর। মম্মট সম্প্রদায়-পরম্পরা এই তথ্য জেনেছেন। লক্ষণে স্থায়ীভাব শব্দটিকে বসিয়েছেন, সহজবোধ্য করে তোলার জন্য।

ভরতের লক্ষণের, 'নিষ্পত্তি' শব্দটির অর্থকে কেন্দ্র করে রস সম্পর্কে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মতবাদ। এদের মধ্যে চারিটির উল্লেখ করেছেন মম্মট। এগুলি হল—উৎপত্তিবাদ, অনুমিতিবাদ, ভুক্তিবাদ এবং অভিব্যক্তিবাদ। এই চারিটি মতবাদে নিষ্পত্তি শব্দের অর্থ করা হয়েছে, যথাক্রমে,—(১) উৎপত্তি (২) অনুমিতি (৩) ভুক্তি (৪) অভিব্যক্তি। 'সংযোগ' শব্দের অর্থও তাই স্বাভাবিকভাবে ধরা হয়েছে—(১) জন্যজনকভাব (২) গম্যগমকভাব (৩) ভোজ্যভোজকভাব এবং (৪) ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাব।

চারিটি মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে যথাক্রমে চারজনের নাম উল্লেখ-যোগ্য : (১) ভট্টলোল্লট (২) শঙ্কুক (৩) ভট্টনায়ক এবং (৪) অভিনবগুপ্ত।

পৃঃ ১৪, ৭১ বৃত্তি / বিভাবৈর্ললনোদ্যানাদিভিঃ······প্রতীয়মানো রসঃ।

চারিটি স্তর—(১) বিভাবাঃ রত্যাদিকং ভাবং জনয়ন্তি।

(২) অনুভাবাঃ তং ভাবং প্রতীতিযোগ্যং কুর্বন্তি।

(৩) ব্যভিচারিনঃ তম্ উপচিতং বিদধাতি।

(৪) উপচিতঃ [সঃ রসঃ] [প্রথমতঃ] প্রতীয়মানো জায়তে রামাদৌ, পরতশ্চ নর্তকে।

শৃঙ্গাররসের প্রসঙ্গে স্তরগুলিকে স্পষ্ট করে দেখানো যেতে পারে :

(১) নির্জন পরিবেশে নায়িকাকে দেখে নায়কের অনুরাগ জন্মায়।

(২) নায়িকার কটাক্ষ, বাহু-আলিঙ্গন ইত্যাদি থেকে নায়িকার অনুরাগ নায়ক বুঝতে পারে।

(৩) নায়িকার লজ্জা, শংকা ইত্যাদি থেকে নায়কের অনুরাগ পুষ্ট হয়।

(৪) পুষ্ট অনুরাগ (রস) প্রথমে নায়কে (সাহিত্যের চরিত্রে) এবং শেষ পর্যন্ত দর্শক উপলব্ধি করে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেতার মধ্যে। pp. অভিনেতার মধ্যে পুষ্ট অনুরাগ উপলব্ধি করে (আস্বাদ করে) প্রচুর আনন্দ লাভ করে দর্শক। পুষ্ট অনুরাগকে তাই বলে 'রস'।

একটি বিষয় লক্ষ্য করার মত। তা হল : মম্মট ভট্টলোল্লটের নাম দিয়ে যে উদ্ধৃতিটুকু দিয়েছেন, তা তিনি কোথা থেকে পেয়েছেন, বোঝা বেশ কঠিন। অভিনব-ভারতীতে উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলির সঙ্গে এই অংশের কোন মিল নাই। অভিনব-ভারতীতে উদ্ধৃত লোল্লটের ব্যাখ্যা অন্যরকম। সেখানে লোল্লট অনুভাব-কে রসের কারণ মনে করেন নি। ভরত সূত্রের ব্যাখ্যা করেছেন অন্যরকম। বলেছেন : বিভাবের সঙ্গে ভাবের যোগে রস উৎপন্ন হয়। ব্যভিচারীভাব স্থায়ী ভাবের সঙ্গে মিলিত হয়ে ব্যঞ্জনের মত তারও স্বাদ-বৈচিত্র্য আনে। সূত্রের 'অনুভাব-ব্যভিচারী' শব্দটির ব্যাখ্যা করা হয়েছে : অনুভাব-রূপ ব্যভিচারী। অর্থাৎ সঞ্চরণশীল অনুভাবগুলি।

কারিকা ৪-৫

অন্বয় ৪-৫ ক. খ. / অথ লোকে. রত্যাদেঃ স্থায়িনঃ, যানি কারণানি কার্যাণি সহকারীণি চ [ভবন্তি]; তানি [কারণাদীনি] চেৎ নাট্যকাব্যয়োঃ [ভবন্তি], তৎ* [তানি] বিভাবাঃ অনুভাবাঃ ব্যভিচারিণঃ কথ্যন্তে।

৫ গ. ঘ. বিভাবাদ্যৈঃ তৈঃ, ব্যক্তঃ সঃ স্থায়ী ভাবঃ, রস স্মৃতঃ। সমগ্র

* তৎ=তাহলে

চতুর্থ কারিকা এবং পঞ্চম কারিকার ক. খ.-অংশে, মম্মট লক্ষণ করেছেন বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের। পঞ্চম কারিকার গ. ঘ.-অংশে লক্ষণ করেছেন 'রসে'র। রসের লক্ষণ অথবা রসতত্ত্ব-সম্পর্কে, মম্মট কোন নতুন তথ্য পরিবেশন করেন নাই। অনুগত শিষ্যের মত আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তের উপস্থাপিত তথ্যগুলিকেই সরবরাহ করেছেন। 'ব্যক্তঃ'-অংশটুকু অভিনবগুপ্তের 'বিভাবাদিভির্ব্যঞ্জিত—' অংশটুকুর স্পষ্ট অনুসরণ।

মম্মট আপন রস-লক্ষণ সমর্থন করতে গিয়ে বৃত্তিতে উদ্ধৃত করেছেন ভরতের রসসূত্র। ভরতের রসসূত্রে অবশ্য 'স্থায়ী ভাবঃ' কথাটি নেই। কথাটি অনুমান করে নিয়েছেন মম্মট।

ভরতের রসসূত্র: 'বিভাবানুভাবব্যভিচারিভিঃ [স্থায়িভাবস্য] সংযোগাৎ রসনিষ্পত্তিঃ'।

'—ব্যভিচারিভিঃ'-তে তৃতীয়া সহার্থে।

'রসসূত্রে'র 'সংযোগ' এবং 'নিষ্পত্তি'-শব্দের অর্থকে কেন্দ্র করেই রসতত্ত্ব-সম্পর্কে গড়ে উঠেছে অসংখ্য মতবাদ। এদের মধ্যে, মম্মট রস-কারিকার (কারিকা ৪ এবং ৫) বৃত্তিতে উদ্ধৃত করেছেন ৪টি। এগুলি হল লোল্লটের উৎপত্তিবাদ, শংকুকের অনুমিতিবাদ, ভট্টনায়কে ভুক্তিবাদ এবং অভিনবগুপ্তের অভিব্যক্তিবাদ।

বৃত্তি / এতৎ = এটিকে = রসসূত্রকে। বিবৃণুতে = বি – বৃ + লট্ অন্তে।

"বিভাবৈঃ ললনোদ্যান .... প্রতীয়মানো রসঃ"।

—অংশটুকুকে ভট্টলোল্লটের 'বিবৃতি' বা 'ব্যাখ্যা' বলা যেতে পারে। 'বৃত্তি' বলা যায় না। 'বৃত্তি'র বৈশিষ্ট্যগুলি পুরোপুরি এখানে নেই। যেমন, প্রথমে, 'বিভাবৈঃ' পদটি বলা হয়েছে এবং বৃত্তি করা হয়েছে: বিভাবৈঃ = ললনোদ্যা-নাদিভিঃ আলম্বনোদ্দীপনকারণৈঃ। অংশটুকুকে প্রথমান্ত করলে দাঁড়াবে: বিভাবাঃ = ললনোদ্যানাদীনি আলম্বনোদ্দীপনকারণানি।

অর্থাৎ শকুন্তলার মত বনকন্যা আলম্বন-বিভাব। ঋষি-কণ্বের নির্জন তপোবন, উদ্দীপনবিভাব।

ঠিক এমনিভাবে, বলা হয়েছে: 'অনুভাবৈঃ' = '.........কার্যৈঃ'। ব্যভিচারিভিঃ = "......সহকারিভিঃ"।

কিন্তু, পরে 'সংযোগাৎ' এবং 'রসনিষ্পত্তিঃ' কথাটির ক্রম-অনুযায়ী paraphrase করেন নি। এদের অর্থটুকু নিয়েছেন।

রস-সূত্রের ভট্টলোল্লট-কৃত 'বিবৃতি'র মূল অংশ এরকম : বিভাবৈঃ ভাবো জনিতঃ, অনুভাবৈঃ প্রতীতিযোগ্যঃ কৃতঃ, ব্যভিচারিভিরুপচিতঃ, নর্তকে প্রতীয়মানঃ···রসঃ।

'ব্যভিচারিভিঃ'র paraphrase এ, 'নির্বেদাদিভিঃ' না বলে 'লজ্জাদিভিঃ' বললে ভাল হত। শৃঙ্গারের ব্যভিচারী লজ্জা-ই বেশী ক্ষেত্রে হতে পারে।

শব্দার্থ : বিভাব—কারণ

অনুভাব—কার্য।

ব্যভিচারী ভাব—সহকারী কারণ। 'ব্যভিচারী ভাব'কে সংক্ষেপে বলা হয় ব্যভিচারী। 'সহকারী কারণ'কে তেমনি সংক্ষেপে 'সহকারী'।

'রত্যাদিকো ভাবঃ'-এর ভাবঃ = স্থায়ী ভাবঃ। ভুজাক্ষেপ—বাহু-আলিঙ্গন। নির্বেদ—ঔদাসীন্য। উপচিত—সম্পূর্ণ। বৃত্তি—অস্তিত্ব। 'মুখ্যয়া', 'বৃত্ত্যা'র বিণ। 'বৃত্ত্যা'-তে হেতু-তৃতীয়া। বৃত্ত্যা = অস্তিত্বহেতু।

অনুকার্য—অনুকরণের যোগ্য চরিত্র। রক্ত-মাংসের রাম হল 'অনুকার্য'।

তদ্-রূপ-সন্ধানাৎ : তস্য রূপানি = তদ্রূপানি।

তস্য = রামাদেঃ। আসল চরিত্রের।

সন্ধান = অনুকরণ।

নর্তক—অভিনেতা।

"মুখ্যয়া বৃত্ত্যা রামাদাবনুকার্যে, তদ্রূপসন্ধানাৎ নর্তকেঽপি [গৌণ্যা বৃত্ত্যা = আরোপেণ] প্রতীয়মানো রসঃ।"

ভট্টলোল্লট ও তাঁর মতবাদ

ভট্টলোল্লট খৃঃ নবম শতকের কাশ্মীরী আলংকারিক। ইনি 'রসসূত্রে'র ব্যাখ্যা করেন, পূর্বমীমাংসার মত-অনুসারে। লোল্লটের গ্রন্থের নাম ছিল 'রস-বিবরণ'। তবে তাঁর রসতত্ত্ববিষয়ক মতবাদের পরিচয় পাওয়া যায়, অভিনবগুপ্তের 'অভিনব-ভারতী' এবং মম্মটের 'কাব্য-প্রকাশে'।

ইনি মনে করেন : সূত্রের 'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ 'উৎপত্তি'। 'সংযোগ' শব্দের অর্থ 'জন্য-জনক-সম্বন্ধ'। বিভাব অনুভাব ব্যভিচারী ভাব—সকলেই জনক। রস জন্য। 'জন্য-জনকে'র সমার্থক পরিভাষা 'উৎপাদ্য-উৎপাদক'।

জ্ঞান। প্রথমতঃ, একটি বস্তুকে একভাবে (=একই স্বরূপে) জানার নাম সম্যক্ জ্ঞান। যেমন, সকাল বেলায় কোন ব্যক্তিকে 'ইনি রাম' বলে জানা, এবং সন্ধ্যা-বেলায় সেই ব্যক্তিকেই 'ইনি রাম' বলে জানার নাম 'সম্যক্ জ্ঞান'। কোন একটি বস্তুকে, সেই বস্তু নয় বলে (অন্য-স্বরূপে), জানার নাম মিথ্যা-জ্ঞান। একটি বস্তুকে অন্য বস্তুর সদৃশ বলে জানার নাম সাদৃশ্যজ্ঞান।

শংকুকের মতে, অভিনেতা-অভিনেত্রীতে নায়ক-নায়িকার অভেদ-জ্ঞানকে, উক্ত চার রকম লৌকিক জ্ঞানের কোনটিতেই অন্তর্ভুক্ত করা চলে না। আলোচ্য জ্ঞানটিকে (অভেদ-বোধকে), শংকুক তুলনা করেছেন, চিত্র-স্থ অশ্বে অশ্বের (প্রকৃত অশ্বের) অভেদ-জ্ঞানের সঙ্গে।

অশ্বের ছবিকে আমরা অশ্ব বলে মনে করি। 'মা দুর্গা'র ছবিকে আমরা "মা দুর্গা' (আসল) বলে মনে করি। এজন্যে দুর্গা-ঠাকুরের ছবিতে আমরা থুতু ফেলতে সাহস করি না। অর্থাৎ 'অশ্ব' অথবা 'মা দুর্গা'র ছবিতে আমাদের অভেদ-বোধ হয়। এই অভেদ-বোধ, সম্যক্, মিথ্যা, সংশয় এবং সাদৃশ্য-বোধ থেকে পৃথক্।

যেমন, অশ্বের ছবিতে আমাদের অশ্বের জ্ঞান হয় সত্যি, কিন্তু তা সম্যক্ জ্ঞান নয়। কারণ, ছবির ঘোড়াকে কেউই আসল ঘোড়া বলেন না। আবার, আসলে যখন ওটা ঘোড়া নয়, তখন ওকে আগের মুহূর্তে ঘোড়া বলে না জানা মিথ্যা জ্ঞানও নয়। 'এটি ঘোড়ার ছবি, কিংবা আসল ঘোড়া'—এরকম দ্বিপাক্ষিক জ্ঞানও কোন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তির হয় না। কাজেই সংশয়-জ্ঞানও নয়। ঘোড়ার ছবিকে 'আসল ঘোড়া' বলে জানা সাদৃশ্য জ্ঞানও নয়। সাদৃশ্য-জ্ঞানের প্রথম শর্ত হল: দুয়ের ভেদ-বুদ্ধি। কিন্তু এখানে দুয়ের (আসল ঘোড়া এবং ঘোড়ার ছবি) ভেদ-বুদ্ধির প্রশ্ন তোলাই বাতুলতা। সবাই বোঝে, ঘোড়ার ছবি ঘোড়ার অনুকরণ-মাত্র।

শ্লোক ৩ মূল বাক্যাংশ—ইয়ং সা মম প্রাণেশ্বরী লোচনগোচরতাং গতা।

'ইয়ম্' এর আরও ৪টি বিশেষণ হল—(১) সুধারসচ্ছটা, (২) সুপূরকর্পূর-শলাকিকা (৩) মনোরথশ্রীঃ (৪) শরীরিণী।

সুপূর—সযত্ন-সজ্জিত।

শ্লোক ৪ তয়া—সীতয়া। বিলোল—চঞ্চল।

শ্লোক ২টি রামের সংলাপ।

অনুসন্ধান—নিবিড়-অধ্যয়ন।

শিক্ষাভ্যাস-নির্বর্তিত-স্বকার্যপ্রকটনেন

শিক্ষা চ অভ্যাসশ্চ = শিক্ষাভ্যাসৌ। তাভ্যাং নির্বর্তিতং স্বকার্যম্ = শিক্ষাভ্যাস-নির্বর্তিত-স্বকার্যম্। নির্বর্তিত—সম্পাদিত, কৃত। স্বকার্যম্ = অভিনয়ঃ। স্বস্য (= অভিনেতুঃ) কার্যম্ = স্বকার্যম্।

কারণকার্যসহকারিভিঃ = বিভাবানুভাবব্যভিচারিভিঃ। সহার্থে ৩য়া। পদটির বিণ ৩টি। (১) কৃত্রিমৈঃ (২) অভিমন্যমানৈঃ (৩) বিভাবাদিশব্দব্যপদেশ্যৈঃ।

অনভিমন্যমান—মনে করা হচ্ছে না যাকে।

তথা—সেরকম, কৃত্রিম বলে।

ব্যপদেশ্য—অভিধেয়।

সংযোগাৎ = সম্বন্ধাৎ = গম্য-গমকসম্বন্ধাৎ = ব্যাপ্তেঃ।

'ভাবঃ' এর বিণ ৫টি: (১) রত্যাদিঃ, (২) অন্যানুমীয়মানঃ, (৩) অন্যানুমীয়মানবিলক্ষণঃ (৪) সম্ভাব্যমানঃ এবং (৫) অসন্।

'রসঃ' এর বিণ 'চর্ব্যমাণঃ' (আস্বাদ্যমাণ)।

বস্তু-সৌন্দর্য—স্বভাব-সৌন্দর্য অথবা বাস্তু = স্থায়ীভাব। তত্র = নটে। সামাজিক = সহৃদয়।

ইত্যাদি—কাব্যানুসন্ধানবলাৎ......শব্দব্যপদেশ্যৈঃ

অভিনেতা প্রথমতঃ নাটক থেকে অভিনয় শেখে (সংলাপগুলি আয়ত্ত করে। মুখস্থ করে)। পরে অভ্যাস করে (রিহার্সাল দেয়)। এবং নাটকীয় চরিত্রের অবস্থাগুলিকে (অনুভাব এবং ব্যভিচারীভাব) স্বাভাবিক (অকৃত্রিম, natural) করে রূপায়িত করে তোলে। নাটকীয় চরিত্রের আপন জনকে (আলম্বন-বিভাব) আপন বলে মনে করে। তার সঙ্গে সে-রকম ব্যবহারও করে। তাই নাটকীয় চরিত্রের আপনজন অথবা তাদের মানসিক অবস্থাগুলি নটের না হলেও, নট সেগুলিকে আপন করে দেখাতে পারে।

বিভাবাদি-শব্দ-ব্যপদেশ্যৈঃ........অনুমীয়মানঃ

অভিনেতৃ-গত বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব থেকে অভিনেতার 'স্থায়ীভাব' অনুমিত হতে পারে। ধূম থেকে যেমন বহ্নির অনুমান, বিভাব প্রভৃতি থেকে 'স্থায়িভাবে'র (রসের) অনুমান অনেকটা সেই রকম। ধূম থেকে বহ্নির অনুমানে, ধূম হেতু, বহ্নি সাধ্য, পর্বত পক্ষ। বিভাবাদি থেকে

স্থায়িভাবের অনুমানে, বিভাব-প্রভৃতি হেতু, সাধ্য স্থায়িভাব বা রস, পক্ষ অভিনেতা।

অনুমীয়মানোঽপি বস্তু-সৌন্দর্যবলাৎ......অন্যানুমীয়মানবিলক্ষণঃ

দুই অনুমানের মধ্যে পার্থক্যও রয়েছে। বহ্নি-অনুমানে অলৌকিক আনন্দ নেই। অভিনেতৃ-গত স্থায়ীভাবের অনুমানে আছে অ-সাধারণ বা অ-লৌকিক আনন্দ। স্থায়ীভাবের স্বাভাবিক সৌন্দর্যই এই আনন্দের মূলে। বহ্নির কোন স্বভাব-সৌন্দর্য নেই। অতএব স্থায়ীভাবের অনুমান, সাধারণ অনুমান থেকে একটু পৃথক্।

রসনীয়ত্বেন—হেতৌ তৃতীয়া।

বাসনা—সংস্কার। জমাট অনুভূতি। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের স্থায়ী অনুভূতি।

সম্ভাব্যমান—পরিগণিত। পরিগণ্যমান। জ্ঞায়মান। অসন্নপি—না থাকলেও।

তত্র = নটে। অনুমীয়মান—অনুমানের বিষয়।

মন্তব্য / কাব্য অথবা নাটকীয় সংলাপ এবং চাররকম সাধারণ জ্ঞানের উদাহরণ রস-তত্ত্ব-প্রতিপাদক একটি বাক্যের মধ্যেই দেওয়ায় অর্থবোধে বেশ কষ্ট হয়।

শ্রীশংকুক এবং রস-বাদ

ভট্টলোল্লটের পরবর্তী যুগে রসবাদ প্রতিষ্ঠা করেন শংকুক। ইনি খৃঃ নবম শতকের কাশ্মীরী নৈয়ায়িক এবং আলংকারিক। শংকুক-রচিত নাট্যশাস্ত্রের ভাষ্য এখন পাওয়া যায় না। তবে অভিনবগুপ্ত-রচিত 'অভিনব-ভারতী' ভাষ্যে তাঁর মতবাদের পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যায়। মম্মট 'অভিনব-ভারতী' থেকেই শংকুকের মতবাদ উদ্ধৃত করেছেন।

শংকুকের মতে, রস-সূত্রের 'সংযোগ' শব্দের অর্থ হল, গম্য-গমক-সম্বন্ধ (=অনুমাপ্য-অনুমাপক-সম্বন্ধ বা ব্যাপ্তি সম্বন্ধ)। 'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ হল, 'অনুমিতি'। অতএব সমগ্র সূত্রের অর্থ হল : বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাবের সঙ্গে ব্যাপ্তি-সম্বন্ধ থাকার ফলে, [বিভাব প্রভৃতি দ্বারা] রসের অনুমান হয়ে থাকে। অর্থাৎ বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব থেকে, অনুমানের মাধ্যমে রতি-প্রভৃতি স্থায়ীভাবের জ্ঞান উৎপন্ন হয় (=রতি প্রভৃতিকে জানা যায়)। এখানে বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারী ভাব হল হেতু (গমক) ;

স্থায়ীভাব হল সাধ্য (গম্য)। স্থায়ী ভাবের অনুমান অলৌকিক আনন্দের জনক। অ-লৌকিক আনন্দের অনুভূতিই রস।

অভিনেতা-অভিনেত্রী নাটকের নায়ক-নায়িকাকে (রাম-সীতা, দুষ্মন্ত-শকুন্তলাকে) নিপুণভাবে অনুকরণ করেন। দর্শক অভিনেতা-অভিনেত্রীকেই আসল রাম-সীতা বা আসল দুষ্মন্ত-শকুন্তলা মনে করেন। রামের ভূমিকায় অভিনয়কারী অভিনেতা এবং আসল রামের মধ্যে দর্শকের এই অভেদ-বোধ, এক বিশেষ ধরণের বোধ (জ্ঞান বা প্রতীতি)। সাধারণতঃ, অনুভূতিকে (জ্ঞান, প্রতীতি, বুদ্ধি, বোধ) চার ভাগে ভাগ করা হয়। এরা হল: সম্যক্, মিথ্যা, সংশয় এবং সাদৃশ্য-বোধ। নায়ক এবং অভিনেতা—দুয়ের মধ্যে দর্শকের যে অভেদ-বোধ, তা উপরি-উক্ত চার রকম বোধ বা জ্ঞান থেকে পৃথক্। কেননা, অভিনেতা পাঁচকড়িবাবুকে একেবারে 'রাম' মনে করেন না দর্শক। কেননা, দর্শক জানেন, তিনি ১৯৭৫ সালের মানুষ। রামকে তিনি দেখতে পারেন না। দ্বিতীয়তঃ, আগে 'পাঁচকড়িবাবু রাম, এরকম বুঝে, পরে দর্শকের এমন জ্ঞান হচ্ছে না যে, 'পাঁচকড়িবাবু রাম নয়'। তৃতীয়তঃ, দর্শকের মনে 'পাঁচকড়িবাবু রাম হতেও পারেন, নাও পারেন' এরকম সন্দেহও হয় না। চতুর্থতঃ, পাঁচকড়িবাবু রামের মত—তাও ভাবেন না দর্শক।

আসলে, এই অভেদ-বোধ অভেদ-কল্পনা। লোল্লট অবশ্য বলেছেন: অভিনেতা এবং চরিত্রের অভেদ-বোধ এক ধরণের মিথ্যাজ্ঞান। লোল্লটের সঙ্গে এখানে শংকুকের মত-পার্থক্য লক্ষণীয়।

'শকুন্তলা' নাটকের অভিনয়ের সময় দর্শক অভিনেতাকে 'দুষ্মন্ত' হতে অভিন্ন বলে মনে করেন। অভিনেতাও কাব্যানুসন্ধান এবং অভ্যাসের জন্য এমন নিপুণ-ভাবে অভিনয় করেন যে, শকুন্তলা-প্রভৃতি বিভাব-সমূহ, মৃগয়াত্যাগ-নিদ্রা-অভাব প্রভৃতি অনুভাব-সমূহ এবং তনুতা, চিন্তা প্রভৃতি ব্যভিচারি-ভাব সমূহ অভিনেতার নিজস্ব হয়ে প্রতিভাত হয়। এই সমস্ত বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারীভাব থেকে দুষ্মন্ত-অভিন্ন-রূপে জ্ঞাত অভিনেতায় রতি অনুমিত হয়। আর সহৃদয়ের (দর্শকের) বাসনা বা সংস্কার যখন ঐ রতির স্বাদ গ্রহণ করতে থাকে, তখন তার নাম হয় রস।

শংকুকের মতে, যে সমস্ত স্থায়িভাব নটে বিদ্যমান বলে অনুমিত হয়, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে নটের নয়। ওগুলি নায়ক-আশ্রিত মানসিক ভাবের সদৃশ। তাই নটে অনুমীয়মান রত্যাদি নায়ক-নিষ্ঠ-রত্যাদির সদৃশ।

পরবর্তী যুগে, শংকুকের মতবাদ 'অনুমিতিবাদ' নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

লোল্লট এবং শংকুক

উৎপত্তিবাদ এবং অনুমিতিবাদ

মিল: (১) উভয়ের মতে-ই রস মুখ্যতঃ নায়কাদিনিষ্ঠ।

(২) নায়ক এবং অভিনেতাকে অভিন্ন বলে মনে করেন দর্শক, একথা উভয়েই স্বীকার করেছেন।

(৩) উভয়েই আনন্দকে কাব্যের মুখ্য ফল বলে মনে করেছেন।

অমিল: (১) অভিনেতা এবং নায়ককে, দর্শক যে অভিন্ন বলে মনে করেন; ভট্ট-লোল্লটের মতে, তা এক ধরণের মিথ্যা-জ্ঞান।

শংকুক মনে করেন: তা মিথ্যা-জ্ঞান ত' নয়ই। আবার সম্যক্, সংশয় অথবা সাদৃশ্য-জ্ঞানও নয়। ঘোড়ার ছবি দেখে ঘোড়া-সম্পর্কে যে ধরণের জ্ঞান হয়, এ জ্ঞান হল সেই রকম।

(২) ভট্টলোল্লটের মতে, রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবের অনুভব হল প্রত্যক্ষ-অনুভূতি।

শংকুকের মতে, ঐ অনুভব হল অনুমিতি।

শংকুকের দোষ-ত্রুটি

(১) দার্শনিকেরা সমস্ত জ্ঞানকে ভাগ করেছেন চারভাগে। ভাগগুলি হল: সম্যক্ জ্ঞান, মিথ্যা-জ্ঞান, সংশয়-জ্ঞান এবং সাদৃশ্য-জ্ঞান। অতএব চিত্রতুরগ-জ্ঞানও এই চার রকম জ্ঞানের কোন একটির অন্তর্ভুক্ত। ভট্টতৌত* বলেছেন: ছবির ঘোড়াকে, ঘোড়া বলে জানার অর্থ হল ঘোড়া-সদৃশ কোন বস্তু** বলে জানা। অতএব জ্ঞানটি (প্রতীতিটি) সাদৃশ্য-জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য, জ্ঞানটিকে সম্যক্, মিথ্যা কিংবা সংশয়-জ্ঞানও বলা চলে।

শংকুক কিন্তু জ্ঞানটিকে পৃথক এক শ্রেণীর জ্ঞান বলেছেন, যা অনুভব-বিরুদ্ধ।

(২) শংকুকের মতে, দর্শক অনুমান করেন নটের স্থায়ীভাব। আর নটের স্থায়ীভাব অনুমান কোরেই দর্শক লাভ করেন অ-লৌকিক আনন্দ। কিন্তু লক্ষ্য

---

* ভট্টতৌত অভিনবগুপ্তের শিক্ষক। গ্রন্থের নাম কাব্য-কৌতুক। গ্রন্থটি আজও আবিষ্কার হয় নি।

** ঘোড়ার ছবি বলে।

করার বিষয় : একের স্থায়িভাব অনুমান কোরে অন্যের পক্ষে আনন্দলাভ করা আদৌ সম্ভব নয়। পরবর্তীকালে তাই ভট্টনায়ক বলেছেন : পরগতরূপে রস প্রতীত হতে পারে না। 'ন তাটস্থ্যেন রসঃ প্রতীয়তে'। অভিনবগুপ্তও তা-ই মনে করেন।

(৩) শংকুকের মতে, নট-নিষ্ঠ রসকে নায়ক-নিষ্ঠ রসের (পারিভাষিক অর্থে 'ভাবে'র) অনুকরণ। 'ভাবানুকরণং রসঃ'। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় : (১) দর্শক কখনও নট-নিষ্ঠ রসকে নায়ক-নিষ্ঠ রসের অনুকরণ বা সদৃশ বলে মনে করেন না। নটাশ্রিত রস কৃত্রিম হলেও কৃত্রিমতা-বোধ দর্শকের থাকে না। (২) আর নটের পক্ষে নায়ক-নিষ্ঠ স্থায়িভাবের অনুকরণ করা সম্ভবও নয়। কারণ, নট নায়ককে কখনও দেখেন নাই। তাঁদের সম্পর্কে কোন জ্ঞানও নাই।

অবদান

(১) নটের স্বরূপ-বর্ণনায় পরিচয় দিয়েছেন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-শক্তির।

(২) দাবী করেছেন : রস উৎপন্ন বস্তু নয়, অনুমেয় বস্তু।

ভট্টনায়কের মতবাদ

ন তাটস্থ্যেন নাত্মগতত্বেন রসঃ প্রতীয়তে

তটস্থ—উদাসীন, নিরপেক্ষ। তাটস্থ্যেন—ঔদাসীন্যেন। করণে তৃয়া। ন তাটস্থ্যেন রসঃ প্রতীয়তে=[সামাজিক] ঔদাসীন্য দিয়ে 'রস' উপলব্ধি করতে পারে না।

ন তাটস্থ্যেন রসঃ প্রতীয়তে / অংশটুকু আচার্য শংকুকের* মতের প্রতিবাদ। শংকুকের মতে, সহৃদয়-কর্তৃক স্থায়িভাবের অনুমান-ই 'রসানুভূতি'। শংকুক বলেন, এই স্থায়িভাবের আধার, নট। আর নট-নিষ্ঠ স্থায়িভাবের অনুমানেই অলৌকিক আনন্দ লাভ করেন সহৃদয়। অর্থাৎ, সহৃদয় কেবল নিরপেক্ষ দর্শক। তাঁর সঙ্গে স্থায়িভাবের কোন সম্বন্ধই নাই। পরের সুখ অনুমান করেই তাঁর আনন্দ। কিন্তু, তথ্যটি মনোবিজ্ঞান-সম্মত নয়। পরের সুখ দেখে তটস্থ বা নিরপেক্ষ ব্যক্তির আনন্দ হওয়া সম্ভব নয়। এজন্যেই ভট্টনায়ক বলেছেন : সহৃদয় ঔদাসীন্য-বোধ দিয়ে রস অনুভব করতে পারে না।

---

* এবং লোল্লটেরও।

নাত্মগতত্বেন রসঃ প্রতীয়তে/উপরি-উক্ত মন্তব্য থেকে প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে রসের অনুভূতি কি নিতান্তই ব্যক্তিগত (personal)? রসানুভূতি কি সহৃদয় দর্শকের একান্তভাবে আত্মগত? কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়: অহংবোধ বা মমত্ববোধ থেকে মুক্তি না পেলে রসানুভূতি থেকে আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন, ক্রৌঞ্চীর বিরহ দেখে সহৃদয় করুণ-রস অনুভব করেন। এখানে শোক-রূপ স্থায়িভাবের আস্বাদ-ই করুণ-রসানুভূতি। এখন, এই শোককে যদি নিতান্ত আমার বলে মনে করতেন সহৃদয়, তাহলে ক্রৌঞ্চ-পত্নীর মত তিনিও দুঃখিত হতেন। অভিনয়-দর্শনের সমস্ত আনন্দ মুছে যেত।

আরও একটি উদাহরণে স্পষ্ট হতে পারে তত্ত্বটি। 'শকুন্তলা' নাটক দেখে দর্শক কখনও এরকম মনে করে না যে, শকুন্তলা আমারই কান্তা। 'উত্তর-রামচরিত' দেখে মনে করে না, সীতা আমারই পত্নী। সাধারণ নায়িকার বেলায় মমত্ব-বোধ জন্মালেও জন্মাতে পারে। কিন্তু পৌরাণিক দেব-দেবী নাটকের নায়ক-নায়িকা হলে কখনও মমত্ব-বোধ জন্মান সম্ভব নয়। সকলের শ্রদ্ধাভাজন দেবী দুর্গা যেখানে নায়িকা, সেখানে সহৃদয় বা দর্শক কখনও মনে করতে পারেন না, 'ইনি আমারও পত্নী'।

তাই ভট্টনায়কের সমীক্ষা হল: স্থায়িভাবকে ব্যক্তিগত (আত্মগত) বলে ভাবা যায় না। রসও আত্মগত-রূপে প্রতীত হয় না। এই 'নাত্মগতত্বেন'-এর ধারণা থেকেই 'সাধারণীকৃতত্বেন'-এর ধারণার জন্ম। অর্থাৎ বিভাব-প্রভৃতি সহ স্থায়িভাব সাধারণীকৃত-রূপেই প্রতীত হয়।

'ন প্রতীয়তে, নোৎপদ্যতে, নাভিব্যজ্যতে'—তিনটি ক্রিয়া যথাক্রমে, অনুমিতিবাদ, উৎপত্তিবাদ এবং অভিব্যক্তিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। ভট্টনায়কের বক্তব্য হল—রসঃ ভুজ্যতে।

অভিধাতঃ দ্বিতীয়েন ·····ভাবকত্ব-ব্যাপারেণ।

অভিধাতঃ=অভিধায়াঃ লক্ষণায়াশ্চ। অভিধা এবং লক্ষণা থেকে। পঞ্চম্যর্থে তসিল্। ভট্টনায়ক-ব্যবহৃত 'অভিধা' শব্দটিকে ব্যুৎপত্তিগত অর্থে বুঝতে হবে। অর্থাৎ, 'অভিধীয়তে নিয়তত্বেন প্রকাশ্যতে যয়া, সা অভিধা'। লক্ষণা-বৃত্তিও নিয়ত অর্থের (কোন না কোন সূত্রে সম্বন্ধ-যুক্ত অর্থের) প্রকাশক। লক্ষণা-শক্তিও সীমিত। তাই ভট্টনায়ক 'অভিধা' শব্দ দিয়ে অভিধা এবং লক্ষণা—দুটি বৃত্তিকেই বুঝিয়েছেন। পৃথক্‌ভাবে লক্ষণা-র কথা বলেন নাই।

'ভাবকত্ব-ব্যাপারেণ' এর বিণ দুটি—(১) দ্বিতীয়েন (২) বিভাবাদি-সাধারণীকরণাত্মনা।

ভাবকত্ব = ভাবনা = সাধারণীকৃতি = সাধারণীকরণ

ভোজকত্ব = ভোগ = ভোগীকৃতি = ভোগীকরণ।

'ভোগেন' এর বিণ ১টি। বিশেষণটি হল 'সত্ত্বোদ্রেক—সতত্ত্বেণ'। 'স্থায়ী'র বিণ 'ভাব্যমানঃ'। ভাব্যমানঃ = সাধারণীক্রিয়মাণঃ। 'সাধারণীকরণ' অথবা 'ভাবনার' বিষয় হলে।

ভোগেন = ভোজকত্বেন। ভুজ্যতে = উপভুজ্যতে। উপভোগ করা যায়।

সত্ত্বোদ্রেক-প্রকাশানন্দময়-সংবিদ্-বিশ্রান্তি-সতত্ত্বেন।

পদটি 'ভোগেণ' এর বিশেষণ।

সত্ত্বস্য উদ্রেকেণ [রজস্তমসোঃ তিরোভাবেণ] যঃ প্রকাশঃ, সঃ এব আনন্দময়-সংবিৎ। তস্যাঃ (= সংবিদঃ) বিশ্রান্তিঃ। সা এব সতত্ত্বম্ যস্য সঃ। তেন।

সত্ত্বম্ = সত্ত্বগুণঃ। উদ্রেকঃ = আবির্ভাবঃ। আনন্দময়-সংবিৎ = আনন্দাত্মকং জ্ঞানম্। বিশ্রান্তিঃ = বেদ্যান্তর-সম্পর্ক-রাহিত্যেণ অবস্থানম্। সতত্ত্বম্ = তত্ত্বম্, স্বরূপম্। 'ভোগ' অথবা 'ভোজকত্ব' সহৃদয়ের আন্তর ব্যাপার। ভোজকত্বের স্বরূপ বলা হয়েছে উপরি-উক্ত বিশেষণটিতে। সংক্ষেপে বলা যায়, আনন্দাত্মক জ্ঞানের অস্তিত্বই হল ভোগ। 'আনন্দময়-সংবিদ্-বিশ্রান্তিঃ এব ভোগস্য সতত্ত্বম্'।

ঘটনাটি এরকম: রস-চর্বনার ফলে সামাজিক চিত্তে অলৌকিক আনন্দের উদ্ভব হয়। অথবা বলা যায়, আত্মার আনন্দাংশ প্রকাশিত হয়। এই সময় ত্রিগুণাত্মক চিত্তে সত্ত্বগুণের আবির্ভাব ঘটে। রজঃ ও তমোগুণ আবৃত ও অভিভূত থাকে।

ভট্টনায়কের মতবাদ*

"ভট্ট-লোল্লট ও শ্রীশঙ্কুকের রসবাদকে খণ্ডন করিয়া নূতন রসতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন পরবর্তী যুগের আলংকারিক ভট্টনায়ক। ভট্টনায়ক ভরত-প্রণীত নাট্য-শাস্ত্রের উপর কোন ধারাবাহিক ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। ভট্টলোল্লট ও শ্রীশঙ্কুকের রচনার ন্যায় ভট্টনায়কের রচনাও কালের

* সমগ্র অংশটুকুই ডঃ মুখোপাধ্যায়ের রস-সমীক্ষা গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

স্রোতে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার রসতত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ অভিনবগুপ্ত রচিত 'অভিনব-ভারতী' ভাষ্যে পাওয়া যায়।" মম্মট সম্ভবতঃ 'অভিনব-ভারতী' হইতেই ভট্টনায়কের মতবাদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। "এই মতবাদ পরবর্তীকালে ভুক্তিবাদ নামে অলংকারগোষ্ঠীতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।" "এই মতে সূত্রস্থ সংযোগ শব্দের অর্থ শাশ্বত প্রতীকরূপে উপস্থিতি ও নিষ্পত্তি শব্দের অর্থ উপভোগ।"

"ভট্টলোল্লট ও শঙ্কুকের রসতত্ত্বের প্রধান দোষ ছিল এই যে, তাঁহারা অন্ত-নিষ্ঠ স্থায়িভাবের জ্ঞানকে অন্তনিষ্ঠ আনন্দের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মতে দুষ্মন্ত-নিষ্ঠ রসের জ্ঞান, তাহা প্রাত্যক্ষিকই হউক, আর আনু-মানিকই হউক, সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে অলৌকিক আনন্দ সঞ্চারিত করিতে পারে। ভট্টনায়কের আপত্তি এইখানেই; তাঁহার মতে পরগতরসের প্রতীতি হইতে কখনই সামাজিকচিত্তে আনন্দ উৎপন্ন হইতে পারে না; কাব্যপাঠক বা রঙ্গপ্রেক্ষক উদাসীন থাকিলে তাহাদের পক্ষে রসাস্বাদ সম্ভব নয়। ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, সহৃদয় সামাজিক যদি রসকে স্বগত-ভাবে অনুভব করিতে পারে, তবেই কাব্য-পাঠ বা নাট্যাভিনয়-দর্শন হইতে আনন্দলাভ তাহার পক্ষে সম্ভব হয়। এইজন্যই ভট্টনায়ক ভাবনা ও ভোজকত্ব নামক দুইটি নূতন ব্যাপারকে স্বীকার করিয়া লইয়া রসানুভূতিজনিত আনন্দাস্বাদকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।"

"ভট্টনায়কের মতে নাট্য ও কাব্যে অভিধাশক্তির দ্বারা প্রথমে শব্দসমষ্টির প্রাথমিক অর্থবোধ হয়; অর্থাৎ শব্দ শ্রবণ করিয়া সহৃদয় সামাজিক বুঝিতে পারে কি কি বিভাব, কি কি অনুভাব, কি কি ব্যভিচারিভাব, কোন্‌টি স্থায়িভাব ইত্যাদি।" "পরে ভাবকত্বব্যাপারের দ্বারা উপস্থিত বিভাব, অনুভাব, ব্যভি-চারিভাব ও স্থায়িভাবসমূহ তাহার নিকট আদর্শীকৃত, নৈর্ব্যক্তিক ও সাধারণ-ভাবে প্রতিভাত হয়। নায়ক-নায়িকা সাধারণভাবে কান্ত-কান্তারূপে তাহার নিকট উপস্থাপিত হয়।" "শকুন্তলা তাঁহার নিজস্বরূপ বিসর্জন দিয়া কেবলমাত্র কান্তারূপে তাহার নিকট উপস্থিত হন। দুষ্মন্তও তাঁহার ব্যক্তিত্ব বর্জন করিয়া দেশকালবিনির্মুক্ত নায়কের আদর্শ প্রতীকরূপে প্রতিভাত হন।" "ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, কাব্যে দোষরহিত ও গুণালংকার-সংস্কৃত শব্দার্থের প্রয়োগ কবিবর্ণিত চরিত্র ও বস্তুসমূহকে একটি সর্বজনীন রূপ দান করে; তাহাদিগকে শাশ্বত আদর্শ বা প্রতীক করিয়া তুলে। সংগে সংগে ইহা পাঠকের পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তিত্ববোধকে দূর করিয়া দিয়া তাহার ব্যাপ্তিস্বরূপকে জাগ্রত করিয়া দেয়।

নাট্যে চতুর্বিধ অভিনয়, নাট্যসংস্কার ও নৃত্য-গীত-বাদ্যের সন্নিবেশ অনুরূপভাবে উপস্থাপিত পাত্র-পাত্রী ও দেশ-কাল-অবস্থা-ভাবকে শাশ্বত আদর্শরূপে গড়িয়া তুলে এবং সংগে সংগে শ্রোতার সংকীর্ণ অহংতাবোধকে বিলীন করিয়া দিয়া তাহার মধ্যে অপরিমিত অহংতাবোধকে জাগ্রত করিয়া দেয়। সহৃদয় ক্ষুদ্রসত্তাকে লঙ্ঘন করিয়া চলিয়া যায় ও বৃহত্তর সত্তায় উন্নীত হয়।"

মনে রাখা প্রয়োজন, "অভিধা শব্দের শক্তি। ভাবনা দোষবর্জিত ও গুণালংকার-সংস্কৃত কাব্য এবং চতুর্বিধাভিনয়োপচিত ও নৃত্য-গীত-বাদ্যযুত নাট্যের শক্তি। আর ভোজকত্ব সম্পূর্ণরূপে সহৃদয়ের আন্তর শক্তি। ইহা দর্শক ও পাঠকের মনে থাকে।" "ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, ভোজকত্ব-নামক তৃতীয় ব্যাপারের দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণের গুণীভাবের ফলে সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে সত্ত্বগুণ উদ্রিক্ত হয়। সত্ত্বোদ্রেকের পর তাঁহার চিত্ত স্থৈর্য প্রাপ্ত হয়। পার্থিব বা বাহ্য কোন বস্তুর দ্বারা উহার বিচলিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। চিত্ত স্বচ্ছ ও স্থির হইলে তাহাতে আত্মার আনন্দাংশ অব্যাহতভাবে স্ফুরিত হয়। স্বচ্ছতা ও স্থৈর্যযুক্ত চিত্তে স্বরূপানন্দ-চৈতন্যের স্ফুরণ দার্শনিক সিদ্ধান্ত-সম্মত। এইরূপ অনাবৃত আনন্দাংশের দ্বারা রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব সাক্ষাৎকৃত হইলে সামাজিকের চিত্তে রসাস্বাদ উল্লসিত হয়।"

দোষ-ত্রুটি/১. ভাবকত্ব এবং ভোজকত্ব-নামক দুইটি বৃত্তির স্বীকার ঐতিহ্যবিরুদ্ধ। "অভিনবগুপ্ত ভাবকত্ব ও ভোজকত্ব নামক ব্যাপারদ্বয়ের ক্রিয়া স্বীকার করিয়াছেন ; কিন্তু তাঁহার মতে ঐ কার্যগুলি অন্যভাবে নিষ্পন্ন হওয়ায়, পৃথক্ দুইটি ব্যাপার স্বীকারের আবশ্যকতা নাই।"

২. "ভট্টনায়কের রসবাদের আরও একটি দুর্বলতা এই যে, ইহা রসানুভূতিকে সম্পূর্ণরূপে সহৃদয় শ্রোতা ও দর্শকের অন্তরবাসনা-নিরপেক্ষ করিয়া তুলিয়াছে। ভট্টনায়ক বলিয়াছেন, কাব্যপাঠ ও নাট্যাভিনয় দর্শনের সময় কাব্য-নাট্য-বর্ণিত চরিত্রই যে সাধারণ আকারে প্রতিভাত হয়, তাহা নয় ; নায়ক-নায়িকাগত রতি প্রভৃতি স্থায়িভাবসমূহও সর্বদেশ, সর্বকাল, সর্বমানব-সাধারণরূপে প্রতীয়মান হয়। সাধারণীকৃত আন্তরভাব পাঠক ও দর্শকের চিত্তে সংক্রামিত হয়। তাই সহৃদয় সামাজিকের নিজের মনে কোন স্থায়িভাব না থাকিলেও রসাস্বাদ বিঘ্নিত হয় না। পরবর্তীকালের আলংকারিকেরা কিন্তু

এই মত গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই। ইঁহারা বলিয়াছেন,—সহৃদয় সামাজিকের মনে বাসনার আকারে সূক্ষ্মভাবে রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব না থাকিলে তাহার পক্ষে রসাস্বাদন সম্ভব হয় না। রতি বাসনাহীন ব্যক্তির কাছে প্রণয় মাধুর্যহীন বলিয়া সে শৃঙ্গাররসের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। অনুরূপভাবে নির্বেদ-বাসনাহীন ব্যক্তির কাছে বিষয় বিমুখিতা নীরস বলিয়া সে শান্তরসের আস্বাদ গ্রহণ করিতে পারে না। যাহাদের মনে স্থায়িভাবের বাস্তব সংস্কার নাই, তাহারা কাব্য-নাট্য-রসাস্বাদন বিষয়ে রঙ্গালয়ের কাষ্ঠ ও প্রস্তরতুল্য-জড়। তাই পরবর্তীকালে আচার্য অভিনবগুপ্ত সহৃদয়ের মনে স্থায়িভাবের বাস্তব সত্তাকে আবশ্যিকরূপে বর্ণনা করিয়া রসানুভূতিকে সম্পূর্ণরূপে শ্রোতা ও দর্শকের আন্তর-বাসনা-সাপেক্ষ করিয়া তুলিয়াছেন।

অবদানঃ ১. "ভট্টনায়কই প্রথম বলেন, সহৃদয় সামাজিক যদি রসকে স্বগত-ভাবে অনুভব করিতে পারে, তবেই কাব্য-পাঠ বা নাট্যাভিনয়-দর্শন হইতে আনন্দলাভ তাহার পক্ষে সম্ভব হয়।"

২. তিনিই প্রথম 'সাধারণীকরণে'র ধারণার কথা বলেন।

অভিনবগুপ্তের রসবাদ

পৃঃ ১৫, ৭৩

মূল অংশ / কাব্যে নাট্যে চ তৈঃ···অভিব্যক্তঃ···সামাজিকানাম্···স্থায়ী··· প্রমাত্রা···সাধারণ্যেন গোচরীকৃতঃ···পানকরসন্যায়েন চর্ব্যমাণঃ···রসঃ।

কাব্য এবং নাটকে সেই কারণগুলির ফলে সামাজিকের স্থায়িভাব যখন সামাজিক-কর্তৃক সাধারণভাবে জ্ঞাত হয় এবং সরবতের মত আস্বাদিত হতে থাকে, তখন সেই স্থায়িভাব হয়ে ওঠে রস।

'সামাজিক' এবং 'প্রমাতৃ'—শব্দ দুটি সমার্থক। তবে অর্থের অল্প পার্থক্য লক্ষণীয়। সামাজিক—রসাস্বাদনের যোগ্যতা-যুক্ত ব্যক্তি। আর, 'প্রমাতৃ' হল এমন সামাজিক যিনি কাব্যপাঠ অথবা অভিনয় দর্শনের ফলে বৃহত্তর সত্তায় উন্নীত।

'সামাজিকানাম্' পদটির বিশেষণ হল—'স্বাদ্যনুমানে অভ্যাসপাটববতাম্', প্রমাত্রা পদটির বিশেষণ হল—তৎকালবিগলিত—অপরিমিতভাবেন।

এখন বিশেষ্য বিশেষণগুলিকে এভাবে সাজানো যেতে পারে :

বিশেষ্য	বিশেষণ
১. কারণাদিভিঃ (উহ্য)	১. প্রমদাদিভিঃ
২. সামাজিকানাম্	২. অভ্যাস-পাটববতাম্
৩. তৈঃ	৩. ক. অলৌকিক-শব্দ-ব্যবহার্যৈঃ খ. [সাধারণ্যেন] প্রতীতৈঃ
৪. স্থায়ী	৪. ক. রত্যাদিকঃ খ. স্থিতঃ [অপি] গ. [স্বাকার ইব] অভিন্নঃ [অপি] ঘ. গোচরীকৃতঃ
৫. প্রমাত্রা	৫. তৎকালবিগলিত-পরিমিতপ্রমাতৃভাববশোন্মিষিত-বেদ্যান্তরসম্পর্কশূন্যা পরিমিতভাবেন
৬. সাধারণ্যেন	৬. সকল-সহৃদয়-সংবাদভাজা
৭. রসঃ	৭. ক. চর্ব্যমাণৈকপ্রাণঃ। খ. বিভাবাদি-জীবিতাবধিঃ। গ. চর্ব্যমাণঃ ছ. তিরোদধৎ ঘ. পরিস্ফুরন্ জ. অনুভাবয়ন্ ঙ. প্রবিশন্ ঝ. চমৎকারকারী চ. আলিঙ্গন্ ঞ. শৃঙ্গারাদিকম্।

লোকে প্রমদাদিভিঃ স্থায্যনুমানে অভ্যাসপাটববতাম্ সামাজিকানাম্

প্রমদাদিভিঃ = স্ত্রীলোকোদ্যান-কটাক্ষ-নির্বেদাদিভিঃ কাব্যের জগতে স্ত্রীলোক এবং উদ্যান যথাক্রমে আলম্বন (চরিত্র) এবং উদ্দীপন (পরিবেশ)-বিভাব। কটাক্ষ, রোমাঞ্চ প্রভৃতি অনুভাব এবং নির্বেদ অথবা শঙ্কা ব্যভিচারিভাব।

স্থায়িনঃ (স্থায়িভাবস্য) অনুমানম্ = স্থায্যনুমানম্।

অনুমানম্ = অনুভবঃ, আস্বাদঃ।

অভ্যাসপাটববতাম্/পাটববৎ = পটু

= অনুশীলনপটবঃ।

তৈঃ এব কারণত্বাদিপরিহারেণ বিভাবনাদিব্যাপারবত্বাৎ অলৌকিক-বিভাবাদিশব্দব্যবহার্যৈঃ

স্ত্রীলোক, কটাক্ষ এবং শঙ্কা যথাক্রমে বিভাবন, অনুভাবন এবং ব্যভিচারণ ক্রিয়া যুক্ত হওয়ায় সাহিত্যে বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাব নামে অভিহিত হয়। বিভাবনের অর্থ আস্বাদপাত্রীকরণরূপে বিজ্ঞাপন (আস্বাদ-পাত্রীকরণরূপেণ জ্ঞাপনম্), অনুভাবনের অর্থ অনুভবগোচরীকরণ, আর ব্যভিচারণের অর্থ হল, বিশেষ এবং ব্যাপকভাবে জ্ঞাপন (শৈঘ্ররূপেণ বিশেষেণ অভিতশ্চারণং জ্ঞাপনম্)।

'তৈঃ'-এর ২য় বিশেষণ হল, 'সাধারণ্যেন প্রতীতৈঃ'। বাক্যাংশটি হল: 'মমৈবেতে…তটস্থস্যৈবেতে' ইতি…অনধ্যবসায়াৎ সাধারণ্যেন প্রতীতৈঃ।

তটস্থ = উদাসীন। অনধ্যবসায় = অপ্রতীতি।

স্বীকার = গ্রহণ, পরিহার = বর্জন।

কাব্যপাঠ অথবা শ্রবণ এবং নাটক-অভিনয়-দর্শনের সময় চিত্তের প্রসার ঘটে বিভাব প্রভৃতির ফলে। বিভাব-প্রভৃতি সাধারণভাবে অথবা সার্বজনীন-আকারে প্রতীত হয়। 'এগুলি আমার, এগুলি শত্রুর, এগুলি নিরপেক্ষের',—এরূপ বিশেষ বিশেষ সম্বন্ধে গৃহীত হয় না। অথবা 'এগুলি আমার নয়, এগুলি শত্রুর নয়, এগুলি নিরপেক্ষের নয়,—এরূপ বিশেষ সম্বন্ধে বর্জিতও হয় না।

'অভিব্যক্তঃ' পদটি 'স্থায়ী' পদের বিণ। অভিব্যক্তঃ = ব্যঞ্জনয়া প্রকাশিতঃ।

অভিব্যক্তঃ সামাজিকানাং বাসনাত্মতয়া স্থিতঃ স্থায়ী

"ভট্টনায়কের মতে বিভাব এবং অনুভাবসমূহ যেমন আপন আপন বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করিয়া দেশকালনিয়ন্ত্রিত সাধারণীকৃতরূপে সামাজিকের চক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে, সেইরূপ রতি-প্রভৃতি আন্তর-ভাবসমূহও যাহা নায়কেরই একান্ত নিজস্ব, তাহাও কাব্য ও নাট্যের 'ভাবনা' ব্যাপারের মহিমাবশে অনুরূপভাবে সাধারণীকৃত হইয়া সহৃদয় শ্রোতা ও দর্শকের চিত্তে সংক্রামিত হয়। ইহাকেই বলা হয় 'হৃদয়সংবাদ'। সুতরাং শ্রোতা বা দর্শকের স্বকীয় কোনো স্থায়িভাবের বাস্তব সত্তার অপেক্ষা নাই। আমার রতিরূপ স্থায়িভাবের সংস্কার বা বাসনা না থাকিলেও কোনো ক্ষতিই নাই। তথাপি আমি দুষ্মন্তগত শকুন্তলাবিষয়ক রতিভাবের সাধারণীকৃত রূপের উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইব, কোনো বাধাই থাকিবে না। ভট্টনায়কের মতবাদের ইহাই দুর্বলতা।"…আসলে দেখা যায়

"রতিবাসনাহীন ব্যক্তির নিকট প্রণয়ের মধ্যেও কোনো রস নাই, মাধুর্য নাই। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, কোনো একটি বিশিষ্ট রসের অনুভূতির প্রতি সেই রসের অনুরূপ স্থায়িভাবের বাস্তব সত্তা নিয়ত অপেক্ষিত।"* তাই অভিনবগুপ্তের মতে "প্রতি মানুষের মনেই বাসনাকারে সূক্ষ্মভাবে কয়েকটি ভাব বিদ্যমান থাকে। অলংকার-শাস্ত্রের ভাষায় ইহারা স্থায়িভাব।"

বাসনা = impression

পৃঃ ১৫, ৭৩

রত্যাদিকঃ নিয়তপ্রমাতৃগতত্বেন ·····সাধারণ্যেন স্বাকার ইবাভিন্নোঽপি গোচরীকৃতঃ

রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব বিশেষণ† সহৃদয়-গত হলেও সাধারণীকরণের ফলে ঐ স্থায়িভাব সহৃদয়-কর্তৃক সাধারণভাবে জ্ঞাত হয়। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে,—'রস'-রূপ বস্তু এবং 'আস্বাদন'-রূপ জ্ঞান ত' অভিন্ন, তাহলে ঐ 'রস'রূপ বস্তুকে আস্বাদনরূপ জ্ঞানের বিষয় (গোচর) বলা যায় কি ভাবে ? উত্তরে, যোগাচার-মতের আশ্রয় নিয়ে অভিনবগুপ্ত বলেছেন, ব্যবহারিক দিক্ থেকে এই ভেদ এবং অভেদ দুইই বোধ্য।

সকলসহৃদয়সংবাদভাজা—সকলানাম্ সহৃদয়ানাম্ সংবাদভাজা
সমানবুদ্ধিশালিনা।

পদটি 'সাধারণ্যেন'-এর বিশেষণ।

"সাধারণীকরণের দুইটি দিক্ আছে। সাধারণীকরণের বলে, একদিকে কাব্য-নাট্য-বর্ণিত চরিত্র ও বস্তুসমূহ সর্বদেশকাল সাধারণ শাশ্বত প্রতীকরূপে সহৃদয়ের নিকট প্রতিভাত হয়, অন্যদিকে সহৃদয় স্বয়ং সাধারণ বৃহত্তর সত্তায় উন্নীত হয়।" অর্থাৎ "কাব্যপাঠ ও নাট্যাভিনয়-দর্শনের সময় সহৃদয় পাঠক ও দর্শকের নিজের ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খা লইয়া যে ভাবনাস্রোত চলে, তাহা সাময়িকভাবে ধীরে ধীরে স্তব্ধ হইয়া যায়। সহৃদয়ের নিজ ব্যক্তিত্বজনিত যে অসাধারণত্ব তাহা ক্রমশঃ দূরীভূত হওয়ায় সে পাঠক ও দর্শক সাধারণের সহিত এক হইয়া যায়।"

'তৎকালবিগলিত-পরিমিতপ্রমাতৃভাব - বশোন্মিষিত - বেদ্যান্তরসম্পর্কশূন্যা-

* সাহিত্য-মীমাংসা পৃঃ ৯৮

† নিয়তপ্রমাতা = বিশেষপ্রমাতা, যিনি রসাস্বাদের জন্য তৈরী।

পরিমিতভাবেন', 'প্রমাত্রা' পদের বিণ। অর্থ—বিভাব প্রভৃতিকে জানার মুহূর্তে প্রমাতার সীমিত বুদ্ধি দ্রবীভূত হওয়ার উদ্ভূত হয় অসীম বুদ্ধি। অন্য জ্ঞেয় বস্তুর সম্পর্ক শূন্য বলে এ বুদ্ধি অসীম।

"তৎকালে রসাস্বাদকালে বিগলিতঃ অপ্রতীতঃ যঃ পরিমিত-প্রমাতৃভাবঃ 'মমৈবৈতে, অহমেব রসাস্বাদয়িতা' ইত্যেবংরীত্যা অননুভূয়মানঃ যঃ ব্যক্তি-বিশেষসম্বন্ধঃ তদ্বশেন উন্মিষিতঃ প্রাদুর্ভূতঃ এবং বেদ্যান্তরস্য লৌকিকবিষয়স্য সম্পর্কেণ জ্ঞানরূপসম্বন্ধেন শূন্যঃ রহিতঃ অপরিমিতঃ অগণিতঃ ভাবঃ চিত্তবৃত্তি-বিশেষঃ যস্য সঃ।"

চর্ব্যমাণতৈকপ্রাণঃ ·····শৃঙ্গারাদিকো রসঃ।

'চর্ব্যমাণতৈকপ্রাণঃ' থেকে 'অলৌকিক চমৎকারকারী' অবধি ৯টি বিশেষণ রয়েছে 'রসে'র। এগুলিকে এভাবে বিন্যস্ত করা যেতে পারে—

১. চর্ব্যমাণতৈকপ্রাণঃ

চর্ব্যমাণতা একঃ প্রাণঃ ইব যস্য সঃ।

চর্ব্যমাণতা = আস্বাদঃ। একঃ প্রাণঃ = অদ্বিতীয়ঃ স্বরূপনিষ্পত্তি হেতুঃ।

২. বিভাবাদি-জীবিতাবধিঃ

বিভাবাদিঃ জীবিতস্য অবধিঃ যস্য সঃ।

জীবিতম্ = জীবনম্। অবধিঃ = পূর্বাপরসীমা।

বিভাবাদি-কালমাত্রস্থায়ী ইত্যর্থঃ।

৩. পানকরসন্যায়েন চর্ব্যমাণঃ

পানকরস = সরবৎ। চর্ব্যমাণঃ = আস্বাদ্যমানঃ।

৪. পুরঃ ইব পরিস্ফুরন্

৫. হৃদয়ম্ ইব প্রবিশন্

৬. সর্বাঙ্গীণম্ ইব আলিঙ্গন্

৭. অন্যৎ সর্বম্ ইব তিরোদধৎ

৮. ব্রহ্মাস্বাদম্ ইব অনুভাবয়ন্

৯. অলৌকিক-চমৎকার-কারী

এদের মধ্যে 'বিভাবাদি-জীবিতাবধিঃ', '[পানকরসন্যায়েন] চর্ব্যমাণঃ' এবং 'অলৌকিক-চমৎকার-কারী' বিশেষণ ৩টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং রস-লক্ষণ প্রয়োগে তাৎপর্যবহ।

পৃঃ ১৫, ৭৪

স চ ন কার্যঃ।.........উভয়া ভাবস্বরূপস্য.........ন তু বিরোধম্।

লৌকিক প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণ—তাটস্থ্যাববোধশালিমিত যোগিজ্ঞানবেদ্যান্তর-সংস্পর্শরহিত-স্বাত্মমাত্র-পর্যবসিত-পরিমিতেতর-যোগি-সংবেদন-বিলক্ষণঃ লোকোত্তর-স্বসংবেদন-গোচরঃ =(কর্মধারয়ঃ সমাসঃ)।

সমগ্র পদটি 'রসঃ' এর বিশেষণ। বিলক্ষণ=ভিন্ন

'বিলক্ষণঃ' কথাটির সঙ্গে সম্বন্ধ হল—(১) 'লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ' (২) 'তাটস্থ্যাববোধশালিমিতযোগিজ্ঞান' এবং (৩) বেদ্যান্তর-সংস্পর্শরহিত-স্বাত্মমাত্র-পর্যবসিত-পরিমিতেতর-যোগি-সংবেদন'।

(২) তাটস্থ্যেন (চক্ষুরাদিলৌকিকপ্রমাণম্ অনপেক্ষ্য) অববোধঃ (জ্ঞানং) তচ্ছালিনাং (তদ্বতাং) মিতযোগিনাং (অপক্বযোগিনাম্) জ্ঞানম্ (সংবেদনম্)।

যিনি [চোখ প্রভৃতি লৌকিক] প্রমাণের অপেক্ষা না রেখেই জ্ঞান আহরণ করেন, এমন অপরিণত যোগীর জ্ঞান।

(৩) বেদ্যান্তরস্য জ্ঞেয় লৌকিকবিষয়স্য সংস্পর্শেন সম্বন্ধেন রহিতং স্বাত্মমাত্র-পর্যবসিতং স্বাত্মমাত্রবিষয়কং পরিমিতেতরযোগিনাং পক্বযোগিনাং সংবেদনম্ জ্ঞানম্।

"অভিনবগুপ্তের মতে রস কার্য নয়; কারণ কার্য হইলে বিভাবাদি বিনষ্ট হইলেও রস আস্বাদিত হইত। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাহা হয় না। রস বিভাবাদির দ্বারা জ্ঞাপ্যও হয় না, কারণ তাহা পূর্বসিদ্ধ নয়। যদিও কারক এবং জ্ঞাপক হেতু ব্যতীত অন্য কোন হেতু থাকিতে পারে না, তথাপি রসের ক্ষেত্রে কারকহেতুজন্যত্ব ও জ্ঞাপকহেতুজ্ঞাপ্যত্বের নিষেধ তাহার অলৌকিকত্বই সূচিত করিয়া দেয়। পক্ষান্তরে, চর্বণার উৎপত্তির দ্বারা তাহার উৎপত্তি হয় বলিয়া তাহাকে কার্যও বলা যাইতে পারে। আবার লৌকিক প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে কিংবা অপরিপক্ব ও পরিপক্ব যোগীর যথাক্রমে জগদ্ভেদ-বিষয়ক ও আত্মমাত্র-বিষয়ক জ্ঞান হইতে বিলক্ষণ স্ব-স্বরূপ-জ্ঞানের গোচর বলিয়া জ্ঞাপ্যও বলা যাইতে পারে। রসানুভূতি বিভাবাদিবিষয়ক জ্ঞানের সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া নির্বিকল্পকও নয়", আবার রস স্ব-সংবেদন সিদ্ধ হওয়ায় রসাস্বাদনের মুহূর্তে অন্য জ্ঞান থাকে না। এবং সেজন্যেই নামরূপ জাত্যাদির উল্লেখ থাকে না। তাই রসজ্ঞান সবিকল্পকও নয়।

"অভিনবগুপ্ত বলিয়াছেন, রসের এই পরস্পরবিরোধী রূপের বর্ণনা তাহার অলৌকিকত্বের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে।"

অভিনবগুপ্তের মতবাদ

ভট্টনায়কের পর রসবাদ প্রতিষ্ঠিত করেন অভিনবগুপ্ত। ইনি খৃষ্টীয় দশম শতকের আলংকারিক। তাঁর মত 'অভিব্যক্তিবাদ' নামে প্রসিদ্ধ। 'অভিনব-ভারতী' এবং 'লোচন'-টীকা থেকে তাঁর মতকে সংক্ষেপে উদ্ধৃত করেছেন মম্মট। তাঁর মতে সূত্রস্থ 'সংযোগ' শব্দের অর্থ 'অভিব্যঞ্জন' বা 'ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জক-ভাব' এবং 'নিষ্পত্তি' শব্দের অর্থ হল 'অভিব্যক্তি' বা প্রকাশ। অর্থাৎ তাঁর মতে সূত্রের অর্থ হল—বিভাব, অনুভাব এবং ব্যভিচারিভাবের সঙ্গে [স্থায়িভাবের] সংযোগ বা ব্যঙ্গ্য-ব্যঞ্জকসম্বন্ধবশতঃ রসাভিব্যক্তি ঘটে।

কাব্য-পাঠ বা নাট্যাভিনয়ের সময় সহৃদয়[১] প্রথমে বিভাব-প্রভৃতি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে। বিভাব-প্রভৃতিকে সহৃদয় কোন বিশেষ ব্যক্তির[২] সঙ্গে সম্বন্ধ অথবা অসম্বন্ধরূপে মনে করে না। একজে বিভাব, অনুভাব, ব্যভিচারিভাব এবং চরিত্র-নিষ্ঠ স্থায়ীভাব সহৃদয়ের কাছে দেশ, কাল ও পরিবেশের পরিচ্ছিন্নতা বিহীনভাবে বা সাধারণরূপে প্রতিভাত হয়। সাধারণরূপে প্রতীয়মান এই সমস্ত বিভাবাদির মাধ্যমে সহৃদয়ের স্থায়িভাব[৩] উদ্‌বুদ্ধ হয়। এই স্থায়িভাবগুলিও প্রভাত হয় সাধারণরূপে অর্থাৎ সহৃদয় পাঠক বা দর্শক এগুলিকে আত্মনিষ্ঠরূপে গ্রহণ করে না। সহৃদয়ের চিত্তে উদ্‌বুদ্ধ স্থায়িভাবগুলি চরিত্রগত অভিব্যঞ্জিত মানসিক ভাবের অনুরূপ। বিভাবাদির দ্বারা যদি নায়ক-নিষ্ঠ রতি অভিব্যক্ত হয়, সহৃদয়ের চিত্তেও রত্যাখ্য ভাব উদ্‌বুদ্ধ হয়। এই উদ্‌বুদ্ধ স্থায়িভাবগুলিকে সহৃদয় 'পানক রস' বা সরবতের মত চর্বন বা আস্বাদন করতে থাকেন। আস্বাদ্য-মান এই বস্তু বা জ্ঞানটির নাম 'রস' বা রসানুভূতি।

রসের প্রতীতি জ্ঞান-রূপেই সম্ভব। একজন্য 'রস' এবং 'রসানুভূতি', নিজের সঙ্গে নিজের আকারের মত অভিন্ন। কিন্তু তবুও আস্বাদনে কোন অসুবিধা হয় না। যোগাচারদর্শন এর সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

---

১ স্থায়িভাবের অনুভব এবং স্বীকরণে পটু।

২ বিশেষ ব্যক্তি তিন রকম হতে পারে—শত্রু, মিত্র, নিরপেক্ষ।

৩ "প্রত্যেক ব্যক্তির চিত্তে, বিশেষতঃ সহৃদয় সামাজিকের চিত্তে সুপ্ত ও সূক্ষ্ম-ভাবে কয়েকটি চিত্তবৃত্তি বিদ্যমান থাকে। অলংকার-শাস্ত্রের ভাষায় ইহারাই স্থায়ীভাব নামে পরিচিত"। লক্ষণীয় হল : সহৃদয়ের চিত্তে বাসনার অস্তিত্ব স্বীকারে ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্তের মতপার্থক্য।

আস্বাদ্যমানতাই রসের প্রাণ। আস্বাদনেই রসের চরম অস্তিত্ব। যতক্ষণ বিভাব-প্রভৃতি থাকে, ততক্ষণ রস-প্রক্রিয়া চলতে থাকে। রস অলৌকিক আনন্দের উৎস। ব্রহ্ম-আস্বাদে যেমন তৃপ্তি, রসাস্বাদেও তেমনি। রসের প্রবেশ অন্তরের অন্তস্তলে। রসের ব্যাপ্তি সমগ্র বিশ্বে। নিজের স্থান করে নেওয়ার সময় রস সব কিছুকে দূরে সরিয়ে দেয়। রসের বৈশিষ্ট্য অলৌকিক।*

রসবাদে ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত

ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্ত দুজনেই বলেন, বিভাব-প্রভৃতি সহৃদয়ের চিত্তে সাধারণরূপে প্রতিভাত হয়। সহৃদয়ও নিজেকে দর্শক সাধারণের সহিত একীভূত বলে মনে করেন। কিন্তু দুয়ের মতের মধ্যে পার্থক্য হল একটি বিষয়ে: ভট্টনায়ক ঐ দুইটি বিষয়ের জন্য কল্পনা করেছেন ভাবকত্ব-ব্যাপারের। আর অভিনবগুপ্ত বলেছেন, এ দুটি বিষয় সম্ভব, সহৃদয়ের সহৃদয়তা-ধর্ম বা বিশেষ মানসিকতার বলেই।

দুজনের মতেই, রসানুভূতি একটি বিশেষ বৃত্তির বলে সম্ভব। ভট্টনায়কের মতে এই বৃত্তির নাম ভোগ, অভিনবগুপ্তের মতে ব্যঞ্জনা। আসলে দুটি বৃত্তি অভিন্ন[১]।

এভাবে দেখা যাবে, দুটি মতবাদের পার্থক্য কেবল এখানে: ভট্টনায়ক ভাবকত্ব-নামক একটি নূতন ব্যাপার স্বীকার করেছেন। অভিনবগুপ্ত করেন নাই।

কিন্তু ভট্টনায়ক এবং অভিনবগুপ্তের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য হল একটি স্থলে: সেটি হল—ভট্টনায়ক সহৃদয়-চিত্তে 'বাসনা'র অস্তিত্ব মানেন নি। রসানুভূতিকে তিনি আন্তর-বাসনা-নিরপেক্ষ করে তুলেছেন। অভিনবগুপ্ত 'বাসনা'র অস্তিত্ব মেনে নিয়ে রসানুভূতিকে ব্যাখ্যা করেছেন, আন্তর-বাসনা-সাপেক্ষরূপে।

অভিনবগুপ্তের পর দীর্ঘদিন কোন নূতন রসতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নি। তাঁর মতকেই প্রামাণিক-রূপে গ্রহণ করেছেন প্রসিদ্ধ আলংকারিক মম্মট, বিশ্বনাথ এবং আরও অনেকে।

---

* পূর্বের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১। 'মতস্যাস্য পূর্বস্মাদ্ ভাবকত্ব ব্যাপারান্তর-স্বীকার এব বিশেষঃ। ভোগস্তু ব্যক্তিঃ। ভোগকৃত্ত্বং তু ব্যঞ্জনাদ্ অবিশিষ্টম্'।—রসগঙ্গাধর। উদ্ধৃত-রসসমীক্ষা পৃঃ ১০৭

অভিনবগুপ্তের মতবাদও পুরোপুরি ত্রুটিমুক্ত নয়। অপ্রয়োজনে এখানে আলোচনা করা হল। এজন্য ডঃ মুখোপাধ্যায়ের মহাগ্রন্থ 'রস-সমীক্ষা' দ্রষ্টব্য।

* * * *

এর পর শ্লোক ৫, ৬, ৭ এর নিম্নস্থ বৃত্তি—'যদ্যপি বিভাবানামনুভাবানাম্... নাইকান্তিকত্বম্'...ইত্যাদির ব্যাখ্যার জন্য পৃঃ ১২২ দ্রষ্টব্য।

১১৬-১২১ প্রসঙ্গসূত্রের জন্য

কা. ২ গ. ঘ. এ মম্মট বলেছেন বিবক্ষিতান্য পরবাচ্য ধ্বনি দু রকম: (১) অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য এবং (২) লক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য। অলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনিতে ব্যঙ্গ্যবস্তু হল: রস, ভাব, রসাভাস, ভাবাভাস, ভাবশান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি এবং ভাবসঙ্কর। এই আটটি বস্তুর মধ্যে প্রথমে রসের লক্ষণ, উপকরণ, সংখ্যা এবং উপাদান প্রতিপন্ন করেছেন কা. ৪ থেকে কা. ১২ ক. খ. অবধি অংশের মধ্যে। কা. ১২ গ. ঘ. এবং ১৩ ক. তে মম্মট লক্ষণ দিয়েছেন ভাবের। ১৩ খ. এ লক্ষণ দিয়েছেন রসাভাস এবং ভাবাভাসের। ১৩ গ. ঘ. এ ভাবশান্তি, ভাবোদয়, ভাবসন্ধি এবং ভাবশবলতার লক্ষণ দেননি কিন্তু উল্লেখ করেছেন। ১৪ ক. খ. এ বলেছেন: ভাবশান্তি থেকে শুরু করে ভাবশবলতা অবধি ব্যভিচারীভাবগুলি কখনো কখনো কিন্তু মুখ্য ভূমিকায় গ্রহণ করে।

আট রকমের অসংলক্ষ্য ক্রমব্যঙ্গ্যের আলোচনা শুরু হয়েছে তাই কা. ৩ এ। শেষ হয়েছে কা. ১৪ এর ক. খ. অংশে।

কা. ৩ (পৃঃ ১৩, ৭০) কা. ১৪ (পৃঃ ২১, ৮১)

অসংলক্ষ্য ক্রমব্যঙ্গ্যের ব্যঙ্গ্যার্থ আট রকম। কাজেই অ. স. ক্র. ব্য.-ধ্বনিও আট রকম। দ্বিতীয় থেকে অষ্টমপ্রকার অবধি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যথাক্রমে তেইশ থেকে একত্রিশ অবধি শ্লোকগুলির মধ্যে। আর শ্লোক আট থেকে একুশ অবধি প্রথম প্রকারের (রসব্যঙ্গ্যের) উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় শেষ পর্যন্ত আবার অ. স. ল. ক্র. ব্য.-কে আবার একপ্রকার বলে ধরা হয়েছে (কা. ১৯ ক. খ.)।

অবশ্য অনেক পরে অসংলক্ষ্য ক্রমব্যঙ্গ্য ধ্বনির ব্যঙ্গ্যের ব্যঞ্জক চার প্রকার বলে এই ধ্বনির আরও চারপ্রকার ভেদ স্বীকৃত হয়েছে (কা. ২০ ক. খ.)।

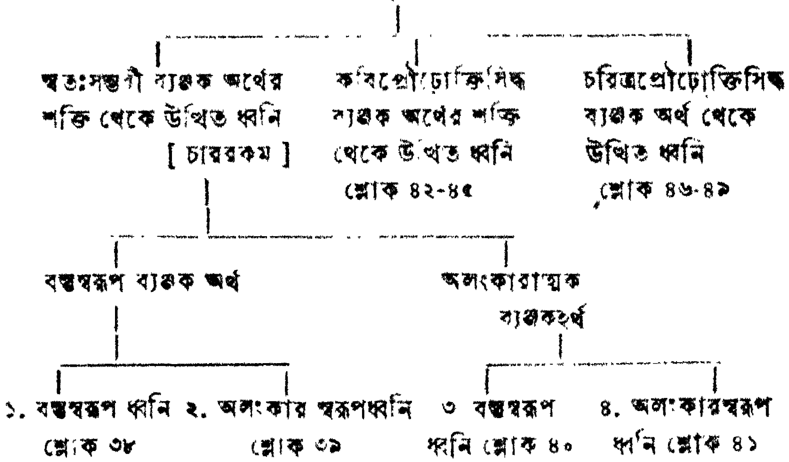
কা. ১৬ গ. ঘ. + ১৭ ক. খ. গ.

অপি, অর্থশক্ত্যুদ্ভবঃ ব্যঞ্জকঃ অর্থঃ—[কচিৎ] স্বতঃসম্ভবী, [কচিৎ] বা

প্রৌঢ়োক্তিমাত্রাৎসিদ্ধঃ, [কচিৎ] বা কবেঃ উক্তিতস্তু তেন [সিদ্ধঃ]। [সঃ ব্যঞ্জকঃ অর্থঃ] [কচিৎ] বস্তু [কচিৎ] বা অলংকৃতিঃ ইতি [ব্যঞ্জকোঽর্থঃ] ষড়্ভেদঃ।

১৭ ঘ. + ১৮ ক. খ.

অথ অসৌ (ব্যঞ্জকোঽর্থঃ) [অপি] যৎ (যতঃ) বস্তু অলংকারং বা ব্যনক্তি, তেন (ততঃ) অয়ং (ব্যঞ্জকোঽর্থঃ) দ্বাদশাত্মকঃ।



কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ এবং কবিনিবদ্ধ প্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধ ও স্বতঃ সম্ভবীর মত প্রত্যেকে চাররকম। ∴ অর্থশক্ত্যুত্থ ধ্বনি ১২ রকম।

শ্লোক ৩৮ থেকে ৪৯ এর মধ্যে অর্থশক্ত্যুত্থ ধ্বনির ১২টি প্রকারের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

সংলক্ষ্য ক্রমব্যঙ্গ্যের আলোচনা শুরু হয়েছে ১৪ গ. ঘ. থেকে। শেষ হয়েছে কা. ১৮ গ. অংশে। আবার শুরু হয়েছে কা. ১৯ গ. অংশ থেকে। শেষ হয়েছে ১৯ ঘ. এ।

সংকেত :

অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য = অ. স.

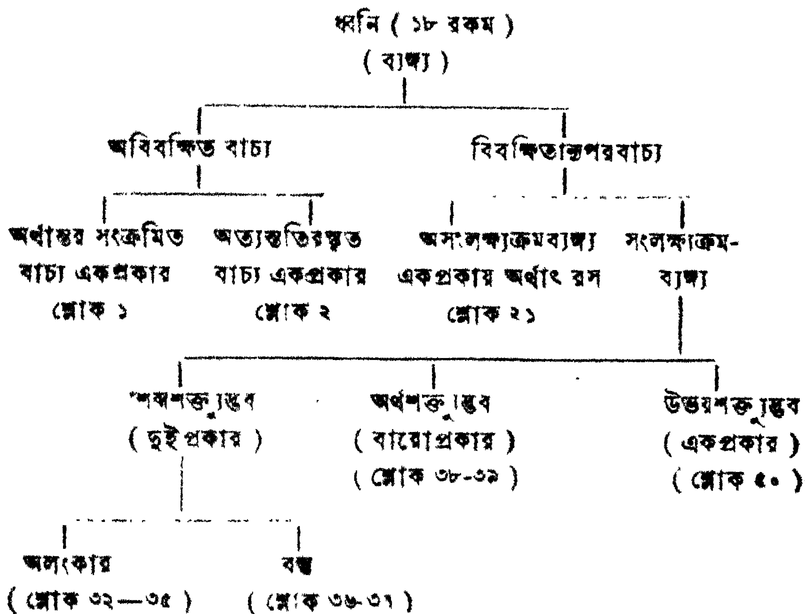
সংলক্ষ্যক্রম ক্রমব্যঙ্গ্য = স.

শব্দশক্ত্যুদ্ভব = শ.

অর্থশক্ত্যুদ্ভব = অ.

কা. ১৪ গ. ঘ. এবং ১৫ ক. খ. তে বলা হয়েছে : সংলক্ষ্য ক্রমব্যঙ্গ্য তিন রকম—(১) শব্দশক্ত্যুদ্ভব (২) অর্থশক্ত্যুদ্ভব এবং (৩) উভয় শক্ত্যুদ্ভব। এদের মধ্যে শ. হল দুরকম—(১) শব্দশক্ত্যুদ্ভব বস্তুধ্বনি, (২) শব্দশক্ত্যুদ্ভব অলংকারধ্বনি। (কা. ১৫ গ. ঘ.+১৬ ক. খ.) অর্থশক্ত্যুদ্ভব হল প্রথমত তিনরকম। তিনরকমের প্রত্যেকের দুরকম ভেদ হওয়ায় ছ রকম। এদের আবার প্রত্যেকের দুরকম ভেদ হওয়ায় সব মিলিয়ে অর্থশক্ত্যুদ্ভব হল বারো রকম (কা. ১৬ গ. ঘ. থেকে ১৮ ক. খ.)। উভয় শক্ত্যুদ্ভব হল একরকম। সব মিলিয়ে সংলক্ষ্য ক্রমব্যঙ্গ্য তাই ১৫ রকম। [১৯ গ. এবং ঘ. এ অবশ্য আর কয়েক রকম ভেদ দেখানো হয়েছে।]

এখন দেখা যাবে অ. স. এবং শ. মিলিয়ে ধ্বনির ভেদ হল ১৮ রকম (কা. ১৮ ঘ.)। পরের পাতায় একটি সারণীতে ঘটনাটি স্পষ্ট করে।



এই ১৮ রকম ধ্বনির আবার ৫১ রকম ভেদ দেখানো হয়েছে।

এদের মধ্যে 'উভয়শক্ত্যুদ্ভব ধ্বনি' ছাড়া ১৭ রকম ধ্বনির প্রত্যেককে পদগত এবং বাক্যগত—এই দু দিক্ থেকে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ 'উভয়শক্ত্যুদ্ভব' ছাড়া অঙ্গগুলির মোট ভেদ হল : ১৭ × ২ = ৩৪. উভয়শক্ত্যুদ্ভব (=উ.)

কেবল 'বাক্যগত' হতে পারে*। ∴ উ. হল ১ প্রকার। এখন, সর্বমোট ধ্বনি-ভেদ হল ১+৩৪=৩৫.

'অর্থশক্ত্যুদ্ভব' এর ১২ রকম ভেদ-ই আবার প্রবন্ধ-গতও হতে পারে**। তাহলে ৩৫+১২=৪৭ রকম ধ্বনি-ভেদ পাওয়া গেল।

এবার 'অসংলক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্যে'র আবার আরও চারটি ভেদ পাওয়া যাবে। (আগে দুটি পাওয়া গেছে—পদগত এবং বাক্যগত)। ∵ অ. এর ব্যঙ্গ্যের (রস, ভাব প্রভৃতির) ব্যঞ্জক হতে পারে আর† চার রকম—(১) পদাংশ, (২) রচনাশৈলী (৩) বর্ণ (৪) প্রবন্ধ (নাটক প্রভৃতি)। (কা. ২০ ক. খ.)।

∴ ব্যঙ্গ্য এখন ৫১ রকম (৪৭+৪=৫১)।

স্পষ্ট করে ৫১ রকম ভেদ এভাবে দেখানো যেতে পারে :

অবিবক্ষিত বাচ্য ধ্বনি ১—৪	১, ২ অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য (পদগত এবং বাক্যগত)—২ রকম ৩, ৪ অত্যন্ততিরস্কৃতবাচ্য (পদগত এবং বাক্যগত)—২ ,,
বিবক্ষিতান্যপর-বাচ্য (অ.) ৫-১০	অ. অর্থাৎ রস (পদগত, বাক্যগত, পদাংশগত, ৫—১০ রচনাগত, প্রবন্ধগত)—৬ ,,
বিবক্ষিতান্যপর-বাচ্য (সংলক্ষ্যক্রম) ১১—৫১	১১-১৪ শব্দশক্ত্যুদ্ভব (বস্তুধ্বনি-পদগত, বস্তুধ্বনি-বাক্যগত, অলংকারধ্বনি-পদগত, অলংকারধ্বনি-বাক্যগত)—৪ ,, ১৫-৫০ অর্থশক্ত্যুদ্ভব (১২টি প্রকারের প্রত্যেকটি পদগত, বাক্যগত এবং প্রবন্ধগত)—৩৬ ,, ৫১ উভয়শক্ত্যুদ্ভব —১ ,,
	মোট ৫১ রকম

ধ্বনির এই ৫১ রকম সাধারণ (শুদ্ধ, অমিশ্রিত) ভেদের প্রত্যেকের [মিশ্রণ সহ] ৫১টি করে ভেদ আছে। সবে মিলিয়ে : ৫১×৫১=২৬০১।

এদের প্রত্যেকের আবার ৩ রকমের সংকর এবং ১ রকমের সংসৃষ্টি সম্ভব।

∴ মোট ধ্বনি হল ২৬০১(৩+১)=২৬০১×৪=১০৪০৪

মিশ্রিত এই ভেদগুলি শুদ্ধ ভেদ ৫১ যোগ করলে দাঁড়ায় ১০৪০৪+৫১=১০৪৫৫.

∴ মোট ধ্বনি হল ১০৪৫৫ প্রকার।

---

* 'বাক্যে দ্ব্যুত্থঃ'

** কা. ১৯খ

† 'আরও' বলার অর্থ হল : আগেই দেখেছি—অ. এর ব্যঙ্গ্যের ব্যঞ্জক পদ এবং বাক্য। তার সঙ্গে এগুলি (৪টি)। সব মিলে অ. এর ব্যঙ্গ্যের ব্যঞ্জক ৬টি।

কা. ২০ ক. খ. এর 'অপি' পদের অর্থ হল 'পদেষু, বাক্যেষু, প্রবন্ধেষু চ'।

শ্লোক ৫, ৬, ৭ এর নীচের বৃত্তি (পৃঃ ১৬, ৭৫)

যত্তপি ······· ত্বানৈকান্তিকত্বম্।

অসাধারণত্বম্ = অসাধারণতা।

আক্ষেপকত্বম্ = অনুমিতিঃ

অনৈকান্তিকত্বম্ = ব্যভিচারঃ

অনৈকান্তিক = একনিষ্ঠ নয়, ব্যভিচারী।

অন্যতমস্য দ্বয়স্য = অনুল্লিত আর দুটির।

শ্লোক ৫-এ উল্লেখ রয়েছে 'সখী' এই আলম্বন বিভাবের কোকিলের কুহুতান ভ্রমরের গুঞ্জন ইত্যাদি উদ্দীপন বিভাবের। কিন্তু অনুভাব এবং ব্যভিচারী-ভাবের কোন উল্লেখ নেই। অথচ এখানে নিষ্পন্ন হয়েছে শৃঙ্গার রস। তাহলে প্রশ্ন উঠবে: কেবল বিভাবের সংযোগে কি রস নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব? অনুভাব এবং ব্যভিচারীভাব—এই দুইটির প্রয়োজন নেই? তাহলে ভরতের সূত্র কি অসংগত (ব্যভিচারী)? উদা. ৬ এবং ৭ এ দেখা যাবে কেবল অনুভাব এবং কেবল ব্যভিচারীভাবের উপস্থিতি। এই ক্ষেত্র দুটিতেও ঠিক একই প্রশ্ন উঠতে পারে।

উত্তরে বলা হবে—প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত হওয়ায় উদা. ৫এ বিভাব হল অসাধারণ। আর এর থেকে অন্য দুটির (অনুভাব এবং ব্যভিচারীর) অনুমান সম্ভব। এভাবে দেখা যাবে: একটি প্রত্যক্ষভাবে উল্লিখিত, অন্য দুটি পরোক্ষ-ভাবে। বলা যাবে তিনটি রয়েছে। ভরতের সূত্রের কোন ব্যভিচারও হয় নি। ৬ এবং ৭ উদাহরণেও এরকম বুঝতে হবে।

কা. ১১ এর বৃত্তি (পৃঃ ১৯, ৭৮)

নির্বেদস্য······অভিধানার্থম্।

নির্বেদঃ—স্বাবমাননম্ (Self-disparagement)

অবমাননম্ = তুচ্ছত্ববুদ্ধিঃ।

উপাদানম্ = উল্লেখঃ, গ্রহণম্। অনুপাদেয়ত্ব = উল্লেখের অযোগ্যতা।

'নিজেকে তুচ্ছ মনে করা'র অনুভূতিটি অমঙ্গল-অনুভূতির মতই। ভারতীয় রীতি অনুযায়ী প্রথমে উল্লেখ করা হয় মঙ্গল-বস্তু। তাই প্রশ্ন উঠতে পারে—৩৩টি ব্যভিচারীভাবের মধ্যে এটির প্রথমে উল্লেখ করা হল কেন?

উত্তর হল: এই ব্যভিচারীটি অন্যগুলি থেকে বৈশিষ্ট্যের দিক্ থেকে স্বতন্ত্র। এটি একদিকে ব্যভিচারী, অন্যদিকে স্থায়ী হবারও যোগ্য। শান্ত-রসের এটি

স্থায়ীভাব। এই বিশিষ্টতার জন্তেই সবার আগে স্থান করে নিয়েছে অনুভূতিটি।

কারিকা ১২ (পৃঃ ১৯, ৭৯)

ক. খ. নির্বেদঃ স্থায়িভাবঃ যস্য সঃ=নির্বেদস্থায়িভাবঃ। 'শান্তঃ' এর বিণ।

নাট্যশাস্ত্রকার ভরত তাঁর গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে শৃঙ্গার থেকে সুরু করে অদ্ভুত পর্যন্ত আটটি রসের কথা বলেছেন। শান্তের কথা বলেন নি। তাই শান্তরসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্বন্ধে আলংকারিকদের মধ্যে মতভেদের অন্ত নেই। প্রথম, উদ্ভটই শান্তরসের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের কথা বলেন। তাঁর মতে শান্ত-সহ রস নয়টি।

অবশ্য নাট্যশাস্ত্রের অন্যত্র অর্থাৎ ষষ্ঠ অধ্যায়ে কিন্তু ভরত আবার শান্তরসের উল্লেখ করেছেন। সেজন্তে বোধ হয় মম্মট বলেছেন: অস্তি। শান্ত নামে নবম রস আছে অর্থাৎ ভরতই স্বীকার করেছেন।

কিন্তু কেউ কেউ ষষ্ঠ অধ্যায়ের ঐ অংশকে (৬. ১০৬) প্রক্ষিপ্ত বলে মনে করেন।

শান্ত-রসের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে যেমন মতভেদ আছে, তেমনি মতভেদ আছে এর স্থায়ীভাব নিয়ে। মম্মট বলেছেন: 'আত্ম-অবমাননা (নির্বেদ)' এর স্থায়ীভাব। অন্তেরা সম্যগ্ জ্ঞান, নির্বিশেষচিত্তবৃত্তি, তৃষ্ণা-ক্ষয়সুখ, ধৃতি—এদের একটিকে স্থায়ীভাব বলেছেন।

শ্লোক ২২ কেউ বলেন শ্লোকটির রচয়িতা উৎপলরাজ (অভিনবগুপ্তের গুরু)। কেউ বলেন: ভর্তৃহরি। 'মিথ্যা'-রূপে ভাবতে থাকা জগৎ এখানে আলম্বন। তপোবন প্রভৃতি উদ্দীপন। সাপ এবং হার—দুয়ে সমবুদ্ধি অনুভাব। মতি, ধৃতি এবং হর্ষ ব্যভিচারী। নির্বেদ স্থায়ী। পরে শান্ত-রসে পরিণতি।

অন্বয় অহৌ বা……স্ত্রৈণে বা সমদৃশঃ কচিৎপুণ্যারণ্যে শিব……শিবেতি প্রলপতঃ মম দিবসাঃ যান্তু।

কা. ১২ + ১৩ ক রতির্দেবাদিবিষয়া ব্যভিচারী তথাঞ্জিতঃ, ভাবঃ প্রোক্তঃ।

রতি যদি নায়ক-নায়িকা গত না হয়ে দেবতা, রাজা, মুনি, গুরু বা সন্তান গত হয়, তাহলে তাকে স্থায়ীভাব বলে গণ্য করা হয় না। বলা হয় অস্থায়ী-ভাব বা সংক্ষেপে ভাব।

ব্যভিচারী এবং অনিশ্চিত—এই দুটিও এর প্রতিশব্দ। সোজা কথায়, স্থায়ীভাব-রতির বিষয় যখন দেবতা প্রভৃতি, তখন তাকে আর স্থায়ীভাব না বলে বলা হবে অস্থায়ীভাব।

আবার অসূয়া, হর্ষ, শঙ্কা—ইত্যাদি যখন মুখ্যরূপে ব্যঞ্জিত হয়; তখন তাকেও বলা হয় ভাব (—'ভাব' বলে ধরা যায়)।

সাধারণতঃ হর্ষ, শঙ্কা ইত্যাদি অস্থায়ী ভাব রতি, হাস, শোক, ক্রোধ ইত্যাদি স্থায়ীভাবের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়ে রসে পরিণত হয়। (অথবা, পারিভাষিক অর্থে বিপরীতটি সত্য)। রসে পরিণত হয়ে যাওয়ার এদের পৃথক অস্তিত্ব বোঝা যায় না অর্থাৎ অস্থায়ী ভাবকে আর অস্থায়ী ভাব বলে ধরা যায় না। যেমন, সরবতে চিনি, scent-ইত্যাদির পৃথক্ স্বাদ বা অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় না।

কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে উপাদানের তারতম্যে সেই উপাদানের একটা স্বতন্ত্র ও মিশ্রিত আস্বাদ থাকে। এ রকম অস্থায়ী ভাবের যেখানে স্বাতন্ত্র্য রয়ে যায়, সেখানে তাকে স্পষ্ট ভাবে ভাব বলে ধরা যায়।

পৃঃ ২১

শ্লোক ৩০ / মহাবীরচরিত নাটক ২..৬ / সীতা-আলিঙ্গনের মুহূর্তে এসে গিয়েছেন পবিত্র পরশুরাম এবং রাম বলেছেন এরকম।

অন্বয় উৎসিক্তস্য......মাং কর্ষতঃ। অন্তশ্চ এষ আনন্দী হরি—শিশুঃ বৈদেহী-পরিরম্ভঃ মুহুঃ চৈতন্যম্ আমীলয়ন্ [মাং] রুণদ্ধি।

উৎসিক্তস্য-গর্বিতস্য। অভ্যাগমঃ-আগমনম্। বীররভসোৎফালঃ—বীরস্য রভসঃ উৎসাহঃ, তস্য উৎফালঃ উদ্রেকঃ।

কর্ষতঃ—আকর্ষতঃ। কৃষ্ + লট্ তস্।

পরিরম্ভ—আলিঙ্গন। আমীলয়ন্—বিলোপ করে।

শ্লোকের প্রথম দু লাইনে আবেগ এবং দ্বিতীয় দু লাইনে হর্ষের প্রকাশ।

শ্লোক ৩১ / বিক্রমোর্বশীয় ৪.৪ উর্বশীকে দেখে পুরূরবার উক্তি।

শশলক্ষ্মণ্—চন্দ্র। অপকল্মষাঃ—নিষ্পাপাঃ। নঃ—আমাদের। শ্রুতম্—পাণ্ডিত্যম্।

পৃঃ ২২

শ্লোক ৩২ অন্বয় / রণে জরঠোজ্জিতগর্জিতেন যেন দেবেন কাল—সুবাহম্ উদ্ভ্রান্ত ধারাজলৈঃ রিপূণাম্ জ্বলিতঃ সকলঃ প্রতাপঃ নির্বাপিতঃ।

/১.২৪ শিবস্বামীর কপ্ফিণাভ্যুদয়।

জঠরম্ (কঠোরম্) উর্জিতম্ (বলবৎ) চ গর্জিতম্ যস্য সঃ। তেন। কালঃ করবালঃ (খড়্গঃ) মহাম্বুবাহঃ ইব। তম্। অম্বুবাহ—মেঘ।

পৃঃ ২৩

কারিকা ১৭ / উক্তিত—কল্পিত চরিত্র।

বৃত্তি / ভণিতি—কবি-প্রসিদ্ধি, কবির উক্তি। ঔচিত্যেন—যাথার্থ্যেন, প্রমাণত্বেন। সম্ভাব্যনঃ = জায়মাণঃ।

অন্বয় / কারিকা ১৭ গ. ঘ. + ১৮ ক. খ.

অংশৌ যৎ বস্তু অলংকারং বা ব্যনক্তি, তেন (= ততঃ) অয়ং দ্বাদশাত্মকঃ।

শ্লোক ৩৮ / বরের সম্পর্কে বলা হচ্ছে কনেকে। কনে খুশী। অলস বলে অন্য মহিলার কাছে যাবেন না বর। ধনীও। ধূর্ত বলে রতি-তৃপ্তি পাওয়ার জন্য তৎপর থাকবেন। আপাততঃ দোষ মনে হলেও কনের কাছে এগুলি খুশী করে তোলার মত।

শ্লোক ৩৯ / রতান্তরেষু—সঙ্গমাবকাশেষু।

বিস্রব্ধানাম্ বিশ্বাসযুক্তানাম্ চাটুকানাম্ প্রিয়বাক্যানাম্ শতানি। নীবী—বন্ধন।

স্বতঃসম্ভবী বস্তু-কর্তৃক অলংকারের ব্যঞ্জনার উদাহরণ এটি।

শ্লোক ৪০ / যুধি যস্য করে কৃপাণঃ বীরৈঃ ব্যলোকি। —মূল অংশ।

'কৃপাণঃ'-এর উপমান 'কালীকটাক্ষঃ'। 'কৃপাণঃ'-এর বিশেষণ দুটি—

১. কোপ-কষায়-কান্তিঃ।

২. দর্পান্ধ——শোচিঃ।

পদটি এরকম / দর্পান্ধস্য গন্ধগজস্য কুম্ভ এব কপাটঃ, তস্য কুটে সংক্রান্ত্যা নিষ্ণৈঃ ঘনশোণিতৈঃ শোণশোচিঃ যস্য। সঃ।

শ্লোক ৩৩ / বিভো! তিগ্ম-রুচির-প্রতাপঃ, বিধুর-নিশাকৃৎ, মধুর-লীলঃ, মতিমান্, অতত্ত্ব-বৃত্তিঃ, প্রতিপদ-পক্ষাগ্রণীঃ ভবান্ বিভাতি।

[খলেষু] তিগ্মঃ (তীক্ষ্ণঃ) [সুজনেষু] রুচিরঃ (মনোহরঃ) প্রতাপঃ যস্য সঃ। বিধুর-নিশা = কালরাত্রি। লীলা—আচার-ব্যবহার। প্রতিপদম্ পক্ষাণাম্ সৈন্যানাম্ অগ্রণীঃ।

উপরের ছটি পদকে ভেঙে দিলে বিরোধাভাসের সৃষ্টি হয়। যেমন, তিগ্মরুচিঃ = সূর্যঃ। অপ্রতাপঃ = শৌর্যহীন। বিধুঃ + অনিশাকৃৎ = বিধুরনিশাকৃৎ। মধুঃ = বসন্তঃ কিন্তু অলীলঃ = ক্রীড়াশূন্যঃ। প্রতিপৎ + অপক্ষাগ্রণীঃ।

এরকম হলে অর্থ হবে : প্রভু, আপনিও এক সূর্য (= সূর্যের মত) কিন্তু প্রতাপহীন। আপনি চাঁদের মত কিন্তু রাত্রি আনেন না। আপনি বসন্তের মত কিন্তু নিষ্ক্রীড়। আপনি বুদ্ধিমান্ কিন্তু ব্রহ্ম-ভিন্ন বস্তুতেই (অতত্ত্বেই) আপনার প্রবৃত্তি। আপনি প্রথম তিথির (প্রতিপদ) মত কিন্তু পক্ষের অগ্রভূত নন। এভাবেই আপনি শোভমান।

শ্লোক ৩৪/ অত্রাংশেঽপি পদে বিরোধাভাসালংকারধ্বনেঃ উদাহরণম্ ইদম্।

সমিৎ—যুদ্ধ। সমিত্তঃ—যুদ্ধ থেকে। অমিত—মহৎ।

সহিত—যুক্ত। অসতাম্—দুষ্টানাম্। অহিত—অ-হিতকারী।

হর্ষদ—হর্ষং দদাতি ছিনত্তি যঃ সঃ।

অন্বয়/ [হে] হর্ষদ প্রভো, সমিতঃ প্রাপ্তৈঃ উৎকর্ষৈঃ [ত্বম্] অমিতঃ। অসতাম্ অহিতঃ সন্ [ত্বম্] সাধুযশোভিঃ সহিতঃ অসি।

বিরোধাভাস/ অ-মিতঃ = পরিমাণশূন্যঃ। সমিতঃ = পরিমাণসহিতঃ।

অ-হিতঃ = হিতরহিতঃ অথচ সহিতঃ = হিতসহিতঃ।

শ্লোক ৩৫/ নিরুপাদানসম্ভারম্ অভিত্তৌ এব জগচ্চত্রং

তন্বতে, কলাশ্লাঘ্যায় তস্মৈ শূলিনে নমঃ।

নির্গতঃ উপাদানস্য সম্ভারঃ যত্র, তদ্ যথা স্যাৎ তথা। ক্রিয়া বিণ।

উদাহরণ ব্যতিরেক অলংকারধ্বনির।

শ্লোক ৩৬/ অন্তরম্ = কটাক্ষাস্তরণম্। মনাক্ = অল্পম্।

পয়োধর = মেঘ, স্তন।

এখানে শব্দশক্তিমূল বস্তুধ্বনি।

শ্লোক ৩৭/ শনি—শনিগ্রহ। অশনি—বজ্র। উদার—মহান্।

অনুদার—অনুগতদার। অনুগতঃ দারঃ যস্য সঃ।

উচ্চৈঃ—দারুণভাবে।

গন্ধগজ—উৎকৃষ্ট হাতী।

কুম্ভ—গাল অথবা কপাল।

কূট—অগ্রভাগ।

সংক্রান্তি—পতন।

নিম্ন—সম্বন্ধ।

ঘনশোণিত—জমাট রক্ত।

শোণশোচি—লাল দ্যুতি।

স্বতঃসম্ভবী অলংকারকর্তৃক বস্তুর ব্যঞ্জনায় উদাহরণ এটি।

শ্লোক ৪১/ যঃ যুধি রুষা নিজাধরম্ নির্দশন্ অরিবধূজনস্য ওষ্ঠ-বিক্রমদলানি গাঢ়-কান্তদশনক্ষত-ব্যথা-সংকটাৎ অমোচয়ন্।

রেগে দাঁত কট্‌মট্ করতে আরম্ভ করলেন (শত্রুবধ করতে শুরু করলেন।) মুক্তি দিলেন শত্রু-স্ত্রীদের অধরের ক্ষত-ব্যথা থেকে। কান্ত-দশন—দয়িত-দাঁত। নির্‌দশন্—কামড়ানো।

পঞ্চম উল্লাসঃ

পৃঃ ৩৫, ৯৭

কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থ থাকলেই তাকে ধ্বনিকাব্য বলা হবে না। ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকৃতি লক্ষ্য করে কাব্যের শ্রেণীবিন্যাস করা হবে। বাচ্যার্থের তুলনায় ব্যঙ্গ্যার্থ যদি গৌণ (গুণীভূত) হয়, তবে কাব্যকে বলা হবে গুণীভূতব্যঙ্গ্য। ব্যঙ্গ্যার্থের গৌণতা নির্ধারণ করা হয় ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকৃতি দেখে। গৌণতার কারণ আটটি। এগুলি হল ব্যঙ্গ্যার্থের—

(১) স্পষ্টতা (২) রস বা বাচ্যার্থের অঙ্গত্বপ্রাপ্তি (৩) বাচ্যার্থবোধে সহায়কত্ব (৪) দুর্বোধ্যতা (৫) সন্দেহজনকভাবে প্রধান হওয়া/সন্দিগ্ধপ্রাধান্য (৬) সম-প্রাধান্য (বাচ্যার্থের মত) (৭) কাকুর দ্বারা আক্ষিপ্ততা এবং (৮) অ-সৌন্দর্য।

গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকৃতি আট রকম হয়। বাচ্যার্থের তুলনায় গৌণতাও হয় আট রকম। তাই এই শ্রেণীর কাব্যকে আট ভাগে ভাগ করা হয়।

গুণীভূতব্যঙ্গ্যস্য ব্যঙ্গ্যম্ এবম্ অষ্টৌ ভিদাঃ স্মৃতাঃ। —গুণীভূতব্যঙ্গ্যের ব্যঙ্গ্যার্থ এভাবে আট রকম বলে জ্ঞাত। 'অগূঢ়ম্' থেকে সুরু করে 'অসুন্দরম্' অবধি সবগুলিই ব্যঙ্গ্যম্ এর বিণ। সন্দিগ্ধপ্রাধান্যম্ চ তুল্যপ্রাধান্যং চ= সন্দিগ্ধতুল্যপ্রাধান্যে।

বাচ্যস্য সিদ্ধৌ (অববোধে) যৎ অঙ্গম্, তৎ বাচ্যসিদ্ধ্যঙ্গম্। যুবতীর পুরুষ্টু স্তন যেমন রাখা-ঢাকা থাকলেই মানুষ আনন্দ পায়, তেমনি ব্যঙ্গ্যার্থ অল্পবিস্তর অস্পষ্ট অথবা দুর্বোধ্য হলে আনন্দের কারণ হয়। কিন্তু অগূঢ়তা বা স্পষ্টতা যেমন খুশী করে না, তেমনি অতি দুর্বোধ্যতাও দুঃখের কারণ। অতি দুর্বোধ্য এবং অতি-স্পষ্ট—দুই ব্যঙ্গ্যার্থই বাচ্যার্থের তুলনায় গৌণ হয়ে পড়ে।

যৎপরঃ = যদর্থপরঃ = যস্মিন্ অর্থে প্রযুক্তো ব্যবহৃতো বা।

স শব্দার্থঃ = সোঽর্থঃ শব্দানাম্ এব অর্থঃ

= সঃ = শব্দৈঃ সাক্ষাদ্রূপেণ প্রতিপাদিতোঽর্থঃ।

শেষ পর্যন্ত (Finally) যে অর্থ বোঝাবার জন্য বাক্যস্থ শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়, সেই চরম অর্থটি শব্দগুলিই সাক্ষাৎভাবে প্রতিপাদিত করে। যেমন, 'নিঃশেষ-চ্যুত'—ইত্যাদিতে চরম অর্থ হল 'তার সঙ্গে রমণ করতে গিয়েছিলে'। এই অর্থ বোঝানোর জন্যেই 'নিঃশেষচ্যুত'—শ্লোকের শব্দগুলি (বা পদগুলি) প্রয়োগ করা হয়েছে। এই অর্থ শব্দ-সমূহ-কর্তৃক (বাক্য কর্তৃক) সাক্ষাৎভাবে প্রতিপাদিত। অর্থাৎ অভিধাই (সাক্ষাৎ-শক্তি) ঐ চরম অর্থটিকে বোঝাল, ব্যঞ্জনা নয়।

ব্যঞ্জনাবাদী বলেন : শব্দসমূহের বা বাক্যের এই তদর্থপরত্ব বা তাৎপর্য* কি বস্তু তা উপরি-উক্ত-মতাবলম্বীরা জানেন না। 'যৎপরঃ……' নীতিটি মীমাংসা-দর্শনের একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি। মীমাংসকেরা উপরি-উক্ত উদ্দেশ্যে বা অর্থে নীতিটির প্রয়োগ করেন না।

শ্লোক ১/অন্বয় অসুহৃৎ কৃত-তিরস্কৃতিঃ যস্য [সমীপম্] এত্য, তপ্তসূচী-ব্যধ-ব্যতিকরেণ কর্ণৌ যুনক্তি ; সো[হম্] এষ [অধুনা] কাঞ্চী-গুণ-গ্রথন-ভাজনম্। সম্প্রতি জীবন্ [অপি] ন ভবামি। কিম্ আবহামি ?

অসুহৃৎ—শত্রুঃ।	বিরাটের বাড়ীতে বৃহন্নলার বেশে অর্জুন
তিরস্কৃতিঃ—তিরস্কারঃ।	কাঞ্চীর দড়ি পরান। দ্রৌপদী এ সময়ে
ব্যধঃ—বেধনম্।	অর্জুনকে খবর দিয়েছেন : কীচকের কাছে
ব্যতিকরঃ—পৌনঃপুন্যম্।	পাণ্ডব-পক্ষীয় বীর পরাজিত। আক্ষেপের
যুনক্তি—ভিনত্তি।	সঙ্গে দ্রৌপদীকে উপরি-উক্ত কাবতাটি
ভাজনম্—পাত্রম্।	বলেছেন অর্জুন। * * *
আবহামি—করোমি।	[শরণাগত শত্রুর তপ্ত লোহশলাকা দিয়ে কান ফোঁড়া দেশাচার ছিল।]

'অসু—স্কৃতিঃ', জনঃ (উহ্য) এর বিণ।

'জীবন্' এই পদের [বাচ্য] অর্থ 'বেঁচে থেকে'। বাচ্য অর্থ অন্য অর্থে সংক্রমিত বা পরিবর্তিত হয়েছে। পরিবর্তিত অর্থ হল : 'হীন অবস্থায় বেঁচে

*তৎপরত্ব, তদর্থপরত্ব, তাৎপর্য—সমার্থক।

থেকে'। এটিই ব্যঙ্গ্যার্থ। এটি গূঢ় নয়। একেবারেই স্পষ্ট। তাই বাচ্যার্থ 'বেঁচে থেকে'-র কাছে গৌণ।

'অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যস্ত' উহ্য পদ 'পদস্ত' এর বিণ।

পৃঃ ৩৫, ৯৮

শ্লোক ২/ নায়কের সঙ্গে এখনও ঘুমিয়ে থাকা নায়িকার প্রতি সখীর উক্তি।

অন্বয়/ উন্নিদ্র-কোকনদ-রেণু-পিশঙ্গিতাঙ্গাঃ মধুপাঃ গৃহদীর্ঘিকাসু মধু পায়ন্তি। রবেঃ নব-বন্ধুজীব-পুষ্পচ্ছদাভম্ উদয়াচলচুম্বি চ বিম্বম্ এতৎ চকাস্তি। 'উন্নিদ্র—পিশঙ্গিতাঙ্গাঃ', 'মধুপাঃ'র বিণ। 'বিম্বম্' এর বিণ ৩টি—

(১) নব—দাভম্

(২) উদয়া—চুম্বি

(৩) এতৎ।

পুষ্পচ্ছদ—ফুলের পাপড়ি।

উন্নিদ্র—প্রস্ফুট।

কোকনদ—পদ্ম।

'চুম্বন' পদের ব্যঙ্গ্যার্থ হল 'উষ'-আরম্ভ'। বাচ্যার্থ 'চুমু দেওয়া'। এটি পুরোপুরি অস্বীকৃত। কারণ অচেতন রবিবিম্ব বা সূর্যমণ্ডলের পক্ষে চুমু খাওয়া অসম্ভব।

পৃঃ ৩৬, ৯৮

শ্লোক ৩ সীতার প্রতি রামের উক্তি। রাবণ নিহত। রাম ফিরছেন বিমানে। সঙ্গে সীতা। —বালরামায়ণ/দশম-অঙ্ক।

বন্ধনবিধি—বন্ধনকাজ, বন্ধন। সক্থসি—ভাবে ৭মী

সেবরে—আধারাধিকরণে ৭মী। তাড়িতে—'বক্ষসি'র বিণ।

কৃত্তা—ছিন্না কণ্ঠাটবী—কণ্ঠের বন/কণ্ঠের সারি।

'কোন একজনের দ্বারা (বা কেউ একজন)'—এর ব্যঙ্গ্যার্থ হল 'রাম'। কেউ একজন = রাম। এই ব্যঙ্গ্যার্থের মূল/ভিত্তি হল অর্থশক্তি। এই প্রকার নাম হল অনুরণন বা অনুস্বান। এই ব্যঙ্গ্যার্থের ক্রম লক্ষ্য করা যায়।

'অর্থ—রূপস্ত' পদটি 'ব্যঙ্গ্যস্ত' পদটির বিণ। 'ব্যঙ্গ্যস্ত' এবং 'অগূঢত্বম্'—পদ দুটি উহ্য আছে।

বস্তুধ্বনি এবং অলংকারধ্বনি সংলক্ষ্যক্রম। বাচ্যার্থবোধ থেকে ব্যঙ্গ্যার্থ-প্রতীতিতে পৌঁছানোর পথটুকু শব্দশক্তি বা অর্থশক্তি হতে বুঝতে পারা যায় বলেই সংলক্ষ্যক্রম। অন্য কথায়, পূর্বপশ্চাৎ সম্বন্ধটুকু স্পষ্ট বুঝতে পারায় রণন আর অনু-(পশ্চাৎ) রণনের ক্রমটি সংলক্ষ্য।

'অনুরণন' ধ্বনির অন্য নাম অনুস্বানসন্নিভ ধ্বনি। স্পষ্ট করে বলা যায়ঃ বস্তুধ্বনি এবং অলংকারধ্বনি অনুরণনরূপ।

শ্লোক ৪ মহাভারত/স্ত্রীপর্ব/২৪ অধ্যায়।

যুদ্ধে ভূরিশ্রবার কাটা হাত দেখে পত্নীর উক্তি।

শ্লোক ৫ পার্বতীর পায়ে পড়লেন শংকর। পার্বতীর মান ভাঙল—রাঙা চোখ শান্ত হল। শ্লোকটি এ সম্পর্কেই।

গিরিজুবঃ সা পাদনখদ্যুতিঃ বঃ সদা ত্রায়তাম্—মূল অংশ।

পার্বতীর পায়ে পড়লেন শংকর। শংকরের চোখের ছটা রাঙা করে দিল পার্বতীর পায়ের নখ। পার্বতীর মান ভাঙল। রাঙা চোখ শান্ত হল। কবি বলছেন: পার্বতীর পায়ের নখের অরুণিমা স্পর্ধার বলে বলীয়ান্ হয়ে তাড়িয়ে দিল পার্বতীর চোখের অরুণিমাকে।

গিরিজুবঃ—পার্বত্যাঃ।
নির্বর্তিত—নিষ্পাদিত।
ব্যক্তিঃ—প্রকটতা, প্রকাশঃ, দ্যুতিঃ।
কৈলাসালয়ঃ—শিবঃ। কৈলাসঃ আলয়ঃ যস্য।
বন্ধঃ—অস্তিত্বম্।
সদ্যঃ—মুহূর্তের মধ্যে।
সুদৃঢ়ম্—দৃঢ়ভাবে/একেবারে।
কোকনদ—পদ্ম।

পৃঃ ৩৬, ৯৯

শ্লোক ৬ পক্ষাক্ষরী-নামক কবি ভোজরাজকে শ্লোকটি দিয়ে স্তুতি করেন।

এখানে পৃথিবী বিষয়ক শ্রদ্ধাভক্তিরূপ ভাব, রাজবিষয়ক শ্রদ্ধাভক্তিরূপ ভাবের অঙ্গ।

স্ফারাঃ—অত্যুচ্চাঃ
অম্ভোধয়ঃ—সমুদ্রাঃ

শ্লোক ৭ পশ্যতাং প্রেয়সাম্—দর্শনকারিণাম্ প্রিয়জনানাম্।
প্রত্যর্থিভিঃ—বৈরিভিঃ।

রাজা অনুচিত কার্যের প্রবর্তয়িতা হওয়া সত্ত্বেও শত্রুরা স্তুতি করল।

শ্লোক ৮ মদৃশে তব বৈরিণাং মদঃ
—দেখা গেল শত্রুদের গর্ব।
করবাল—তরওয়াল।

শ্লোক ৯ অন্যাভিধায়ি—প্রসঙ্গান্তরে উচ্চারিতম্।
বিষমাম্—দুঃসহাম্।

শ্লোক ১০ অভিযুক্তঃ—আক্রান্তঃ, শিকার হন।
কথানাং বিস্রম্ভেষু—প্রণয়েষু।
উল্লসন্—প্রাদুর্ভবন্।
তৎকালে—বালত্বকালে।

ভাবসন্ধি অলংকার। অন্য বলে।

পৃঃ ৩৭, ১০০

শ্লোক ১১ পৃথ্বীপরিবৃঢ়, অরণ্যবৃত্তেঃ ভবদ্‌বিদ্বিষঃ কন্যা ফলকিসলয়ানি আদদানা [সতী] কঞ্চিৎ ইত্থম্ অভিধত্তে—

'পশ্যেৎ কশ্চিৎ! চল চপল রে। কা ত্বরা? অহং কুমারী। হস্তালম্বং বিতর। হহহা! ব্যুৎক্রমঃ! ক্বাসি? যাসি?'

পৃথ্বীপরিবৃঢ়—রাজন্। অরণ্যবৃত্তেঃ—বনবাসিনঃ।

ভবদ্‌বিদ্বিষঃ—তব শত্রোঃ।

রাজার পরিজন শত্রু-রাজকন্যার কিছু সংলাপ রাজাকে জানাচ্ছেন। রাজকন্যা যাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন তাঁর সংলাপগুলি উদ্ধৃত করেন নি। উদ্ধৃত করেছেন, কেবল রাজকন্যার সংলাপ। তরুণ মিলিত হতে চেয়েছেন। রাজকন্যা ভয়ে (শংকা) বলেছেন, কেউ দেখে ফেলবে। কপট ক্রোধে (অসূয়া) বলেছেন, চলে যাও। তরুণ মিলিত হতে চাইলে বলেছেন, তাড়া কিসের? (ধৈর্য)। কিন্তু মনে হয়েছে (স্মৃতি), এবার কৌমার্য বিসর্জন দিতে হবে। মিলিত হয়েছেন। ক্লান্তি অনুভব করেছেন। হাতের সাহায্য চেয়েছেন। হতাশা জেগেছে মনে। জ্ঞান ফিরেছে—সব ওলটপালট হয়ে গেল। তবুও যেতে দিতে চাইছে না মন। বলছেন, 'কোথায় তুমি? চলে যাচ্ছ?'

শ্লোক ১২ কনক-মৃগতৃষ্ণা-স্থিতধিয়া [ময়া] জনস্থানে ভ্রান্তম্। দেহি বৈ ইতি বচঃ উদশ্রু প্রলপিতম্ প্রতিপদম্। ভর্তুঃ পরিপাটীষু কা ঘটনা অলম্ ন কৃতা?—বদ। ময়া রামত্বম্ আপ্তম্। কুশল-বসুতা ন তু অধিগতা।

কনকায় স্বর্ণায় বা মৃগতৃষ্ণ: তুর্বায়া অভীপ্সা, তয়া অঙ্কিতা ধীর্যস্ত, তেন। উক্ত 'কবিনা' পদের বিণ।

ভর্তুঃ—ধনিকস্ত
পরিপাটীষু—সেবারচনাসু
অলম্—অত্যর্থম্
কুশল-বস্তুতা—ধনপ্রাচুর্যম্।

কনকমৃগস্ত তৃষ্ণয়া অঙ্কিতা ধীর্যস্ত তেন > 'রামেণ' (উক্ত) পদের বিণ।

বৈদেহি ইতি—সীতে ইতি।

জনস্থানে—(১) জনানাং স্থানে গ্রামনগরাদৌ।
(২) দণ্ডকারণ্যে [রামপক্ষে]

কৃতা-লংকাভর্তু-বদনপরিপাটী-যুঘটনা।

কৃতা লংকাভর্তুঃ রাবণস্ত বদন-পরিপাট্যাং মুখপঙ্‌ক্তৌ ইষুঘটনা শর-সংযোজনা।

কুশলবসুতা—কুশলবৌ সুতৌ যস্যাঃ সা=সীতা।

শ্লোকটি রাজ-সেবায় হতাশ কবির (ভট্টবাচস্পতি) উক্তি-বিশেষ। 'জনস্থানে' বৈদেহি' 'কৃতা…ঘটনা' এবং 'কুশলবসুতা'—এই চারটি শ্লিষ্টপদের প্রয়োগে একটি অপকৃত অর্থও ধ্বনিত হচ্ছে। ধ্বনিত হচ্ছে—কবি এবং রামের মধ্যে সাদৃশ্য বা উপমা। অর্থাৎ উপমা-অলংকারই এখানে ব্যঙ্গ্য। এই অলংকারধ্বনি চারটি শ্লিষ্ট শব্দের উপর নির্ভরশীল। তাই শব্দশক্তিমূল। 'জনস্থানাদিশব্দানাং পরিবৃত্ত্যসহত্বাৎ শব্দশক্তিমূলতা'। সংলক্ষ্যক্রম বলে অনুরণনরূপ। এই উপমা-ধ্বনি 'ময়াপ্তং রামত্বম্' এই বাচ্যার্থের অঙ্গ হয়েছে। তাই অপরাঙ্গ।

অত্র………বাচ্যাঙ্গতাং নীতঃ।

উপমানোপমেয়ভাবঃ—সাদৃশ্যম্, উপমা। (তিনটি পাদদ্যোত্য) রামেণ সহ কবেঃ ইতি শেষঃ।

বাচ্যস্ত অঙ্গতাং নীতঃ। বাচ্যস্ত—ময়াপ্তং রামত্বম্ ইত্যস্ত।

অর্থাৎ উদাহরণটি হল : বাচ্যাঙ্গ-ব্যঙ্গ্য-অলংকারের।

পৃঃ ৩৮, ১০০

শ্লোক ১৩ অন্বয় ! পশ্য : কচিদপি ক্ষপিতত্রিযামঃ[১] সহস্ররশ্মিঃ-[২]সম্প্রতি প্রভাতে আগত্য বিয়োগবিসংষ্ঠুলাঙ্গীম্ এতাম্ অম্ভোজিনীং শনৈঃ প্রসাদয়তি।

(১) কপিতা অতিবাহিতা ত্রিযামা রাত্রির্যেন সঃ।

(২) সূর্যঃ।

বিসংষ্টুলাঙ্গীম্—সঙ্কুচিতাঙ্গী ম্ / বিষমাঙ্গীম্।

পাদপতনেন > কিরণসংযোগেনৈব চরণপতনেন।

প্রসাদয়তি—বিকাশয়তি—অনুনয়তি।

অম্ভোজিনীম্ > পদ্মিনীম্ > পদ্মিনীসংজ্ঞকাম্ বা নায়িকাম্।

সখী বলল: প্রিয় তোমার পরস্ত্রীর সঙ্গে রাত কাটিয়ে এল। তাতে তোমার অভিমান হওয়া উচিত ছিল। তোমাকে এসে অনুনয় বিনয় করে খুশী করা উচিত ছিল তোমার প্রিয়ের। কিন্তু তুমি অনুনয় ছাড়াই অভিমান ছেড়ে দিলে। কিন্তু দেখ: সূর্য......।

'নায়কবৃত্তান্ত' এর বিশ দুটি: (১) অর্থশক্তিমূলঃ।

(২) বস্তুরূপঃ।

উহ্য বিশ—(৩) অনুরণনরূপঃ।

বৃত্তান্তঃ—ব্যবহারঃ।

নায়ক-নায়িকার বৃত্তান্ত ব্যঙ্গ্য। সূর্য-পদ্মিনীর বৃত্তান্ত বাচ্য। নায়ক-নায়িকার ব্যবহারের সঙ্গে আপাততঃ এর কোন সম্পর্ক নাই (নিরপেক্ষ)। বাচ্যে এখানে ব্যঙ্গ্য আরোপিত অবস্থায় রয়েছে। ব্যঙ্গ্য বা ধ্বনিটি এখানে একটি বস্তু বা ঘটনা। এর ভিত্তি শ্লোকের অর্থশক্তি। এটি অনুরণন-বিশেষ এবং সংলক্ষ্যক্রমও।

পৃঃ ৩৮, ১০১

শ্লোক ১৫ অন্বয় / 'গচ্ছামি অচ্যুত, দর্শনেন···তৃপ্তিঃ উৎপদ্যতে? কিন্তু হতজনঃ এবম্ বিজনয়োঃ অন্যথা সম্ভাবয়তি' ইতি আমন্ত্রণ—খেদালসাম্ গোপীম্ আশ্লিষ্যন্ পুলকাৎ—তনুঃ হরিঃ বঃ পাতু।

অচ্যুত—(১) কৃষ্ণ।

(২) চ্যুতিরহিত—অস্খলিতধৈর্য—ধৈর্যে অচল।

—নির্জন এখানে আমার মত নায়িকা থাকা সত্বেও ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি তোমার।

হতজনঃ—দুর্জনঃ। সম্ভাবয়তি—চিন্তয়তি।

আমন্ত্রণ——খেদালসাম্

আমন্ত্রণস্য (সম্বোধনস্য) ভঙ্গ্যা (স্বরবিশেষেণ) সূচিতৌ বুধাবস্থানজনিতৌ খেদালসৌ (ক্লান্তালস্যভাবৌ) যয়া সা। তাম্। 'গোপীম্' এর বিণ।

পুলকোৎকরঃ—রোমাঞ্চসমূহঃ।

অঙ্কিতা—ব্যাপ্তা।

পুলকোৎকরেণ অঙ্কিতা তনুর্যস্য সঃ। 'হরিঃ'র বিণ।

আশ্লিষ্যন্—আলিঙ্গন্।

'হরিঃ পাতু বঃ'—মূল অংশ।

...ইতি আমন্ত্রণ—লসাম্ গোপীম্ আশ্লিষন্

পুলকো—তনুঃ হরিঃ বঃ পাতু।

শ্লোক ১৬ দৃষ্টম্—দর্শনম্।

বিচ্ছেদভীরুতা—বিরহ ভীতিঃ।

ক্লিষ্টম্—অস্ফুটম্, দুর্বোধ্যম্।

শ্লোক ১৭ পরিবৃত্তং—চ্যুতম্।

বিলোচনানি—ত্রীণি নেত্রাণি।

ব্যাপারয়ামাস—সঞ্চারয়ামাস।

'বিম্ব—ষ্ঠে' 'উমামুখে'-র বিণ।

পৃঃ ৩৯, ১০২

শ্লোক ১৮ জামদগ্ন্যঃ—পরশুরামঃ।

অতিক্রমঃ—অত্যাচারঃ।

বাচ্যার্থ—'তিনি রাগবেন'।

বস্তুব্যঙ্গে বস্তুমাত্রেণ.....

কাব্যবৃত্তেঃ—কাব্যস্য অস্তিত্বস্য

তদাশ্রয়াৎ—অলংকারাশ্রয়াৎ।

ধ্বন্যঙ্গতা—ধ্বনেরঙ্গভাবঃ।

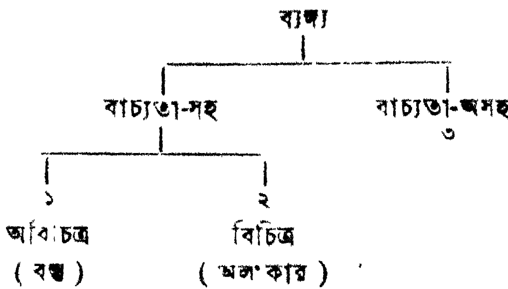
কারিকা ৩ ক. খ. সংসৃষ্টিসঙ্করৈঃ যোগঃ—সংসৃষ্টি এবং সঙ্করের মাধ্যমে মিশ্রণ—সংকর এবং সংসৃষ্টি-রূপে মিশ্রণ।

সালংকারৈঃ তৈশ্চ—অলংকারযুক্ত [গুণীভূতব্যঙ্গ্যের বিভাগগুলির] সঙ্গে এবং অলংকারগুলির সঙ্গে।

'অলংকারযুক্ত গুণীভূত ব্যঙ্গ্যের ভেদ' অংশটুকুতে অলংকার বলতে উপমা-প্রভৃতি স্বাধীন অলংকার বোঝানো হয়েছে।

'অলংকারগুলির সঙ্গে'—অংশটুকুতে অলংকার বলতে রসবৎ, ঊর্জস্বী, প্রেয়ান্-প্রভৃতি অলংকারকে বোঝানো হয়েছে। এগুলি আসলে রস, ভাব ভাবাভাস—ইত্যাদি ছিল কিন্তু অঙ্গতা-বশতঃ পরিবর্তিত হয়েছে অলংকারে।

৩ গ. ঘ.



প্রাক্ প্রতিপাদিতম্ :

'যস্য প্রতীতিমাধাতুম্...', 'নাভিধা সময়াভাবাৎ...'

এবং 'এবমপ্যনবস্থা...' ইত্যাদির দ্বারা পূর্বে (২য় উল্লাস) দেখানো হয়েছে।

পৃঃ ৪০, ১০৪

অর্থশক্তিমূলেঽপি.........অভিধেয়তায়াম্?

বিশেষে = বৈশিষ্ট্যে = অন্বয়ে। পদার্থানামন্বয়ে ইতি যাবৎ।

কর্তুম্ = স্বীকর্তুম্ = বোদ্ধুম্ বোধয়িতুম্ বা।

সংকেতঃ = পদস্য সংকেতঃ শক্তির্বা।

অভিহিতান্বয়বাদে বাক্যের অর্থ, বিশেষ বা অন্বয়-রূপ (বিশেষবপুঃ)। পদের অর্থ বা সংকেতিত অর্থ সামান্য-রূপ। সংকেত বিশেষ (বৈশিষ্ট্য বা অন্বয়) অবধি বোঝা যুক্তিযুক্ত নয়।

আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা এবং সন্নিধির ফলে পদসমূহের অর্থ পরস্পর সম্বন্ধ হয়। পারস্পরিক এই সম্বন্ধ (অন্বয়, বৈশিষ্ট্য, বা বিশেষ) বাক্যের অর্থ। এই বাক্যার্থ পদার্থসমূহ হ'তে ভিন্ন (অপদার্থ)। পদের অর্থ অসম্বদ্ধ থাকে। অর্থাৎ পদের অর্থ হল সামান্য (অ-সম্বদ্ধ)। বাক্যার্থ হল বিশেষ (সম্বদ্ধ)।

বৈশিষ্ট্যম্ = বিশেষঃ = অন্বয়ঃ = সংসর্গঃ = সম্বন্ধঃ।

সামান্যম্ = অনন্বয়ঃ = অসম্বন্ধঃ।

পদার্থ সমূহের অন্বয় বা বৈশিষ্ট্য (বিশেষ) হল বাক্যার্থ।...'পদার্থানাং বৈশিষ্ট্যং বাক্যার্থঃ'।

'বিশেষবপুঃ......বাক্যার্থঃ'।

বাক্যার্থ পদার্থসমূহ হতে ভিন্ন।...'অপদার্থোঽপি বাক্যার্থঃ সমুল্লসতি'...। বাক্যার্থ বিশেষাত্মক। পদার্থ সামান্যাত্মক। (সামান্যরূপাণাং পদার্থানাম্)।

প্রথম ধাপে, পদসমূহের অর্থ বা সংকেতিত অর্থ অসম্বন্ধ (অনন্বিত, অবিশিষ্ট বা সমান) থাকে। অর্থাৎ পদার্থ হল সামান্যবপু বা সামান্য-স্বরূপ। সংকেতিত অর্থ অবিশিষ্ট, অনন্বিত বা অসম্বন্ধ।

নিয়ম হল : বিশেষ বা অন্বয় অবধি সংকেত স্বীকার যুক্তিযুক্ত নয়।

যেঽপ্যাহুঃ......

কারিকা ১ / অন্বয় [বালঃ] চ অত্র প্রত্যক্ষেণ পশ্যতি শব্দ-বৃদ্ধাভিধেয়ান্।
শ্রোতুশ্চ চেষ্টয়া অনুমানেন [পদানাম্ শ্রোতুঃ বা]
প্রতিপন্নত্বম্ [জানাতি]।

শব্দশ্চ বৃদ্ধৌ চ অভিধেয়শ্চ = শব্দবৃদ্ধাভিধেয়াঃ তান্।

শব্দ—উচ্চারিত শব্দ (বাক্য)। যেমন, 'দেবদত্ত গরু আন'। দুই বৃদ্ধ= আদেশকারী এবং আদিষ্ট—দুই ব্যক্তি।

অভিধেয়=অর্থ, 'গো-আনয়ন' রূপ।

অত্র—ব্যুৎপত্তিকালে।

প্রত্যক্ষেণ—ইন্দ্রিয়েণ। ইন্দ্রিয়ং প্রত্যক্ষজ্ঞানে হেতুঃ।

পশ্যতি—জানাতি, প্রত্যক্ষীকরোতি।

প্রত্যক্ষেণ পশ্যতি : কান দিয়ে শব্দ শোনে, চোখ দিয়ে দুই ব্যক্তিকে
দেখে, মন দিয়ে 'গো-আনয়ন' অর্থ বোঝে॥

পশ্যতি—জানাতি।

শ্রোতুঃ—আদিষ্টজনস্য।

প্রতিপন্নত্বম্—বাক্যার্থে অভিজ্ঞত্বম্।

বাক্যের অর্থ যে শ্রোতা বুঝেছে, তাকে।

[বালঃ] চেষ্টয়া (গবানয়নাদিচেষ্টারূপেণ হেতুনা) অনুমানেন শ্রোতুঃ

প্রতিপন্নত্বম্ [পঙক্তি (জানাতি, অনুমিনোতি)]। অনুমানেন পঙক্তি (জানাতি)=অনুমিনোতি। চেষ্টা চাত্র করণম্।

বালক অনুমান করে: শ্রোতা বাক্যের অর্থ বুঝেছে। অর্থাৎ আদিষ্ট ব্যক্তিকে 'গাম্ আনয়' বলা হলে, 'গো-আনয়ন'—এই অর্থ আদিষ্ট ব্যক্তি বুঝেছে: এটি অনুমিতার্থ। অনুমানের হেতু—শ্রোতার চেষ্টা (কাজ)। এখানে গরু আনয়ন।

১ম শ্লোকটির বৃত্তি হল: 'দেবদত্ত গামানয়……তচ্চেষ্টয়ানুমায়।'

উত্তমবৃদ্ধ—নির্দেশক ব্যক্তি

মধ্যমবৃদ্ধ—আদিষ্ট ব্যক্তি। এখানে ব্যক্তিটির নাম দেবদত্ত।

সাস্না—গলকম্বল।

অর্থ—জিনিষ, এখানে প্রাণী।

সাস্নাদিমন্তমর্থম্=গাম্।

মধ্যমবৃদ্ধে—ভাবে ৭মী।

প্রতিপন্ন—জ্ঞাত।

অনেন—দেবদত্তেন।

তচ্চেষ্টয়া—তস্য (দেবদত্তস্য) চেষ্টয়া।

'অন্যথানুপপত্ত্যা তু……অর্থাপত্ত্যা' অংশটুকুর বৃত্তি হল: তয়োরখণ্ড…… ব্যুৎপদ্যতে।

কারিকাস্থ 'শক্তিম্' এর বৃত্তি: বাচ্যবাচকভাবলক্ষণং সম্বন্ধম্।

কারিকা ২ অন্বয়

[বালঃ] অন্যথানুপপত্ত্যা অর্থাপত্ত্যা তু বোধেৎ শক্তিং দ্ব্যাত্মিকাম্।

দ্ব্যাত্মিকাম্ শক্তিম্=বাচ্যবাচকভাবলক্ষণং সম্বন্ধম্ (বৃ.)।
=দ্বিস্বরূপ শক্তি
=একটি হল বাচকত্ব (বাক্যের)।
অন্যটি হল বাচ্যত্ব (বাচ্যার্থ)।
বাক্যের শক্তি হল বাচকত্ব আর বাক্যার্থের বাচ্যত্বে অর্থাৎ বাচ্য হওয়ায়।

অখণ্ড—অবিভাজ্য।

'বাক্যাবাক্যার্থে'এর বিণ। বাক্য থেকে বাক্যার্থ কখনও ছিনিয়ে নেওয়া যায় না।

মনে হয়ঃ 'অপগু'—অংশটুকুই 'অন্যথানুপপত্ত্যা—অংশের খুব সংক্ষিপ্ত বৃত্তি। এর মধ্যেই 'অ—ত্ত্যা'-এর অর্থটি লুকিয়ে আছে।

অর্থাপত্ত্যা—অর্থাপত্তি-নামকেন প্রমাণেন।

মীমাংসকেরা 'অর্থাপত্তি' নামে একটি প্রমাণ স্বীকার করেন। দ্বিতীয় উল্লাসের 'আলোচনীতে' বলা হয়েছে: এর দুটি ভাগ—দৃষ্টার্থাপত্তি এবং শ্রুতার্থাপত্তি।

পদটির বিণ হল অন্যথানুপপত্ত্যা। দুটিতে বিভক্তি ৩য়া। দুয়ের মধ্যে অভেদান্বয় বুঝতে হবে।

অন্যথানুপপত্ত্যা অর্থাপত্ত্যা = অন্যথানুপপত্তিরূপয়া অর্থাপত্ত্যা।

অর্থাৎ অর্থাপত্তি হল অন্যথানুপপত্তি-স্বরূপ। "অনুপপত্তিরর্থাপত্তিরেব"।

অন্যথানুপপত্ত্য' = 'গাম্ আনয়' ইত্যাদি বাক্যশ্রবণাৎ গবানয়নাত্মর্থজ্ঞানম্ এতদ্‌বাক্যেন এতদর্থস্য বাচ্যবাচকসম্বন্ধং বিনা অনুপপন্নম্ —ইত্যনুপপত্ত্যা।

বাক্য এবং বাক্যার্থের মধ্যে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ বিদ্যমান। অন্যথা বাক্য কি বোঝায়—তা বাক্য থেকে কেউ জানতে পারত না।

[অনন্তরম্] ত্রিপ্রমাণকম্

সম্বন্ধম্ অববোধেত [বালঃ]।

বৃ. = পরতঃ......অবধারয়তীতি।

সম্বন্ধম্—সংকেতম্।

ত্রিপ্রমাণকম্—'সম্বন্ধম্' এর বিণ।

= প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং অর্থাপত্তি—তিনটি প্রমাণ সংকেতের জ্ঞাপকরূপে বিদ্যমান।

= তিনটি প্রমাণের দ্বারা সংকেত জানতে পারে।

'চৈত্র, গরু আন', 'দেবদত্ত ঘোড়া আন', 'দেবদত্ত, গরু নিয়ে যাও' ইত্যাদি বাক্যের শব্দগুলির তত্তদর্থ জানে।

"পরতঃ..........অবধারয়তীতি।"

অন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাম্—আবাপোদ্বাপাভ্যাম্।

অন্বয়—সদর্থবাক্য (শিথিল অর্থে)।

ব্যতিরেক—নঞর্থবাক্য।

অন্যথায়ঃ তৎসত্ত্বে তৎসত্ত্বমন্বয়ঃ,

তদসত্ত্বে তদসত্ত্বং ব্যতিরেকঃ।

পৃঃ ৪০-৪১, ১০৫

প্রবৃত্তিনিবৃত্তিকারি বাক্যমেব……বিশিষ্টা এব পদার্থা বাক্যার্থঃ।

অন্বিতৈঃ পদার্থৈঃ—পদার্থান্তরেণ সংসৃষ্টৈঃ

পদার্থৈঃ সহ।

অন্বিতানাম্—পরস্পরং সাকাঙ্ক্ষাণাম্

বিশিষ্টাঃ—পরস্পরসংসৃষ্টাঃ সংবদ্ধাঃ অন্বিতাঃবা।

বাক্যার্থঃ—বাক্যপ্রতিপাদ্যঃ।

ন তু পদার্থানাং বৈশিষ্ট্যম্ বাক্যার্থঃ।

বৈশিষ্ট্যম্ = অন্বয়ঃ সম্বন্ধঃ, সংসর্গঃ, বিশেষঃ।

অভিহিতানাম্ পদানাম্ অন্বয় এব বাক্যার্থঃ ইতি অভিহিতান্বয়বাদিনঃ।

পদার্থসমূহের অন্বয় (বৈশিষ্ট্য বা সম্বন্ধ)—বাক্যের অর্থ—অভিহিতান্বয়-বাদিদের মত। কিন্তু অন্বিতাভিধানবাদে বিশিষ্ট পদার্থ-সমূহই বাক্যের প্রতিপাদ্য। (বিশিষ্টা এব পদার্থা বাক্যার্থঃ)।

যদ্যপি……তথাভূতত্বাৎ।

সামান্যাবচ্ছাদিতঃ—সাধারণ্যের দ্বারা আচ্ছাদিত হয়ে।

Being Overshadowed by universals.

'পদার্থঃ' এর বিণ।

প্রতিপাদ্যতে—জ্ঞায়তে।

ব্যতিষক্ত—পরস্পর-সম্বদ্ধ।

তথাভূতত্বাৎ—বিশেষরূপত্বাৎ।

প্রত্যভিজ্ঞা-প্রত্যয়ঃ—স্বীকৃতি-বোধঃ।

তেষামপি মতে……অবাচ্য এব যত্র পদার্থঃ প্রতিপদ্যতে।

তেষাম্ = অন্বিতাভিধানবাদিনাম্।

সামান্যবিশেষরূপঃ = 'পদার্থঃ'র বিণ।

সামান্যেন সাধারণধর্মেণ অবচ্ছাদিতঃ

(overshadowed) বিশেষঃ রূপম্ স্বরূপম্ যস্য সঃ।

সাধারণধর্মঃ—অপরপদার্থান্বিতানয়নত্বম্।

বিশেষরূপঃ—গবানয়নাদিরূপঃ।

সংকেতস্য শক্তেঃ বিষয়ঃ = সংকেতবিষয়ঃ।

জ্ঞাপকত্বং তু অজ্ঞাতস্ত কথম্ ?

সেই শব্দই অর্থের বোধক হতে পারে, যার নিজের অর্থ জানা গেছে।

অর্থাৎ সংকেতের মাধ্যমে প্রথমে শব্দ জ্ঞাত হয়। পরে সেই শব্দ অন্ত অর্থের বোধক হতে পারে।

স চান্বিতমাত্রে

সঃ = সংকেতঃ।

অন্বিতমাত্রে = ন তু অন্বিতবিশেষে, ন বা বিধাদৌ।

কেবল অন্তের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত শব্দেরই সংকেত-গ্রহণ সম্ভব।

তত্র নিমিত্তত্বম্ ...শব্দস্ত।

মম্মট বলেছেন: উক্তিটির 'নিমিত্ত' কথাটির অর্থ হবে হয় কারক না হয় জ্ঞাপক। কেননা, হেতু বা নিমিত্ত হয় জনক (কারক) না হয় জ্ঞাপক হয়। কারকহেতু যেমন—বিদ্যয়া যশঃ। বিদ্যা যশের জন্ম দেয়। জ্ঞাপকহেতু যেমন—ধূমেন বহ্নিমান্। ধূম বহ্নিকে জানায়।

নিয়ম হল: জ্ঞাপকহেতুর জ্ঞাপ্যের (বহ্নি) সঙ্গে নিয়তসম্বন্ধ (ব্যাপ্তি) থাকে।

এদিক্ থেকে, শব্দকে যদি ব্যঙ্গ্যার্থের (কার্য) হেতু বলা হয়, তাহলে শব্দকে হয় কারক হতে হবে, না হয় জ্ঞাপক হতে হবে।

কিন্তু শব্দ ব্যঙ্গ্যার্থের জনক নয়, প্রকাশকমাত্র। তাই কারকহেতু নয়।

(প্রকাশকত্বান্ন কারকত্বম্)।

আবার শব্দের সঙ্গে ব্যঙ্গার্থের সম্বন্ধ নিয়ত নয়। তাই জ্ঞাপকহেতুও নয়।

মম্মটের যুক্তি অবশ্য অন্যরকম। মম্মট বলেন: যে নিজে অজ্ঞাত, সে অন্তের জ্ঞাপক হবে কি করে ? যে নিজে M. A. Pass করে নি, সে অন্তকে M. A. পাশ করাবে কি করে ? 'স্বয়মসিদ্ধঃ কথমন্তং সাধয়তি ?'

শব্দ জ্ঞাত হতে পারে একমাত্র সংকেতের মাধ্যমে। সংকেতগ্রহণ আবার অন্তের সঙ্গে সম্বদ্ধ পদেই সম্ভব। (স চান্বিতমাত্রে)। অন্বিতবিশেষ বা বিধি-প্রভৃতিতে* নয়।

---

* ন্যায়কান্তিকগবচনরূপ।

এবং চ······কথম্।

নৈমিত্তিকস্ত প্রতীতিঃ = ইদম্ এতৎ নিমিত্তকম্* ইতি জ্ঞানম্।

নিয়তনিমিত্তত্বম্ = নিমিত্তনিয়তত্বম্।

= হেতুগত (সামর্থ্যের) (পরিধি) নিয়তত্বা।

= হেতু সামর্থ্যের পরিধিসীমা।

হেতুকে হেতু বলে জানার জন্যে প্রয়োজন হেতুর হেতুগত সামর্থ্যকে পরিষ্কার করে জানিয়ে দেওয়া। হেতুগত সামর্থ্যের পরিধি যতক্ষণ পর্যন্ত সীমিত (নিয়ত) রূপে না জানা যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত হেতুকে হেতু বলে মনে হয় না।

অবিচারিতাভিধানম্ = অবিচারিতকথনম্।

মম্মটের সিদ্ধান্ত :

এক শ্রেণীর মীমাংসক ব্যঞ্জনা স্বীকার করার জন্ত শব্দকেই ব্যঙ্গ্যার্থের কারণ (অথবা অভিধা ব্যঙ্গ্যার্থ-প্রতীতির কারণ) বলতে গিয়ে 'নৈমিত্তিকানুসারেণ ······'-রূপ যে কথাটি বলেছেন ; তা একান্ত অযৌক্তিক।

পৃঃ ৪১, অনুচ্ছেদ ৭, পৃঃ ১০৬, অনুচ্ছেদ ২

যে ত্বভিদধতি······দেবানাং প্রিয়াঃ।

'বাচোযুক্তেঃ' এবং 'দেবানাং প্রিয়াঃ'—দুই স্থলে অলুক্ সমাস। বাচোযুক্তি—বাক্যের যুক্তি। বাক্যটি হল : যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ। তাৎপর্য-বাচোযুক্তেঃ—ষষ্ঠী ১ব.।

= 'যৎপরঃ শব্দ স শব্দার্থঃ' ইতি মীমাংসকনিয়মোক্তেঃ।

= তাৎপর্য-সম্পর্কিত উক্তি-রূপ যুক্তির।

দেবানাং প্রিয়াঃ = মূর্খাঃ।

সঃ ব্যাপারঃ = অভিধা-ব্যাপারঃ।

ব্যাপারঃ = বৃত্তিঃ = শক্তিঃ = ক্রিয়া।

"যথা বলবতা প্রেরিত এক এব ইষুরেকেনৈব বেগাখ্যেন ব্যাপারেণ রিপোর্বর্মচ্ছেদং মর্মভেদং প্রাণহরণং চ বিধত্তে ; তথা সুকবিপ্রযুক্তঃ, এক এব শব্দঃ, একেনাভিধাখ্যব্যাপারেণ পদার্থোপস্থিতিম্, অন্বয়বোধং, ব্যঙ্গ্যপ্রতীতিং চ বিধত্তে জনয়তি"।—ঝল্‌কিকর।

---

* নিমিত্তকম্—স্বার্থে ক।

যৎপরঃ শব্দঃ স শব্দার্থঃ

=যদর্থে যস্য শব্দস্য তাৎপর্যং (বিবক্ষা)* স শব্দার্থঃ।

যস্মিন্ (অর্থে) পরঃ (বিবক্ষিতঃ)=যৎপরঃ। 'যৎপরঃ' 'শব্দঃ' এর বিণ।

'নিঃশেষচ্যুতচন্দনম্'—ইত্যাদিতে সমগ্র বাক্যটি (শব্দ) 'রমণ করতে গিয়েছিলে'—এরূপ সদর্থেই বিবক্ষিত। তাই এই অর্থটিও (সদর্থটিও) বাক্যেরই (শব্দেরই) অর্থ।

অত্র—'নিঃশেষচ্যুতচন্দনম্'—ইত্যাদি স্থলে

বিধিরেব—সদর্থই ('রমণ করতে গিয়েছিলে' এরকম)।

কেউ কেউ বলেন : একমাত্র অভিধা-বৃত্তির সাহায্যেই সমস্ত অর্থ নির্ণীত হতে পারে। কাজেই, এ বিষয়ে লক্ষণা প্রভৃতি পৃথক্ বৃত্তি স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই। মুকুল ভট্ট এই দলের লোক।

পৃঃ ৪১, অনুচ্ছেদ ৭, পৃঃ ১০৬, অনুচ্ছেদ ৩

তথাহি……প্রাপ্নুবন্তি।

ভূতম্=সিদ্ধম্ (=কারকাদি)।

ভব্যম্—সাধ্যম্ (=ক্রিয়া)।

ভব্যায়=সাধ্যায়।

উপদিশ্যতে=অজ্ঞাতং জ্ঞাপ্যতে।

সমুচ্চারণে=সহোচ্চারণে।

ভূতভব্য……উপদিশ্যতে।

"সিদ্ধ এবং সাধ্য যখন এক সঙ্গে উচ্চারিত হয়, তখন, সাধ্যের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য সিদ্ধ উল্লিখিত হয়।" এটি একটি নিয়ম।

কারকপদার্থাঃ='গাম্ আনয়' ইত্যাদৌ গাম্ ইত্যাদয়ঃ।
=সিদ্ধাঃ।

ক্রিয়াপদার্থেন=আনয়নপদার্থেন=সাধ্যেন।

অন্বীয়মানাঃ=সম্বদ্ধাঃ।

প্রধানক্রিয়ায়াঃ=আনয়নস্য।

নির্বর্তিকা=সম্পাদয়িত্রী।

---

* তাৎপর্যম্—বক্তৃরিচ্ছা।

বক্তৃরিচ্ছা তু তাৎপর্যং পরিকীর্তিতম্।

স্বক্রিয়া—গাবস্চলনম্।

অভিসম্বন্ধঃ—আশ্রয়ত্বম্।

*প্রধানক্রিয়ানির্বর্তিকা 'স্বক্রিয়া'র বিণ। প্রধানক্রিয়ানির্বর্তিকা স্বক্রিয়া, তস্যাঃ অভিসম্বন্ধাৎ (আশ্রয়তায়াঃ)।

সাধ্যায়মানতাম্ প্রাপ্নুবন্তি—সাধ্যা ইব ভবন্তি।

['সাধ্যায়মানতাম্' ইত্যত্র ক্যঙ্।]

=স্বরূপেণ সিদ্ধা অপি সাধ্যক্রিয়াবিশিষ্টতয়া সাধ্যা ইব ভবন্তি।

'গো-আনয়ন'—ক্রিয়া সিদ্ধ হয় তখনই, যখন গরুটি নিজেও 'চলন'ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। অর্থাৎ গরুটি না হাঁটলে তাকে আনা অসম্ভব।

কারকপদার্থাঃ……প্রাপ্নুবন্তি।

কারকগুলি (সিদ্ধ বস্তুগুলি) ক্রিয়ার সঙ্গে (সাধ্যের সঙ্গে) অন্বিত হয়ে সাধ্যের বৈশিষ্ট্যগুলি পায় (সাধ্যসদৃশ হয়); কারণ কারক (গাম্—এই) তখন নিজের ক্রিয়ার (গরুর হাঁটা) আশ্রয় হয়।

বিধীয়তে—জ্ঞাপ্যতে, উপদিশ্যতে is enjoined, the information sought to be conveyed.

ততশ্চ=উপদেশস্য ভব্যার্থকত্বাৎ। উল্লেখ সাধ্যের প্রয়োজন সম্পাদিত করে বলে।

অদগ্ধদহনন্যায়:

একরাশ ঘাস সমেত ছাই-এ আগুন দিলে দেখা যায় ঘাস (অদগ্ধ) পুড়ছে (দহন)। ছাই (দগ্ধ বস্তু) আর পোড়ে না।

ততশ্চ অদগ্ধদহনন্যায়েন যাবৎ অপ্রাপ্তং, তাবৎ বিধীয়তে।

সাধ্যের সঙ্গে সম্বদ্ধ অবস্থায় সিদ্ধ যখন থাকে, তখন সাধ্যই জ্ঞাপিত হয় (গ্রহণযোগ্য তথ্য-রূপে জানা যায়)।

যথা ঋত্বিক্……লোহিতোষ্ণীষমাত্রং বিধেয়ম্।

ঋত্বিকপ্রচরণে—ভাবে ৭মী। ঋত্বিক-প্রচরণ—একটি অনুষ্ঠানবিশেষ। সোজা কথায়—ঋত্বিকের আগিয়ে চলা।

সিদ্ধে—বিণ।

প্রমাণান্তরাৎ—শ্যেনযাগে জ্যোতিষ্টোমাতিদেশাৎ।

উষ্ণীষ—পাগড়ি।

"ঋত্বিকেরা আসিয়ে চলেন লালপাগড়ি সমেত"—একটি বিধিবাক্য। শ্যেনযাগপ্রসঙ্গে বাক্যটি লক্ষণীয়। এই বাক্যের নির্দেশ বা জ্ঞাপ্য (বিধেয়) হল কেবল লোহিতোষ্ণীষত্তা। অর্থাৎ 'ঋত্বিকেরা চলেন লাল পাগড়ি নিয়েই' ('অন্য কিছু নিয়ে নয়)।—"ঋত্বিকরা লাল পাগড়ি ধারণ করবেন"—এটিও হল বিধেয়।

ঋত্বিকপ্রচরণে প্রমাণান্তরাৎ সিদ্ধে—ঋত্বিকদের প্রচরণ অন্য বিধিবাক্য হতে জানা গিয়েছে আগেই।

হবনস্য অন্যতঃ সিদ্ধেঃ......করণত্বমাত্রং বিধেয়ম্।

অন্যতঃ—'অগ্নিহোত্রং জুহোতি' ইত্যুৎপত্তিবাক্যাৎ।

ক্বচিৎ......দ্বিবিধিস্ত্রিবিধির্বা।

ক্বচিৎ = কস্মিংশ্চিদ্‌বাক্যে। কোনও কোনও বিধিবাক্যে।

উভয়োঃ বিধিঃ = উভয়বিধিঃ

ত্রিষু (তথ্যেষু) বিধিঃ = ত্রিবিধিঃ

কোন কোনও বিধিবাক্যে দুটি তথ্যে নির্দেশ (বিধি) প্রযুক্ত হয়। যেমন 'সোমেন যজেত'। এখানে সোমের উপকরণতা এবং যজ্ঞকার্য (যজনীয়তা)——দুইই জ্ঞাপ্য। অর্থাৎ 'যজ্ঞকার্য করবে' এবং 'সোম দিয়েই'—এই দুটি তথ্য জানতে হবে, 'সোমেন যজেত' বিধিবাক্য হতে।

কোথাও আবার তিনটি তথ্যে নির্দেশ হয়।

'দধ্নাগ্নেয়োঽষ্টাকপালঃ'—তে হব্য, দেবতা এবং যাগ—তিনটির।

একটি লৌকিক বাক্য (বেদবাক্য নয়) দিয়ে বক্তব্য স্পষ্ট করা হয়েছে। 'লাল কাপড় বোন'—বাক্যটি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন করণীয়ের (করণীয় অর্থের = বিধেয়ের = কর্তব্যের) জ্ঞাপক হয়।

এক তাঁতী রাস্তার থেকে একটি লোককে ধরে আনল। তাঁতী লোকটিকে বলল: 'লাল কাপড় বোন'। লোকটি ৩টি তথ্য বুঝল: তার কাজ হবে (১) বুনন (বয়ন)। বুনতে হবে (২) কাপড় (গামছা নয়)। কাপড়ের রং হবে (৩) লাল (নীল; হলুদ নয়)।

লোকটি এখানে ৩টি তথ্যই জানল (খেয়াল করল)।

কোন এক তাঁতী আর একটি তাঁতীকে ধরে আনল। ধরে আনা লোকটিকে তাঁতে বসিয়ে বলল: 'লাল কাপড় বোন'। ধরে আনা তাঁতীটি

বাক্যটির থেকে দুটি তথ্য জানল : বুনতে হবে (১) কাপড় (গামছা নয়)। কাপড়ের রং হবে (২) লাল।

'বুননের কাজ করতে হবে'—এই অংশটুকু সে আর খেয়াল করে না। কারণ সে পেশাগতভাবেই জানে : তাকে বুননের (wearing) কাজ করতে হবে।

আবার কোন একটি তাঁতী আর একটি উঁচুদরের তাঁতীকে (যে কেবল কাপড়ই বোনে, গামছা-মশারি ইত্যাদি বোনে না) বাড়ীতে এনে বলল— 'লাল কাপড় বোন'। উঁচুদরের তাঁতী বিধেয়রূপে (করণীয়রূপে) কেবল একটি তথ্যই খেয়াল করে। সেটি হল : লাল (অর্থাৎ লাল কাপড়)।* কারণ পেশাগতভাবে 'বয়ন' এবং বৈশিষ্ট্যের জন্য 'কাপড়'—দুটি তথ্যই তার জানা।

অর্থাৎ বিধিবাক্য অজানা তথ্যকে [অনধিগতার্থ] জানায় [গন্তৃ]। অথবা অপ্রাপ্ত অংশেরই (অজ্ঞাতার্থেরই) প্রাপক (জ্ঞাপক) হল বিধি।

পৃঃ ৪২, ১০৭ অনুচ্ছেদ ১

যৎ তু 'বিষং ভক্ষয়……উপাত্তশব্দার্থে এব তাৎপর্যম্।

মম্মট দেখিয়েছেন : তাৎপর্য শব্দোপাত্ত। কিন্তু বিরুদ্ধবাদীরা একটি উদাহরণ খাড়া করেছেন মম্মটের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে। এরা বলেন—'বিষ খাও এবং এর ঘরে খেও না'—এই বাক্য দুটির অর্থ (তাৎপর্য) হল : এর ঘরে ভোজন উচিত নয়। এই অর্থ কিন্তু বাক্যটি সাক্ষাৎভাবে প্রতিপাদিত করে না। বাক্যটির দ্বারা আক্ষিপ্ত হয় (implied)।

কাজেই তাৎপর্য শব্দোপাত্ত বা তাৎপর্য শব্দগুলির থেকে সাক্ষাৎভাবে গৃহীত (জানা) যায় ?

মম্মটের যুক্তি এখানে এরকম :

এখানে দুটি বাক্যকে এক বলে বোঝার জন্যই 'চ' এই অব্যয়। আর যদিও দুটি সম্পূর্ণ বাক্যের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাব হয় না, তবুও 'বিষ খাও' বাক্যটি বন্ধুর উক্তি বলেই একে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণযোগ্য নয় এবং দ্বিতীয় বাক্যের (অঙ্গী) অঙ্গ বলে ধরতে হবে। প্রথম বাক্যের এবার অর্থ হবে : বিষ খাওয়ার চেয়েও এই ব্যক্তির ঘরে খাওয়া বেশী ক্ষতিকর।

* কাপড়-বোনা তাঁতীর কাছে বিধেয় হল 'লাল' এই বিষয়টি (লাল-শব্দের অর্থটুকু)।

অর্থটি লক্ষণার মাধ্যমে লভ্য।

সুতরাং সমগ্র অর্থ হল : এই ব্যক্তির ঘরে কখনও খাওয়া উচিত নয়, কারণ এই ব্যক্তির ঘরে খাওয়া বিষ খাওয়ার চেয়ে দোষের।

অন্য কথায় বলা যায় : 'এই ব্যক্তির ঘরে না খাওয়ার'—কেবল একটি কারণ সরবরাহ করে 'বিষ খাও'—বাক্যটি।

এভাবে দেখা গেল—ব্যবহৃত শব্দগুলির অর্থকে আলোচ্য অর্থটি (তাৎপর্য) ছাড়িয়ে যায় নি।

আখ্যাত—তিঙন্ত।

আখ্যাতবাক্যয়োঃ—তিঙন্তঘটিতবাক্যয়োঃ। দুটি বাক্যেই তিঙন্ত আছে।

অনুচ্ছেদ ২

যদি শব্দশ্রুতেরনন্তরং……বিষেরপি সিদ্ধং ব্যঙ্গ্যত্বম্।

একদল মীমাংসক বলেন : তীরের মত শক্তিশালী হল শব্দ। শব্দ নিজের শক্তি অভিধা দিয়ে যে কোন অর্থকে প্রতিপাদিত করতে পারে।

মম্মট এ মতের বিরোধী। উপরি-উক্ত মতটিকে স্বীকার করলে তিনটি ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেবে—বলেছেন মম্মট।

প্রথম ক্ষেত্রটি এ রকম :

(১) 'ব্রাহ্মণ, তোমার পুত্র জন্মেছে', 'তোমার (অবিবাহিত) কন্যা গর্ভবতী' ইত্যাদি বাক্য ব্রাহ্মণের মুখে আনন্দ এবং দুঃখ ফুটিয়ে তোলে। অভিধা-কে যদি তীরের মত শক্তিশালী বলা হয়, তাহলে ঐ আনন্দ এবং দুঃখকেও বলতে হবে শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ (অভিধা প্রতিপাদিত অর্থ)।

দ্বিতীয়তঃ,

(২) লক্ষণা-স্বীকারের কোন প্রয়োজন হবে না। লক্ষ্যার্থকেও বোঝাতে পারবে অভিধা। কেননা পূর্বপক্ষীর মতে বলা হয়েছে—যে অর্থই মনে ভাসে, সেই অর্থটিই শব্দের দ্বারা প্রতিপাদিত।

তৃতীয়তঃ,

(৩) প্রয়োজন হবে না একটি প্রতিষ্ঠিত নীতি স্বীকারের। নীতিটি হল জৈমিনির একটি সূত্র—'শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণস্থানসমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্বল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ।

[সমবায়ে—একত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে।

পরম্ এব পারম্। স্বার্থে অণ্। পরন্তু দুর্বলতা=পারদৌর্বল্যম্। অর্থ-বিপ্রকর্ষাৎ—অর্থস্ত বিপ্রকর্ষাৎ দূরবর্তিত্বাৎ=বিলম্বেন অর্থপ্রত্যায়কত্বাৎ।]

সূত্রটির অর্থ হল: শ্রুতি, লিঙ্গ—ইত্যাদির কোন স্থলে প্রয়োগের প্রসঙ্গ হলে দুটির মধ্যে সব সময় আগেরটিকে প্রমাণ বলে মানতে হবে। কারণ, শ্রুতির চেয়ে লিঙ্গ, লিঙ্গের চেয়ে বাক্য দেরীতে অর্থ বোঝায়। এখন যদি বলা হয়—অভিধাই একমাত্র বৃত্তি এবং সমস্ত অর্থেরই প্রকাশ ঘটায়; তাহলে শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য—সকলেরই অর্থ একই সময়ে অভিধা-কর্তৃক প্রকাশিত হবে। এগুলির মধ্যে প্রামাণ্যগত তাই কোনও পার্থক্যও থাকবে না।

কন্যা—অনূঢ়া কন্যা।

বিধেঃ—'নিঃশেষচ্যুত—' ইত্যাদৌ বিধিরূপো (নায়কান্তিক গমনম্) যোঽর্থস্তস্য।

বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থের নিশ্চয় কোন সম্বন্ধ আছে, অন্যথা, যে কোন শব্দ থেকে যে কোন অর্থ ব্যঞ্জিত হতে পারত।

ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ এগুলি দেখা যায়:

(১) বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থের মধ্যে সম্বন্ধ সব সময়ের জন্য বর্তমান (নিয়ত)। নিয়ত-সম্বন্ধের অন্য নাম ব্যাপ্তি। ব্যঙ্গ্যার্থ ব্যাপক (সাধ্য), বাচ্যার্থ ব্যাপ্য (হেতু)। হেতু (বাচ্যার্থ) সাধ্যাধিকরণে থাকে। অর্থাৎ হেতু (বাচ্যার্থ) সপক্ষবৃত্তি।

(২) সাধ্যের অধিকরণ ছাড়া অন্য কোন অধিকরণে (সাধ্যানধিকরণ=বিপক্ষ) হেতু (বাচ্যার্থ) থাকে না। অর্থাৎ হেতু নিয়ত বা বিপক্ষব্যাবৃত্ত।

(৩) ব্যঙ্গ্যার্থের থাকার যেখানে সম্ভাবনা (সন্দিগ্ধসাধ্যবান্), সেখানেই বাচ্যার্থ থাকে। অতএব হেতু পক্ষবৃত্তিও (ধর্মিনিষ্ঠ)।

সুতরাং অনুমানের সমস্ত শর্তই পূর্ণ হয়। অর্থাৎ হেতুর (বাচ্যার্থের) তিনটি বৈশিষ্ট্যই এখানে আছে। তিনটি বৈশিষ্ট্য হল: সপক্ষবৃত্তি, বিপক্ষ-ব্যাবৃত্তি, এবং পক্ষবৃত্তিত্ব (ধর্মিনিষ্ঠত্ব)।

ননু……প্রসঙ্গাৎ।

বাচ্যাৎ=বাচ্যার্থাৎ।

তাবৎ=অর্থহীনো বাক্যালংকারঃ।

কুতশ্চিৎ=কুতশ্চিৎ শব্দাৎ।

বাচ্যাদসম্বদ্ধং তাবন্ন প্রতীয়তে = বাচ্যার্থাৎ অসম্বদ্ধং বস্তু ন প্রতীয়তে।

বস্তুতঃ, বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই—এ রকম অর্থ প্রতীত হয় না।

এবং চ……পর্যবস্যতি।

সম্বন্ধাৎ = সম্বন্ধেন প্রয়োজনাৎ। সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তার জন্য। হেতৌ ৫মী। সম্বন্ধহেতু = সম্বন্ধের প্রয়োজনীয়তা হেতু।

ব্যঙ্গব্যঞ্জকভাবঃ = ব্যঞ্জনা।

অপ্রতিবন্ধে = অনিয়তসম্বন্ধে = ব্যাপ্ত্যাখ্যসম্বন্ধরহিতে।

প্রতিবন্ধঃ = নিয়তসম্বন্ধঃ।

ব্যাপ্তত্বেন = সপক্ষসত্ত্বেন।

নিয়তধর্মিনিষ্ঠত্বেন/নিয়তশ্চ ধর্মিনিষ্ঠশ্চ, তয়োর্ভাবঃ নিয়তধর্মিনিষ্ঠত্বম্। তেন।

নিয়তত্বেন = বিপক্ষব্যাবৃত্ত্যা।

ধর্মিনিষ্ঠত্বেন = পক্ষবৃত্ত্যা। ধর্মী = পক্ষঃ।

যৎ = 'অনুমানম্' এর বিণ। অনুমানম্ = অনুমিতিঃ

তদ্রূপঃ = অনুমিতি-স্বরূপঃ। অনুমিত্যাত্মকঃ। 'ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবঃ'-এর বিণ।

ত্রিরূপাৎ—'লিঙ্গাৎ'-এর বিণ। রূপ—বৈশিষ্ট্য। ত্রীণি রূপাণি বৈশিষ্ট্যানি যস্য, তৎ > ত্রিরূপম্।

হেতুর বৈশিষ্ট্য ৩টি—(১) সপক্ষে থাকা সপক্ষসত্ত্ব।
(২) বিপক্ষে না থাকা বিপক্ষাসত্ত্ব।
(৩) পক্ষে থাকা পক্ষসত্ত্ব।

লিঙ্গ—হেতু। লিঙ্গী—সাধ্য।

ত্রিরূপাৎ লিঙ্গাৎ লিঙ্গি জ্ঞানং যৎ অনুমানম্, তদ্রূপঃ সন্ [ব্যঙ্গ্য ব্যঞ্জভাবঃ] পর্যবস্যতি।—এ রকম অন্বয় বুঝতে হবে।

তদ্রূপঃ সন্ পর্যবস্যতি

অনুমিতি-স্বরূপ হয়ে ব্যঙ্গব্যঞ্জকভাব পর্যবসন্ন (= শেষ পর্যন্ত প্রতীত) হয়। অনুমানেই ব্যঞ্জনার পর্যবসান ঘটে। অর্থাৎ ব্যঙ্গ্যার্থ অনুমিতার্থ।

অন্বয় / ভ্রম ধার্মিক—হে ধার্মিক! ভ্রম। বিশ্রব্ধঃ সঃ শুনকঃ অদ্য তেন গোদানদীকচ্ছকুঞ্জবাসিনা দৃপ্তসিংহেন মারিতঃ।

বিশ্রব্ধঃ—বিশ্বস্তঃ। কচ্ছ—তীর।

ততঃ কথং……ন বাচ্যত্বম্ ?

'ব্রাহ্মণ, তোমার পুত্র জন্মেছে' 'ব্রাহ্মণ তোমার অবিবাহিত কন্যা গর্ভবতী'—এই দুটি বাক্য থেকে ব্রাহ্মণ বোঝে—'পুত্রের জন্ম' 'অবিবাহিত কন্যার গর্ভ'। এ দুটি বাক্য দুটির বাচ্যার্থ। কিন্তু বাক্য দুটি ব্রাহ্মণের মনে দুটি বস্তুর (অর্থের) জন্ম দেয়। এ দুটি যথাক্রমে আনন্দ এবং দুঃখ। এ দুটি বস্তু (অর্থ) ঐ বাক্য দুটিরই ফল। ব্যঞ্জনা-বিরোধী যদি বলেন : সমস্ত অর্থই অভিধা-প্রতিপাদ্য, তাহলে উপরোক্ত অর্থ দুটিকেও বাচ্যার্থ বলতে হয়।

কিন্তু তা বলা যায় না।

কিমিতি চ শ্রুতি……পূর্ব পূর্ববলীয়স্ত্বম্ ?

মীমাংসাদর্শনে বলা হয়েছে : শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রসঙ্গ ইত্যাদির একই ক্ষেত্রে অর্থপ্রকাশের ঘটনা ঘটলে দেখা যাবে লিঙ্গের চেয়ে শ্রুতি আগে অর্থ-প্রকাশ করছে। বাক্যের চেয়ে লিঙ্গ আবার আগে। এ রকম প্রসঙ্গের চেয়ে বাক্য আগে। অন্যগুলির ক্ষেত্রেও এ রকম জানতে হবে। কেননা, শ্রুতি হল স্বনির্ভর। তাই অর্থপ্রকাশে দেরী হয় না। লিঙ্গ কিন্তু শ্রুতি-নির্ভর। এজন্যে দেরী। আবার বাক্যের তুলনায় লিঙ্গ অনেকখানি স্বতন্ত্র। এভাবে পরেরটির তুলনায় আগেরটি অর্থপ্রকাশের ক্ষমতায় বেশী শক্তিশালী।

জৈমিনির সূত্রটি হল : শ্রুতিলিঙ্গবাক্যপ্রকরণ—সমাখ্যানাং সমবায়ে পার-দৌবল্যমর্থবিপ্রকর্ষাৎ।

[সমবায়ে—একত্রোপনিপাতে, পরস্য দুর্বলতা—পারদৌবল্যম্, অর্থস্য বিপ্রকর্ষাৎ দূরবর্তিত্বাৎ = বিলম্বেনার্থ প্রত্যায়কত্বাৎ]।

এখন ব্যঞ্জনা-বিরোধী যদি বলেন—অভিধা একমাত্র বৃত্তি, তাহলে শ্রুতি অথবা লিঙ্গ-উপস্থাপিত অর্থও অভিধা-বৃত্তির মাধ্যমে প্রকাশিত হবে এবং অর্থ-প্রকাশের সময়গত পার্থক্য থাকবে না। অর্থাৎ শ্রুতি-উপস্থাপিত এবং লিঙ্গ-উপস্থাপিত অর্থ একই মুহূর্তে প্রকাশিত হবে।

তাহলে—মীমাংসা-দর্শনের প্রতিষ্ঠিত এই নীতিটিও স্বীকার করা যাবে না।

ব্যঞ্জনাবাদীর এখানে প্রশ্নই তাই—কিমিতি…… ?

কিং চ 'কুরু রুচিম্'……স্যাৎ।

'কুরু রুচিম্' এর বৈপরীত্য ঘটালে হয় 'রুচিং কুরু'। এখানে চট্ করে কাশ্মীরী পাঠকের মনে হবে 'চিংকু'-র কথা। যদিও 'চিংকু' এখানে পৃথক্ শব্দ

নয়। তবু পাশাপাশি দুটো অক্ষর থেকেই এ রকম মনে হবে। কাশ্মীরে 'চিংকু'র অর্থ 'ভগাঙ্কুর'। এই অর্থটি অন্ত পদার্থের সঙ্গে অন্বিতও নয়, কাজেই অর্থটি বাচ্যার্থও নয়। কেননা, অন্বিতাভিধানবাদী অন্বিত অর্থেই অভিধা স্বীকার করেন।

তাই অর্থটি অভিধা-প্রতিপাদ্য নয়।

∴ ব্যঞ্জনা-প্রতিপাদ্য—বলবেন ধ্বনিবাদী।

যদি চ বাচ্য……

দোষকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—নিত্য এবং অনিত্য। 'ব্যাকরণ-গত ভুল' সব সময়ে দোষ (নিত্য)। শ্রুতিকটুতা (ক্ষ, ক প্রভৃতি কঠোর বর্ণের সমাবেশ) কিন্তু কখনও (শৃঙ্গাররসের চিত্রকল্প অঙ্কনে) দোষ, কখনও (বীর-রসের ক্ষেত্রে) গুণ। তাই এটি অনিত্য দোষ। এই সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যায়—বর্ণ বা অক্ষরও কিছু অর্থের প্রকাশক। এই অর্থকে বাচ্য বলা যায় না। কেননা, বর্ণ বা অক্ষরের অভিধা নেই, যা শব্দের আছে।

কাজেই একে ব্যঞ্জনা বলতে হবে, অন্যথায় শ্রুতিকটুতাকে অনিত্যদোষ বলা যাবে না। দোষের দুই ভাগও করা যাবে না। কিন্তু ভাগ করতেই হবে—সকলেই এ ভাগ করে বা বোঝে।

বাচ্যবাচকত্বম্ = অভিধা। তদ্ব্যতিরেকেণ = অভিধাতিরিক্তেণ।

ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকভাবঃ = ব্যঞ্জনা। নাভ্যুপেয়তে = ন স্বীক্রিয়তে।

প্রতিভাসাৎ = অনুভবাৎ।

ব্যঙ্গ্যস্য বহুবিধত্বাৎ = রসাদেঃ বহুবিধত্বাৎ।

কস্যচিৎ = দোষস্য।

ক্বচিৎ = রৌদ্রাদিস্থলে যথা শ্রুতিকটুত্বস্য গুণত্বম্।

ব্যতিরেকঃ = ভিন্নতা। আশ্রয়ণম্ = স্বীকারঃ।

'দ্বয়ং গতং……কাব্যানুগুণত্বম্'।

অনুগুণত্বম্ = উৎকর্ষকত্বম্

কপালিনঃ > ভিক্ষাকপাল (মড়ার মাথার ভিক্ষাপাত্র) ধারণকারী শিবের।

দ্বয়ং শোচনীয়তাং গতম্। = পার্বতী এবং চন্দ্রকলা—এই দুটি বস্তু শোচনীয় অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে।

উক্তিটি ব্রহ্মচারীবেশী শিবের। কুমারসম্ভবের ৫ম সর্গ হতে নেওয়া। ব্রহ্মচারী বলছেন পার্বতীকে।

এখানে 'কপালী'র সমার্থক শব্দ 'পিনাকী' প্রয়োগ করলে অবস্থার শোচনীয়তা বোঝাতে পারত না। দুটি শব্দের অর্থই শিব। কিন্তু 'কপালী' শব্দটি শিব ছাড়াও অতিরিক্ত অর্থ বোঝায়। তা হল: মড়ার মাথার খুলি ধারণকারী। এটুকু বাচ্যার্থ নয়। এই অতিরিক্ত অর্থটুকু বোঝানোর জন্যে ব্যঞ্জনা স্বীকার করতেই হবে।

অপি চ বাচ্যোঽর্থঃ………প্রতিভাতি।

নিয়ত—সীমিত।

সপত্নং প্রতি—শত্রুং প্রতি।

তত্র তত্র = বোদ্ধরি বোদ্ধরি।

অবস্কন্দনম্ = আক্রমণম্।

সুরভয়ঃ = গাবঃ।

অনবধিঃ = অনন্তঃ।

(১) সেনাপতি যখন রাজাকে বলেন।

(২) সখী যখন প্রেমে পড়া যুবতীকে বলে।

(৩) সখী যখন প্রিয়ের জন্য অপেক্ষারত বধূকে বলে।

(৪) শ্রমিক যখন আর এক শ্রমিককে বলে।

(৫) ব্রহ্মচারী যখন আর এক ব্রহ্মচারীকে বলেন।

(৬) যখন বলা হয় পথিককে।

(৭) যখন গরুর পালকে বলা হয়।

(৮) যখন এক পথিক আর একজনকে বলে।

(৯) একজন সেল্‌স্‌ম্যান যখন আর একজনকে বলে।

(১০) প্রোষিতভর্তৃকা যখন সখীকে বলে।

বাচ্যব্যঙ্গ্যয়োঃ নিঃশেষেত্যাদৌ………

নিষেধবিধ্যাত্মনা = নিষেধ-বিধিস্বরূপেণ।

অর্থাৎ বাচ্যার্থ নিষেধ (নঞর্থ)। ব্যঙ্গার্থ বিধি (সদর্থ)।

স্বরূপেণ, আত্মনা, বপুষা, রূপেণ—শব্দগুলি সমার্থক।

১৩৩ আর্যাঃ, উদাহরন্তু কার্যম্—মাৎসর্যমুৎসার্য, সমর্যাদং (সযুক্তিকম্) বিচার্য [চ]: সেব্যাঃ নিতম্বাঃ কিমু ভূধরাণাম্ উত স্মরস্মেরবিলাসিনীনাম্? স্মরেণ প্রেরাস্মেরম্ স্মিতম্।

মাৎসর্যম্—পরশ্রীকাতরতা

উৎসার্য—ত্যক্ত্বা

…'স্বরূপস্য' এর সঙ্গে অন্বয় হল '…ভেদেঽপি বস্তুকত্বম্ ; তৎ ক্বচিদপি… 'ন স্যাৎ'। ঠিক তেমনি 'কালস্য' এর সঙ্গে অন্বয় হল 'ভেদেঽপি' থেকে 'ন স্যাৎ' অংশ পর্যন্তের। অর্থাৎ 'ভেদেঽপি'র অন্বয় হল 'স্বরূপস্য, কালস্য, আশ্রয়স্য, নিমিত্তস্য, কার্যস্য, সংখ্যায়াঃ, বিষয়স্য'—এই সাতটি ষষ্ঠ্যন্ত পদের সঙ্গে।

বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থের পার্থক্য এই সাতটি দিক্ থেকে। অর্থাৎ (১) স্বরূপগত (২) কালগত (৩) আশ্রয়গত (৪) কারণগত (৫) কার্যগত (৬) সংখ্যাগত (৭) বিষয়গত।

কথমবনিপ……

হে অবনিপ, যৎ নিশিতাসি…মূর্ধ্না [ত্বয়া] বিদ্বিষাং শ্রীঃ স্বীকৃতা [তৎ] কথম্ দর্পঃ ? ননু (যতঃ) নিহতারেরপি তব অসৌ বল্লভা কীর্তিঃ অপগতাঙ্গৈঃ এভিঃ [তব বৈরিভিঃ] ত্রিদিবং কিং ন নীতা ?

অবনিপ—পৃথিবীরক্ষক, রাজন্।

নিশিতাসিধারা—ধারাল তরবারির ধার।

দলন—ছেদন।

গলিত—পতিত।

নিশিতাসিধারায়াঃ দলনেন গলিতাঃ মূর্ধানঃ যেষাং, তেন।…'ত্বয়া'র বিণ।

স্বীকৃতা—গৃহীতা। 'শ্রীঃ'র বিণ।

ননু—যতঃ। যেহেতু, তো।

নিহতারেঃ—মারিতশত্রোঃ। 'তব' এর বিণ।

অপগতাঙ্গৈঃ—হৃতাঙ্গৈঃ। 'এভিঃ'র বিণ।

বাচ্যার্থ নিন্দা। ব্যাঙ্গার্থ স্তুতি।

মৃত-ব্যক্তির সম্পত্তি-হরণে আর বীরত্ব কিসের ? গর্বই বা কিসের ? আর তুমি যেমন ওদের শ্রী হরণ করেছ, তেমনি অঙ্গহারা ওরাও তোমার কীর্তিসুন্দরীকে অপহরণ করে নিয়ে গিয়েছে স্বর্গে।

—এটি বাচ্যার্থ নিন্দারূপ।

কিন্তু আসলে বলা হয়েছে—সমস্ত শত্রুকে শেষ করে ফেলেছ তুমি। তোমার কীর্তি ছড়িয়ে গিয়েছে স্বর্গ অবধি। —এটি ব্যঙ্গ্যার্থ প্রশংসারূপ।

শ্লোকটির ব্যাখ্যাতি।

'মাৎসর্যমুৎসার্য' ইত্যাদৌ সংশয়শান্তশৃঙ্গারিস্তরগতনিশ্চয়রূপেণ।

সংশয়শ্চ শান্তশৃঙ্গারিস্তরগতনিশ্চয়শ্চ > তয়োঃ রূপেণ (আত্মনা)।

'নিশ্চয়' এর বিণ হল 'শান্তশৃঙ্গারিস্তরগত'।

শান্তী চ শৃঙ্গারী চ = শান্তশৃঙ্গারিণৌ 'ইনি' অস্ত্যর্থে। 'শান্তরস' 'প্রধান'রূপে আছে যার।

শান্তী = শান্তরসপ্রধান।

শৃঙ্গারী = শৃঙ্গারীরসপ্রধান।

শান্তরসপ্রধান পুরুষের নিশ্চয় হল—পর্বত-নিতম্ব সেব্য অর্থাৎ পর্বত-পাদদেশে ধ্যান এখন বিধেয়। শৃঙ্গাররসপ্রধান ব্যক্তি মনে করেন: বিলাসিনী-নিতম্ব সেব্য = শৃঙ্গারক্রিয়ার মেতে থাকা উচিত।

অবগমঃ—বোধঃ।

"প্রকরণাদিসহায়ং প্রতিভানৈর্মল্যম্, তৎসহিতেন তেন।"

তেন = ব্যাকরণজ্ঞানেন।

বিদগ্ধব্যপদেশ = সহৃদয়াখ্য।

কার্যস্ত = ফলস্ত।

বোদ্ধৃমাত্র·········কার্যস্ত

সাধারণবোদ্ধার মনে বাচ্যার্থ কেবল একটি idea জন্মে দেয়। ব্যঙ্গ্যার্থ কিন্তু কেবল idea জন্মায় না, চমৎকৃত বা মুগ্ধও করে তোলে। দুয়ের ফলে তাই তফাৎ।

নয়—নীতি বা রীতি।

"হৃদয়মেব হি ভেদো·········

এই উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত করা কিছু প্রয়োজন ছিল বলে মনে হয় না। এমনিতেই বিষয়টি বোঝা যাচ্ছে। মম্মটের এক বিকার।

অধ্যাসঃ—অস্তিত্বম্।

আস্রাষিণি, বারিতবামে—দুটি পদে ভাবে ৭মী।

সহস্ব = সহ্য কর।

বাচকানামর্থাপেক্ষা·····বিষয়ত্তামবলম্বতামিতি।

প্রতীয়মানমর্থমভিব্যজ্য = ব্যঙ্গ্যার্থং বোধয়িত্বা বাচ্যং স্বরূপে এব যত্র বিশ্রাম্যতি—বাচ্যার্থঃ স্বস্মিন্ এব যত্র বিরতো ভবতি।

অতাৎপর্যভূতোঽপি অর্থঃ—তাৎপর্যাবিষয়ঃ ব্যঙ্গ্যার্থঃ।

স্বশব্দানভিধেয়ঃ /

স্বম্—ব্যঙ্গ্যাভিধানম্।

তস্য শব্দঃ—তদ্‌বোধকঃ শব্দঃ।

তস্য অনভিধেয়ঃ > স্বশব্দানভিধেয়ঃ। যেহেতু একমাত্র বিধেয়ই অভিধেয়।

বাচ্যার্থ এবং ব্যঙ্গ্যার্থই কেবল ভিন্ন নয়। বাচক এবং ব্যঞ্জকও ভিন্ন। বাচক অর্থের (সংকেতিতার্থের) অপেক্ষা রাখে, কেননা, সংকেতিতার্থের জোরেই বাচক বাচক-বলে গণ্য হয়।

ব্যঞ্জক কিন্তু কোন অর্থের অপেক্ষা রাখে না, কারণ বর্ণ, অক্ষর—ইত্যাদিও ব্যঞ্জক হতে পারে, যাদের প্রথা-সিদ্ধ কোন অর্থ (সংকেতিতার্থ) নাই। বস্তুতঃ, একমাত্র শব্দেরই প্রথাসিদ্ধ অর্থ থাকে, বর্ণ, অক্ষর ইত্যাদির নয়।

আবার / গুণীভূতব্যঙ্গ্য কাব্যে ব্যঙ্গ্যার্থ বাক্যের শব্দগুলি দ্বারা প্রতিপাদিত হয় না, ঐ ব্যঙ্গ্যার্থ তাৎপর্যেরও বিষয় হয় না কিন্তু প্রতীত হয়। এই প্রতীতিই এখানেই ব্যঙ্গ্যার্থের অস্তিত্বে প্রমাণ। এখন প্রশ্ন—এই অর্থ অভিধা বা তাৎপর্যের বিষয় হচ্ছে না, অথচ অনুভূত হচ্ছে, তাহলে কিসের বিষয় হবে?

ধ্বনিবাদী বলবেন—ব্যঞ্জনার।

বস্তুতঃ, এটিও ব্যঞ্জনাস্বীকারের অন্যতম কারণ।

ননু·········প্রতীয়মানো নাম।

অভিধা এবং লক্ষণা—এই দুটি বৃত্তি স্বীকার করেন, এরকম ব্যক্তিদের অভিমত হল এই অংশটুকু। এঁরা ব্যঞ্জনাবিরোধী।

'রামোঽস্মি সর্বং সহে'—১১২ (৪র্থ উল্লাস) সংখ্যক পদ্যের অংশবিশেষ। 'রাম' পদের অর্থ হল: এমন এক ব্যক্তি যিনি সমস্ত রকমের দুঃখ সহ্য করেছেন। 'রামেণ প্রিয়জীবিতেন······প্রিয়ে নোচিতম্'—নিম্নলিখিত পদ্যের চতুর্থ পাদ।

প্রত্যাখ্যানরুচেঃ কৃতং সমুচিতং ক্রূরেণ তে রক্ষসা সোঢ়ং, তচ্চ তথা ত্বয়া কুলজনো ধত্তে যথোচ্চৈঃ শিরঃ। ব্যর্থং সম্প্রতি বিভ্রতা ধনুরিদং ত্বদ্ব্যাপদঃ সাক্ষিণা রামেণ······

এখানে 'রাম'পদের অর্থ হল: নিষ্ঠুর মানুষ।

'রামোঽস্মি ভুবনেষু……পরাম্'—১০৯ (৪র্থ) সংখ্যক পদ্যের অংশ।

এখানে 'রাম' পদের অর্থ—'এমন ব্যক্তি, যে সকলকে খুশী করে'।

'রাম' পদের এই অর্থগুলি লক্ষণার মাধ্যমে পাওয়া (লক্ষ্যার্থ)। 'রাম'-পদের অর্থ এখানে ব্যঙ্গার্থের মত ('গতোঽস্তমর্কঃ-এর ব্যঙ্গার্থের মত) অনেক।

বিশেষ ব্যপদেশহেতুঃ—'অর্থ' এর বিণ। ব্যপদেশ—অভিধান, আখ্যা।

এই লক্ষ্যার্থ বিশেষ বিশেষ অভিধানের কারণ। অর্থাৎ এই লক্ষ্যার্থের ও ব্যঙ্গ্যার্থের বিশেষ বিশেষ অভিধান বা নাম হওয়াও সম্ভব। তাই লক্ষণার এরকম নাম হতে পারে—অত্যন্ত তিরস্কৃত বাচ্য লক্ষণা, অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্য লক্ষণা—ইত্যাদি।

তদবগমশ্চ শব্দার্থায়ত্তঃ

শব্দার্থায়ত্তঃ—লক্ষণয়া শব্দেন প্রতিপাদ্যত্বাৎ শব্দায়ত্তঃ (শব্দাধীনঃ)।

মুখ্যার্থবাধজ্ঞানে মুখ্যার্থজ্ঞানস্য আবশ্যকতয়া, অর্থায়ত্তঃ।

লক্ষ্যার্থ-বোধ ব্যঙ্গ্যার্থবোধের মতই শব্দ এবং অর্থের উপর নির্ভরশীল।

শব্দ লক্ষ্যার্থ প্রকাশ করে। তাই লক্ষ্যার্থ বা লক্ষণা শব্দের উপর নির্ভরশীল।

মুখ্যার্থবাধ লক্ষণার একটি প্রাথমিক শর্ত। অতএব লক্ষণাজ্ঞানের আগে মুখ্যার্থের জ্ঞান দরকার। তাই লক্ষণা মুখ্যার্থনির্ভর বা অর্থনির্ভর, তাও বলা চলে।

প্রকরণাদি সব্যপেক্ষশ্চ।—'অর্থঃ' এর বিণ। সব্যপেক্ষঃ—সাপেক্ষঃ, নির্ভরশীলঃ।

উল্লিখিত তিনটি ক্ষেত্রে লক্ষণা প্রকরণ (প্রসঙ্গ), বক্তৃবৈশিষ্ট্য, বোদ্ধৃবৈশিষ্ট্য—প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল।

এভাবে দেখা যায়—ব্যঞ্জনাতেও এই শর্তগুলিই থাকে। তাই ব্যঞ্জনা-বিরোধীরা বলবেন: প্রতীয়মান বা ব্যঙ্গ্যার্থ নামে আর একটি নতুন অর্থ স্বীকার করার দরকার কি?

অন্য কথায়, ব্যঞ্জনা-নামে আর একটি পৃথক্ বৃত্তি স্বীকারের কি প্রয়োজন?

লক্ষণীয়স্যার্থস্য……নিয়তত্বমেব।

অনেকার্থ শব্দ—শ্লিষ্টশব্দ (১২ সংখ্যক শ্লোকে 'ভদ্রাত্মনো' ইত্যাদি শব্দের মত)

অভিধেয়—অর্থ।

নিয়ত—সীমিত।

লক্ষণীয় অর্থ একাধিক, কিন্তু স্নিষ্ট শব্দের (অভিধা মূলব্যঙ্গ্য শব্দের) বাচ্যার্থের মত তা সীমিত। অর্থাৎ একটি বাক্যে কেবল একটি লক্ষ্যার্থই প্রযোজ্য। কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থ একটি বাক্যেরই ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। এখানে কোন নির্দিষ্ট সীমা নেই। লক্ষ্যার্থের সঙ্গে ব্যাঙ্গ্যার্থের এটি প্রথম ভেদ।

ন খলু মুখ্যেনার্থেন........ছোত্যতে।

নিয়তসম্বন্ধ:—সামীপ্যসাদৃশ্যাদি প্রসিদ্ধসম্বন্ধ:। সামীপ্য, সাদৃশ্য, বিরোধ প্রভৃতি সম্বন্ধেই লক্ষণা প্রবৃত্ত হয়। এগুলিকে বলা হয় নিয়ত সম্বন্ধ।

অনিয়ত সম্বন্ধ:—উহ্য 'অর্থ' পদের বিণ।

অনিয়ত: সম্বন্ধ: যস্য, তাদৃশ: অর্থ:। সামীপ্য, সাদৃশ্য, বিরোধ ছাড়া সম্বন্ধগুলিকে অনিয়ত সম্বন্ধ বলা হয়।

প্রতীয়মান:—উহ্য 'অর্থ:' পদের বিণ।

= ব্যঙ্গ্যার্থ:।

প্রকরণাদি বিশেষবশেন = প্রকরণাদিবৈশিষ্ট্যপ্রভাবেন।

নিয়তসম্বন্ধ:, অনিয়তসম্বন্ধ:, সংবদ্ধসম্বন্ধ:—তিনটিই 'অর্থ:' এর বিণ। পরে একটি 'সন্' (উহ্য) বুঝতে হবে।

সম্বদ্ধেন সম্বন্ধ: যস্য = সম্বদ্ধসম্বন্ধ:।

= সম্বদ্ধ বস্তুর সঙ্গে সম্বন্ধ যার।

'প্রতীয়মানার্থ:' এর বিণ।

মুখ্যার্থের সঙ্গে সাদৃশ্য, সামীপ্য, বিরোধ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সম্বন্ধে যে অর্থ সম্বদ্ধ, তাকে লক্ষ্যার্থ বলা চলে। অর্থাৎ মুখ্যার্থের সঙ্গে লক্ষ্যার্থের সাদৃশ্য, সামীপ্য, বিরোধ প্রভৃতি সম্বন্ধের একটি হওয়া চাই।

কিন্তু ব্যঙ্গ্যার্থের সঙ্গে ব্যঞ্জক অর্থের সাদৃশ্য, সামীপ্যাদি সম্বন্ধ থাকতে পারে। এ সমস্ত ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ (accidental connection) থাকতে পারে অথবা পরম্পরা-সম্পর্ক (remote or indirect) থাকতে পারে।

যেমন, ১৩৬, ১৩৫ এবং ১৩৭ সংখ্যক শ্লোকে যথাক্রমে প্রসিদ্ধ সম্বন্ধ, অপ্রসিদ্ধ সম্বন্ধ এবং পরম্পরা-সম্বন্ধের সাক্ষাৎ মিলবে।

ব্যঙ্গ্যার্থের বেলায় মনে রাখতে হবে: এখানে প্রকরণ-প্রভৃতির বৈশিষ্ট্যের প্রভাব কিন্তু অসীম। **এটি দ্বিতীয় ভেদ।**

অত্তা এত্থ······নিমজ্জিহিসি।

'শ্বশ্রূরত্র নিমজ্জতি, অত্র অহম্'—দিবসকে প্রলোকয়। মা পথিক, রাত্র্যন্ধ, শয্যায়াম্ আবয়োঃ নিমঙ্ক্ষ্যসি।

নিমজ্জতি—শোয়।

রাত্র্যন্ধ—রাতকানা।

নিমঙ্ক্ষ্যসি—উল্টে পড়বে।

ন চ······মুখ্যার্থবাধঃ······তৎকথমত্র লক্ষণা ?

'অত্তা' ইত্যাদিতে ধ্বনি বিবক্ষিতান্যপরবাচ্য। এখানে মুখ্যার্থ বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। তাহলে ব্যঞ্জনা ছাড়া লক্ষণা কি করে হ'তে পারে ? কেননা, লক্ষণার প্রাথমিক শর্ত মুখ্যার্থবাধ।

লক্ষণায় মুখ্যার্থবাধ অবশ্য প্রয়োজনীয়। ব্যঞ্জনায় মুখ্যার্থবাধের প্রয়োজনীয়তা নেই। 'অত্তা'—ইত্যাদিই তার উদাহরণ। এটি তৃতীয় ভেদ।

চতুর্থতঃ, দ্বিতীয় উল্লাসে দেখানো হয়েছে—প্রয়োজনমূল লক্ষণায় 'প্রয়োজন'-এর প্রতীতির জন্য ব্যঞ্জনা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

যথা চ······সেত্যাহুঃ।

সময়সব্যপেক্ষা = সংকেতসাপেক্ষা।

মুখ্যার্থবাধাদিত্রয়সময়বিশেষব্যপেক্ষা লক্ষণা

= মুখ্যার্থবাধ, তদ্‌যোগ এবং রূঢ়ি প্রয়োজনের একটিই হল সংকেত লক্ষণার বেলায়। 'বিশেষ' শব্দটি নিরর্থক। যেমন—গরু একটি জন্তুবিশেষ (জন্তু)।

অভিধা এবং লক্ষণার সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। দুইই সংকেতের উপর নির্ভরশীল। লক্ষণার ক্ষেত্রে সংকেত হল মুখ্যার্থবাধ-প্রভৃতি। তাই লক্ষণাকে বলা হয় অভিধার লেজ। ব্যঞ্জনার সঙ্গে অভিধা অথবা লক্ষণা—দুয়েরই এরকম কোন সম্পর্ক নেই। এটি একেবারে পৃথক্। এটি পঞ্চম ভেদ।

ন চ লক্ষণাত্মকমেব······অনপহ্নবনীয় এব।

ধ্বননম্—ব্যঞ্জনম্, ব্যঞ্জনা।

তদনুগমঃ = লক্ষণানুসরণম্।

তদনুগতম্—লক্ষণানুসারি।

উভয়ানুসারি—

উভয় = অভিধা এবং লক্ষণা

অশব্দাত্মক……দিগন্তভেদেন।

"অশব্দাত্মকং যৎ নেত্রস্য বিকসনর্তকীনেত্রস্য ত্রিভাগেন কটাক্ষেণ অবলোকনম্, আদিপদাদ্ অভিনয়াদি তদ্‌গন্তভেদেনাপীত্যর্থঃ"।

অভিধবর্তী = ব্যতিরিক্ত।

অনপহ্নবনীয়—নিষেধের অযোগ্য

= স্বীকার্য।

কখনও কখনও দেখা যায় ব্যঞ্জনা লক্ষণার অনুসরণ করে (পশ্চাদবর্তী হয়)। যেমন, 'লক্ষণা মূল ব্যঞ্জনা'র স্থলে।* কিন্তু সব সময় লক্ষণাকে অনুসরণ করে তা নয়, অভিধাকেও কখনও কখনও (অভিধামূলব্যঞ্জনা-স্থলে) অনুসরণ করে।

ব্যঞ্জনা কখনও অভিধা, কখনও বা লক্ষণার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু ব্যঞ্জনা কেবল এই দুয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত—তা বলা চলে না। কেননা, কখনও কখনও ব্যঞ্জনা বর্ণ অথবা অক্ষরের উপরও প্রতিষ্ঠিত হয়; যাদের অভিধা অথবা লক্ষণা দুইই নেই। যেহেতু শব্দেরই (বর্ণ বা অক্ষরের নয়) অভিধা বা লক্ষণা থাকা সম্ভব।

আবার কেবল শব্দের (sound) উপরই নির্ভরশীল একথা চলে না। কেননা—অনেক সময় নর্তকীর কটাক্ষেরও ব্যঞ্জনা থাকে। কটাক্ষ শব্দাত্মক (শব্দ বা sound) নয়। তাই অভিধা, লক্ষণা, তাৎপর্য প্রভৃতি বৃত্তি থেকে ভিন্ন ব্যঞ্জনা নামে একটি ব্যাপার (বৃত্তি) অবশ্য স্বীকার্য।

*   *   *

'অত্তা, এথ, —' এখানে ব্যঙ্গ্যার্থ শয্যা-প্রবেশ (নায়িকার বিছানায় যাওয়া)। বাচ্যার্থ (নায়িকা বলল—তুমি এসো না)।

শয্যা—অপ্রবেশ।

দুয়ের মধ্যে সম্বন্ধ বিরোধের। এটি নিয়তসম্বন্ধগুলির অন্যতম।

'কস্স ব ণ —' ইত্যাদিতে বাচ্যার্থ হল নায়িকার দুবিনীততা (অর্থাৎ কথা না শোনা)। ব্যঙ্গ্যার্থ হল—'ভ্রমরই এর অধরে ক্ষত সৃষ্টি করেছে অন্য কোন প্রেমিক নয়'। এদের দুয়ের মধ্যে কোন প্রসিদ্ধ সম্বন্ধ নেই। তাই যে কোন একটি কল্পনা করা যেতে পারে।

---

* তাই লক্ষণা এবং ব্যঞ্জনার এটি বড় ভেদ।

বিপরীতরতে লক্ষ্মীঃ নাভিকমলস্থম্ ব্রহ্মাণং দৃষ্ট্বা রসাকুলা [সা] ঝটিতি হরের্দক্ষিণনয়নং স্থগয়তি।

বিপরীতরতে—বিপরীত-বিহারের সময়।

স্থগয়তি—আচ্ছাদয়তি।

বিপরীত সঙ্গমের মুহূর্তে বিষ্ণু নীচে, লক্ষ্মী উপরে। বিষ্ণুর নাভিপদ্মে তখনও বসে আছেন ব্রহ্মা। লক্ষ্মী কিন্তু শৃঙ্গারে উদ্বেল। তাই তাড়াতাড়ি বিষ্ণুর ডান চোখটিকে আড়াল করলেন।

আসলে বিষ্ণুর ডান চোখ সূর্য, বাম চোখ চন্দ্র—এ রকম প্রসিদ্ধি আছে। বিষ্ণুর ডান-চোখ চেপে ধরা মানে সূর্য আচ্ছন্ন করে যাওয়া—প্রায় ডুবে যাওয়া। সূর্য ডুবলে পদ্ম পাপড়ি গোটায়। নাভি-পদ্মও তাই তখন পাপড়ি গোটাল। ঢাকা পড়ে গেলেন ব্রহ্মা। বিবস্ত্র লক্ষ্মীর গোপন অঙ্গও আর কেউ দেখতে পেল না। লজ্জার হাত থেকে রেহাই পেল লক্ষ্মী। সংগম নির্বিঘ্নে চলতে থাকল।

নিমীলন—বুজে যাওয়া।

অস্তময়—অপ্রকাশ।

স্থগনম্—আচ্ছাদনম্, আচ্ছন্নতা।

গোপ্য-অঙ্গ = গোপন অঙ্গ।

অনির্যন্ত্রণম্—যন্ত্রণা বা বাধা নেই যাতে।

নিধুবনস্য সুরতস্য বিলসিতম্ বিলসঃ = নিধুবনবিলসিতম্।

সম্বন্ধসম্বন্ধঃ > 'উহ্য' 'ব্যঙ্গ্যার্থঃ' এর বিণ।

বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ কোন বস্তুর মাধ্যমে (via) পরোক্ষভাবে ব্যঙ্গ্যার্থ এখানে সম্বন্ধ।

সম্বন্ধদ্বারেণ সম্বন্ধঃ যস্য সঃ।

বাচ্যার্থ ব্যঙ্গ্যার্থ

(উভয়ের সঙ্গে) সম্বন্ধ একটি বস্তু

= ব্যঙ্গ্যার্থের সম্বন্ধ—বাচ্যার্থের সঙ্গে সম্বন্ধ একটি বস্তুর সঙ্গে।

অখণ্ডবুদ্ধি........বিদ্যাভির্ব্যঙ্গ্য এব।

বৈদান্তিকেরা এবং বৈয়াকরণ ভর্তৃহরি বলেন: বাক্যের অর্থ এক এবং অবিভাজ্য প্রতীতির মাধ্যমে বোঝা যায়; শব্দার্থসমূহের পৃথক্ পৃথক্

ব্যাপ্তি। অন্বয়ে পরিবর্তিত করলে দাঁড়াবে—যত্র যত্র ভয়কারণ (সিংহ-) সদ্ভাবঃ, তত্র তত্র ভীরুভ্রমণাভাবঃ। কিন্তু এই ব্যাপ্তি শুদ্ধ নয়। কারণ 'সিংহের উপস্থিতি' থাকা সত্ত্বেও কখনও কখনও ভীরু ব্যক্তি ভ্রমণ-স্থানে যায়। যেমন, গুরুর আদেশ, প্রিয়জনের প্রতি অনুরাগ—ইত্যাদি।

অত্রোচ্যতে—ভীরুরপি……ইত্যনৈকান্তিকো হেতুঃ।

যে হেতু ঐকান্তিক (একনিষ্ঠ, একগামী, কেবল সাধ্যসহচর) নয়, অর্থাৎ সাধ্য এবং সাধ্যাভাব দুয়েরই সহচর, তাকে বলা হয় অনৈকান্তিক হেতু।

এখানে 'সিংহসদ্ভাব' হেতুটি, সাধ্য 'ভ্রমণাভাব' এবং সাধ্যাভাব 'ভ্রমণ' দুয়েরই সহচর। অর্থাৎ 'সিংহের অস্তিত্ব' যেমন 'অভ্রমণ' অনুমান করাতে পারে, তেমনি 'ভ্রমণ'ও অনুমান করাতে পারে। কারণ সিংহের অস্তিত্ব থাকলেই অভ্রমণ হবে তা নয়; গুরুর আদেশ, প্রিয়জনের আকর্ষণ—প্রভৃতির জন্যে সিংহ থাকলেও ভীতু মানুষ ভ্রমণ করে।

শুনো বিভ্যদপি………বিরুদ্ধোঽপি।

অনুমানে যে হেতু সাধ্যের অস্তিত্বের বিরোধী (সাধ্যবিরুদ্ধ) অথবা সাধ্যাভাবের সপক্ষে, সেই হেতুকে বলা হয় বিরুদ্ধ।

এখানে 'সিংহ-সদ্ভাব' হেতুটি 'শ্ব-ভীরু-ভ্রমণাভাব' সাধ্যের বিরোধী। অথবা বলা যায়, 'শ্বভীরুভ্রমণ'—এই সাধ্যাভাবের সপক্ষে।

কেননা, সিংহের অস্তিত্ব কুকুরের থেকে ভয় পাওয়া ব্যক্তির ভ্রমণ ঘটাতে পারে। কারণ, অনেক মানুষ কুকুরকে ভয় করেন নগণ্যতা অথবা অশুচিতার জন্যে, কিন্তু সিংহকে ভয় না করে সিংহের অস্তিত্ব অগ্রাহ্য করে সিংহযুক্ত জায়গায় ভ্রমণ করেন।

গোদাবরীতীরে………অসিদ্ধশ্চ।

যে হেতুটি প্রমাণ-সিদ্ধ নয়, তাকে বলা হয় অসিদ্ধ। 'সিংহ-সদ্ভাব' প্রত্যক্ষ, অনুমান অথবা শব্দ প্রমাণের দ্বারা জানা যায় নি (সিদ্ধ হয়নি)। কারণ অনুমাতা সিংহটিকে দেখে নি অথবা অনুমান করে নি। কেবল অভিসারিণীর কাছ থেকে শুনেছে। অভিসারিণীর উক্তি শব্দ-প্রমাণ নয়। কারণ অভিসারিণী আপ্তজন নয়। পদে পদে মিথ্যে বলাই তার স্বভাব। অর্থের (fact বা ঘটনা) সঙ্গে অভিসারিণীর কথার মিল থাকে না প্রায় সব সময়।

তৎকথম্.........সাধ্যসিদ্ধিঃ ?

হেতুটি তিন দিক্ থেকে দুষ্ট। তাই এটি সঠিক হেতু নয়। একে বলা হয় হেত্বাভাস বা হেতুকল্প।

সঠিক হেতু থেকেই সঠিক বস্তুর (সাধ্যের) অনুমান সম্ভব।

অতএব এরকমের হেতু থেকে ব্যঙ্গ্যার্থরূপ সাধ্যটিকে পাওয়া কি করে সম্ভব ? প্রশ্ন করেছেন ধ্বনিবাদী।

প্রশ্নটি করেছেন মহিমভট্টের মত অনুমিতিবাদীর কাছে। শেষ পর্যন্ত হার মানতে হবে অনুমিতিবাদীকে।

মনে রাখার মত

যদ্ যদ্ ভীরুভ্রমণং, তত্তৎ ভয়কারণনিবৃত্ত্যুপলব্ধিপূর্বকম্। গোদাবরীতীরং চ ভয়কারণসিংহাধিষ্ঠিতম্

∴ তৎ স্বভীরুভ্রমণাযোগ্যম্ ॥

এই অনুমানে প্রথম বাক্যটি হল ব্যাপ্তিবাক্য।

হেতু হল / ভয়কারণসিংহাধিষ্ঠিতত্ব

=ভয়কারণসিংহাধিষ্ঠান

(সংক্ষেপে) = সিংহসদ্ভাব।

সাধ্য হল / স্বভীরুভ্রমণাযোগ্যত্ব

= স্বভীরুভ্রমণাভাব

=(সংক্ষেপে) ভ্রমণাভাব বা অভ্রমণ

পক্ষ হল / গোদাবরীতীর।

উপরের ব্যাপ্তিটি ব্যতিরেকব্যাপ্তি (negative)। অন্বয়ব্যাপ্তিতে রূপান্তরিত করলে অনুমানের রূপ হবে এরকম :

যত্র যত্র ভয়কারণবৃত্ত্যুপলব্ধিঃ,* তত্র তত্র ভীরোরভ্রমণম্। গোদাবরীতীরে চ ভয়কারণসিংহবৃত্ত্যুপলব্ধিঃ। অতস্তত্র ভীরোরভ্রমণম্।

তথা নিঃশেষচ্যুতে...... ...ইত্যনৈকান্তিকানি।

চন্দনচ্যবনম্—চন্দনচ্যুতিঃ / চন্দন মুছে যাওয়া।

প্রতিবন্ধানি—নিয়তসম্বন্ধেন সম্বদ্ধানি।

প্রতিবন্ধঃ—নিয়তসম্বন্ধঃ। 'তানি'র বিণ।

---

* বৃত্ত্যুপলব্ধিঃ—অস্তিত্বজ্ঞানম্।

গমকতয়া—সম্ভোগজ্ঞাপকতয়া। > গমক = হেতু।

উপাত্তানি—গৃহীতানি > স্বীকৃতানি বলা হয়েছে।

ব্যক্তিবাদিনা……পুনস্তৎ অদূষণম্।

ব্যক্তি—ব্যঞ্জনা।

উপপত্তিঃ—ব্যাপ্ত্যাদিঃ। আদি বলতে পক্ষধর্মতা।

অপেক্ষত্ব—অপেক্ষা।

অনপেক্ষত্বেঽপি—অপেক্ষা ছাড়াই।

এষাম্ = চন্দনচ্যবনাদীনাম্।

'চন্দন মুছে যাওয়া'—প্রভৃতি জ্ঞাপকগুলির (ব্যঞ্জকগুলির)।

অধমপদসহায়ানাম্ = 'এষাম্' এর বিণ।

প্রতিপন্ন—জ্ঞাত।

পুনস্তৎ অদূষণম্

তৎ = অনৈকান্তিকত্ব-প্রভৃতি।

অদূষণম্—ন দুষ্টম্।

সংকীর্ণভেদ = উপবিভাগ।

অতশ্চাত্রৈব স্নানকার্যত্বেনোক্তানি, নোপভোগে এব প্রতিবদ্ধানি। ইতি অনৈকান্তিকানি।

চন্দন মুছে যাওয়া, ঠোঁটের রঙ্ ফিকে হওয়া, কাজল হারিয়ে যাওয়া—প্রভৃতি হেতুগুলি স্নানকার্যেরই গমক, এখানে তাই বলা হয়েছে। উপভোগের সঙ্গে এগুলির নিয়ত সম্পর্ক নাই। এখানেও ঐ হেতুগুলি 'অনৈকান্তিক' হবে যদি উপভোগ-রূপ অর্থের অনুমান করতে যাওয়া যায়।

ব্যক্তিবাদিনা……উক্তম্।

'চন্দনচ্যুতি'-প্রভৃতি ব্যঞ্জক হয়ে ওঠে। 'অধম'পদ—এদের সহায়ক। 'অধম' পদটি নায়িকার প্রেমিকের বিণ এবং 'ব্যভিচার'-অর্থের ব্যঞ্জক। 'চন্দনচ্যুতি' প্রভৃতি বিশেষণের ক্ষেত্রে ব্যভিচার-অর্থটিকে মনে রাখলে 'চন্দনচ্যুতি'—প্রভৃতির ব্যঙ্গ্যার্থ দাঁড়াবে—সম্ভোগ। 'চন্দনচ্যুতি'—ইত্যাদি হবে ব্যঞ্জক।

ন চাত্রাধমত্বং……কথমনুমানম্?

অনুমিতি-বাদী বলতে পারেন—'অধম' পদটি অনুমানের হেতু। কিন্তু ধ্বনিবাদী বলেন—তা বলা যায় না। কারণ হেতুকে প্রত্যক্ষ, শব্দ অথবা

অন্ত প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ (জ্ঞাত) হতে হয়। যেমন, মহানস-প্রভৃতিতে প্রত্যক্ষীকৃত 'ধূম'ই বহ্নি-অনুমানের হেতু হতে পারে।

এখানে কিন্তু নায়কের অধমত্ব অথবা নায়ক যে অধম (হতভাগা); তা শব্দ বা প্রত্যক্ষের দ্বারা জানা যায় নি। তাই কি করে 'অধম' বিণ থেকে সম্ভোগ-অনুমান সম্ভব ?

এবং বিবাদ……প্রকাশতে।

অনুমিতিবাদী প্রশ্ন করতে পারেন,—ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতা (শুদ্ধ অনুমানের শর্ত) ছাড়াই কি ভাবে শব্দ ব্যঞ্জনার মাধ্যমে ব্যঙ্গ্যার্থের প্রকাশক হয় ? উত্তরে বলা হবে—ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে প্রকৃত ব্যাপ্তি এবং পক্ষধর্মতার প্রয়োজন নেই, এদের সম্ভাবনাই যথেষ্ট। আর এই সম্ভাবনা ব্যঞ্জনার ক্ষেত্রে থাকেই।

ষষ্ঠ উল্লাস [আলোচনা]

তস্য [কাব্যস্য] অলংকারঃ রূপকাদিঃ [ইতি কেচিৎ]।

[অলংকারঃ] বহুধা (বহুবিধঃ) উদিতঃ অন্যৈঃ।

বনিতাননম্ কান্তমপি নির্ভূষং সৎ ন বিভাতি।

রূপকাদিমলংকারং পরে বাহ্যমবধাতে।

[তে] সুপাং তিঙাং চ ব্যুৎপত্তিং বাচাম্ অলংকৃতিং বাঞ্ছন্তি।

তৎ আহুঃ—এতৎ সৌশব্দ্যম্। অর্থব্যুৎপত্তিঃ ঈদৃশী ন। ষয়ং তু ইষ্টং নঃ, শব্দাভিধেয়ালংকারঃ ভেদাৎ।

একদল বলেছেন : আসলে উপমা, রূপক প্রভৃতি অর্থালংকার-ই অলংকার। অন্যেরা অলংকারকে বহুপ্রকারে বলেছেন (বহুধা উদিতঃ), অর্থাৎ শব্দালংকার—অর্থালংকার ইত্যাদি নানাপ্রকারে বলেছেন। যাই হোক্, শব্দালংকারই হোক্, আর অর্থালংকারই হোক্, অলংকারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কাব্য যতই মনোজ্ঞ হোক্, অলংকৃত না হলে তা শোভন হয় না।

বাহ্য—আস্বাদোৎপত্তিপরবর্তী। অর্থপ্রতীতির পরে রূপকাদি অনুসন্ধান সম্ভব। তাই একে আন্তর বস্তু বলেন না।

সুপাং তিঙাং চ ব্যুৎপত্তিম্—সুবন্তানাং তিঙন্তানাং চ বিন্যাসম্।

বাচামলংকৃতিম্—শব্দালংকারম্।

এতৎ সৌশব্দ্যম্—শব্দনির্মাণসৌষ্ঠবম্, শব্দ ব্যুৎপত্তিঃ।

অথবা সুশব্দতা, শব্দানাং (রচনায়াঃ) সু-তা (শোভনতা)

অর্থব্যুৎপত্তিঃ—অর্থালংকারঃ।

অভিধেয়ালংকারঃ—অর্থালংকার।

উপমা'রূপক প্রভৃতি অলংকারকে একদল আলংকারিক বাহ্য ধর্ম বলে বর্ণনা করেছেন। এঁদের মতে শব্দ শুনে শব্দালংকারের মাধ্যমে মন আকৃষ্ট হয় আর অর্থজ্ঞানের পর চলে রূপক-প্রভৃতির অনুসন্ধান। তাই রূপক প্রভৃতি অর্থালংকার সাহিত্যের আন্তর ধর্ম নয়। এঁরা অবশ্য শব্দালংকারকেই বেশী পছন্দ করেন বলেন বলে এই উক্তি।

মম্মট তাই অনেকের মত মাঝামাঝি পথ মেনে নেবেন—ইষ্টং বয়ং তু নঃ।

শ্লোক ১৩৯। বিরহেন উত্তাম্যন্তী ক্লিশ্যমানা যা তন্বী, তস্যাঃ কপোলস্য দ্যুতিরিব দ্যুতির্যস্য তাদৃশঃ। পাণ্ডুবর্ণঃ ইত্যর্থঃ।

ধ্বান্ত—অন্ধকার। ক্ষণদা—রাত্রি। বিসিনী—কমলিনী।

ছেদ—খণ্ড। সরসবিসিনীকন্দচ্ছেদচ্ছবিঃ—একটি শব্দ।

মৃগলাঞ্ছন—চাঁদ।

"অত্র মকারযোস্তকারাণাং ককারযোর্ধকারযোঃ আকারশ্ছকারয়োঃ সকারচ্ছ-কারলকারণামনুপ্রাসঃ শব্দালংকারঃ। স এব প্রধানম্ আসমাপ্তি। কবেস্তত্রৈব সংরম্ভাৎ প্রধানস্য কবিবিবক্ষামাত্রনিবন্ধনত্বাৎ ইতি শব্দচিত্রতা। স্বভাবোক্ত্যু-পময়োরর্থচিত্রয়োঃ সত্ত্বেঽপি তয়োর্গৌণত্বোব তত্র কবিসংরম্ভাভাবাৎ।"

শ্লোক ১৪০। পক্ষ্মলদৃশাম্—ঘন পাতায় চোখ যাদের।

অলকাঃ—চুলগুলি

অলীক—(১) কপাল (২) মিথ্যে

কালতা—কৃষ্ণতা

সবিলাসম্—ক্রিয়া বিণ

অত্র—অস্মিন্ বিশ্বে

শ্লেষ এবং উপমা-র সংসৃষ্টি শ্লোকটিতে প্রধান।

স্ফুটস্য = অস্তবৈচিত্র্যাভিরোধানেন ঝটিতি প্রতীয়মানস্য।

অনুপলম্ভাৎ = অননুভবাৎ।

অত্র = শব্দার্থচিত্রকাব্যয়োঃ।

তথ্যসারণীষু

কাব্যপ্রকাশোল্লাসাঃ

প্রথম উল্লাস

১. কাব্যবৈশিষ্ট্য

- নিয়তিকৃতনিয়মরাহিত্য
- আনন্দৈকময়ত্ব
- সার্বভৌমত্ব
- নবরসরুচিরত্ব

২. কাব্যপ্রয়োজন

- যশস্
- অর্থ
- ব্যবহারজ্ঞান
- শিবেতরক্ষয়
- সদ্যঃপরনির্বৃতি
- উপদেশপ্রয়োগ (+ আহরণ)

৩. জগতো জীবনেন চ পরিচয়ঃ

সাহিত্য-প্রতিভা

সাহিত্যকৃতৌ অভ্যাসঃ

কাব্যহেতুঃ

৪. কাব্য

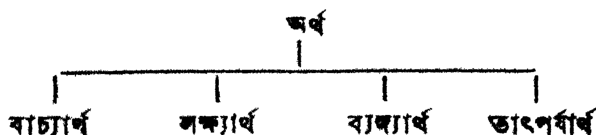
- ধ্বনি (উত্তম)
- গুণীভূতব্যঙ্গ্য (মধ্যম)
- অব্যঙ্গ্য (চিত্র, অধম)
  - শব্দচিত্র 'সচ্ছন্দোজ্জ্বল…'
  - বাচ্যচিত্র (অর্থচিত্র) "বিনির্গতং…"

দ্বিতীয় উল্লাস

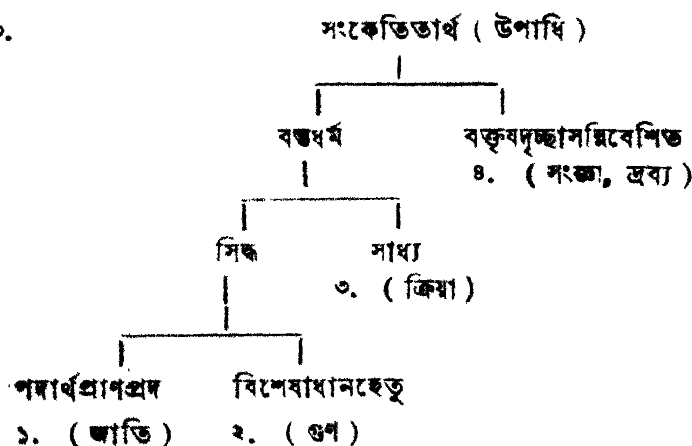
১.



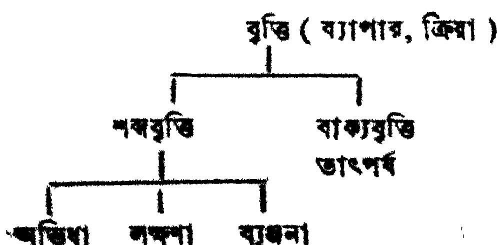
২.



৩.



৪.



৫. মম্মটেন নোল্লিখিতঃ অভিধাবিভাগঃ, অস্মাভিস্তু দত্তঃ বিষয়বোধায়।



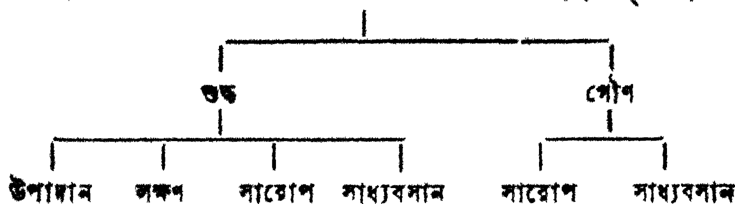
৬. লক্ষণা (ত্রয়োদশধা)*

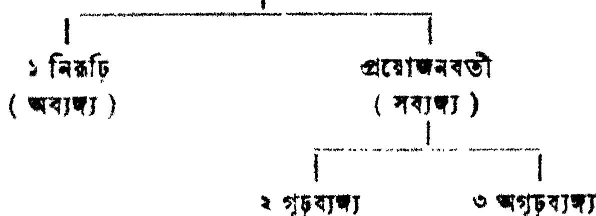
- ১৩ নিরূঢ়া (অব্যঙ্গ্যা)
  - কর্মণি কুশলঃ, কলিঙ্গঃ সাহসিকঃ
- প্রয়োজনবতী (কা. ৭ ঘ.) ষড়্‌বিধা (সব্যঙ্গ্যা)
  - শুদ্ধ
    - উপাদান 'কুন্তাঃ প্রবিশন্তি'
      - ১ গূঢ়ব্যঙ্গ্য
      - ২ অগূঢ়ব্যঙ্গ্য
    - লক্ষণ 'গঙ্গায়াং ঘোষঃ'
      - ৩ গূঢ়ব্যঙ্গ্য
      - ৪ অগূঢ়ব্যঙ্গ্য
    - সারোপ 'আয়ুর্ঘৃতম্'
      - ৫ 'গূঢ়—'
      - ৬ 'অগূঢ়—'
    - সাধ্যবসান 'আয়ুরেবেদম্', 'আয়ুঃ পিবতি'
      - ৭ গূঢ়ব্যঙ্গ্য
      - ৮ অগূঢ়ব্যঙ্গ্য
  - গৌণ
    - সারোপ
      - ৯ গূঢ়ব্যঙ্গ্য
      - ১০ অগূঢ়ব্যঙ্গ
    - সাধ্যবসান
      - ১১ গূঢ়
      - ১২ অগূঢ়

---

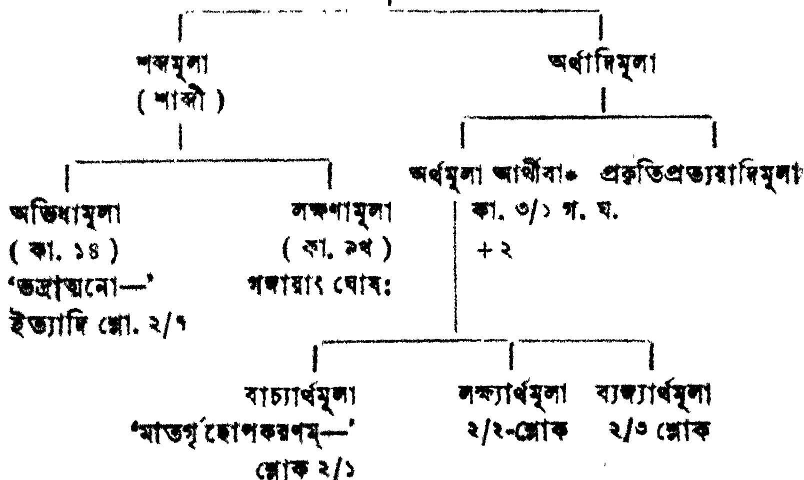
* সপ্তম-কারিকায়াং লক্ষণায়াঃ যা বিভাজননীতিঃ, অষ্টমকারিকায়াং নীতির্ন সা। নীতিদ্বয়স্ত মেলনেন উপর্যুক্তো বিভাগঃ উপলব্ধঃ। 'লক্ষণা তেন ত্রয়োদশধা' ইত্যস্মাভির্বক্তুং শক্যতে, মম্মটমনুসার্যৈব।

৭. **পৃথক্কৃতয়া চ এবমেব**





৮.



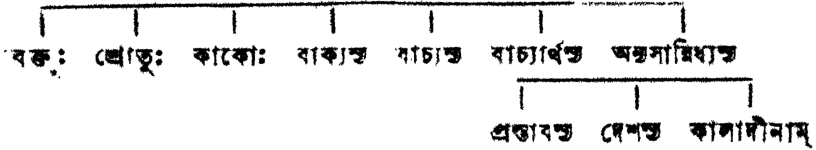
---

* আর্থীব্যঞ্জনায়াঃ লক্ষণং ৩/১ কা. ঘ. তথা ৩/২ কারিকাংশেষু তিষ্ঠতি। উদাহরণানি তিষ্ঠতি দ্বিতীয়োল্লাসে।

তৃতীয় উল্লাস

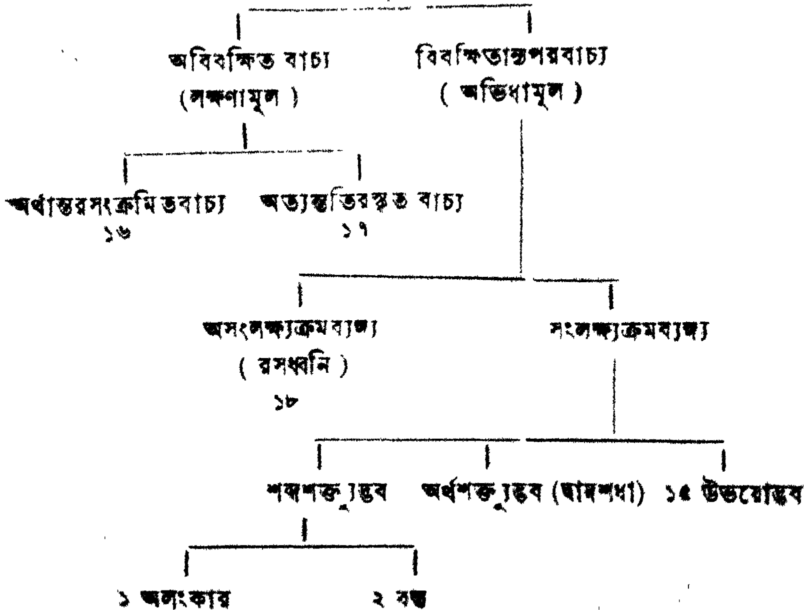
ব্যঞ্জনায়াঃ ক্রিয়াশীলতায়ৈ

পরিবেশ-বৈশিষ্ট্যানি (কা. ৩/১ গ. ঘ. + ৫/২)



চতুর্থ উল্লাস

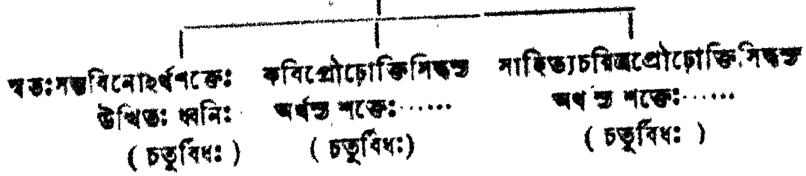
ধ্বনি ১৮

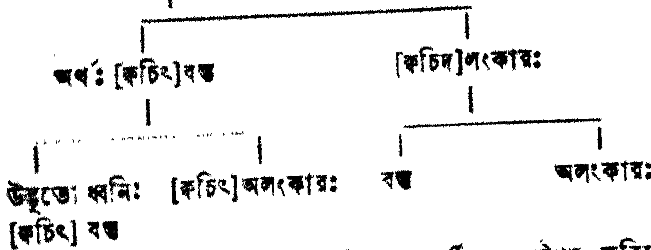


১৮

২. অর্থশক্ত্যুদ্ভবঃ ১২

ধ্বনিঃ





স্বতঃসম্ভবী অর্থশক্ত্যুদ্ভবো ধ্বনির্যথা চতুর্বিধঃ, তথৈব কবিপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধঃ চতুর্বিধঃ, তথৈব কবিনিবদ্ধপ্রৌঢ়োক্তিসিদ্ধঃ। এবং মিলিত্বা দ্বাদশধা হি অর্থশক্ত্যুদ্ভবঃ।

৩. স্থায়ী (নবধা)	রসঃ (নবধা)
১. রতিঃ	১. শৃঙ্গার
২. হাসঃ	২. হাস্যঃ
৩. শোকঃ	৩. করুণঃ
৪. ক্রোধঃ	৪. রৌদ্রঃ
৫. উৎসাহঃ	৫. বীরঃ
৬. ভয়ম্	৬. ভয়ানকঃ
৭. জুগুপ্সা	৭. বীভৎসঃ
৮. বিস্ময়ঃ	৮. অদ্ভুতঃ
৯. নির্বেদঃ	৯. শান্তঃ

৪. ব্যভিচারিণঃ—৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশৎ।

৫. রসসম্পর্কিতাঃ মতবাদাঃ প্রধানতঃ চত্বারঃ (৪).

গ্রন্থ-পঞ্জী

১. কাব্যপ্রকাশ—বামনাচার্য ঝলকিকর

২. ,, —হরিশঙ্কর শর্মা (নাগেশ্বরী টীকা)

৩. ,, —গঙ্গানাথ ঝা

৪. ,, —The Calcutta Sanskrit Series

৫. ,, —A. B. Gajendragadkar

৬. ,, —S. V. Diksit

৭. রসসমীক্ষা—ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়

৮. সাহিত্য-মীমাংসা—বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

৯. An Aesthetic experience acc. to Abhinava gupta —R. Gnoli

১০. History of Sanskrit Poetics —P. V. Kane

১১. Sanskrit Poetics —S. K. De

১২. Literary Criticism in Ancient India —Dr. Ramaranjan Mukherji

১৩. কাব্যতত্ত্বসমীক্ষা—নরেন্দ্রনাথ শর্মা চৌধুরী

১৪. কাব্যপ্রকাশ—R. R. Ambardekar (Ch. IV)

১৫. শব্দার্থতত্ত্ব—রবীন্দ্রকুমার সিদ্ধান্তশাস্ত্রী

শুদ্ধি-পত্র

পৃঃ	পঙ্ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২		'মঙ্গলম্' শব্দটি বাদ
৬	২৭	পদার্থগতা	পরার্থগতা
	২৯	—	গৌণতা এর পরে দুটি দাঁড়ি (॥)
৭	১৮ (শ্লোক ২/৪)	বশিতবিক্রম	বশিতবক্রিম
১১	৫ („ ৩/৩)	সুচবিমু-	সুচিবমু-
১২	১২	আদি গ্রহণা-	আদি-গ্রহণা- (একত্র পাঠ)
	২০	শব্দপ্রমাণ বেদ্যো-	শব্দপ্রমাণ-বেদ্যো- („)
১৪	৮ (কা. ৫)	স্থায়ী ভাবো (একত্র)	স্থায়ী ভাবো (পৃথক্ পাঠ)
১৫	২০	ক্বচিদ্দৃষ্ট-	ক্বচিদ্ দৃষ্ট-
১৬	১৬ (শ্লোক ৪/৭)	বাষ্পম্বু-	বাষ্পাম্বু-
	১৯	-সুর	-সুরা
১৮	২১	শ্লোক ১৮	শ্লোক ১৯
২৩	২৮ (পাদটীকা)	-মণিধূর্তা-	মণিধূর্তা-
২৪	২৩ („)	সম্পসরত্তি	সমপসরত্তি
২৫	৫	কুবন্তী-	কুর্বন্তী-
	৮	বস্তুনাকৃতে-	বস্তুনা কৃতে- (পৃথক্ পাঠ)
২৭	১৮	বাজ্যতে	ব্যজ্যতে
৩১	১২	-গলন্ নীবি-	-গলন্নীবি- (একত্র পাঠ)
৩৮	৯	বিয়োগিণীনানাম্	এর পরে ॥১৪॥
৪০	২২	॥২॥	॥২॥"
৪৬	১০	নঃ ॥	নঃ ॥'
৫২	১০, ১১	ব্যঙ্গ্যার্থ-....অধমশ্রেণীর	স্থূলাক্ষরে
৫৬	১৭	এথানে	এখানে
৫৭	৪	গঙ্গা গর্ভ	গঙ্গা-গর্ভ
৫৮	১	করার	করার
	৩	মূকুল-	মুকুল-
	৮	পিণ্ডিকে	পিণ্ডীকে
	২৩	গঙ্গায় ঘোষ-এ	গঙ্গাগর্ভে ঘোষপল্লী-তে

পৃঃ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬২	পাদটীকা ৪১	(পাবনস্থ)	(পাবনস্থ),
৬৩	২০	প্রয়োজন বিশিষ্ট	প্রয়োজন-বিশিষ্ট (একত্র পাঠ)
৭০	কারিকা ২	-ব্যজ্যক্রম	-ব্যঙ্গ্যাক্রম
৭২	পাদটীকা ৯ এবং ১০		অপ্রয়োজনীয় কিন্তু এ দুটি না থাকা সত্ত্বেও পাদটীকা ১১কে ১১ বুঝতে হবে।
৮১	২০	ব্যজ	ব্যঙ্গ্য
৮৫	৪	অপহ্নুতি	অপহ্নুতি
৯৪	২৬	-করে তোলে /৮৬॥	-৮৫॥
৯৬	৩	-না আসে	-৮৬॥
৯৬	পাদটীকা৬	চন্দ্রখাক্তি বিয়দ্‌বেদাঃ	চন্দ্রখাক্তি-বিয়দ্‌বেদাঃ
১০০	৬	যিনি	যিনি]
	১৫	নীতিঅ-স্তু-	নীতি-অস্তু-
১২৬	৫	কাপি	কাপি
১৩৪	১৫	রমন	রমণ
১৩৬	১১	যদৃচ্ছা	যদৃচ্ছা
	১২	সভয়েণ	সভয়ম্
১৩৮	৩	-উল্লেখ করেছেন	অস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।
১৩৯	১৬	পদার্থাম্বায়-	পদার্থান্বয়-
১৪২	৩	প্রেমিক	প্রেমিকা
	৬	নিজের	আমার
	৭	তুমি খুশীই	তুমিই খুশী
১৪৩	১৪	ব্যঞ্জনা	ব্যঞ্জনার
	১৫	'শুঁড়	'শুঁড়'
	২৮	হল সমষ্টিগত	হল বস্তুর সমষ্টিগত-
১৪৪	শেষ	তাকেই	তাতেই
১৪৬	৩	পূবক্ষণে	পূর্বক্ষণে
	৫	কুশল	কুশলঃ
১৬০	১	বিছু	কিছু
	২	লক্ষার্থের	লক্ষ্যার্থের
	১৯	আরোপ্য-	আরোপ্য-

পৃঃ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯৩	১	ব্যভিচারিনঃ	ব্যভিচারিণঃ
	১১	—	pp. অক্ষরদুটি নিষ্প্রয়োজন
	১২	বলে	বলা হয় [শৃঙ্গার]
	১৭	ভরত সূত্রের	সেখানে ভরত-সূত্রের
	১৮	অক্ষরকম	অক্ষভাবে।
	২০	ব্যাখ্যা করা হয়েছে	অর্থ করেছেন
	শেষ	বিভাবাদ্যৈঃ···রসঃ স্মৃতঃ।	মোটা অক্ষরে
১৯৪	১৪	এদের	মতগুলির
	১৬	ভট্টনায়কে	ভট্টনায়কের
১৯৬	২১	আর একটি	কয়েকটি
১৯৭	৩	(রামের ভূমিকায় অবতীর্ণ)	[রামের···অবতীর্ণ]
১৯৯	৬	অভিমন্ন্যমানৈঃ	অনভিমন্ন্যমানৈঃ
	১৫	বাস্তু	বস্তু
২০১	১২	১৯৭৫ সালের	বর্তমান কালের
	২১	অভিনেতা ও	অভিনেতাও
২০৩	৫	রসকে	রস
২০৪	১৯	সাধরণীকৃত	সাধারণী-
২০৮	৩	রতি বাসনা-	রতি-বাসনা-
	৫	বিষয় বিমুখিতা	বিষয়-বিমুখিতা
২০৯	১২	শৃঙ্গা পরিমিত-	শৃঙ্গাপরিমিত-
	১৯	শৃঙ্গাদিকম্	শৃঙ্গারাদিকঃ
	২২	নির্বেদাদিভিঃ	এরপর পূর্ণচ্ছেদ এবং কাব্যের জগত- থেকে নতুন অনুচ্ছেদ
	২৮	অনুশীলপটবঃ	-পটূনাম্
২১০	২১	দেশকালনিয়ন্ত্রিত	দেশকালানিয়ন্ত্রিত
২১২	০১	মুহূর্ত	মুহূর্ত
	১১	'রসে'র	'রসঃ' এর

পৃঃ	পঙ্‌ক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২১৩	২৮	-আত্তাদির	-আত্ত্যাদির
২১৪	২০	হয়,	হয়, তাহলে
২১৬	০৪	পৃঃ ১২২	পৃঃ ২২০
	০৭	লক্ষক্রম-	লক্ষ্যক্রমব্যঙ্গ্য
	১৩	ভাবশবলতা	-শবলতা
	২০	অষ্টমপ্রকার অবধি	অষ্টমপ্রকারের
	২৩	আবার,...আবার	দুটি আবার শব্দই নিষ্প্রয়োজন।
২১৭	পাদটীকায় ৩য় পঃ	—	'ক্র্যম' অংশটুকু অপ্রয়োজনীয়।
২১৮	১১	পরের পাতায় একটি	নীচের
	১৪	অবিবক্ষিত বাচ্য	অবিবক্ষিত-বাচ্য
	১৫	অর্থান্তর সংক্রমিত বাচ্য	অর্থান্তর-সংক্রমিত-বাচ্য
২১৯	১১	-বাক্য	-বাচ্য
	২৪	ভেদগুলি	ভেদগুলির সঙ্গে
২২০	৭	অন্তুতমস্ত বয়স্ত	অন্যতমস্ত বয়স্ত
	৭	অনুল্লিত	অনুল্লিখিত
	৮	বিভাবে	বিভাবের।
	শেষের পূর্ববর্তী	অঙ্গগুলি থেকে	অঙ্গ ব্যভিচারী অপেক্ষা
২২২	শেষ	কপ্‌ফিণা-	কপ্‌ফণা-
২২৩	৫	সম্ভাব্যনঃ	সম্ভাব্যমাণঃ
	৯	ধনীও। ধূর্ত-	ধনী ও ধূর্ত-
	২৪	তিগ্মঃ	তিগ্মঃ